হযরত ওমর রাযিঃ কেন অমর

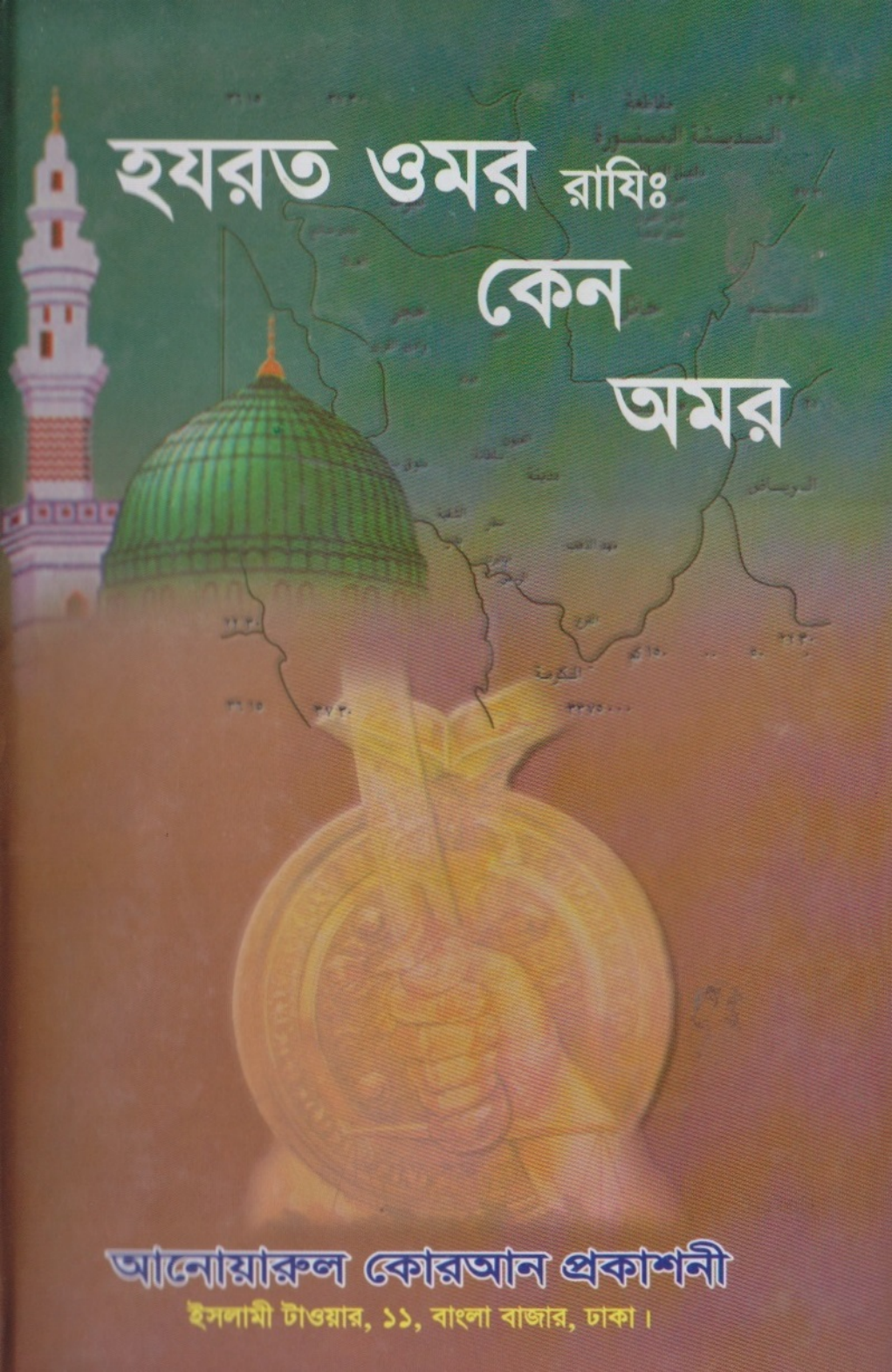

আনোয়ারুল কোরআন প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ১১, বাংলা বাজার, ঢাকা।

দু'টি কথা

"হযরত ওমর (রা.) কেন অমর" এ,বি,এম কামাল উদ্দিন শামীম রচিত পুস্তকখানি আমার নিকট একটি ব্যতিক্রমধর্মী পুস্তক বলে মনে হয়েছে। হযরত ওমর (রা.)-এর বহু জীবনীগ্রন্থ ইদানীং বাজারে পাওয়া যায়। তার মধ্যে কিছু কিছু গ্রন্থ সত্যি মূল্যবান।

কিন্তু "হযরত ওমর (রা.) কেন অমর" কোন জীবনীগ্রন্থ নয়। এতে হযরত ওমর (রা.)-এর জীবনের কমবেশি ৪২২টি ছোটবড় ঘটনা গল্পের আকারে তুলে ধরা হয়েছে। বলা আবশ্যক যে, এজন্য লেখক এ,বি,এম কামাল উদ্দিন শামীমকে বহু জীবনীগ্রন্থ মন্থন করতে হয়েছে। করতে হয়েছে অশেষ পরিশ্রম। কেননা এতে এমনসব কাহিনীর বর্ণনা রয়েছে– যা কোন একক জীবনী গ্রন্থে পাওয়া দুষ্কর।

আমি নিজে এই পুস্তক পাঠে হযরত ওমর (রা.)-এর জীবনের এসব ঘটনা/কাহিনী নতুন করে জানতে পেরেছি এবং উপকৃত হয়েছি।

এই পুস্তকের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী, আগেই বলেছি, গল্প ও কাহিনীর মত সহজ-সরল এবং আকর্ষণীয়। পাঠককে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখবার ও টেনে নেওয়ার গুণ যে কোন পুস্তকের বড় গুণ। লেখকের লেখার গুণে এ পুস্তক একদিকে যেমন চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে তেমনি হয়েছে সকলের জন্য শিক্ষনীয়।

মহাত্মা গান্ধী একবার বলেছিলেন, কোনদিন তার হাতে যদি রাজ্যক্ষমতা আসে তাহলে তিনি খলীফা ওমরের (রা.) ধারায় রাজ্য শাসন করবেন।

হযরত ওমরের (রা.) জীবনের এসব ঘটনা পাঠে যে কারো মনে হবে, কেন তিনি ইতিহাসে এত শ্রেষ্ঠত্ব ও এত বেশি মর্যাদার আসনে সমাসীন রয়েছেন। পুস্তকটি সর্বস্তরের পাঠকের জনপ্রিয়তা লাভ করবে, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

স্নেহভাজন এ,বি,এম কামাল উদ্দিন শামীমের জরিন কলম আরো বেশি ফলপ্রসূ হোক, এই দোয়াই করছি।

২৬শে মার্চ/২০০৫ইং

আখ্‌তার উল্‌-আলম
(সাবেক রাষ্ট্রদূত)
উপদেষ্টা সম্পাদক,
দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা।

www.pathagar.com

লেখকের কথা

মুসলিম জাহানের এক অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক চরিত্র হযরত ওমর ফারুক (রা.)। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, অতুলনীয় কৃতিত্ব, অপরাজেয় বীরত্ব সর্বোপরি অশ্রুতপূর্ব মানবতাবোধ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবার শ্লাঘার বিষয়।

দুনিয়ার দরবারে ইসলামকে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করায় প্রথম কাতারের সিপাহসালার ছিলেন তিনি। তাঁর আদর্শের আলোকে আজো আমরা পবিত্র ইসলামের পরশমণিটির সন্ধান পেয়ে থাকি। তাঁর অপূর্ব অনুপম ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে মহানুভবতার মাধুর্য তাই তাঁকে সেকালের ও এ কালের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সম্মানের সিংহাসনে স্থান দিয়েছে। জামাতে-জায়নামাযে জেহাদের ময়দানে কিংবা রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বত্রই তাঁকে দেখা যায় খাঁটি মুমিন মুজাহিদ তথা ইসলামের আদর্শ অনুসারী হিসেবে। এই কারণেই স্বয়ং নূরনবীজি এক সময় প্রকাশ্যে স্বীকার করেছিলেন যে, তাঁর পরে কেহ নবী হলে হযরত ওমরই কেবল হতে পারতেন– অন্য কেউ নয়।

হযরত ওমর (রা.) কেন অমর পুস্তকটিতে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যার ফলে তাঁর মহান চরিত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পাঠক সাধারণ সহজেই ওয়াকিবহাল হতে পারবেন বলে বিশ্বাস করা যায়।

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে বেশ কিছু কাহিনী কিংবদন্তীর মতো সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। কিছু কিছু কাহিনী এমন অনুপম এবং এতো বিখ্যাত যে, সেগুলোর পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আবার এমন কতগুলো কাহিনী আছে যা সাধারণ মুসলমান তো দূরের কথা ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মুসলমানরাও জানেন না। 'হযরত ওমর কেন অমর' গ্রন্থে উভয় ধরনের কাহিনীর সমাবেশ রয়েছে। এ গ্রন্থ ছোটদের জন্য ইসলামের মহান আদর্শ যেমন তুলে ধরবে তেমনি বড়রাও ইসলাম এবং ইসলামের একজন চিরঞ্জীব খলীফার চরিত্র-মাধুরী সম্পর্কে সম্যক অবহিত হতে পারবেন।

আশা করি, এই বই সকল শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবে এবং তাঁরা ইসলামের মহান আদর্শের আলোকে নতুন পথ নির্দেশ খুঁজে পাবে।

–এ, বি, এম, কামাল উদ্দিন শামীম

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম পরিচ্ছেদ	
এক নজরে হযরত ওমর (রা.)-এর জীবন কথা	২১
ইসলামের ছায়াতলে হযরত ওমর (রা.)	২৬
ইসলামের প্রথম খলীফা নির্বাচন	২৮
দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচন	২৯
নির্ভীক সাহসিকতা	৩০
সত্যবাদিতার একটি দৃষ্টান্ত	৩২
রসিকতার পরিণাম	৩৫
কাফেলার প্রহরী	৩৫
একজন মুমিনের সাহসিকতা	৩৬
বিচার প্রার্থনার সওদা	৩৬
এক মহিলার দুঃখ মোচন	৩৮
ইয়ারমুকের যুদ্ধ	৩৮
খলীফার আতিথেয়তা	৩৯
মানুষের সেবার অনন্য দৃষ্টান্ত	৪১
অসুস্থ খলীফার আবেদন	৪২
গবর্নরকে শাস্তি প্রদান	৪৩
একটি ফরমানের জন্ম	৪৩
গণিমতের মাল	৪৪
কর্তব্যবোধ	৪৪
আরেকটি ফরমানের জন্ম	৪৫
সেনাপতিত্ব থেকে খালেদের অপসারণ	৪৫
রোমের রাষ্ট্রদূতের বিস্ময়	৪৬
যিম্মিদের সাথে ব্যবহার	৪৭
বায়তুল মুকাদ্দস বিজয়	৪৮
নীলনদের কাছে খলীফার চিঠি	৫০
তুলনাবিহীন একটি দৃষ্টান্ত	৫১

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
হযরত ওমর (রা.) জানতে চাইলেন আমি বাদশাহ নাকি খলীফা?	৫৩
খলীফা হওয়ার পর হযরত ওমর (রা.)-এর একটি ভাষণ	৫৩
হযরত ওমর (রা.)-এর রাশভারী ব্যক্তিত্ব এবং রাগী রাগী চেহারার সমালোচনা	৫৪
বদরের যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে হযরত ওমর (রা.)-এর দৃঢ় মনোভাবের সমর্থনে কোরআনের আয়াত	৫৪
কুষ্ঠ রোগের এক রোগীনীকে তওয়াফ করতে হযরত ওমর (রা.) নিষেধ করলেন	৫৫
নতুন জামা পরিধানের পর হযরত ওমর (রা.)-এর দোয়া	৫৫
হযরত ওমর (রা.)-কে রাসূল (স.)-এর প্রথম আবু হাফস নামে সম্বোধন	৫৬
একজন সাহাবার কম্বলের রেশমী ঝালর হযরত ওমর (রা.) নিজ হাতে কেটে ফেললেন	৫৭
হযরত ওমর (রা.) বালক মোহাম্মদের রেশমী জামা ছিঁড়ে ফেললেন	৫৭
রেশমী জামা ছিঁড়ে ফেলার জন্য হযরত ওমর (রা.)-এর আদেশ রাসূল (স.)-এর ইচ্ছার কথা জেনে	৫৭
হযরত ওমর (রা.)-এর মন মোমের মতো গলে গেল	৫৮
হযরত ফাতেমা (রা.)-এর সাথে হযরত ওমর (রা.)-এর সাক্ষাৎ	৫৮
হযরত আব্বাসকে হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের অনুরোধ	৫৮
হযরত ওমর (রা.) পুত্রকে বললেন, অপচয়ের জন্য ইচ্ছা পুরণই যথেষ্ট	৫৯
হযরত আবু দারদা (রা.)-এর ঘরে হযরত ওমর (রা.) কাঁদলেন	৫৯
হযরত ওমর (রা.)-এর পরিধানে ছিল তালিযুক্ত পোশাক	৫৯
রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা বায়তুল মাল থেকে হযরত ওমর (রা.) প্রতিদিন যে ভাতা নিতেন	৬০
মধুমিশ্রিত পানি পান করলেন না হযরত ওমর (রা.)	৬০

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
হালুয়ার নাশতা ফিরিয়ে দিলেন হওরত ওমর (রা.)	৬০
ইরাকের লোকদের খাবার খেতে অনীহায় হযরত ওমর (রা.)-এর মন্তব্য	৬১
হাফস ইবনে আবুল আস হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে খেতে বসতেন না	৬১
নিজের স্ত্রীকে মেশক আম্বর ওজন করতে দিলেন না হযরত ওমর (রা.)	৬২
হযরত ওমর (রা.) নিজের শিশু পুত্রকে বললেন খোকা তোমার মায়ের কাছে যাও	৬২
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
খাদ্য গ্রহণে হযরত ওমর (রা.)-এর সংযম	৬৩
হযরত ওমর (রা.)-এর খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে হযরত আনাস (রা.)-এর বক্তব্য	৬৩
পুত্র কন্যার ভালো খাওয়ার পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করলেন হযরত ওমর (রা.)	৬৩
বায়তুল মাল থেকে সকাল-সন্ধ্যার খাবার গ্রহণে হযরত ওমরের সম্মতি	৬৪
বেহেশতের কথা শুনে হযরত ওমর (রা.) কাঁদলেন	৬৪
ইরাক বিজয়ী মুজাহিদদের সাথে হযরত ওমর (রা.)-এর ব্যবহার	৬৪
বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রা দান করার আদেশ দিলেন হযরত ওমর (রা.)	৬৫
নবী সহধর্মিনীদের উপঢৌকন পাঠানোর জন্য হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট নয়টি পাত্র	৬৬
জিযিয়ার একটি উট জবাইয়ের অনুমতি দিলেন হযরত ওমর (রা.)	৬৬
হযরত ওমর (রা.)-এর অর্থ বণ্টন	৬৬
সাঈদ ইবনে আমেরের হযরত ওমরের (রা.) দান গ্রহণ	৬৭
একটি পাহাড়ী এলাকার প্রান্তর কবরস্থানে পরিণত করার নির্দেশ	৬৭
হযরত ওমর (রা.)-কে রাসূল (স.)-এর উপঢৌকন প্রেরণ	৬৭
হযরত ওমর (রা.)-এর স্ত্রীকে উপহার প্রেরণ করায় তিনি ক্রুদ্ধ হলেন	৬৮
পুত্রের উট বিক্রির টাকার লভ্যাংশ বায়তুল মালে জমা দিতে বললেন হযরত ওমর (রা.)	৬৮
স্ত্রীর উপঢৌকন বিক্রি টাকা বায়তুল মালে জমা করালেন হযরত ওমর (রা.)	৬৯
বিবাহিত পুত্রের ব্যয়ভার বহনে হযরত ওমর (রা.)-এর অস্বীকৃতি	৬৯
একাকীত্বের শাস্তি সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)	৭০
হযরত ওমর (রা.) ব্যবসার জন্য ঋণ চাইলেন	৭০
দুগ্ধপোষ্য শিশুদের জন্য ভাতা বরাদ্দ	৭০

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত ওমর (রা.) ঘর ভরা আদর্শ মানুষের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলেন	৭১
আবদুর রহমান ইবনে আওফের প্রস্তাব হযরত ওমরের (রা.) প্রত্যাখান	৭১
বায়তুল মালে হযরত ওমর (রা.)-এর নামায আদায়	৭২
একজন মুজাহিদকে চার হাজার দিরহাম দান	৭২
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	
হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের জন্য রাসূল (স.)-এর দোয়া	৭৩
হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের স্মরণীয় সেই মুহূর্ত	৭৩
ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এর স্মৃতিচারণ	৭৩
মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে আবু সুফিয়ানকে হত্যা করতে চান হযরত ওমর (রা.)	৭৪
হযরত আব্বাস (রা.) আবু সুফিয়ানের নিকট হযরত ওমর (রা.) প্রশংসা করলেন	৭৪
রাসূল (স.)-এর কথা শুনে হযরত ওমর (রা.) লজ্জিত হলেন	৭৪
হযরত ওমর (রা.) বললেন যাও, আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন	৭৫
ইসলাম গ্রহণের পর হযরত ওমর (রা.) রাসূল (স.)-কে বললেন, আপনার আর কোন ভয় নাই	৭৫
ইসলাম গ্রহণের পর হযরত ওমর (রা.)-এর সাহসিকতা	৭৬
প্রবীণ বয়স্ক আস ইবনে ওয়ায়েল হযরত ওমর (রা.)-কে অভয় দিলেন	৭৭
হযরত ওমর (রা.)-এর মদীনায় হিজরত ঘটনার স্মৃতিচারণ	৭৭
হযরত ওমর (রা.) এবং আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)-এর রাতের পাহারাদারি	৭৮
গভীর রাতে হযরত ওমর (রা.) তাঁর সাথীকে নিয়ে এক ব্যক্তির ঘরের দরোজা থেকে চলে গেলেন	৭৯
হযরত ওমর (রা.) অন্যের দোষ সন্ধান থেকে বিরত থাকলেন	৭৯
হযরত ওমর (রা.) লোকটিকে ক্ষমা করে ফিরে এলেন	৮০
হযরত ওমর (রা.)-এর উদ্যোগে একজন বৃদ্ধের তওবা	৮০
পুত্র আবদুল্লাহর প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর ক্রোধ	৮১
হাজরে আসওয়াদকে হযরত ওমর (রা.)-এর সম্বোধন	৮১
হযরত ওমর (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস	৮১
ইয়েমেনী সাহাবাদের সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)	৮১
এক দুপুরে ক্ষুধার্ত রাসূল (স.) হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.)	৮২
হাকাম ইবনে কায়সানের ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে হযরত ওমর (রা.)	৮২
একজন মুরতাদ সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এর অভিমত	৮৩
একজন পাদ্রীর অবস্থা দেখে হযরত ওমর (রা.)-এর কান্না	৮৩

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	
হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.)-এর মধ্যে কথা কাটাকাটি	৮৪
ইসলাম গ্রহণের জন্য হযরত ওমর (রা.)-এর প্রতি মহানবী (স.)-এর আহ্বান	৮৪
মুরতাদদের সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এর মনোভাব	৭৫
মহানবী (স.)-এর প্রতি একজন ইহুদীর উদ্ধত আচরণে হযরত ওমর (রা.)-এর ক্রোধ	৮৬
হযরত আব্বাস (রা.)-এর রূঢ় ব্যবহারের বিরুদ্ধে হযরত ওমর (রা.)-এর অভিযোগ	৮৭
হযরত ওমর (রা.)-এর প্রতি হযরত সালমানের সম্মান	৮৭
একজন মহিলার কথা শোনার জন্য হযরত ওমর (রা.)-এর যাত্রা বিরতি	৮৮
একটি পরিত্যক্ত শিশু সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এর সিদ্ধান্ত	৮৮
হযরত ওমর (রা.) জাবির ইবনে আবদুল্লাহর প্রশংসা করলেন	৮৯
হযরত ওমর (রা.) আবু মেহজানের ঘর থেকে চুপচাপ চলে এলেন	৮৯
পাপ করে তওবাকারিনী এক যুবতীর পিতাকে হযরত ওমর (রা.)-এর পরামর্শ	৮৯
পাপ পরে তওবাকারিনী এক যুবতীর চাচার প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর পরামর্শ	৯০
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন না করার জন্য হযরত ওমর (রা.)-এর নির্দেশ	৯০
জমি না পাওয়ার মসজিদ সম্প্রসারণের ইচ্ছা ত্যাগ করলেন হযরত ওমর (রা.)	৯১
মদ পানের অভিযোগে নিজ পুত্রকে নিজ হাতে দ্বিতীয় বার প্রকার করেন হওরত ওমর (রা.)	৯২
হযরত ওমর (রা.)-এর শোনানো হাদীস শুনে প্রহারকারীকে কোরায়শী যুবকের ক্ষমা	৯২
হযরত ওমর (রা.) ওবাদা ইবনে সামেতকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার আদেশ দিলেন	৯৩
একজন সিরীয় ইহুদীকে ফাঁসীর নির্দেশ দিলেন হযরত ওমর (রা.)	৯৪
নিহত ইহুদীর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার আদেশ প্রত্যাহার করলেন হযরত ওমর (রা.)	৯৫
হযরত ওমর (রা.)-এর সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে অগ্নিপূজক হরমুজানের ইসলাম গ্রহণ	৯৫
বৃদ্ধ যিম্মির জন্য বায়তুল মাল থেকে বৃত্তির ব্যবস্থা করলেন হযরত ওমর (রা.)	৯৬
হযরত ওমর (রা.) ফরিয়াদী ইহুদীর পক্ষে রায় দিলেন	৯৬
চাবুক দিয়ে খোঁচা দেয়ার বিনিময় দিলেন হযরত ওমর (রা.)	৯৭
হযরত ওমর (রা.) বললেন আমার মাথা মাটির উপর রাখো	৯৭
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	
মানুষ হয়ে জন্ম নেয়ায় হযরত ওমর (রা.)-এর আক্ষেপ	৯৮
হযরত ওমর (রা.)-এর দোযখের ভয় এবং বেহেশতের আশা	৯৮
হযরত ওমর (রা.) বললেন খেলাফতের দায়িত্ব পালনের কারণে আমি কোন পাপপূণ্য চাই না	৯৮
শাসকের সামনে নির্ভয়ে কথা বলা প্রসঙ্গে হযরত ওমর (রা.)	৯৯

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আমি আগেই বলেছি হে সাহাবাগণ সরাসরি	
হযরত ওমর (রা.)-কে কিছু জিজ্ঞাসা করতেন না	১০০
রাসূলের (স.) একটি হাদীস শুনে হযরত ওমর (রা.) বিষণ্ন হলেন	১০০
নিযুক্ত গবর্নরদের বিষয়ে হযরত ওমর (রা.)-এর খবরদারি	১০১
গবর্নর নিয়োগের সময় হযরত ওমর (রা.)-এর দেয়া শর্তাবলী	১০১
সিরিয়ার গবর্নর পদে নিযুক্তির হযরত ওমর (রা.)-এর প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন আবু দ্দারদা (রা.)	১০১
হেমস প্রদেশের গবর্নরকে হযরত ওমর (রা.) শাস্তি দিলেন	১০২
হযরত ওমর (রা.) ইয়াজিদকে চাবুক দিয়ে আঘাত করলেন	১০৩
এক দৃষ্টিহীনা মহিলার সেবা করলেন হযরত ওমর (রা.)	১০৪
আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে আপোষহীন হতে হবে	১০৪
একজন গবর্নরের বিরুদ্ধে হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট চারটি বিষয়ে অভিযোগ	১০৪
হযরত ওমর (রা.)-এর দায়িত্ব সচেতনতা	১০৫
হজ্ব-এর মওসুমে সমবেত গবর্নরদের উদ্দেশ্যে হযরত ওমর (রা.)-এর ভাষণ ও একটি ঘটনা	১০৬
একজন মহিলার মৃত শিশুর জন্য হযরত ওমর (রা.) ক্ষতিপূরণ দিলেন	১০৬
মৃত্যুর অপরাধে অপরাধী গবর্নরকে হযরত ওমর (রা.) ক্ষমা করে দিলেন	১০৭
বৃদ্ধের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ পাইয়ে সেনাপতির অপরাধের শাস্তি দিলেন হযরত ওমর (রা.)	১০৮
হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট মনিবের বিরুদ্ধে একজন দাসীর গুরুতর অভিযোগ	১০৮
হযরত আবুবকর (রা.) বললেন আমি আল্লাহকে এবং ওমরকে তোমাদের চেয়ে ভালো করে জানি	১০৯
মৃত্যুশয্যায়ও নামাযের প্রতি যত্নশীল ছিলেন হযরত ওমর (রা.)	১১০
হযরত ওমর (রা.)-এর পরিহিত জামায় ১২টি তালি	১১০
হযরত ওমর (রা.) আমর ইবনুল আস (রা.) এবং তার পুত্রকে মদীনায় ডেকে পাঠালেন	১১১
গবর্নরের তাকিয়া	১১২
নারী-পুরুষের একত্রে তওয়াফে হযরত ওমর (রা.)-এর নিষেধাজ্ঞা	১১২
সপ্তম পরিচ্ছেদ	
প্রাচীনকালের কিতাব পাওয়ার কথা শুনে হযরত ওমর (রা.) ক্রুদ্ধ হলেন	১১৩
রাসূল (সা.)-এর অসন্তুষ্টি দেখে হযরত ওমর (রা.) নতুন করে ঈমান আনলেন	১১৩
একজন বেদুইনকে দ্বীন শিক্ষা দিলেন হযরত ওমর (রা.)	১১৩
হযরত ওমর (রা.) রাসূল (স.)-এর কথা শুনে বললেন আল্লাহু আকবর	১১৪
হযরত ওমর (রা.) সফরে গেলে যায়েদ ইবনে সাবেতকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করতেন	১১৪
কুফার জনগণের উদ্দেশ্যে হযরত ওমর (রা.)-এর চিঠি	১১৫
হযরত ওমর (রা.)-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ নীতিকথা	১১৫

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
কোরআনের অপব্যাখ্যা সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এর আশঙ্কা	১১৫
হযরত ওমর (রা.) বলেছেন জ্ঞান নিজে শেখ মানুষকেও শেখাও	১১৫
হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট থেকে একটি বিষয় শোনার জন্য ইবনে আব্বাসের অপেক্ষা	১১৬
হযরত ওমর (রা.) এবং হযরত ওসমান (রা.)-এর আলোচনা	১১৬
হযরত ওমর (রা.) বলেছেন বেআমল আলেমগণ মোনাফেক	১১৬
জটিল মাসআলার সমাধানের জন্য হযরত ওমর (রা.) ইবনে আবাবাস (রা.) কে ডাকতেন কাজী শোরাইহকে	১১৭
ইজতিহাদ করার পরামর্শ দিলেন হযরত ওমর (রা.)	১১৭
ভ্রান্ত মতামত দেয়া সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এর সতর্কতা	১১৮
রাসূল (স.)-এর সামনে রূঢ়ভাবে কথা বলার কারণে হযরত ওমর (রা.) অনুশোচনা	১১৮
হযরত ওমর (রা.) ইহুদীর প্রশ্নের জবাব দিলেন	১১৯
হযরত ওমর (রা.) হেসে বললেন এই জিনিস দিয়ে তোমার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করো	১১৯
কোরআনের অবতীর্ণ একটি আয়াত সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এর স্মৃতিচারণ	১২০
মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলায় হযরত ওমর (রা.)-এর তিরস্কার	১২০
মুয়াজ্জিন হওয়ার জন্য হযরত ওমর (রা.)-এর আগ্রহ	১২১
হযরত ওমর (রা.) বর্ণিত নামায সম্পর্কিত একটি হাদীস	১২১
ভাই যায়েদের শোকে কাতর হযরত ওমর (রা.)	১২১
অষ্টম পরিচ্ছেদ	
একজন সাহাবীকে ফজরের জামায়াতে না পেয়ে তার বাড়িতে গেলেন হযরত ওমর (রা.)	১২২
নামাযের কাতার সোজা রাখার জন্য হযরত ওমর (রা.)-এর আদেশ	১২২
কোরআন পাঠে শ্রেষ্ঠত্বের কারণে হযরত ওমর (রা.)-এর এক ব্যক্তিকে সমর্থন	১২৩
ওসমান ইবনে আবুল আস-এর হযরত ওমর (রা.)-এর রাত্রিকালীণ এবাদত সম্পর্কে জানার আগ্রহ	১২৩
তারাবীহর নামাযের একক জামায়াতের ব্যবস্থা করেন হযরত ওমর (রা.)	১২৪
কবরের অবস্থা সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.) অবগত করেন রাসূল (সা.)	১২৫
হযরত ওমর (রা.) উটের পিঠে আরোহণ করে সিরিয়া গেলেন	১২৫
হযরত ওমর (রা.) একজন মহিলাকে আটা সিদ্ধ করা শিক্ষা দিলেন	১২৫
ঈদের জামায়াতে হযরত ওমর (রা.)-এর স্মৃতিচারণ	১২৬
হযরত আলী (রা.)-এর কন্যা উম্মে কুলসুমের সাথে হযরত ওমর (রা.)-এর বিবাহ	১২৬
হযরত ওমর (রা.)-এর নিযুক্ত হেমস প্রদেশের গবর্নরের কাজ	১২৭
হযরত হাফসাকে বিবাহ করার জন্য হযরত আবু বকরকে (রা.) হযরত ওমরের (রা.) প্রস্তাব	১২৭
একটি হাদীস সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এর তাহকিক	১২৮

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
সালাম দেয়ার প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর গুরুত্বারোপ	১২৯
হযরত ওমর (রা.)-এর বিনয়	১২৯
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরকে হযরত ওমরের (রা.) ভর্ৎসনা	১২৯
গাধার পিঠে একটি বালকের পেছনে বসলেন হযরত ওমর (রা.)	১৩০
একজন বালকের প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর স্নেহ	১৩০
হযরত ওমর (রা.)-এর বিনয়ের আরো একটি উদাহরণ	১৩১
পিতা খাত্তাবের স্মৃতিচারণে হযরত ওমর (রা.)	১৩২
আল্লাহর নেয়ামতের বর্ণনায় হযরত ওমর (রা.)	১৩২
আবু মুসা আশয়ারীকে লেখা হযরত ওমর (রা.)-এর চিঠি	১৩২
আল্লাহর উপর হযরত ওমর (রা.)-এর নির্ভরতা	১৩২

নবম পরিচ্ছেদ

মহানবী (সঃ)-এর মধ্যে বার্ধক্যের ছাপ দেখলেন হযরত ওমর (রা.)	১৩৩
আল্লাহর আযাবের ভয়ে হযরত ওমর (রা.)-এর শ্বাসকষ্ট	১৩৩
সূরা ইউসুফ পাঠ করতে গিয়ে হযরত ওমর (রা.)-এর অস্থিরতা	১৩৩
মাআজ ইবনে জাবাল (রা.)-এর সাথে হযরত ওমর (রা.)-এর কান্না	১৩৪
হযরত ওমর (রা.)-এর পরকালের ভয়	১৩৪
আল্লাহর প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর ভয়	১৩৪
নির্বোধ লোকদের কাজ সম্পর্ক হযরত ওমর (রা.)	১৩৫
হযরত ওমর (রা.)-এর কর্মকৌশল	১৩৫
হযরত ওমর (রা.)-এর জ্ঞানগর্ভ বাণী	১৩৫
একজন সাহাবীকে হযরত ওমর (রা.)-এর তিরস্কার	১৩৫
আবু মুসা আশয়ারীকে হযরত ওমর (রা.) যা লিখলেন	১৩৫
বিবাহ করানোর প্রস্তাবে হযরত ওমর (রা.)-এর নীরবতা	১৩৬
হযরত ওমর (রা.)-এর ক্রোধ	১৩৬
মোনাফেক আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর জানাযার নামায পড়ানোর উদ্যোগে হযরত ওমরের বাধা	১৩৬
একজন যুবককে হযরত ওমর (রা.)-এর তিরস্কার	১৩৭
হযরত ওমর (রা.) বলেছেন কোরায়েশগণ সর্দার বা জননেতা	১৩৭
হযরত ওমর (রা.)-এর ইন্নালিল্লাহে বলা	১৩৮
হযরত ওমব (রা.)-এর চিঠি	১৩৮
একজন মহিলাকে হযরত ওমর (রা.)-এর পরামর্শ	১৩৮
হযরত ওমর (রা.)-এর পোশাক এবং দুনিয়ার অস্থায়ীত্ব সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এ মন্তব্য	১৩৯
মহানবী (সঃ) হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.)-এর ইয়েমেনী চাদর পরিধান	১৩৯

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এর পরামর্শ এবং তাঁর খাদ্যাভ্যাস	১৪০
অমুসলিমদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার জন্য হযরত ওমরের (রা.) পরামর্শ	১৪০
খৃষ্টান কাতেবের প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর ক্রোধ	১৪০
হযরত ওমর (রা.)-এর সূক্ষ্ম দৃষ্টি	১৪১
দশম পরিচ্ছেদ	
দৌড় প্রতিযোগিতায় হযরত ওমর (রা.)-এর পরাজয় জয়	১৪২
এক দম্পতিকে হযরত ওমর (রা.) বললেন, সব পরিবারে ভালোবাসা থাকেনা	১৪২
হযরত আবু বকরের (রা.) পুত্রবধু বিধবা আতেকা হলেন হযরত ওমর (রা.)-এর স্ত্রী	১৪২
দাম্পত্য সমস্যায় হযরত কা'ব (রা.)-এর ফয়সালায় হযরত ওমর (রা.)-এর প্রশংসা	১৪৩
হযরত ওমর (রা.)-এর কথায় মহানবী (সঃ) হেসে ফেললেন	১৪৫
হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে মহানবী (সঃ)-এর একটি হাদীস	১৪৫
হযরত ওমর (রা.)-এর রূঢ় ব্যবহার সম্পর্কে আপত্তি	১৪৫
কারো ডাকে নবীজীর সাড়া দেয়া সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)	১৪৬
হযরত ওমর (রা.)-এর ভুল সংশোধন করলেন একজন মহিলা	১৪৬
কোরআন সংকলনে হযরত ওমর (রা.)-এর দায়িত্ব পালন	১৪৭
হযরত ওমর (রা.)-এর ক্রোধ সম্পর্কিত আরেকটি ঘটনা	১৪৭
মদ পানের সাজা ভোগকারী এক ব্যক্তির প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর সহানুভূতি	১৪৮
হযরত খালেদ ইবনে ওলীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হযরত আবু বকর (রা.) এর প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর অনুরোধ	১৪৯
হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আল্লাহর কসম আপনার পরে আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ হযরত ওমর (রা.)	১৪৯
হযরত ওমর (রা.) এক ব্যক্তির নিকট ক্ষমা চাইলেন	১৫০
এক ব্যক্তিকে হযরত ওমর (রা.)-এর চাবুকের খোঁচা	১৫১
হযরত ওমর (রা.)-এর কোলাকুলি	১৫১
হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে হযরত আলী (রা.)-এর ভাষণ	১৫১
হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে হযরত আলী (রা.)-এর অভিমত	১৫২
একজন শহীদ সাহাবার পুত্রের প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর মর্যাদা দান	১৫২
হাবশায় হিজরতকারী একজন সাহাবাকে হযরত ওমর (রা.)-এর মর্যাদা দান	১৫৩
হোসাইন ইবনে আলীর প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর স্নেহ প্রদর্শন	১৫৩
হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর শ্রদ্ধাবোধ	১৫৪

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
একাদশ পরিচ্ছেদ	
হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.)-এর সমালোচকদের প্রতি হযরত আলী (রা.)-এর লানত	১৫৫
হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.)-এর সমালোচককে হযরত আলী (রা.)-এর সিরিয়ায় নির্বাসন	১৫৫
প্রশংসাকারী এক ব্যক্তিকে হযরত ওমর (রা.) প্রহার করলেন	১৫৫
হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর শ্রদ্ধাবোধ	১৫৫
গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে কিছু লোককে হযরত ওমর (রা.)-এর তিরস্কার	১৫৬
হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মনোভাব	১৫৬
হযরত ওমর (রা.) বলেন মানুষের সমালোচনা করবেনা	১৫৭
হযরত ওমর (রা.) কোরআন তেলাওত শুনতেন	১৫৭
হযরত ওমর (রা.) বললেন সাহাবাগণই এই কালেমা পাঠের অধিক উপযোগী	১৫৭
হযরত ওমর (রা.) এক ব্যক্তির দোয়া সংশোধন করলেন	১৫৭
হযরত ওমর (রা.) বললেন তোমরা আমিন আমিন বলবে	১৫৮
হযরত আব্বাসের (রা.) সঙ্গে ওমর (রা.)-এর দোয়া	১৫৮
এশার নামায শেষে হযরত ওমর (রা.) মসজিদে ঘুরে দেখতেন	১৫৮
রাসূল (সঃ) হযরত ওমর (রা.)-কে বললেন, হে ভাই দোয়া করার সময় আমাকে ভুলে যেয়োনা	১৫৯
হযরত ওমর (রা.) বললেন পাপাসক্তের বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য করবে না	১৫৯
হযরত ওমর (রা.) একজন পাদ্রীকে বললেন, ওহে আল্লাহর দুশমন	১৬০
হযরত ওমর (রা.) কখন বলেছিলেন রসূল (সঃ) নিহত হয়েছেন কেউ বললে তার শিরচ্ছেদ করবো	১৬১
মোতা বিয়ে সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এর কঠোর মনোভাব	১৬১
হযরত ওমর (রা.) বললেন, পুরুষ তিন প্রকার মহিলা তিন প্রকার	১৬১
হযরত ওমর (রা.) আহনাফ ইবনে কয়েসকে যা বলেছেন	১৬২
হযরত ওমর (রা.)-এর ১৮টি উপদেশ	১৬২
পুত্র আবদুল্লাহর নিকট হযরত ওমর (রা.)-এর চিঠি	১৬২
একজন গবর্নরের নিকট লেখা চিঠির শেষাংশ	১৬৪
হযরত ওমর (রা.) বলেছেন দ্বীনদারী মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি	১৬৪
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ	
কোরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এর মন্তব্য	১৬৫
হাকাম ইবনে কায়সানের ইসলাম গ্রহণে দেরী দেখে হযরত ওমর (রা.)-এর ক্রোধ	১৬৫
একজন মুরতাদকে হত্যা করায় হযরত ওমর (রা.)-এর আক্ষেপ	১৬৬
একজন মুরতাদের ব্যাপারে হযরত ওমর (রা.) সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন	১৬৬

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.)-এর মধ্যে কথা কাটাকাটিতে রাসূল (সঃ) অসন্তুষ্ট হলেন	১৬৭
রাসূল (সঃ)-এর নিকট হযরত ওমর (রা.)-এর উপস্থিতিতে ওমায়ের এর ইসলাম গ্রহণ	১৬৭
নিজ ক্রীতদাসকে ইসলাম গ্রহণের অনুরোধ জানালেন হযরত ওমর (রা.)	১৬৮
এক খ্রিস্টান বৃদ্ধাকে ইসলাম গ্রহণের অনুরোধ জানালেন হযরত ওমর (রা.)	১৬৮
গবর্ণর সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)-কে হযরত ওমর (রা.)-এর চিঠি	১৬৯
হযরত ওমর (রা.) লিখলেন জিযিয়ার প্রস্তাব মেনে নাও	১৬৯
মহিলাদের নিকট থেকে হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলামের উপর বাইয়াত গ্রহণ	১৬৯
হযরত ওমর (রা.) বললেন, আবু বকরের সেই রাত ওমরের খান্দানের চেয়ে উত্তম	১৭০
হযরত খালেদ (রা.)-কে বরখাস্ত করার কারণ ব্যাখ্যা	১৭১
অসুস্থ খলীফার বায়তুল মাল থেকে মধু গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা	১৭১
কন্যা হাসফাকে ফিরিয়ে দিলেন হযরত ওমর (রা.)	১৭১
হযরত ওমর (রা.) বললেন এই আয়াত কোরআনে আছে আমি জানতাম না	১৭২
রসূল (সঃ)-এর ওফাতের আগের দিন হযরত ওমর (রা.)-এর ভাষণ	১৭২
হযরত আবু বকর (রা.)-কে খলীফা মনোনয়নে হযরত ওমর (রা.)-এর ভূমিকা	১৭৩
হযরত ওমর (রা.) হযরত আবু বকরের (রা.) চলার পথ সহজ করে দিলেন	১৭৪
নিজের আততায়ী অমুসলিম হওয়ায় হযরত ওমর (রা.)-এর স্বস্তি	১৭৪
খলীফা হওয়ার যোগ্যতা সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)	১৭৪
নিজের আত্মীয়ার চেয়ে রসূল (সা.)-এর আত্মীয়াকে গুরুত্ব দিলেন হযরত ওমর (রা.)	১৭৫
দুর্ভিক্ষ কবলিত লোকদের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ	১৭৫
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ	
হযরত ওমর (রা.) বললেন ভবিষ্যতে আর কখনো এরকম করবনা	১৭৬
হযরত ওমর (রা.)-এর নিষেধ সত্বেও রাসূল একজন সাহাবীর জানাযার নামায পড়ালেন	১৭৭
হযরত ওমর (রা.) বললেন ইনালিল্লাহে অইন্না ইলাইহে রাজেউন	১৭৭
হযরত আবু বকর (রা.)-এর দান সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এর মন্তব্য	১৭৭
হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, ওমরকে ছাড়া আমার চলবেনা	১৭৮
রোগশয্যায় হযরত ওমর (রা.)-কে হযরত আবু বকর (রা.)-এর অসিয়ত	১৭৯
হযরত আবু বকর (রা.)-এর সিদ্ধান্তের প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর সমর্থন ব্যক্ত	১৭৯
হযরত আবু বকরের চেয়ে তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলায় হযরত ওমর (রা.) কেঁদে ফেললেন	১৮০

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
রোমকদের সঙ্গে যুদ্ধে সৈন্য প্রেরণে হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর সমর্থন	১৮১
হযরত ওমর (রা.) বলেন সবচেয়ে ভালো কাজ আল্লাহর পথে জেহাদ	১৮২
হযরত ওমর (রা.) জানতে চাইলেন কোন কাজের সওয়াব বেশি	১৮৩
হযরত ওমর (রা.) আবু ওবায়েদ ইবনে মাসউদকে সেনাপতির দায়িত্ব দিলেন	১৮৩
বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবাদের প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর সম্মান প্রদর্শন	১৮৪
হযরত ওমর (রা.) হযরত বেলালকে (রা.) অব্যাহতি দিয়ে অন্য দুইজনকে আযান দেয়ার দায়িত্ব দিলেন	১৮৪
হযরত ওমর (রা.) হযরত মাআজকে বললেন তুমি এখনো কেন জেহাদে যাওনি	১৮৬
হযরত ওমর (রা.) বললেন তুমি চিল্লা পুরো করে এলেনা কেন?	১৮৬
হযরত ওমর (রা.) মোনাফেক আবদুল্লাহকে হত্যা করতে চাইলেন	১৮৬
সেনাবাহিনীর জওয়ানদের চার মাস পর পর ছুটি দেয়ার আদেশ দিলেন হযরত ওমর (রা.)	১৮৭
হযরত ওমর (রা.) বললেন তিনিতো দুনিয়া দিয়ে আখেরাত ক্রয় করেছেন	১৮৮
হযরত ওমর (রা.)-এর বর্ণনায় বদর যুদ্ধের পূর্বক্ষণের ঘটনা	১৮৮
হযরত ওমর (রা.) বললেন জেহাদ করে মানুষ নিজের নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে	১৮৯
হযরত ওমর (রা.) নিজেকে সম্বোধন করে বলেন, হে ওমর তোমার জন্য শাহাদাত কোথায়?	১৮৯
হযরত ওমর (রা.)-এর কন্যা হাফসা বললেন এই শাহাদাত কোথা থেকে আসবে?	১৯০
হযরত ওমর (রা.) হযরত আলীকে বললেন তুমি আমরের বর্ম খুলে নিলেনা কেন?	১৯০

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

হযরত মাআজ (রা.)-এর নিকট হযরত ওমর (রা.) জানতে চান এই উম্মতের মুক্তি কিসে?	১৯১
হযরত ওমর (রা.) বললেন শহীদী মৃত্যু ব্যতীত মৃত্যু কি কোন মৃত্যু হলো?	১৯১
নোমান ইবনে মাকরানকে হযরত ওমর (রা.) সেনাপতির দায়িত্ব দিলেন	১৯১
ভীত সন্ত্রস্ত কয়েকজনকে হযরত ওমর (রা.) অভয় দিলেন	১৯২
জেহাদের জন্য সাহায্যপ্রার্থী যুবককে হযরত ওমর (রা.) অর্থোপার্জনের জন্য পাঠালেন	১৯৩
আবু ওবায়দাকে হযরত ওমর (রা.) তিরস্কার করলেন	১৯৩
হযরত ওমর (রা.) আকাশের দিকে ইশারা করলেন	১৯৩
হযরত ওমর (রা.) খালিহাতে আগুন ঠেলে সরিয়ে দিলেন	১৯৪
রাসূল (সঃ)-এর স্বপ্নাদেশের কথা জেনে হযরত ওমর (রা.) কাঁদলেন	১৯৪
আকস্মিকভাবে পাওয়া সম্পদ বিতরণ করতে হযরত ওমর (রা.)-এর নির্দেশ	১৯৫
মসজিদে দ্বীনের আলোচনায় মগ্ন লোকদের প্রশংসা করলেন হযরত ওমর (রা.)	১৯৫

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত ওমর (রা.) কাতার ফাঁক করে সামনের কাতারে দাঁড়ালেন	১৯৬
জোহরের আগের নামায সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এর মন্তব্য	১৯৭
জ্ঞানার্জনের প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর আগ্রহ	১৯৭
হযরত ওমর (রা.) রাসূল (সা.)-এর হাদীস বর্ণনা করতে চাইতেন না	১৯৭
হযরত ওমর (রা.) সৈন্যদলকে বহু দূর থেকে বললেন পাহাড়ের দিকে যাও	১৯৭
হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অভিমত	১৯৮
মৃত্যুর আগে পুত্র আবদুল্লাহকে হযরত ওমর (রা.)-এর অসিয়ত	১৯৮
হযরত ওমর (রা.)-এর জ্ঞান সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মন্তব্য	১৯৯
হযরত ওমর (রা.)-এর মৃত্যুতে জ্বীনদের কান্না	১৯৯
হযরত আব্বাস (রা.) হযরত ওমর (রা.)-কে স্বপ্নে দেখেন	২০০
হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) ঘুম থেকে জেগে হযরত ওমর (রা.)-কে দেখলেন	২০০

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

হযরত ওমর (রা.) বর্ণিত আটটি হাদীস	
নিয়তের উপর আমল নির্ভর করে	২০১
রাসূল (স.) বললেন, ওহে খাত্তাবের পুত্র কাজ করতে থাকো	২০১
জান্নাত ঈমানদারদের জন্য নির্ধারিত	২০১
আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল প্রসঙ্গে হযরত ওমরের প্রতি রাসূল (স.)-এর উপদেশ	২০২
পার্থিব ধনসম্পদের প্রাধান্য প্রসঙ্গে হযরত ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীস	২০২
রাসূল (স.)-এর উপর ওহী নাযিল হওয়া সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এর বিবরণ	২০২
নতুন পোশাক পরিধান করার পর আল্লাহর শোকর আদায়	২০৩
গাজীকে যুদ্ধে যাওয়ার ব্যবস্থা করা এবং মসজিদ নির্মাণের ফজিলত	২০৩
উম্মতে মোহাম্মদীর ভাষ্যকার ছিলেন হযরত ওমর (রা.)	২০৩
হযরত ওমর (রা.)-কে দেখামাত্র কোলাহলমুখর মহিলারা নীরব হয়ে গেলেন	২০৪
রাসূল (স.) বললেন ওমর (রা.)-এর জান্নাতে যাওয়া নিশ্চিত	২০৫
রাসূল (স.) হযরত ওমরকে বললেন, হে আমার ভাই আমাকে তোমার দোয়ায় শরিক করবে	২০৫
রাসূল (স.) বলেছেন ওমর জান্নাতবাসীদের চেরাগ	২০৬
রাসূল (স.) বললেন, তোমার শাহাদী মৃত্যু নসীব হোক হে ওমর	২০৬
জিবরাইল বললেন, ওমরের জন্য হযরত নুহের আয়ুর সমান আয়ু দরকার	২০৬

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
পোশাক বিতরণে স্ত্রীর উপর অন্য নারীকে প্রাধান্য দিলেন হযরত ওমর (রা.)	২০৭
একজন দুঃস্থ মহিলাকে হযরত ওমর (রা.) সাহায্য দিলেন	২০৮
দুর্ভিক্ষের সময়ে খাদ্যগ্রহণে হযরত ওমর (রা.)-এর সংযম	২০৮
স্ত্রীর কেনা ঘি খেতে হযরত ওমর (রা.) রাজি হলেন না	২০৯
গাছের যত্নের ব্যাপারে হযরত ওমর (রা.)-এর সজাগ দৃষ্টি	২১০
যাকাতের উটের গয়ে হযরত ওমর (রা.) তেল মালিশ করলেন	২১০
আবু ওবায়দার অবর্তমানে তার অধীনস্থ লোকদের জন্য উদ্বিগ্ন হযরত ওমর (রা.)	২১০
হাতেম তাঈএর পুত্র আদীর সঙ্গে হযরত ওমর (রা.)-এর রসিকতা	২১১
দুর্ভিক্ষের সময় বেদুইনদের প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর সাহায্য	২১২
রণাঙ্গনে প্রেরিত সৈনিকদের প্রতি হযরত ওমর (র.)-এর নির্দেশনামা	২১৩
হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, আমীরুল মোমেনীন যদি প্রতিদিন এরকম ভোজের আয়োজন করতেন	২১৩
নিকটাত্মীয়দের কোন পদ মর্যাদার দায়িত্ব দেয়া খেয়ানত মনে করতেন হযরত ওমর (রা.)	২১৪
আনসার মহিলাকে পোশাক দিলেন হযরত ওমর (রা.)	২১৪
হারাম শরীফে গাছ কাটায় হযরত ওমর (রা.)-এর অসন্তোষ	২১৪
ষোড়শ পরিচ্ছেদ	
ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এক ব্যক্তির পুত্রকে হযরত ওমর (রা.)-এর দান	২১৫
এক যুবকের হত্যাকারিনীকে অদ্ভুত কৌশলে সনাক্ত করলেন হযরত ওমর (রা.)	২১৫
হযরত ওমর (রা.) বললেন সামর্থ থাকা সত্বেও যারা হজ্ব করে না তারা মুসলমান নয়	২১৭
না'তে রাসূল (স.) শুনে হযরত ওমর (রা.) কাঁদলেন	২১৭
হযরত ওমর (রা.)-এর একটি অসাধারণ উক্তি	২১৮
গবর্নরদের এক সম্মেলনে হযরত ওমর (রা.)-এর ভাষণ	২১৮
হযরত ওমর (রা.)-এর সুবিচারে র একটি বিস্ময়কর ঘটনা	২১৯
হযরত ওমর (রা.)-এর সুবিচারের আরো একটি বিস্ময়কর গটনা	২২০
উটের প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর মমত্ববোধ	২২১
দেরিতে ইসলাম গ্রহণকারী দুইজন সাহাবীকে হযরত ওমর (রা.)- দূরে সরিয়ে দিলেন	২২২
পিপাসায় কাতর একজন লোককে পানি না দেয়ায় হযরত ওমর (রা.)-এর শাস্তি বিধান	২২২
আবু সুফিয়ানকে পানির গতিপথ পরিবর্তনে বাধ্য করলেন হযরত ওমর (রা.)	২২৩

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
একটি বেফাঁস কথার কারণে দামেশকের কাজীকে বরখাস্ত করলেন হযরত ওমর (রা.)	২২৩
আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে গবর্নর নিয়োগের প্রস্তাব হযরত ওমর (রা.) প্রত্যাখ্যান করলেন	২২৪
ওমরের জন্য জাহান্নাম, একথা শুনেও হযরত ওমর (রা.) রাগ করলেন না বরং অভিযুক্তকে শাস্তি দিলেন	২২৪
নবনিযুক্ত গভর্নরের নিয়োগপত্র কেড়ে নিলেন হযরত ওমর (রা.)	২২৬
জাবিয়া নামক স্থানে হযরত ওমর (রা.)-এর সফর	২২৬
সেনাপতি আবু ওবায়দার ঘরের সাজসরজাম দেখে হযরত ওমরের বিস্ময়	২২৭
পুত্রের উট বিক্রির মুনাফার টাকা বায়তুল মালে জমা দিলেন হযরত ওমর (রা.)	২২৭
আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের গনিমতের মাল বিক্রির টাকা বায়তুল মালে জমা করলেন হযরত ওমর (রা.)	২২৮
পুত্র আবদুল্লাহকে জেহাদে যাওয়ার অনুমতি দিলেন না হযরত ওমর (রা.)	২২৮
হযরত ওমর (রা.)-এর পরিহিত পোশাকে ছিল চৌদ্দটি তালি	২২৯
হযরত ওমর (রা.) বলেন দুনিয়াদারী নিয়ে আমি যথেষ্ট চিন্তা করেছি	২২৯
হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি আমার পালিত উটের চেয়েও অধিক পথভ্রষ্ট হতে অভ্যস্ত	২৩০
হযরত ওমর (রা.) নিজের পরিচয় না দিয়ে কাদেসিয়া যুদ্ধজয়ের খবর সংগ্রহ করলেন	২৩০
হযরত ওমর (রা.) স্ত্রী আতেকার ওড়নার আঁচল মাটিতে ঘষলেন	২৩১
ভুলক্রমে সরকারি উটনীর দুধ পান করার কথা জেনে হযরত ওমর (রা.)-এর অস্থিরতা	২৩২
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ	
হযরত ওমর (রা.)-এর খোদাভীতি এবং অতুলনীয় তাকওয়া	২৩৩
উম্মে সালমার মুখে একটি হাদীস শুনে হযরত ওমর (রা.) অস্থির হয়ে পড়লেন	২৩৩
হারিয়ে যাওয়া যাকাতের উট খুঁজতে বেরোলেন হযরত ওমর (রা.)	২৩৪
হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মন্তব্য	২৩৪
হারাম শরীফে প্রবেশের আগে নারী পুরুষের আলাদা ওজুর ব্যবস্থা কলেন হযরত ওমর (রা.)	২৩৪
হযরত ওমর (রা.)-এর আত্মসমালোচনা	২৩৫
গরীবদের প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর ভালোবাসা	২৩৫
হযরত ওমর (রা.) তাঁর সম্পর্কে অন্যদের মতামত শুনতেন	২৩৬
খেলাফতের দায়িত্ব পালনে হযরত ওমর (রা.)-এর সতর্কতা	২৩৬

www.pathagar.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত ওমর (রা.) বললেন, অর্থ-সম্পদ হচ্ছে একটা পরীক্ষা	২৩৭
হযরত ওমর (রা) ওসমান (রা) এবং ইবনে আব্বাস (রা) এর হাতে টাকা ভরা থলে দিলেন	২৩৭
পানাহারের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করতে হযরত ওমর (রা) এর নিষেধ	২৩৮
সিরিয়া থেকে ফেরার পথে এক মহিলার তাঁবুতে হযরত ওমর (রা)	২৩৮
হযরত ওমর (রা) কে খলিফা মনোনয়নে হযরত আবু বকর (রা) এর দূরদর্শিতা	২৩৯
হযরত ওমর (রা) এর মতামতের সমর্থনে চারবার কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল	২৪০
হযরত ওমর (রা) বললেন, বিয়ের বয়স থাকলে মেয়েটিকে আমিই বিয়ে করতাম	২৪১
হযরত ওমর (রা) নিজ পরিবারের জন্য দৈনিক দুই দিরহাম ভাতা নিতেন	২৪১
হযরত ওমর (রা) বললেন, নাও এই চাবুক দিয়ে তোমাকে গ্রহার করার প্রতিশোধ গ্রহণ করো	২৪২
হযরত ওমর (রা) সম্পর্কে রোমের রাষ্ট্রদূতের মন্তব্য	২৪৩
ইসলাম গ্রহণের সময়ে হযরত ওমর (রা) এর বয়স ছিল সাতাশ	২৪৩
গরীব লোকদের মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করার কথা জেনে হযরত ওমর (রা) ক্রুদ্ধ হলেন	২৪৪
হযরত ওমর (রা) বললেন নির্বোধের পেছনে পথ চললে দ্বীনদারি থাকেনা	২৪৪
হযরত ওমর (রা) জানতে চাঁইলেন উৎকৃষ্ট মানুষ কারা?	২৪৪
হযরত ওমর (রা) বললেন পাপের ইচ্ছা সত্বেও সংযম পালনকারীগণ উত্তম মানুষ	২৪৫
হযরত ওমর (রা) ইয়াজিদের ঘরে খাবার খেলেন	২৪৫
হযরত ওমর (রা) সম্পর্কে হযরত আলী (রা) এর মন্তব্য	২৪৫
হযরত ওমর (রা) বললেন, সম্পদের সঙ্গে শত্রুতাও আসে	২৪৬
পারস্য রাজ্যের পোশাক একজন লোককে পরিধান করালেন হযরত ওমর (রা)	২৪৬
হযরত ওমর (রা) আগুনের উপর নিজের হাত দিয়ে বলতেন এই তাপ সহ্য' করতে পারবে?	২৪৬
মৃত্যুর চারদিন আগে হযরত ওমর (রা) যা বলেছিলেন	২৪৭
প্রাদেশিক গবর্নরদের প্রতি হযরত ওমর (রা) এর নির্দেশ	২৪৭
কবিতায় মদ সম্পর্কিত উপমা থাকায় নবনিযুক্ত গবর্নরের নিয়োগ বাতিল করলেন হযরত ওমর (রা)	২৪৭
তওবাতুন নসুহ সম্পর্কে হযরত ওমর (রা) এর বক্তব্য	২৪৭
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ	
হযরত ওমর (রা) এর একগুচ্ছ অমর বাণী	২৪৯

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রথম পরিচ্ছেদ

এক নজরে হযরত ওমর (রা.)-এর জীবন কথা

ইসলামের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় প্রাতঃ স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হযরত ওমর (রা.)। তিনি আরবের বিখ্যাত কোরায়েশ বংশের আদ্দী গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টম পুরুষে তাঁর বংশধারা রাসূল (স.)-এর সংগে মিলিত হয়। তাঁর পিতার নাম খাত্তাব, মাতার নাম গানতামাহ। বিবি গানতামাহ ছিলেন কোরায়েশ বংশের প্রধান সেনাপতি হিশাম ইবনে মুগিরার কন্যা। পিতৃকূল মাতৃকূল উভয় দিক থেকে হযরত ওমর (রা.) ছিলেন কোরায়শী। রাসূল (স,) চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত পাওার পর মক্কায় তের বছর ইসলাম প্রচারের পর মদীনায় হিজরত করেন। এ সময় রাসূল (স.)-এর বয়স ছিল ৪৩ বছর। এতে বোঝা যায় রাসূল (স.)-এর চেয়ে হযরত ওমর (রা.) ছিলেন ১৩ বছরের ছোট। সেই হিসাবে রাসূল (স.) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় কোরায়েশ বংশ জন্মগ্রহণ করার হিসাব মিলিয়ে দেখা হলে বোঝা যায় হযরত ওমর (রা.) ৫৫৭ অথবা ৫৫৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

হযরত ওমর (রা.)-এর দাদা মুফাইল ইবনে আবদুল উজ্জা ছিলেন আরবের বিশিষ্ট জননেতা। তাঁর পুত্রসন্তান ছিল দুইজন। একজনের নাম যায়েদ, অন্যজনের নাম ছিল খাত্তাব। হযরত ওমর (রা.) ছিলেন খাত্তাবের পুত্র। খাত্তাব ছিলেন অত্যন্ত কঠোর স্বভাবের মানুষ। শৈশবে কৈশরে হযরত ওমর (রা.) উটের রাখাল ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) মক্কা থেকে দশ মাইল দূরবর্তী যাজবান নামক জায়গায় উট চরাতেন। উট চরাতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিলে পিতা খাত্তাব অলসতার অভিযোগ এনে পুত্র ওমর (রা.)কে শাস্তি দিতেন। সেকালে আরবে লেখাপড়ার তেমন প্রচলন না থাকলেও হযরত ওমর (রা.) নিজের চেষ্টায় যথেষ্ট বিদ্যাশিক্ষা অর্জন করেছিলেন। তিনি যুদ্ধবিদ্যা, কুস্তি ও বংশতালিকা মুখস্ত করা, বক্তৃতা শিক্ষা এবং দূত হিসেবে করণীয় রীতি-নীতি সম্পর্কে পারদর্শিতা অর্জন করেন। অসাধারণ মেধাবী হযরত ওমর (রা.) আরবের ওকাজ নামক বিখ্যাত মেলায় একবার কুস্তি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বিজয়ী হন এবং পুরস্কার লাভ করেন। ওকাজের মেলায় ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায়ও অংশগ্রহণ করে তিনি প্রথম পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

রাসূল (স.)-এর নবুয়ত লাভের সময়ে আরবের বিখ্যাত কোরায়েশ বংশে মাত্র সতের জন লোক ছিলেন যারা লেখাপড়া জানতেন। হযরত ওমর (রা.) ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। হযরত ওমর (রা.) চমৎকার বক্তৃতাও দিতে

www.pathagar.com

জানতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বক্তৃতা উপস্থাপন এবং বক্তৃতায় যারা ভালো তারাই দৌত্য কাজের উপযুক্ত বিবেচনায় এই দায়িত্বে নিয়োগ পেতেন। যৌবনে আরবের রীতি অনুযায়ী হযরত ওমর (রা.) ব্যবসা করতেন। ব্যবসা উপলক্ষে তিনি সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি দেশে গমন করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তি আমীর ওমরাহ, রাজা-বাদশাহদের সঙ্গে মেলামেশা করে তিনি বৈষয়িক জ্ঞান লাভ করেন। জাহেলী যুগে আরবে প্রচলিত মদ, জুয়া, ব্যভিচারে এবং মিথ্যাচারে হযরত ওমর (রা.) নিজেকে কলুষিত করেননি। তবে তাঁর মেজাজ ছিল কড়া। তিনি ছিলেন অসম্ভব রকমের সাহসী। তবে বাহ্যিকভাবে কঠোর স্বভাবের হলেও তাঁর মন ছিল কুসুমের মতো কোমল। সামাজিক বিচার মীমাংসার কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার পর তিনি কারো ভয়ে বা কারো সন্তুষ্টি পাওয়ার চিন্তায় নরম কথা বলতেন না। যা সত্য যা ন্যায্য যা বলা উচিত সেভাবেই কথা বলতেন।

হযরত ওমর (রা.-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন ঘটনা। রাসূল (স.)-এর নবুয়ত পাওয়ার পর ছয় বছর সময়ে মাত্র ৪৫ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানরা নতুন শক্তি লাভ করেন। রাসূল (স.) আল্লাহু আকবর বলে হযরত ওমরকে অভিনন্দিত করেন। ইসলাম গ্রহণ করার পরই হযরত ওমর (রা.) নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন এবং মূর্তিপূজার তীব্র সমালোচনা শুরু করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের আগে ইসলামে নবদীক্ষিত মুসলমানগণ কাবাঘরে নামায আদায় করার সাহস পাননি। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার পর সকল মুসলমানকে সংগে নিয়ে কাবাঘরে নামায আদায় করেন। তাঁর কাজকর্মে ইসলাম এবং কুফুরীর মধ্যে স্পষ্ট বিভেদ সৃষ্টি হওয়ায় রাসূল (স.) তাঁকে ফারুক উপাধিতে ভূষিত করেন।

৬৬২ খ্রিস্টাব্দে রাসূল (স.) হযরত আবু বকর (রা.)কে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় হিজরত করেন।

তাঁর হিজরতের আগে তাঁর অনুমতি নিয়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন হযতর আবু সালমা (রা.) আসাদুল্লাহ ইবনে আলহাল (রা.) হযরত বেলাল (রা.) এবং হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের (রা.)। এদের হিজরতের পর হযরত ওমর (রা.) এবং তাঁর আত্মীয়স্বজন মদীনায় হিজরত করেন। মদীনায় হিজরতের পর রাসূল (স.) আনসার এবং মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন। তিনি বলেন হে আনসার ভাইগণ, তোমরা জেনে রাখো, এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। তোমরা মক্কা থেকে হিজরতকারী মোহাজেরদের মধ্যে থেকে এক একজনকে বেছে নিয়ে আশ্রয় দাও। রাসূল (স.)-এর আহ্বানের পরই

www.pathagar.com

প্রত্যেক আনসার একজন করে মোহাজেরকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন এবং নিজ সম্পত্তির অর্ধেক মোহাজের ভাইকে দান করলেন। হযরত ওমর (রা.)কে যে আনসার ভাই হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তার নাম ছিল উতবান ইবনে মালিক। মদীনায় জামায়াতে নামায আদায়ের জন্য সবাইকে আহ্বান জানানোর কোন ব্যবস্থা প্রথমদিকে ছিল না। রাসূল (স.) কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। হযরত ওমর (রা.) এ সময়ে প্রস্তাব দেন যে, হে রাসূল একজন লোককে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে তিনি নামাযের সময়ে লোকদেরকে নামায আদায়ের জন্য আহ্বান জানাবেন। রাসূল (স.) হযরত ওমর (রা.)-এর প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং হযরত বেলাল (রা.)কে এ কাজের দায়িত্ব দেন। কিছুদিনের মধ্যেই আযানের বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রবর্তনের ব্যবস্থা হয়েছিল। একাধিক সাহাবা আযানের শব্দসমূহ স্বপ্নে দেখেন। যারা আযানের শব্দসমূহ উচ্চারণ করার স্বপ্ন দেখেছিলেন হযরত ওমরও ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

বদরের যুদ্ধে হযরত ওমর (রা.) রাসূল (সা.)-এর সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করেন। হযরত ওমর (রা.)-এর ক্রীতদাস ছিলেন বদর যুদ্ধের প্রথম শহীদ। মক্কার কাফেরদের মধ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করেছিল তাদের মধ্যে হযরত ওমর (রা.)-এর মাতুল আছী ইবনে হিশাম ছিল অন্যতম। যুদ্ধক্ষেত্রে হযরত ওমর (রা.) তাকে হত্যা করে প্রমাণ করেছিলেন দ্বীনের প্রশ্নে তিনি কতো আপোষহীন। বদর যুদ্ধের বন্দীদের বিষয়ে কি করা যায়, এ সম্পর্কে রাসূল (স.) সাহাবাদের মতামত চান। হযরত ওমর (রা.) বন্দীদের হত্যা করার পরামর্শ দেন। হযরত আবু বকর (রা.) বন্দীদের মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দেয়ার পরামর্শ দেন। রাসূল (স.) হযরত আবু বকরের পরামর্শ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে হযরত ওমর (রা.)-এর মতামতের স্বপক্ষে কোরআনের আয়াত নাযিল হয়েছিল।

ওহুদের যুদ্ধের সঙ্কটকালে আহত রাসূল (স.)-কে ৩০ জন সাহাবা ঘিরে রেখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত ওমর (রা.) ছিলেন অন্যতম। সে সময় শত্রু সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে খালেদ ইবনে ওলীদ অগ্রসর হচ্ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) কয়েকজন সৈন্যসহ খালেদ ইবনে ওলীদের গতিরোধ করেন। পরবর্তীকালে খালেদ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং ইসলামের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। খন্দকের যুদ্ধেও হযরত ওমর (রা.) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনিও পরিখা খনন কাজে অংশগ্রহণ করেন। রাসূল (স.) হযরত ওমর (রা.)কে এক জায়গায় পাহারার দায়িত্ব দেন। হযরত ওমর (রা.) সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। মসজিদে 'হযরত ওমর' নামে সেই মসজিদ এখনও হযরত ওমর (রা.)-এর স্মৃতির স্বাক্ষর বহন করছে।

www.pathagar.com

অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে কাফের নেতা আবু সুফিয়ান মুসলমানদের হাতে গ্রেফতার হন। আবু সুফিয়ানকে দেখে হযরত ওমর (রা.) বললেন, ইসলামের মহাশত্রু বহুদিন পর ধরা পড়েছে। হে আল্লাহর রাসূল আপনি যদি অনুমতি দেন তবে ইসলামের এই শত্রুকে এখনি হত্যা করবো। রাসূল (স.)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.) সে সময় বললেন, ওমর, আবু সুফিয়ান আবদে মান্নাফ গোত্রের লোক না হয়ে যদি তোমার গোত্রের লোক হতো তবে নিশ্চয়ই তুমি তাকে হত্যা করার আগ্রহ দেখাতে না। হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে মহানবীর চাচা, আপনার ধারণা ভুল। আপনি যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেছেন সেদিন আমি এতো আনন্দিত হয়েছি যে, আমার পিতা খাত্তাব ইসলাম গ্রহণ করলেও এতো আনন্দিত হতাম না। তারপর আবু সুফিয়ান সেদিনই ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত ওমর (রা.)-এর কন্যাকে খোনায়েস নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে দেয়া হয়েছিল। খোনায়েস মারা যাওয়ার পর হাফসা বিধবা হলেন। হযরত ওমর (রা.) তার বিধবা কন্যা হাফসাকে বিয়ে করার জন্য হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওসমান (রা.)কে প্রস্তাব দেন কিন্তু তারা কেউ বিয়ে করতে রাজি হলেন না। তারপর রাসূল (স.) হযরত হাফসাকে বিবাহ করেন। তিনিও ছিলেন উম্মুল মোমেনীন। রাসূল (স.) হযরত হাফসাকে বিবাহ করায় হযরত ওমর (রা.) ভীষণ খুশী হন।

একাদশ হিজরীতে রবিউল আউয়াল মাসে রাসূল (স.) ইন্তেকাল করেন। এই মৃত্যু সংবাদে হযরত ওমর (রা.) ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি নাংগা তলোয়ার হাতে নিয়ে বলতে থাকেন, যে বলবে রাসূল (স.) ইন্তেকাল করেছেন তার শিরোশ্ছেদ করা হবে। হযরত ওমরকে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে এলেন হযরত আবু বকর (রা.)। তিনি বললেন ওমর তুমি পাগল হয়ে গেলে? তুমি কি কোরআনের সেই আয়াত পাঠ করোনি যেখানে আল্লাহ বলেন, মোহাম্মদ একজন রাসূল। যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন তবে কি তোমরা দ্বীনী বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করবে? কোরআনের এই আয়াত শোনার পর হযরত ওমর (রা.) শান্ত হলেন। হযরত ওমর (রা.) পরবর্তী সময়ে বলেছিলেন, হযরত আবু বকর (রা.) এর কণ্ঠে কোরআনের এই আয়াত শোনার পর আমার মনে হয়েছিল এই আয়াতটি যেন তখনই নাজিল হয়েছে।

হযরত ওমর (রা.) একদিকে ছিলেন সুদক্ষ সৈনিক অন্যদিকে ছিলেন প্রজ্ঞা সম্পন্ন রাজনীতিবিদ। রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পর খেলাফত সম্পর্কে একদল মোনাফেক কতিপয় আনসারের সঙ্গে আলোচনা শুরু করল। হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.) সে সময় রাসূল (স.) এর কাফন-দাফনের বিষয়ে

www.pathagar.com

ব্যস্ত ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.) আলোচনাস্থল সাকিফা বনু সায়দায় গেলেন। সেখানে হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামের এই ক্রান্তিলগ্নে মুসলমানদের ঐক্য এবং শৃংখলার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বক্তৃতা করলেন। মুসলমানরা তাঁর বক্তৃতায় বুঝতে পারলেন যে, এই সঙ্কট মুহূর্তে গৃহবিবাদ ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনছে। এ কারণে তারা বিশিষ্ট সাহাবাদের মতামত অনুযায়ী এ সমস্যা সমাধান করতে সম্মত হলেন। তারপর সাহাবাদের সমাবেশে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তিন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল। এরা হলেন হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ওমর (রা.) এবং আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)। এই প্রস্তাব শোনার সঙ্গে সঙ্গে দূর দৃষ্টিসম্পন্ন হযরত ওমর (রা.) উঠে দাঁড়িয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। হযরত ওমর (রা.)-এর প্রস্তাবের সমর্থনে হযরত ওসমান (রা.) হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) প্রমুখও হযরত আবু বকরের হাতে বাইয়াত হলেন। তারপর সকল সাহাবা একে একে হযরত আবু বকর (রা.)কে মুসলিম জাহানের প্রথম খলিফা হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে হযরত আবু বকর (রা.) যতোদিন খলিফা ছিলেন ততোদিন তিনি রাষ্ট্রীয় যে কোন কাজে হযরত ওমর (রা.)-এর পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

সোয়া দুই বছর হযরত আবু বকর (রা.) খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। হযরত আবু বকর (রা.) রোগশয্যায় থাকার সময়ে পরবর্তী খলিফা মনোনীত করার সিদ্ধান্ত নেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি গোপনে বিশিষ্ট সাহাবাদের মতামত সংগ্রহ করেন। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় হযরত আবু বকর (রা.) বুঝেছিলেন খেলাফতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য হযরত ওমরই উপযুক্ত ব্যক্তি। বিশিষ্ট সাহাবাদের মতামতের ভিত্তিতে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ওমর (রা.)কে খলিফা মনোনীত করেন। কেউ কেউ হযরত ওমর (রা.)-এর সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, তিনি কড়া মেজাজের লোক। মানুষের প্রতি কঠোর আচরণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আমি একটু কোমল প্রকৃতির এ কারণে ওমরকে একটু বেশি কঠোর হতে হয়েছে। খেলাফতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেলে তার স্বভাবে কঠোরতা থাকবে না। বাইরের দিক থেকে কঠোর হলেও ওমরের অন্তর অত্যন্ত কোমল।

হযরত ওমর (রা.) ছিলেন একজন বিজয়ী বীর এবং দক্ষ শাসনকর্তা। দেশ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বহুবিধ সংস্কার প্রবর্তন করেন। তাঁর শাসনাধীন সাম্রাজ্যের প্রতিটি দেশকে তিনি প্রদেশে পরিণত করেন। ভূমি জরিপ, জনসংখ্যা নিরূপন, অফিসগৃহ প্রতিষ্ঠা, পুলিশ বাহিনী গঠন, জেলখানা নির্মাণ, সেনানিবাস স্থাপন, পয়ঃপ্রণালী খনন এবং হিজরী সন প্রবর্তন ইত্যাদি কাজ তাঁর শাসনামলে

www.pathagar.com

সম্পন্ন হয়েছিল। তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং সাংগঠনিক কর্মদক্ষতা এতে প্রমাণিত হয়। রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায় মদীনায় বসবাসকারী ইহুদী ও খ্রিস্টানগণ মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের জন্য অঙ্গিকার করে। এই অঙ্গিকারের কারণে তাদেরকে পূর্ণ নাগরিক এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) তাঁর শাসনামলে অবাধ্য আচরণ এবং বিশ্বাসঘাতকতার কারণে ইহুদী খ্রিস্টানদের মদীনা থেকে বিতাড়িত এবং নির্বাসিত করেন। খলিফা ওমরের শাসন নীতির বৈশিষ্ট্য ছিল আরবদের জাতীয় গৌরব উজ্জীবিত করা, সামরিক প্রাধান্য এবং আভিজাত্য রক্ষা করা।

৬৪৪ খ্রিস্টাব্দের নবেম্বর মাকে অগ্নি উপাসক ক্রীতদাস আবু লু লু ফিরোজের ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হয়ে হযরত ওমর (রা.) ইন্তেকাল করেন। অগ্নি উপাসক ফিরোজ ছিল দক্ষ কারিগর। সে কাঠের লোহার কাজ জানতো এবং চিত্রাঙ্কন করতে জানতো। নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে সে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। গবর্নর মুগিরা ইবনে শোবা তাঁকে মদিনায় পাঠিয়ে দেন। একদিন আবু লু লু ফিরোজ খলিফা ওমর (রা.)-এর নিকট এসে মুগিরা ইবনে শোবার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। সে জানায় হে আমিরুল মোমেনীন আমার মনিব আমার উপর দৈনিক দুই দিরহাম কর ধার্য করেছেন। আমি এর প্রতিকার চাই। হযরত ওমর (রা.) অভিযোগকারী অগ্নি উপাসকের পেশা সম্পর্কে জানতে চান। পেশা সম্পর্কে জানার পর বলেন তোমার পেশার তুলনায় এ কর খুব সামান্য। তুমি খুব সহজে এ কর আদায় করতে পারো। ফিরোজ খুব ক্ষেপে যায়। সে বলল, আপনি আমি ব্যতীত সকলের প্রতি ন্যায়বিচার করেন। ঠিক আছে দেখা যাবে। অগ্নি উপাসক চলে যাওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) বললেন, এই লোক আমাকে হত্যার হুমকি দিয়ে গেছে। তাঁর আশঙ্কাই সত্য প্রমাণিত হয়েছিল।

হযরত ওমর (রা.) মানব জীবনের নশ্বরতা সম্পর্কে বলেছেন, মানুষের ইহলোকের জীবন একটি খরগোশের দৌড়ের চাইতে বেশি সময়ের নয়।

ইসলামের ছায়াতলে হযরত ওমর (রা.)

মক্কার মুশরিকদের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসেছে। সবাই ইসলামের নবী এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বদ্ধপরিকর। ব্যক্তিগত বিরোধিতা তেমন ফলপ্রসূ হচ্ছে না। এই কারণেই এ যৌথ উদ্যোগ গৃহীত হচ্ছে। এই উদ্যোগের প্রধান উদ্যোক্তা আবু জেহেল। আবু জেহেল অন্য কেউ নয়। ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর চাচা, তবে সে ইসলামের শত্রুতা ও বিরোধিতায় সবার অগ্রভাগে এসেছে। অধিবেশনে কয়েকজন বক্তা জ্বালাময়ী ভাষায় ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিলেন। আবু জেহেল উঠে

www.pathagar.com

দাঁড়িয়ে বলল,আরবের লোকেরা বীর জাতি, তোমাদের লজ্জা হচ্ছে না যে, তোমাদের উপাস্যদের প্রকাশ্যে নিন্দা সমালোচনা করা হচ্ছে। তোমাদের কি কোন অনুভূতি নেই? তোমাদের কি হয়েছে? তোমাদের সম্মানিত পূর্বপুরুষদের দোযখের ইন্ধন আখ্যায়িত করা হচ্ছে অথচ তোমরা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে রয়েছ। তোমরা বসে নিশ্চিন্তে তামাশা দেখছ। ধিক তোমাদের! আমি ঘোষণা করছি, যে ব্যক্তি মুহম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহকে হত্যা করতে পারবে আমি তাকে উন্নত জাতের একশত উট সানন্দে পুরস্কার দেব।

এ বক্তৃতা শ্রোতাদের মনে উত্তেজনার আগুন জ্বেলে দিল। ওমর ফারুক (রা.) সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হলেন, এ যাবতও তিনি ইসলামের ঘোর দুশমন ছিলেন। আবু জেহেলের বক্তৃতা যেন তা আরো বাড়িয়ে দিল। তিনি বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি এ জাতীয় দায়িত্ব পালন করতে প্রস্তুত রয়েছি। নিঃসন্দেহে আমি সাফল্য অর্জন করব। আমি হোবলের কসম খেয়ে বলছি, শত্রুকে খতম করে তারপর আমি বিশ্রাম নেব। তার আগে তলোয়ার হাতছাড়া করব না। বিগড়ানো মেজাজে রুক্ষ চেহারায় নবীজীর আলয় অভিমুখে নাঙ্গা তলোয়ার হাতে ওমর ফারুক (রা.) এগিয়ে যাচ্ছেন। রুদ্রমূর্তিতে ওমর-কে (রা.) দেখে সদ্য ইসলামে দীক্ষাপ্রাপ্ত তাঁর একজন পরিচিত লোক নাঈম ইবনে আব্দুল্লাহ বললেন : এই বেশে কোথায় যাচ্ছেন ওমর (রা.)!

ঃ আপনার হাতে তলোয়ার কেন?

ঃ জাতীয় শত্রুকে নিধন করতে চলেছি।

ঃ কে সেই শত্রু?

ঃ মুহম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আর কে? সে কেমন ধর্মান্ধতা ছড়াচ্ছে দেখতে পাও না?

ঃ কিন্তু মনে হয় আপনি নিজের ঘরের খবরই রাখেন না।

ঃ তার মানে?

ঃ ইসলাম আপনার পরিবারে প্রবেশ করেছে। আপনার আত্মীয় ইসলামে দীক্ষা নিয়েছে।

ঃ কোন আত্মীয়?

ঃ বোন ফাতেমা (রা.) ও ভগ্নিপতি সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.)। আগে তাদের খবর নিন। তারপর ইসলামের নবীকে হত্যা করবেন।

ওমর (রা.) বোনের বাড়ি অভিমুখে রওয়ানা হলেন। ফাতেমা (রা.)-এর ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ওমর (রা.) দরজায় কান লাগিয়ে ভেতরের আওয়াজ শুনলেন। কি অপূর্ব মধুর ধ্বনি ভেসে আসছে! ভেতরে জনাব আনসারী (রা.) ফাতেমা (রা.) ও সাঈদকে কুরআন শিক্ষা দিচ্ছেন।

www.pathagar.com

ওমর (রা.) দরজার কড়া নাড়লেন। ফাতেমা (রা.) এবং অন্যরা ভীত হয়ে পড়লেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, ওমর (রা.) এসেছেন। জনাব আনসারী (রা.) আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে রইলেন। দরজা খুলে ফাতেমা (রা.) ভাইয়ের উদ্ধত চেহারা দেখেও বললেন, "ইচ্ছে হলে আপনি আমাদের হত্যা করতে পারেন, তবে অনুরোধ থাকলো, আমরা যে বাণী শুনছিলাম সে বাণী একবার শুনে দেখুন।"

ঃ আচ্ছা, শোনাও।

ঃ পবিত্র হয়ে শুনতে হবে। আপনি গোসল করে আসুন।

ওমর (রা.) গোসল করে এলেন। জনাব আনসারী (রা.) এবার সামনে এসে ওমর (রা.)-কে কুরআনের কয়টি আয়াত পাঠ করে শোনালেন। সে কয়টি আয়াতের অর্থ এই ঃ তা-হা। হে নবী! আমি তোমার প্রতি কুরআন এ জন্য নাযিল করিনি যে, তুমি কষ্ট বরণ কর। কুরআন তো তার জন্য উপদেশ, যে আল্লাহকে ভয় করে। এই কুরআন তিনি কর্তৃক অবতারিত যিনি যমীন ও উচ্চ আসমানগুলো সৃজন করেছেন। তার এক নাম রহমান যিনি আরশের উপর থেকে শোভা বিস্তার করছেন। তারই যা কিছু আসমানসমূহে আর যা কিছু যমীনে আর যা কিছু এতদুভয়ের মধ্যস্থলে রয়েছে আর যা কিছু মৃত্তিকা খণ্ডের নিচে রয়েছে। আর তুমি যদি সশব্দে কথা বল তবে তিনি তা শোনেন এবং নিঃশব্দে আর গুপ্ত তথ্যও জ্ঞাত রয়েছেন।

কুরআনের অমিয় মধুর বাণীতে ওমর (রা.) খুবই প্রভাবিত হলেন। কুরআনের বাণী তাঁর রাগ, অহঙ্কার কর্পূরের মতো উড়িয়ে দিল। তাঁর মন আশ্চর্য রকমের নরম হয়ে গেল।

রাসূলে করীম (স.) সে সময় আরকাম আনসারী (রা.) নামে একজন সাহাবীর গৃহে অবস্থান করছিলেন। দরজা খুলে ওমর (রা.)-কে দেখে প্রিয় নবী বললেন ঃ ওমর! আর কতদিন তুমি আমাদের রক্তপিয়াসী থাকবে?

ওমর (রা.) মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর গলায় ঝোলানো তলোয়ার। দু'চোখে অশ্রু। তিনি নবীজীর পায়ে পড়তে যাচ্ছিলেন। ঝটিতে তাঁকে বুকে টেনে নিলেন নবীজী। বহু দিনের বিচ্ছেদের পর নিতান্ত আপনজন যেন সাক্ষাত করতে এসেছে। ওমর (রা.) ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন।

ইসলামের প্রথম খলীফা নির্বাচন

সকীফা বনি সা'দায় বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম সমবেত হয়েছেন। হযরত আবুবকর (রা.) এবং ওমর ফারুক (রা.)-ও রয়েছেন। হযরত মুহম্মদ (স) ইন্তেকাল করেছেন কিন্তু তাঁকে এখনো দাফন করা হয়নি। এরই মধ্যে খলীফা নির্বাচনের প্রসঙ্গ উঠেছে। এ ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

www.pathagar.com

সেই নাজুক সময়ে খিলাফতের দাবীদার ছিল তিন দল। মুহাজির আনসার এবং বনি হাশিম।

কেউ বলছেন, হযরত ওমর (রা.) এবং অন্যান্য মুহাজির আনসারদের দ্বারা জোরপূর্বক খিলাফতের ব্যাপারে মতামত আদায় করতে চাইলেন। হযরত আলী (রা.) এবং বনি হাশিম গোত্রের অন্য লোকেরা নবী-নন্দীনি হযরত ফাতেমা (রা.)-এর গৃহে খিলাফত প্রসঙ্গে পরামর্শ করছেন। সা'দ ইবনে ওবাদা-এ (রা.)-এর নেতৃত্বে আনসাররাও সমবেত হয়েছেন। এরা নিজেদের মধ্যে খিলাফতের দায়িত্ব পেতে ইচ্ছুক। বনি হাশিম গোত্র হযরত আলী (রা.) ছাড়া অন্য কারো খলীফা হওয়া পছন্দ করতে রাজী নয়।

মদীনায় এখনো মুনাফিকের সংখ্যা অনেক। তারা শুধু ইসলামকেই নির্মূল করতে চায় না, মুসলমানদেরও সর্বাত্মক ক্ষতি করতে চায়। এসব কারণে হযরত ওমর (রা.) প্রমুখ সাহাবা নবীজীর দাফনের আগেই খলীফা নির্বাচন সম্পন্ন করতে চাইলেন।

একজন আনসার দাঁড়িয়ে বললেন, খলীফা আমাদের মধ্য থেকে হতে হবে। কারণ আমরা ইসলামের প্রচার-প্রসারে অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করেছি।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, আপনাদের ত্যাগ এবং খেদমতের কথা কেউ অস্বীকার করছে না; তবু মুশকিল হলো আপনাদের নেতৃত্ব কুরাইশ এবং মুহাজিররা মেনে নেবে না।

কযেকজন বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন।

সা'দ ইবনে ওবাদা আনসারী (রা.) বললেন, আচ্ছা দু'জন খলীফা নির্বাচন করা হোক। একজন আনসারদের মধ্য থেকে, অন্যজন মুহাজিরদের মধ্য থেকে হবেন।

ওমর ফারুফ (রা.) বললেন, এটাও সম্ভব নয়, কারণ এতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। একজন যোগ্য ব্যক্তিকে খলিফা মনোনীত করা এ সময়ে বড় প্রয়োজন এবং খলীফা একজনই হবেন। এ ব্যাপারে অনেক আলাপ-আলোচনা হলো। অবশেষে হযরত ওমর (রা.) আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর হাতে হাত রেখে বায়য়াত করলেন অর্থাৎ খলীফা হিসাবে আবুবকর (রা.)-কে মনোনীত করলেন। তার দেখাদেখি হযরত ওসমান (র.) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) প্রমুখ হযরত আবু বকরের হাতে হাত রেখে বায়য়াত করলেন।

দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচন

খলীফাতুর রাসূলুল্লাহ (স.) হযরত আবু বকর রোগশয্যায় শায়িত। শয্যাপাশে চিন্তিত মুখে বসে আছেন হযরত ওমর (রা.) এবং অন্য কয়েকজন সাহাবা। আমিরুল মুমেনীনের স্বাস্থ্যের অবনতিতে তাঁরা উদ্বিগ্ন বোধ করছেন। খরীফার অসুস্থতার পর দু'সপ্তাহ কেটে গেছে, এ সময় পাঞ্জেগানা নামাযে ওমর ইমামতি করছিলেন।

www.pathagar.com

একদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, তবু হযরত আবূবকর (রা.) গোসল করলেন, কারণ তখন তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিলেন। কিন্তু গোসলের পরই জ্বর এসে পড়লো। আরও দু'সপ্তাহকাল এভাবে কেটে গেল। প্রফুল্লবোধ করায় শারীরিক দিক থেকেও চাঙ্গা হয়ে উঠছিলেন। ইতিমধ্যে একদিন রোম থেকে মুসলমানদের প্রচুর পরিমাণে গনিমতের মালামালও এসেছিল। খলীফা আবার খিলাফতের বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন, কিন্তু হঠাৎ তিনি কাহিল হয়ে পড়লেন। এক সকালে ওমর ফারুক (রা.)-কে ডেকে বললেন, "আপনি আমার স্থলাভিষিক্ত হবেন, এটা আমি অসিয়ত করে যাচ্ছি। আজ বিকালের মধ্যেই আমার বিদায় নেয়া বিচিত্র নয়।

সেদিন বিকেলে অর্থাৎ ১৩ হিজরীর ২২শে জমাদিউস্-সানি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী পরদিন ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-কে খলীফা নির্বাচন করা হয়। সকল মুসলমান তাঁর হাতে বায়য়াত হন।

নির্ভীক সাহসিকতা

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) মসজিদে নববীতে বক্তৃতা দিচ্ছেন। বক্তৃতার এক পর্যায়ে তিনি বললেন, আমি যদি আপনাদের কোন আদেশ প্রদান করি আপনারা কি তা পালন করবেন?"

একজন মুসলমান বললেন, জ্বী-না। হে আমীরুল মুমেনীন।

খলীফা বললেন, কেন, কি কারণ?

ঃ আপনি সুবিচারের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

ঃ কোন প্রমাণ আছে?

ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই রয়েছে।

ঃ পেশ করো।

ঃ আপনার গায়ের কামিজ আপনার ন্যায়বিচারের পরিপন্থী প্রমাণ দিচ্ছে।

ঃ কিভাবে?

ঃ মুসলমানদের জন্য গনিমতের যেসব চাদর এসেছে, তা থেকে প্রত্যেক মুসলমান একখানি পেয়েছে আর আপনার গায়ে দু'খানা শোভা পাচ্ছে। অথচ আপনারও একখানা পাওয়া উচিত ছিল।

ঃ অবশ্যই উচিত ছিল। আর আমি একখানাই পেয়েছি।

ঃ আমি বিশ্বাস করি না।

www.pathagar.com

ভাই, শোনো আমি বলছি। ওমর ফারুক (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, "উনি আমার চাদরখানাও গায়ে দিয়েছেন। নিজের জন্য তিনি একখানা চাদরই পেয়েছিলেন।"

ঃ আমি আমার মন্তব্য প্রত্যাহার করলাম। এখন থেকে আমি আপনার আনুগত্য মেনে নেব এবং মুসলমানদেরও মেনে নেয়াই কর্তব্য। আমাদের খলীফা ন্যায়ের পথে রয়েছেন এতে আর কোন সন্দেহ নেই।

এ সময় হঠাৎ সাত-আট বছরের একটি শিশু বলল, "ওমর! ঐ মিম্বর থেকে নেমে এসো, ওখানে আমি বসবো। কারণ ওটা আমার বাবার মিম্বর; তোমার বাবার নয়।"

ওমর ফারুক (রা.) স্মিতমুখে বললেন, হাঁ হাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ, আসলেই এই মিম্বর তোমার বাবার, আমার বাবার নয়।

এই শিশুর নাম হযরত ইমাম হোসেন (রা.)। হযরত মুহম্মদ (স.)-এর দৌহিত্র, হযরত আলীর পুত্র।

হযরত আলী (রা.)ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহর কসম, আমি শিশুকে এ কথা শিখিয়ে দেইনি।

ওমর ফারুক (রা.) বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। "যাক, ওকে কিছু বলবেন না। সেও সত্য কথা বলেছে।"

বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর খলীফা মসজিদে নববী থেকে বেরোলেন, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার চারদিক ছেয়ে গেছে। মাটিতে শুয়ে থাকা একটা লোকের সাথে খলীফা ধাক্কা খেলেন, লোকটি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, তুমি অন্ধ না কি?

ওমর ফারুক (রা.) বললেন, না ভাই, অন্ধ নই, তবে ভুল হয়ে গেছে, তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ক্ষমা করে দাও। ভবিষ্যতে সাবধানে পথ চলবো। আর কখনো এমন হবে না।

লোকটি বলল, "যদি আমি ক্ষমা না করি, তুমি কি করবে?"

ঃ তোমাকে তোষামোদ করব, অনুনয় বিনয় করব।

ঃ তা কেন?

ঃ আমি চাই, কেয়ামতের দিন যেন আমাকে দোযখের আগুনের ইন্ধন হতে না হয়। এ অন্যায়ের জন্য যেন আমাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে না হয়।

লোকটি খলীফাকে ক্ষমা করে দিল। খলীফা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

www.pathagar.com

সত্যবাদিতার একটি দৃষ্টান্ত

মসজিদে নববীতে ওমর ফারুক (রা.)-এর খেলাফতের বৈঠক বসেছে। অনাড়ম্বর সেই পরিবেশে বহু সংখ্যক সাহাবী, ফরিয়াদী, অপরাধী, অত্যাচারী হাযির হয়েছে। খলীফা একটার পর একটা বিচার করে চলেছেন, এমন সময় মসজিদের এক কোণে দেখা গেল দু'জন যুবক একজন সুদর্শন যুবককে ধরে নিয়ে আসছে।

উপস্থিত সবাই সেদিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালেন। যুবক দু'জনের একজন খলীফার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, "হে আমীরুল মুমিনীন! এই যুবক আমাদের পিতাকে হত্যা করেছে। আপনি ওর কেসাস-এর ব্যবস্থা করুন।"

অন্যজন বলল, "আমরা আমাদের বৃদ্ধ পিতাকে হত্যার সুবিচার চাই।"

খলীফা অভিযুক্ত যুবকের প্রতি তাকিয়ে বললেন, "তুমি বাদী পক্ষের অভিযোগ শুনেছ : এবার তোমার বক্তব্য পেশ করো।

অভিযুক্ত যুবক বলল, 'হে আমীরুল মুমিনীন, আমি ক্রোধে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম, নিজেকে সামলাতে পারিনি, একটা পাথর ছুঁড়ে মেরেছিলাম, তাতেই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। আমি এজন্য অনুতপ্ত।

খলীফা বললেন, "তুমি নিজেই অপরাধ স্বীকার করেছ। কাজেই কেসাস অবশ্যই তোমাকে ভোগ করতে হবে। তোমার জীবন রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় নেই।"

যুবক মাথা নিচু করে বলল, "ইসলামের আইন এবং খলীফার রায়ের প্রতি আমি সশ্রদ্ধ আনুগত্য প্রকাশ করছি, তবে আমার একটি আর্জি রয়েছে।"

ঃ বলো।

হে আমীরুল মুমিনীন! আমার একটি নাবালক ভাই রয়েছে, পিতা তার জন্য আমার কাছে কিছু সোনা রেখে গিয়েছেন, সেই সোনা আমি মাটিতে এমন জায়গায় পুঁতে রেখেছি যে, আমি ছাড়া অন্য কেউ জানে না।

ঃ তুমি কি ভাবছ, এখন কি করতে চাও?

ঃ সেই সোনা যদি মালিকের হাতে না পৌছায় তবে কেয়ামতের দিন আমাকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি হতে হবে।

ঃ তা ঠিক, এখন কি করতে চাও?

ঃ আমাকে তিনদিনের সময় দেয়া হোক। আমি এই সময়ের মধ্যে নাবালেগ ভাইয়ের প্রাপ্য তাকে বুঝিয়ে দিয়ে ফিরে আসব।

খলীফা এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম চিন্তা করতে লাগলেন।

www.pathagar.com

খলীফা কিছুক্ষণ পর বললেন, "হে যুবক! যদি তুমি কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে জামানত হিসেবে রেখে যেতে পারো তবে তোমার আবেদন মঞ্জুর করা যেতে পারে।

উপস্থিত প্রত্যেকের প্রতি তাকিয়ে যুবক আবু যর গিফারী (রা.)-এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলল, "এই বুযুর্গ ব্যক্তি আমার জামিন হবেন।"

ঃ যদি তিনি জামিন হন তবে আমি তোমার আবেদন মঞ্জুর করতে পারি।

আবু যর গিফারী (রা.) বললেন, "আমি এ যুবকের জামিন হচ্ছি।"

খলীফা যুবককে বললেন, "তোমাকে তিনদিন সময় দেয়া যাচ্ছে। আশা করি তুমি চতুর্থ দিন ফিরে আসবে।"

ঃ ইনশাআল্লাহ আমি ফিরে আসব।

খলীফা যুবককে অনুমতি দিলে যুবক চলে গেল।

চতুর্থ দিন খলীফার দরবারে যুবকের প্রতীক্ষা করা হচ্ছিল। আবু যর গিফারী (রা.) খলীফার সামনে বসে আছেন। সময় বয়ে চলেছে। যুবকের ফিরে আসা সম্পর্কে নানা রকম মন্তব্য শোনা যাচ্ছিল।

প্রথম ব্যক্তি বললেন, এমন সুদর্শন যুবক, তাও আততায়ী, কি অদ্ভুত ব্যাপার!

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন, এমন যুবকের অঙ্গিকার পালনের ভরসা কতটুকু? আবু যর (রা.) দূরদর্শিতার পরিচয় দেননি। আল্লাহ্ তাঁর মঙ্গল করুন।

তৃতীয় ব্যক্তি বললেন, সম্ভবত যুবক বিশ্বস্ত, আবু যর (রা.) তাকে হয়তো জানেন।

চতুর্থ ব্যক্তি আবু যরকে (রা.) জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি যুবককে চেনেন?

আবু যর গিফারী (র.) বললেন, না চিনি না, আগে আমি তার চেহারাও কখনো দেখিনি।

পঞ্চম ব্যক্তি বললেন, এখনো তো এলো না, সম্ভবত কেটে পড়েছে আর আসবে না।

ষষ্ঠ ব্যক্তি বললেন, আসবে কি আসবে না, কে জানে?

সপ্তম ব্যক্তি আবু যর (রা.)-কে বলল, আপনি না জেনে শুনে যুবকের জামিন হতে গেলেন কেন?

আবু যর (রা.) বললেন, যুবকের কোন পরিচয়ই আমি জানি না উপস্থিত সবার মধ্যে সে আমাকেই যখন জামিন মনোনীত করেছে, আমি সৌজন্যের খাতিরে রাজী হয়েছি। তাকে হতাশ করা সমীচীন মনে করিনি, এ কারণেই জামিন হয়েছি। তাছাড়া যুবকের চেহারা দেখে আমার মনে হয়েছে সে মিথ্যাবাদী হতে পারে না।

www.pathagar.com

একজন সাহাব্য মন্তব্য করলেন যে, বড় বিস্ময়কর ঘটনা।

সময় যতোই যাচ্ছিল, উপস্থিত প্রত্যেকের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ততোই বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

নিহত বৃদ্ধের উভয় সন্তান আবু যর (রা.)-কে রুক্ষ ভাষায় বলল আমাদের পিতার হন্তাকে আপনি ছাড়িয়ে দিলেন, এখন আমরা আপনার কাছ থেকেই ক্রেসাস নেব।

আবু যর বললেন, যদি নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাবার পরও যুবক ফিরে না আসে তবে আমি জামানত পূর্ণ করব।

খলীফা ওমর (রা.) বললেন, অপরাধী যুবক যদি ফিরে না আসে তাহলে আমাকে শরীয়তের বিধান পালন করতে হবে।

খলীফার এ কথায় উপস্থিত লোকদের উদ্বেগ আরও বেড়ে গেল। কয়েকজন সাহাবী রীতিমত বিচলিত হয়ে উঠলেন।

একজন সাহাবী বাদী যুবকদের বললেন, ভাই! তোমরা অর্থের বিনিময়ে যুবককে নিষ্কৃতি দাও।

যুবকরা বলল, কিছুতেই নয়, আমরা রক্তের বদলে রক্ত চাই অন্যথায় আমাদের কলজে ঠাণ্ডা হবে না।

একজন সাহাবী বললেন, এ রকম একটা ব্যাপারে আবু যরের প্রাণদণ্ড হবে? অথচ উনি একজন বিশিষ্ট সাহাবী, রাসূলের প্রিয়পাত্র ছিলেন, আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকাল দেখেছেন, এখনো দেখছেন।

হঠাৎ দূরে দেখা গেল,এক যুবক ছুটে আসছে। তার সারা দেহে ঘাম ঝরছে, যুবককে দেখে চেনা গেল যে এই সেই যুবক, যে আবু যর (রা.)-কে জামিন রেখে বাড়ি গিয়েছিল। সবার চেহারায় আনন্দের আভা চিকচিক করে উঠলো, কারণ আবু যর (রা.)-এর প্রাণ বেঁচে গেছে।

যুবক বলল, আমি দায়িত্ব মুক্ত হয়ে এসেছি হে আমিরুল মুমিনীন এবার আমাকে অপরাধের শাস্তি দিন।

যুবকের সততা. ঈমানদারী সবাইকে প্রভাবিত করলো। কেউ কেউ যুবকের জন্য অশ্রুপাত করলেন। যুবকদ্বয় তখন হঠাৎ বলে উঠলো যে, আমরা আমাদের পিতাকে হত্যার দায় থেকে যুবককে ক্ষমা করে দিলাম।

খলীফা ওমর (রা.) বললেন, আমি তোমাদের পিতার হত্যার ক্ষতিপূরণ বায়তুলমাল থেকে পরিশোধ করব। তোমাদের এ উদারতা বৃথা যাবে না।

কিন্তু যুবকদ্বয় ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলল আমরা কোন বিনিময়ের জন্য নয় শুধু "আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, অর্জনের জন্যই যুবককে ক্ষমা করে দিয়েছি।

সবাই ধন্য ধন্য করে উঠলো।

www.pathagar.com

রসিকতার পরিণাম

আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) মদীনার কিনারে দাঁড়িয়ে একটি লোকের সাথে আলাপ করছিলেন। এক পর্যায়ে বললেন, তুমি তোমার নাম কি যেন বলেছ?

ঃ আঙ্গারা (অগ্নিস্ফুলিঙ্গ)।

ঃ অদ্ভুত নাম। পিতার নাম?

ঃ শো'লা (অগ্নিশিখা)।

ঃ তোমাদের পরিবারের নামগুলো যেন কেমন। তোমরা যেন আতশী খান্দান (আগুনের পরিবার)। তা তোমার শহরের নাম কি?

ঃ আমার শহরের নাম সুজের (পোড়ানো), হে আমিরুল মুমিনীন।

ঃ তোমার গোত্রের নাম কি?

ঃ আমি জ্বলন গোত্রের লোক।

ঃ সর্বনাশ হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাও।

ঃ কেন, কি হয়েছে আমিরুল মুমিনীন?

ঃ তাড়াতাড়ি খবর নাও যে, তোমার বাড়িঘর জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে না যায়।

আঙ্গারা দ্রুত বাড়িতে ছুটে গিয়ে দেখে তার ঘরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। রসিকতার ফল তাকে হাতে হাতে পেতে হয়েছে।

মানুষের মুখ থেকে কখনই খারাপ কথা উচ্চারিত হওয়া উচিত নয়, অনেক সময় তাতে ক্ষতিকর পরিণাম ভোগ করতে হয়।

কাফেলার প্রহরী

আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা.) কোথাও যাচ্ছিলেন, এমন সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সাথে দেখা।

ঃ কোথায় চলেছেন হে আমীরুল মুমিনীন?

ঃ তুমি তো জান যে আজ একটা কাফেলা এসেছে এবং তারা মদীনার বাইরে অবস্থান করছে।

ঃ জ্বী, জানি।

ঃ তাদের দেখাশোনা কি আমাদের দায়িত্ব নয়? তাছাড়া তোমরা আমার উপর জনসাধারণের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তুলে দিয়েছ। অথচ আমি কখনো খলীফা হতে চাইনি, আল্লাহর কাছে এজন্য দোয়াও করিনি।

ঃ তা বটে।

www.pathagar.com

ঃ তবে এসো, আমরা কাফেলার কাছে যাই এবং নীরবে তাদেরকে পাহারা দিই।

সারারাত কেটে গেল। খলীফা এবং আবদুল্লাহ (রা.) কেউ ঘুমালেন না। ফজরের সময়ে খলীফা ডেকে বললেন, "হে মুসলমানরা ওঠো, ফজরের নামায আদায় করো। একথা শুনে কাফেলার সবাই উঠলো এবং বুঝে ফেললো আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা.) তাদের সারারাত পাহারা দিয়েছেন।

মানুষের সেবা করাও এক ধরনের ইবাদত। এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় অতি সহজে।

একজন মুমিনের সাহসিকতা

জোহরের নামায শেষে হযরত ওমর (রা.) মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছেন। এক পর্যায়ে বললেন, "হে মুসলমানরা! যদি আমি ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত হই তাহলে তোমরা কি করবে?"

একজন মুসলমান তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি এ তলোয়ার দিয়ে আপনাকে সোজা করে দেব।"

খলীফা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ জানো?" (এ প্রশ্ন খলীফা পরীক্ষামূলকভাবে করেছিলেন।)

যুবক বলল হ্যাঁ জানি, আমি আমীরুল মুমিনীনের সাথে কথা বলছি।

খলীফা তখন হেসে বললেন, "হে আল্লাহ! তোমার হাজার শুকরিয়া, এমন মুসলমান এখনো রয়েছে যে আমাকে ভুল পথে চলতে দেখলে সোজা করে দেবে।"

একদিন খলীফা কোথাও যাচ্ছিলেন, তাঁর সঙ্গে দেখা গেল একজন দাসী রয়েছে। সে দাসী একজন মুসলিম মুজাহিদের, সেই মুজাহিদ যুদ্ধক্ষেত্রে রয়েছেন, তার পারিবারিক কাজকর্ম কেমন চলছে, খলীফা তার খবর নিচ্ছেন, প্রয়োজনে বাজার করে দেয়ার ব্যবস্থা করছেন, চিঠি এলে পড়ে শোনাচ্ছেন, আবার জবাব লিখে দিচ্ছেন। এই ছিল ইসলামের দ্বিতীয় খলীফার পরিচয়।

বিচার প্রার্থনার সওদা

হযরত ওমর (রা.) সিরিয়া সফর করে ফিরে এসেছেন। বিভিন্ন লোকের সাথে মদীনার অবস্থা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করছেন। হঠাৎ তিনি এক বৃদ্ধার মুখোমুখি হলেন। বৃদ্ধা বলল, ওমরের (রা.)-এর অবস্থা কি জানো বাবা?

ঃ খলীফার কথা কি আর জিজ্ঞেস করবে, তিনি সিরিয়ার সফর থেকে গতকাল ফিরে এসেছেন।

www.pathagar.com

বৃদ্ধা খলীফাকে চিনতো না। বলল, আল্লাহ তাকে আমার পক্ষ থেকে শুভ পরিণাম-মেন না দেন।

ঃ কেন, কেন, কি ব্যাপার মা, এ কথা বলছ কেন? খলীফার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাকি?

ঃ খলীফা হওয়ার পর থেকে সে আমাকে একটা পয়সাও বায়তুল মাল থেকে দেয়নি।

ঃ খলীফা সম্ভবত তোমার অবস্থা জানেন না। তা মা তুমি ঠিকই বলেছ, যে এতোটা খবর রাখতে পারে না সে আর খলীফা কিসের? ওমরের জন্য সতিই দুঃখ হচ্ছে।

বৃদ্ধা লক্ষ্য করলে দেখতে পেতো যে, ওমর ফারুক (রা.)-এর দু'চোখ অশ্রু ছলছল হয়ে উঠেছে।

খানিক পর খলীফা বললেন, মা তুমি তোমার প্রার্থনা তথা অভিযোগ কিভাবে প্রত্যাহার করবে?

ঃ তোমার কথার অর্থ বুঝলাম না।

ঃ আমি তোমার বিচার প্রার্থনা ক্রয় করতে চাই। মূল্য দিতে প্রস্তুত আছি। বলো কি মূল্য নেবে?

ঃ তুমি মনে হয় আমার সাথে রসিকতা করছো। কোন ভদ্র মানুষ একজন বৃদ্ধার সাথে এ রকম রসিকতা করতে পারে না।

ঃ আম্মা, আমি রসিকতা করছি না। সত্যি আমি তোমার বিচার প্রার্থনা ক্রয় করতে চাই। বলো, আমি এখনই মূল্য পরিশোধ করছি।

খলীফা পকেট থেকে বিশ দিরহাম বের করে বৃদ্ধার হাতে দিলেন।

বৃদ্ধা দিরহাম নিয়ে চলে যাচ্ছিল এমন সময় দু'জন লোক সেখানে এসে বলল, আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আমিরুল মুমিনীন!

বৃদ্ধা বুঝতে পারলো,এতোক্ষণ সে খলীফার সাথে কথা বলছিল। ভয়ে তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। খলীফা স্মিত হেসে বললেন, মা তুমি অহেতুক উদ্বিগ্ন হচ্ছ। তুমি যা বলেছ সত্যিই বলেছ।

তারপর খলীফা পকেট থেকে একখণ্ড কাগজ বের করে তাতে আরবী ভাষায় লিখলেন, আল্লাহর নামে শুরু করছি; এ লেখার বিষয়বস্তু হলো, ওমর তার খিলাফতের দায়িত্ব এক বৃদ্ধার নিকট থেকে বৃদ্ধার বিচার প্রার্থনা বিশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করেছে। যদি এই বৃদ্ধা কেয়ামতের দিন আমার আঁচল ধরে তবে আমি সেজন্য জবাবদিহি করব না। কারণ আমি দায়িত্বমুক্ত হয়েছি।

হযরত আলী (রা.) এবং আবদুল্লাহ (রা.) এ ঘটনার সাক্ষী ছিলেন।

www.pathagar.com

এক মহিলার দুঃখ মোচন

ওমর ফারুক (রা.)-এর খিলাফতের সময় একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তিনি দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। এ সময় এক সন্ধ্যায় তিনি লক্ষ্য করলেন একটি তাঁবুর বাইরে উনুনে পাতিল চাপিয়ে এক মহিলা বসে আছে, তার পাশে তিন-চারটি শিশু বসে আছে। খলীফা মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন কি রান্না হচ্ছে?

ঃ সে কথা আর বলো না।

ঃ কেন হাঁড়িতে কিছু রান্না করছ না?

ঃ না, না, না।

ঃ তাহলে অনর্থক জ্বালানি নষ্ট করে কি লাভ?

ঃ হাঁড়িতে পানি রয়েছে, পানি ফোটার শব্দ আসছে।

ঃ এভাবে শিশুদের প্রলোভিত করে লাভ কি?

ঃ তুমি কে, কোথা থেকে এসেছ? যাওতো, আমাকে বিরক্ত করো না।

ঃ আমাকে তোমার হাঁড়ির রহস্য বলতে হবে। তোমার কাছে অনুনয় করছি।

ঃ শোন, শিশুদের খাবার লোভ দেখিয়ে সময় কাটাচ্ছি। কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে এক সময় ওরা ঘুমিয়ে পড়বে।

ঃ আফসোস এটা আমারই কর্মফল। আল্লাহ তাঁর পাপী বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করুন।

মহিলার তাঁবুর সামনে ওমর দাঁড়িয়ে আছেন। তার মাথায় রকমারী খাবারের বোঝা। মহিলাকে বললেন, এগুলো রাখো, আরো ব্যবস্থা করছি।

ঃ আল্লাহ তোমাকে রহমত করুন, ওমরের বদলে তুমিই খলীফা হওয়ার যোগ্য। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন।

বৃদ্ধা জানতো না যে তার সামনে যিনি খাবার নিয়ে হাজির হয়েছেন, তিনিই হযরত ওমর ফারুক (রা.)।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ

জাবালা ইবনে আব্বাস কাবাগৃহ তওয়াফ করছিলেন। তার পরিধানের পোশাক ছিল অত্যন্ত মূল্যবান। আরো বহু সংখ্যক মুসলমানও তওয়াফে অংশ নিয়েছেন। হঠাৎ একজন মুসলমানের পা জাবালার পরিধানে থাকা তহবন্দে লেগে যায়। এতে ক্রুদ্ধ জাবালা সেই মুসলমানকে চড় কষে দেন এবং কিছু অশালীন কথাও শুনিয়ে দেন। চড় খেয়ে সেই মুসলমান হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে মসজিদে নববীতে নালিশ করে।

www.pathagar.com

জাবালা ইসলাম গ্রহণের আগে এবং পরে গাস্‌সান-এর শাসক ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) তাকে ডেকে পাঠান এবং অভিযোগ সত্য কিনা জানতে চান। জাবালা অভিযোগ স্বীকার করেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তাহলে তুমি অত্যাচারী। ঐ লোক অত্যাচারিত কাজেই ন্যায় বিচার করা আমার দায়িত্ব।

জাবালা বললেন, আমি গাসসানের বাদশাহ আর ঐ মুসলমান একজন সাধারণ নাগরিক। এ কারণেও কি আমার প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করা হবে না?

. খলীফা বললেন, তোমার চেয়ে বরং ওর মর্যাদা বেশি। কারণ সে বেচারা অত্যাচারিত, আর ইসলামের দৃষ্টিতে ছোটবড় কোন ভেদাভেদ নেই। ইসলাম সকল মানুষকে একই পতাকাতলে সমবেত করে দিয়েছে।

ওরম ফারুক (রা.)-এর সুবিচারের আশঙ্কায় জাবালা মদীনা থেকে পালিয়ে যান এবং পরবর্তীকালে ইসলাম ত্যাগ করে হিরাকল-এর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করে বিভিন্ন স্থানে তখনো মুসলমানরা অমুসলমানদের সাথে লড়াই করছিল, এমনি এক যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রোম সম্রাটের বাহিনীর মুকাবিলার জন্য মুসলিম বাহিনী ওবাদা ইবনে সামেত (রা.)-এর নেতৃত্বে ইয়ারমুক প্রান্তরে সমবেত হয়। জাবালা তখন সম্রাটের পক্ষ নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল।

রোম সম্রাট অযথা রক্তপাত পছন্দ করতেন না। তিনি জাবালাকে সন্ধি আলোচনার জন্য ওবাদা (রা.)-এর কাছে প্রেরণ করেন। রোম সম্রাটের নির্দেশক্রমে জাবালা দীর্ঘক্ষণ ওবাদার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। জাবালাকে ওবাদা (রা.) বললেন ঃ "আমরা নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকি না। জয়-পরাজয় আল্লাহর হাতে, আমরা শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ করি।"

হযরত খালেদ (রা,)-এর ওজস্বিনী ভাষার বক্তৃতা মুসলিম সৈন্যদের মনে ঈমানের আগুন জ্বেলে দেয়। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর মুসলমানরা ইয়ারমুক যুদ্ধে জয়লাভ করে এবং আল্লাহ্‌র দরবারে সিজদায় নত হয়।

বিপুল পরিমাণ গণিমতের মাল এবং সিরিয়ায় ইসলামের পতাকা উড্ডীনের সংবাদসহ মুসলিম প্রতিনিধি দল মদীনায় পৌঁছে। খবর পেয়ে হযরত ওমর (রা.) রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্‌র দরবারে লাখ লাখ শুকরিয়া আদায় করেন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় জাবালা এবং তার এবং রোম সম্রাটের রাজত্ব চিরতরে লুপ্ত হয়ে যায়।

খলীফার আতিথেয়তা

মসজিদে নববীতে বিভিন্ন প্রদেশের কতিপয় গবর্নর হযরত ওমর (রা.)-এর আতিথ্য গ্রহণ করে আহার করছিলেন। হঠাৎ খলীফা লক্ষ্য করলেন একজন

www.pathagar.com

লোক বাম হাতে আহার করছেন। খলীফা মধ্য বয়স্ক লোকটিকে বিস্ময়ভরে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি জানালো যে, যুদ্ধক্ষেত্রে সে ডান হাত হারিয়েছে। খলীফা দুঃখ প্রকাশ করে বললেন ঃ "নাও ভাই, আমি তোমাকে খাইয়ে দিচ্ছি। উপস্থিত সবাই দেখল যে, একজন সাধারণ মুসলমানকে হযরত ওমর (রা.) খাবার মুখে তুলে দিয়ে আহার করাচ্ছেন।

ইয়েমেনের গবর্নর সা'দ ইবনে কয়েস (রা.)-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। খলীফা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কতো বেতন গ্রহণ করো?

ঃ দু'হাজার দিরহাম।

ঃ কি কাজে খরচ করো?

ঃ নিজের পরিবারের জন্য খরচ করি, বাকিটা গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেই।

খলীফাকে দেখা গেল যে, তিনি উটের একটা মোটা হাড় চুষে চিবিয়ে খাচ্ছেন। সা'দ (রাঃ) বললেন ঃ আমিরুল মু'মিনীন, আপনার ভোজ্য দ্রব্য নরম হওয়া উচিত।

খলীফা বললেন ঃ তুমি বলতে চাও আমি ভুনা গোশত এবং চাপাতি রুটি খেতে শুরু করব?

সা'দ বললেন ঃ হ্যাঁ।

খলীফা বললেন ঃ কেয়ামতের দিন আমি আল্লাহ্‌কে কি করে মুখ দেখাব? তারপর তিনি গবর্নরদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রসঙ্গে বললেন ঃ হে লোক সকল। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা আহার করার সময়ে যখন তোমাদের দুয়ারে ভিক্ষুক দাঁড়িয়ে থেকে সাহায্য চায় তা কি তোমরা খেয়াল রাখো?

হযরত ওমর (রা.)-এর খাদ্য তালিকার মধ্যে ছিল অ-চালা আটার খসখসে রুটি রওগন এবং জয়তুন। পনির, গোশত, দুধ, ঘি এগুলো তিনি মাঝে মাঝে খেতেন। দেশে খাদ্যাভাব দেখা দিলে তিনি যবের রুটি খেতেন। তিনি কাউকে দাওয়াত করলে খুব কম লোকই তাঁর আতিথ্যে খুশী হতো।

সামরিক ক্ষেত্রে কার্যরত সৈন্যদের ভাতা নির্ধারণের নিয়মানুযায়ী খলীফার জন্যও তাদের সমান অর্থাৎ বার্ষিক পাঁচ হাজার দিরহাম নির্ধারিত হয়। খলীফা হওয়ার আগে হযরত ওমর (রা.) মদীনার উপকণ্ঠে আওয়ালীতে বাস করতেন। মদীনা থেকে তার দূরত্ব ছিল তিন মাইল। খলীফা হওয়ার পর তিনি মদীনায় বসবাস শুরু করেন। কারণ তিন মাইল দূর থেকে খেলাফতের কাজ করা অসুবিধাজনক ছিল, বিশেষত তিনি প্রতি রাতে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে প্রজাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের ব্যবস্থা নিতেন।

www.pathagar.com

মানুষের সেবার অনন্য দৃষ্টান্ত

রাত একটা বেজে গেছে। খলীফা ওমর ফারুক (রা.) মদীনার অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এক তাঁবুর সামনে দেখলেন একজন লোক চিন্তিত মুখে বসে আছে, তাঁবুর ভেতর থেকে একজন মহিলার কাতরানোর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। খলীফা জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি ব্যাপার ভাই, তুমি চিন্তিত কেন, আর ভেতরে কাতরাচ্ছে কে?

লোকটি বলল ঃ আমার স্ত্রীর প্রসব বেদনা শুরু হয়েছে। কিন্তু আমি খুবই গরীব। দাই আনার সঙ্গতি আমার নেই।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, তুমি একটুও চিন্তা করো না ভাই, আল্লাহ মুশকিল আসান করে দেবেন।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল সেই তাঁবুর সামনে একজন নারী এবং একজন পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। পুরুষ লোকটি বেদুঈনকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল ঃ ভাই! উনি আমার স্ত্রী, যদি তুমি অনুমতি দাও তবে উনি তোমার তাঁবুতে গিয়ে তোমার স্ত্রীর সেবা করবে।

নবাগত ব্যক্তি বাইরে বেদুঈনের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। ইতিমেধ্য আগন্তুকের স্ত্রী তাঁবুর ভিতরে প্রসব বেদনায় কাতর মহিলার সেবা করছিলেন।

বেদুইন বলল ঃ শুনেছি খলীফা ওমর ফারুক (রা.) খুবই কড়া মানুষ, তুমি তাঁর সম্পর্কে কিছু জানো নাকি?

ঃ আসলেও তাই।

ঃ আমি বুঝি না মুসলমানরা তাকে খলীফা মনোনীত করল কেন?

ওদের কথা বল না, বোধ হয় ওমর (রা.)-এর চেয়ে যোগ্য কাউকে পায়নি, তাই ওমরকেই খলীফা মনোনীত করেছে।

ঃ খুব তো উপাদেয় খাবার খায়।

ঃ খায় হয়তো, খাবেই তো, সে যে আমিরুল মুমিনীন।

ঃ কিন্তু তার অধিকার নেই। কারণ আমি জানি, এ দেশে অনেকে অনাহারে দিন কাটায়।

এ সময়ে তাঁবুর ভেতর থেকে আগন্তুকের স্ত্রী উম্মে কুলসুম (রা.) ডেকে বললেন, আমিরুল মুমিনীন! আপনার বন্ধুকে বলুন, আল্লাহ তাকে পুত্র সন্তান দিয়েছেন।

বেদুঈন খলীফার পরিচয় পেয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগলো এবং বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করলো। খলীফা বললেন, না ভাই! ক্ষমার প্রশ্ন কোথায়, আমি তো আর্তের সেবক, মানুষের সেবা করাই তো আমার দায়িত্ব। আগামীকাল আমার কাছে গিয়ে বায়তুল মাল থেকে নবজাত শিশুর জন্য ভাতা নিয়ে এসো।

পরদিন খলীফা বেদুঈন শিশুর জন্য ভাতা চালু করে দিলেন এবং বেদুঈনকে নগদ অর্থ ও খাদ্যদ্রব্য সাহায্য করলেন।

www.pathagar.com

অসুস্থ খলীফার আবেদন

খলীফা ওমর (রা.) কয়দিন থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কিছুটা সুস্থবোধ করলে লাঠি ভর দিয়ে মসজিদে নববীতে গিয়ে তিনি সমবেত মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি কয়েকদিন থেকে অসুস্থ আপনারা আমার জন্য দোয়া করুন! সবাই খলীফার রোগমুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন।

তারপর খলীফা বললেন, ভাইসব আমি অসুস্থ বিধায় ঔষধের জন্য কিছু মধু প্রয়োজন। আপনারা অনুমতি দিলে বায়তুল মাল থেকে কিছু মধু নিতে পারি। সবাই অনুমতি দিলে খলীফা তিন তোলা মধু বায়তুল মাল থেকে বের করলেন।

খলীফা নিজের গৃহে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় তাঁর কন্যা উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা.) এসে বললেন, আব্বা আমি তো 'জবিউল কুরবা' গনিমতের মালের অংশ আমিও তো পাবো।

খলীফা বললেন ঃ না, গনিমতের মাল মুসলমানদের সম্পত্তি, বায়তুল মালের– রাষ্ট্রীয় কোষাগারের মালিকানাও তাদের, তাতে তোমার কোন অধিকার নেই। তবে আমার কাছে যা কিছু রয়েছে তা থেকে তুমি কিছু অংশ পেতে পারো।

বিভিন্ন প্রদেশের গবর্নরদের নামে অভিযোগ তদারকের জন্য খলীফা মুহম্মদ ইবনে সুলায়মান (রা.)-কে প্রেরণ করেন। তিনি আজ ফিরে এসেছেন।

খলীফার কাছে অভিযোগ করা হয়েছে যে, মিসরের শাসনকর্তা ষাটজন যুদ্ধবন্দীকে ব্যক্তিগত কাজে নিয়োজিত করেছেন।

বসরার গবর্নর আবু মূসা আশয়ারী (রা.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তিনি একজন দাসীকে উন্নতমানের খাবার খাওয়াচ্ছেন। তদুপরি অভিযোগ ছিল যে, আবু সুফিয়ান (রা.) যিয়াদকে প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণ করে নিজে নামমাত্র গবর্নর হয়েছেন।

খবর নিয়ে জানা গেল যে, দাসী সম্পর্কিত অভিযোগ সত্য, দাসীকে গবর্নরের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা হলো।

মিসরের গবর্নরের প্রতি অভিযোগ ছিল যে, তিনি মিহিন পোশাক পরিধান করেন, গৃহদ্বারে দারোয়ান রাখেন। তদন্ত করে অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হওয়ায় হযরত ওমর (রা.) তাকে চারণভূমিতে বকরি চরানোর শাস্তি দেন।

খলীফা ওমর (রা.) গবর্নরদের কাছ থেকে এভাবে শপথ আদায় করতেন ঃ

১। আমি তুর্কী ঘোড়ায় আরোহণ করব না।

২। মিহিন পোশাক পরিধান করব না।

www.pathagar.com

৩। ছাঁকা আটার রুটি খাব না।

৪। প্রয়োজনে সবার জন্য আমার দরজা সব সময় খোলা থাকবে।

পরে প্রকাশ্য জনসভায় এসব অঙ্গিকার ঘোষণা করা হতো।

হজ্জ-এর সময় সকল প্রদেশের গবর্নররা মদীনায় সমবেত হতেন। জনগণকেও বলা হতো তারা যেন সে সময় গবর্নরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তা খলীফাকে অবহিত করে। অভিযোগ অনুযায়ী অভিযুক্তকে শাস্তি দেয়া হতো।

গবর্নরকে শাস্তি প্রদান

ইয়েমেন প্রদেশের গবর্নর তাঁর নবনির্মিত বাসভবনে প্রবেশের পরপরই খবর পেলেন যে, একজন আগন্তুক তাঁর ভবনের দরজায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। গবর্নরকে এ খবর দেয়া হলে তিনি বুঝতে পারলেন যে, খলীফার নির্দেশেই এরূপ করা হচ্ছে। তিনি আগন্তুকের কাছে এসে খলীফার ফরমান প্রত্যক্ষ করলেন।

মদীনায় ডেকে পাঠিয়ে হযরত ওমর (রা.) গবর্নরকে তিনদিন রোদের মধ্যে অবস্থানের শাস্তি দিলেন। তারপর তাঁকে দিয়ে অসংখ্য উটকে পানি খাওয়ালেন। গবর্নর খুবই ক্লান্ত হওয়ার পর খলীফা অনুভব করলেন যে, যথেষ্ট কষ্ট হচ্ছে। বললেন, কষ্ট হচ্ছে কি? গবর্নর বললেন, জ্বী। খলীফা বললেন, এসব কাজ তুমি আগে করোনি? গবর্নর বললেন, অনেক আগে করেছি। খলীফা বললেন এখন আরামেই আছো, এ কারণে সুদৃশ্য বাসভবন তৈরি করেছো। ঠিক আছে, কার্যস্থলে ফিরে যাও, ভবিষ্যতের জন্য সাবধান।

একটি ফরমানের জন্য

খলীফা ওমর ফারুক (রা.) মদীনার অলিতে-গলিতে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। রাত্রি গভীর। হঠাৎ এক তাঁবুর ভেতর থেকে করুণ সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় খলীফা থমকে দাঁড়ালেন। গায়িকার কণ্ঠ শুনেই বুঝা যায় তার বয়স বেশি নয়, সে যুবতী নারী। খলীফা কান পেতে শুনলেন যে, যুবতী গাইছে, যদি আল্লাহ্‌র ভয় আমার না থাকতো তবে এখন আমার তক্তপোষের পায়া দোল খেতো।

খলীফা সে তাঁবু সনাক্ত করে পরদিন খবর নিয়ে জানতে পেলেন যে, যুবতীর স্বামী একজন সৈনিক, সে যুদ্ধের মাঠে গেছে, যুবতী স্বামীর বিরহে প্রেমগীতি গাইছে।

www.pathagar.com

খলীফা আপন স্ত্রী উম্মে কুলসুম (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, একজন বিবাহিত নারী কতোদিন স্বামীর বিরহ সহ্য করতে পারে? উম্মে কুলসুম (রা.) বললেন, তিন মাস।

খলীফা ফরমান জারি করে দিলেন যে, প্রতি তিন মাস পর প্রত্যেক সৈনিককে বাধ্যতামূলক ছুটি দিতে হবে। তাঁর এ ফরমান প্রচারিত ও পালিত হলো।

গনিমতের মাল

সমগ্র পারস্য এবং ইরাক জয়ের পর মুসলমানরা ইরানেও ইসলামের পতাকা উড্ডীন করলো। চারিদিকে আজ ইসলামের জয়ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। মুসলমানরা বিপুল গনিমতের মাল লাভ করেছেন। নিয়ম অনুযায়ী সব মালামাল বণ্টন করে মুজাহিদদের দেয়া হলো এবং এক-পঞ্চমাংশ বায়তুল মালে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

ইরান থেকে তিন-চার কোটি টাকার মালামাল সংগৃহীত হলো, সবচেয়ে মূল্যবান ছিল ইরানের শাসনকর্তার পোশাক। ওমর ফারুক (রা.) লক্ষ্য করলেন এক ব্যক্তি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সে পোশাকের দিকে তাকিয়ে আছে। এ পোশাক কি করা যায়।

হযরত আলী (রা.) বললেন, টুকরো টুকরো করে ফেলুন।

তাই করা হলো। খলীফা ওমর আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, এমন আরাম-আয়েশ ও শান-শওকত মুসলমানদের জিহাদ-বিমুখ করে তুলবে বলে আমার আশঙ্কা হচ্ছে।

পরবর্তীকালে তাঁর এ আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

কর্তব্যবোধ

রাত এগারোটা। খলীফা ওমর (রা.) মদীনার উপকণ্ঠে এক বিধবার সঙ্গে আলাপ করছেন। বিধবা বলল, হে আমিরুল মুমিনীন! আমি একজন বিধবা, আমার পিতা মোনাফ ইবনে আইমান গেফারী (রা.) মহানবীর সঙ্গে হুদাইবিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নাবালেগ কয়েকটি শিশুসন্তান নিয়ে আমি বড় কষ্টে দিন কাটাচ্ছি। শিশুদের অনাহার থেকে রক্ষা করার কোন উপায় দেখছি না। আমি আশঙ্কা করছি তারা অনাহারে মারা না যায়।

খলীফা বললেন, আল্লাহ ব্যবস্থা করবেন মা, চিন্তা করো না। খলীফা একটা উটের পিঠে খাদ্য পানীয়সহ বিধবার ঘরের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন, শিশুদের আদর করলেন এবং ভবিষ্যতের ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়ে অতি মন্থর পায়ে ফিরে চললেন।

www.pathagar.com

আরেকটি ফরমানের জন্ম

মদীনার ঈদগাহে কয়েকটি তাঁবু পেতে দেয়া হয়েছে। ব্যবসায়ী হিসাবে আগন্তুক এবং বিভিন্ন দেশের লোকেরা সেখানে সাময়িকভাবে অবস্থান করছে।

এক রাতে খলীফা আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)-সহ একটি তাঁবুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁবুর ভেতর থেকে শিশুর কান্না তাঁর কানে ভেসে এলো। দয়ার্দচিত্ত ওমর (রা.) শিশুর মাকে সম্বোধন করে বললেন, শিশুকে-সান্ত্বনা দাও মা, অমন কাঁদিও না। কিছুদূর যাওয়ার পরও তিনি শিশুর কান্না শুনতে পেলেন। দ্বিতীয়বার এসে জননীকে একই ফরমায়েশ করলেন। খলীফা তৃতীয়বার ফরমায়েশ করতেই শিশুর জননী ক্ষেপে গিয়ে বলল, তুমি নিজের পথ দেখো তো বাপু, আমাকে জ্বালিয়ো না, তিনবার তুমি আমাকে বিরক্ত করেছ।

ঃ তুমি শিশুর কান্না বন্ধ করছ না কেন?

ঃ কান্না বন্ধ হবে কি? আমি তো তাকে দুধ খেতে দিচ্ছি না।

ঃ কেন দিচ্ছ না?

ঃ খলীফা ওমর নির্দেশ দিয়েছেন দুগ্ধপোষ্য ভাতা দেয়া হবে না, সে অনুযায়ী এর ভাতা পেতে এখনও তিনমাস দেরী। কিন্তু আমি এখন থেকেই এর নামে ভাতা বরাদ্দ করতে চাই। এ কারণেই দুধ খেতে না দেয়ায় শিশুর কান্না থামাতে পারছি না।

ঃ শিশুকে দুধ দাও, আল্লাহ্ সাহায্য করবেন।

পরদিন ওমর ফারুক (রা.) ফরমান জারী করে দিলেন যে, দুগ্ধ-পোষ্য শিশুরাও যথারীত ভাতা পাবে। নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে কোন শিশুকে দুধ পান করানো যেন বন্ধ করা না হয়।

সেনাপতিত্ব থেকে খালেদের অপসারণ

ইসলামের বীর সৈনিক খালেদ ইবনে ওলীদ। বহু যুদ্ধে তাঁর রণনৈপুণ্য মুসলমানদের জন্য বিজয় ছিনিয়ে এসেছে। একবার একজন আরব কবির কবিতায় মুগ্ধ হয়ে খালেদ তাঁকে দশ হাজার দিরহাম পুরস্কার দিয়েছিলেন। এ খবর ওমর ফারুক (রা.)-এর কানে পৌছুলে তিনি খালেদ (রা.)-এর কাছে এ ব্যাপারে কৈফিয়ত তলব করেন। তিনি তখনো খলীফা হননি। কিছুদিন পর তিনি খলীফা নির্বাচিত হন। হযরত খালেদ (রা.) তখন রোম বিজয়ের পর আবু ওবায়দা (রা.)-এর সঙ্গে পরবর্তী পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। ইতিমধ্যে ওমর ফারুক (রা.) খালেদকে লিখে পাঠালেন যে, তুমি কাগজপত্র এবং হিসেব-নিকেশ ঠিক মতো পাঠাচ্ছো না, এ রকম যেন আর না হয়। আশা করি এখন থেকে নিয়মিত কাগজপত্র পাঠাবে। আমাকে যেন পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিতে না হয়।

www.pathagar.com

এ চিঠির জবাবে খালেদ (রা.) লিখলেন ঃ আমিরুল মুমিনীন! আসসালামু আলাইকুম। আপনার ফরমান পেয়েছি। খলীফা আবু বকর (রা.)-এর সময়ে হিসেব-নিকেশ আমার কাছে চাওয়া হয়নি, আমিও পাঠাইনি, এখন কেন সে নিয়মের ব্যতিক্রম করব?

খলীফা ওমর (রা.) খালেদ (রা.)-এর এ চিঠি পেয়ে রুষ্ট হন। তদুপরি খালেদ (রা.)-এর বিজয় সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানদের মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, খালেদ (রা.)-এর বাহুবলেই এসব বিজয় সম্ভব হচ্ছে। ওমর ফারুক (রা.) মসজিদে নববীতে ভাষণ প্রসঙ্গে খালেদকে সেনাপতির পদ থেকে অপসারণের কথা ঘোষণা করেন। খালেদের গোত্রের নাম ছিল মাখজুমী, খলীফার ঘোষণা শুনে উক্ত গোত্রের একজন যুবক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! নবী করিম (স.) খালেদকে সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তলোয়ার) উপাধি দিয়েছিলেন। অন্য একজন দাঁড়িয়ে বললেন, হযরত আবুবকর (রা.)-র সময়ে খালেদকে অপসারণের প্রশ্ন উঠেছিল কিন্তু খলীফা তা অনুমোদন করেননি।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমরা আমাকে খলীফা নির্বাচিত করেছ, আমাকে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে, এভাবে বাধা দিলে আমি কি করে কাজ করব? যদি আমি কোন ক্ষেত্রে অন্যায় করি তবে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। একজন মুসলমান দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি সত্যিই বলছেন, হে আমিরুল মুমিনীন।

হযরত ওমর (রা.) খালেদকে অপসারণ করে তাঁর স্থলে আবু ওবায়দা (রা.)-এর নাম ঘোষণা করলেন এবং সে অনুযায়ী তাঁদের ফরমান পাঠিয়ে দিলেন। আবু ওবায়দা (রা.)-কে দায়িত্ব গ্রহণ এবং কর্তব্য পালন সম্পর্কে এক দীর্ঘ নির্দেশনামাও তিনি পাঠালেন।

হযরত খালেদ (রা.) খলীফার ফরমান বিনাবাক্যব্যয়ে মেনে নিলেন। তিনি বললেন, আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য লড়াই করেছি। সেনাপতিত্বের প্রতি কোন লোভ বা মোহ আমার নেই। আমি যে কারো সেনাপতিত্বে ইসলাম ও আল্লাহ রাসূলের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করে যাব।

রোমের রাষ্ট্রদূতের বিস্ময়

খলীফা ওমর (রা.)-এর খিলাফতের কার্যালয় মদীনার মসজিদে অবস্থিত। রোম সম্রাটের দূত বহু উপহার উপঢৌকন নিয়ে সেখানে এসে হাযির হয়েছেন। দূত একজন মুসলমানকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের খলীফার দরবার কোথায়? সে মুসলমান বললেন, ঐ যে দেখছেন মসজিদ, ওখানেই খলীফা সকল কার্য সম্পন্ন করেন। ক্লান্ত হয়ে পড়লে তিনি সেখানে কিছুক্ষণ আরাম করে নেন।

www.pathagar.com

রোম সম্রাটের দূত অর্ধ পৃথিবীর শাসনকর্তা খলীফা ওমর (রা.)-কে যখন মোটা কাপড়ের তালিযুক্ত জামা পরিধানে দেখলেন তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। খলীফা তখন একটা চাদর মুড়ি দিয়ে মাটিতে শুয়েছিলেন।

খলীফাকে মূল্যবান সব উপঢৌকন দেয়া হলে তিনি সবই বায়তুল মালে জমা করে দিলেন। দূত পরমা সুন্দরী একটি দাসী রোম সম্রাটের পক্ষ থেকে খলীফার সামনে হাযির করে বললেন, সম্রাট ওকে আপনার সেবার জন্য পাঠিয়েছেন। খলীফা তাকিয়ে দেখেন দাসীটি অনিন্দ্য সুন্দরী। তিনি তার রূপের প্রশংসা করলেন এবং রোম সম্রাটের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন। তারপর খলীফা এদিক ওদিক তাকালেন। কাছেই একজন দাস দাঁড়িয়েছিল, খলীফা তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঐ মেয়েটিকে তোমার পছন্দ হয়? দাস মুচকি হাসতে লাগলো।

খলীফা বললেন, যাও ওকে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করো এবং আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করো। রোমের দূত তারপর খলীফাকে একটা সুদৃশ্য শিশি পেশ করে বললেন, এর মধ্যে এক বিশেষ ধরনের সুগন্ধি রয়েছে, এ সুগন্ধি একবার কাপড়ে লাগালে কাপড় ছিঁড়ে গেলেও সুগন্ধি অক্ষুণ্ন থাকে।

খলীফা সে আতর মসজিদে নববীর একটি বিশেষ স্থানে ঢেলে দেয়ার আদেশ দিলেন যেন সকল মুসলমান সুগন্ধি উপভোগ করতে পারে।

দূত তারপর এক শিশি বিষ দিয়ে বললেন, এ বিষয় শুকিয়ে এক হাজার শত্রু নিধন করা যায়।

খলীফা বললেন, আমার কোন শত্রু নেই, তবু এটাও উপকারী জিনিস।

রোমের দূত খলীফার চরিত্র-মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে তখনই ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং স্থায়ীভাবে মদীনায় থেকে গেলেন।

যিম্মিদের সাথে ব্যবহার

ইন্তেকালের কয়েকদিন আগে হযরত ওমর (রা.) পরবর্তী খলীফাকে যে অসিয়তনামা লিখে যান, তাতে যিম্মিদের সম্পর্কে লেখা হয় যে, আমি সেই সব লোকদের সম্পর্কে অসিয়ত করছি যাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যিম্মায় দেয়া হয়েছে। তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার যেন পূর্ণ করা হয়। তাদের সাহায্যকল্পে যেন যুদ্ধ করা হয়। তাদের শক্তি-সামর্থের অধিক কাজ যেন তাদের কাছ থেকে আদায় না করা হয়। সকল বিধিনিষেধ আরোপ করে তাদের যেন হয়রানি করা না হয়।

ধর্মীয় ব্যাপারে জিম্মিরা স্বাধীন, তাদের ধর্মীয় নেতাদের কর্তৃত্ব যথারীতি অক্ষুণ্ন থাকবে। অক্ষম, পঙ্গু যিম্মিদের বায়তুল মাল থেকে সাহায্য দিতে হবে।

www.pathagar.com

তাদের স্বার্থে সকল বিষয়ে ভালো ব্যবহার করতে হবে। বিদেশী ষড়যন্ত্র এবং বিদ্রোহের সময়েও তাদের সাহায্য-সহযোগিতা দিতে হবে। যেসব জিম্মি সামরিক বাহিনীতে যোগদান করবে তাদের জিযিয়া কর মাফ করে দিতে হবে।

সিরিয়ার একজন খ্রিস্টান দামেশক থেকে মদীনা-মুনাওয়ারা এসে মসজিদে নববীতে হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে মুসলিম সৈন্যদের বাড়া-বাড়ি সম্পর্কে অভিযোগ করলো। সে বলল, মুসলিম সৈনিকরা আমার শস্য নষ্ট করেছে, কাজেই আমাকে তার ক্ষতিপূরণ দেয়া হোক। খলীফা অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে খ্রিস্টান আগন্তুককে বায়তুল মাল থেকে দশ হাজার দিরহাম ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন।

খলীফা অমুসলমানদের জীবন, ধর্ম ও সম্পত্তি মুসলমানদের জীবন, ধর্ম ও সম্পত্তির মতই নিরাপদ রাখতে হবে বলে ঘোষণা করেন। যিম্মিদের জমির খাজনা তাদের সাথে আলোচনা করে নির্ধারণ করা হয় এবং তার পরিমাণ ছিল খুব কম। প্রশাসনিক ব্যাপারেও খলীফা মাঝে মাঝে যিম্মিদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

বায়তুল মুকাদ্দস বিজয়

মুসলিম মুজাহিদরা বায়তুল মুকাদ্দাস অর্থাৎ জেরুযালেম নগরী ঘিরে রেখেছেন। চারদিকে ৩৫ থেকে ৩৬ হাজার মুসলমান রয়েছেন। মদীনা থেকেও সামরিক সাহায্য এসেছে। খ্রিস্টানরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সন্ধিতে রাজী হয়েছে। তবে তারা শর্ত দিয়েছে যে, খলীফা ওমর (রা.) স্বয়ং এসে চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন। মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি আবু ওবায়দা (রা.) এসব তথ্য জানিয়ে খলীফাকে চিঠি লিখে জবাবের প্রতীক্ষা করছেন। কিছুদিন আগে একটা ঘটনা ঘটে গেছে। হেমস শহর জয়ের পর মুসলমানরা সামরিক প্রয়োজনে দামেশক অভিমুখে রওয়ানা হচ্ছিলেন। যাত্রাপথে তারা হেম্‌স-এর খ্রিস্টানদের কাছ থেকে নেয়া কর তাদের ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, আমারা আপনাদের নিরাপত্তাহীনভাবে রেখে যাচ্ছি। কাজেই আপনাদের দেয়া কর আমাদের জন্য বৈধ হতে পারে না। এ ঘটনা খ্রিস্টানদের দারুণভাবে প্রভাবিত করলো। মুসলমানদের বিদায়লগ্নে তারা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো এবং আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তন কামনা করে প্রার্থনা করলো।

বায়তুল মুকাদ্দস অভিমুখে পালাক্রমে একটি উটের রশি টেনে এবং সওয়ার হয়ে দু'জন পথিক সিরিয়ার পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে সন্ধ্যা সমাগত দেখে তারা একটা গীর্জায় রাত্রি যাপনের জন্য থামলেন। গীর্জার পাদ্রী স্মিত মুখে বেরিয়ে বললেন, পোশাক দেখে মনে হয় আপনারা আরবীভাষী মুসাফির।

www.pathagar.com

একজন মুসাফির বললেন,আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন। পাদ্রী বললেন,আপনারা সম্ভবত মদীনা-দারুল খুলাফা থেকে আসছেন। এর একজন মনিব অন্যজন ভৃত্য। তবে কে ভৃত্য কে মনিব আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। মুসাফির একজন বললেন, আপনার আন্দাজ সত্য। ইসলাম আমাদের সাম্য শিক্ষা দিয়েছে, কাজেই মনিব-ভৃত্যের পার্থক্য খুবই গৌন ব্যাপার।

পাদ্রী বললেন, তা ঠিক তবে আপনাদের প্রকৃত পরিচয় পেলে খুশি হতাম।

দ্বিতীয় মুসাফির এতক্ষণ কোন কথা বলছিলেন না, এবার তিনি বললেন, আমরা পথে আসার সময়ে পালাক্রমে উটের লাগাম টেনে এবং সওয়ার হয়ে এসেছি, আমি ভৃত্য উনি আমার মনিব–আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.)।

পাদ্রী বললেন, আল্লাহকে ধন্যবাদ, তিনি সুমহান। আমি আজ হযরত ওমর (রা.)-এর সাক্ষাত পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। আমি আসমানী কিতাবসমূহে আপনার এরকম আগমন সম্পর্কে পাঠ করেছি। চলুন গির্জার ভিতরে আরাম করবেন, আর যদি কোন খেদমত করতে হয়, তাও বলুন। নিজেকে কৃতার্থ মনে করব।

খলীফা বললেন, যদি কষ্ট না হয়, তবে আমার জামাটায় একটা তালি দিয়ে দিন, জামাটা ফেটে গেছে।

পাদ্রী সানন্দে রাজী হলেন। গীর্জায় রাত কাটিয়ে খলীফা তার ভৃত্যকে নিয়ে জেরুযালেম গিয়ে পৌছুলেন। নগরের তোরণদ্বারে মুসলিম সেনাপতি আবু ওবায়দাসহ মুসলিম সৈন্যরা খলীফাকে অভ্যর্থনা জানাতে সমবেত হয়েছেন। খলীফাকে সাদাসিদে পোশাকে দেখে আবু ওবায়দা (রা.) অনুনয় করে বললেন, আপনি যদি একটু ভালো দামী পোশাক পরতেন তবে শহরবাসী খুশি হতো, অন্যান্য সৈন্যরা সেনাপতিকে সমর্থন করলো।

খলীফা বললেন, ভাইয়েরা! আমাদের মর্যাদার বস্তু হলো ইসলাম। বাহ্যিক শান-শওকতের কোন প্রয়োজন নেই। যা আছে তা' যথেষ্ট।

১। আল্লাহর বান্দা আমিরুল মুমিনীন ওমর ইবনে খাত্তাবের এবং মুসলমানদের পক্ষ থেকে এ চুক্তি সম্পাদিত হচ্ছে।

২। এ লেখার প্রেক্ষিতে আপনাদের জান-মাল এবং অসুস্থ ব্যক্তিদের পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া হচ্ছে।

৩। এ চুক্তি অনুযায়ী মুসলমানরা গীর্জার ভেতর থাকতে পারবে না। গীর্জা ধ্বংস করতে পারবে না এবং সকল ধর্ম নিরাপদ থাকবে।

৪। কোন ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা যাবে না, কাউকে কষ্ট দেয়া যাবে না।

৫। ইলিয়ায় ইহুদীরা থাকতে পারবে না।

www.pathagar.com

৬। ইলিয়াবাসীদের জিযিয়া দিতে হবে।

৭। গ্রীক এবং ধ্বংসকারীদের বের করে দিতে হবে।

৮। যারা শহর থেকে চলে যাবে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা দেয়া হবে।

৯। ইলিয়াবাসীদেরও সর্বাত্মক নিরাপত্তা দেয়া হবে।

১০। খলীফা এবং মুসলমানরা এ চুক্তি মেনে চলবেন।

এ চুক্তিতে খালেদ (রা.), আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)-সহ কয়েকজন সাহাবা (রা.) সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করেন।

একজন পাদ্রী খলীফাকে তাদের গীর্জায় নামায আদায়ের অনুরোধ করলেন কিন্তু খলীফা বললেন, যদি আমি গীর্জায় নামায আদায় করি তবে সে গীর্জাকে মুসলমানরা মসজিদে রূপান্তরিত করার দাবি জানাবে। একথা বলে খলীফা খোলা ময়দানে নামায আদায় করলেন।

নীলনদের কাছে খলীফার চিঠি

ওমর ফারুক (রা.)-এর শাসনামলে মুসলিম সেনাবাহিনী রোম, সিরিয়া, ইরান, মিসর প্রভৃতি দেশ জয় করে। আমর ইবনুল আস (রা.)-এর সেনাপতিত্বে মিসর মুসলমানদের অধিকারে আসে।

মিসর জয়ের পর একদল লোক এসে আমর (রা.)-এর কাছে একটি আবেদন জানালো যে, হুযুর আমরা বহুকাল থেকে একটা নিয়ম পালন করে আসছি, এখন আপনার কাছে সেই নিয়ম পালনের অনুমতি চাই। সেনাপতি তা জানতে চাইলে তারা জানালো যে, এক বিশেষ সময়ে নীলনদ শুকিয়ে যায়, অথচ আমাদের দেশ কৃষি-নির্ভর। নদীর পানি না পেলে আমরা ফসল তুলতে পারি না। এতে করে দুর্ভিক্ষ, অনাহার অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। অথচ নদী শুকিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে পরমা সুন্দরী এক তন্বী যুবতীকে সুসজ্জিত করে নদীতে ডুবিয়ে দিলে আবার নদীতে জোয়ার আসে এবং চারদিক পানিতে ভরে যায়, আমরা শস্য ঘরে তুলতে পারি। এ সময়ে আমরা এক আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করি। নাচ-গানের ব্যবস্থা করা হয়। সুন্দরী যুবতী মেয়েটিকে নববধুর মতো মূল্যবান অলঙ্কারে সাজিয়ে, তাকে মাঝখানে রেখে মিছিল করে নেচে-গেয়ে নদী তীরে তাকে বিসর্জন দেই।

আমর ইবনুল আস (রা.) বিস্ময় প্রকাশ করে এ নিয়মকে নির্মম হত্যাকাণ্ড এবং কুফুরী বলে অভিহিত করলেন তারপর বললেন, আমি মদীনায় খলীফার কাছে এ সম্পর্কে পরামর্শ চেয়ে চিঠি লিখে পাঠাচ্ছি। তোমরা কয়েকদিন পরে এসো।

খলীফা ওমর ফারুক (রা.) পত্র পেয়ে আমর (রা.)-এর কাছে দুইখানা চিঠি লিখে পাঠালেন। আমর (রা.)-এর কাছে লিখলেন যে, নীলনদের সুন্দরী যুবতী

www.pathagar.com

বলি দেয়া আইয়ামে জাহেলিয়াতের একটি ঘৃণ্য কুসংস্কার, এখন আর সেই দিন নেই। ইসলামের আলোয় চারিদিক আজ উদ্ভাসিত। যুবতী মেয়েদের জীবন এভাবে নষ্ট করার অধিকার কারো নেই। মিসরবাসীদের এ ঘৃণ্য রেওয়াজ থেকে বিরত করবে। আমার দ্বিতীয় চিঠি নীলনদে ফেলে দেবে এবং শুভ ফলাফলের জন্য আল্লাহর কাছে মুনাজাতের মাধ্যমে প্রতীক্ষা করবে।

খলীফা নীলনদকে লিখলেন, পরম করুণাময় ও দয়ালু দাতা আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে নীলনদ! তুমি যদি নিজের ইচ্ছায় প্রবাহিত হতে থাক তবে তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই। আর যদি আল্লাহর ইচ্ছায় প্রবাহিত হয়ে থাক তবে শুকিয়ে যাওয়ার কোন অধিকার তোমার নেই। তুমি অবাধ্যতা করো না। যে আল্লাহ তোমাকে চির প্রবহমান করেছেন, তিনিই তোমাকে প্রবাহিত করবেন।

এ চিঠি পাওয়ার পর নীলনদ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো, মিসরবাসীদের পানির কষ্ট চিরতরে লাঘব হলো। হাজার হাজার মিসরবাসী এ দৃশ্য দেখে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে ধন্য হলো।

তুলনাবিহীন একটি দৃষ্টান্ত

মসজিদে নববীতে জোহরের জামায়াত শেষে খলীফা ওমর (রা.) এবং কয়েকজন সাহাবা বসে আছেন। বিভিন্ন ফরিয়াদী বাদী-বিবাদী নানা রকম অভিযোগ নিয়ে আসছে। খলীফা ফয়সালা করে দিচ্ছেন। হঠাৎ একটা লোক এসে খলীফার কানে কানে কি যেন বলতেই তাঁর চেহারায় রুক্ষতার ছাপ ফুটে উঠলো। আগন্তুক একজন ইহুদী। তার অভিযোগ শুনে খলীফা বললেন, যদি অভিযোগ সত্য হয় তবে কঠোর বিচার হবে, বিন্দুমাত্র রেহাই করা হবে না।

ইহুদী অভিযোগ করলো যে, খলীফার পুত্র আবু শাহমা (রা.) মদ্য পান করেছেন এবং একটি মেয়ের সতীত্ব হরণ করেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে একটি মেয়ে এসে খলীফার কাছে একই অভিযোগ করলো। এতে খলীফা আরও বেশি প্রভাবিত হলেন।

খলীফা ঘরে ফিরে গিয়ে দেখেন আবু শাহমা (রা.) দুপুরের খাবার খাচ্ছেন। খাওয়া শেষ হলে খলীফা আপন সন্তানকে ডেকে বললেন, তোমাকে যা জিজ্ঞেস করবো, সত্য সত্য জবাব দেবে।

আবু শাহমা (রা.) বললেন, জ্বী আব্বা, তাই দেব।

ঃ তুমি কি কোন ইহুদীর অতিথি হয়েছিলে?

ঃ হ্যাঁ হয়েছিলাম। সে তো অনেকদিন আগের কথা।

www.pathagar.com

ঃ সেখানে অর্থাৎ বনি নাজ্জার গোত্রের ইহুদীর বাড়িতে মদ্য পান করেছিলে?

ঃ হাঁ আব্বা, আমি ইহুদীদের সংস্পর্শে মদ্য পান করেছি, তবে আল্লাহ্‌র কাছে এ জন্য তওবা করে নিয়েছি।

ঃ তুমি কি ইহুদী কন্যার সতীত্ব নষ্ট করছো?

ঃ জী না, অবশ্যই নয়।

ঃ ঠিক আছে, মদ্যপানের অপরাধের কথা স্বীকার করেছ, সেজন্য শরীয়তের বিধান অনুযায়ী শাস্তি ভোগের জন্য প্রস্তুত হও।

খলীফা তাঁর ভৃত্যকে ডেকে বললেন, আবু শাহমাকে আশি দোর্‌রা লাগাও। ভৃত্য বাধ্য হয়ে আবু শাহমা (রাঃ)-এর জামা খুলে বেত্রাঘাত করতে লাগলো। উপস্থিত মুসলমানরা চিৎকার করে কাঁদছিলেন : কিন্তু পিতা ওমর ফারুক (রাঃ) নির্বিকার।

সত্তরটি বেত্রাঘাতের পর আবু শাহমা (রাঃ) সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। খানিক পর কাতর কণ্ঠে করুণা ভিক্ষা চাইলেন এবং পানি পান করতে চাইলেন। তাঁকে পানি পান করানো হলো।

খলীফা ভৃত্যকে বললেন, আরও দশটি বেত্রাঘাত করে শাস্তি পূর্ণ করো, তবে জোরে জোরে, আস্তে নয় কিন্তু।

আবু শাহমা (রা.)-এর সারা দেহ রক্তাক্ত হয়ে গেল, চাবুকের আঘাত শেষ হলে দেখা গেল তিনি আর জীবিত নেই।

আবু শাহমা (রা.)-এর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া হয়েছিল, এ অপবাদ সত্য প্রমাণের জন্য একটি শিশু সন্তানকেও হাযির করা হয়, কিন্তু পরে জানা যায় যে, এটা ছিল ইহুদীদের একটা ষড়যন্ত্র। ইসলামী শরীয়তে ব্যভিচারের শাস্তি সঙ্গেসার অর্থাৎ অর্ধেক দেহ মাটিতে পুঁতে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা আর মদ্যপানের শাস্তি হলো আশিটি বেত্রাঘাত বা চাবুকের আঘাত। হযরত আবু শাহমা (রা.)-কে মদ্যপানের শাস্তি দেয়া হয়েছিল কারণ তাঁর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি।

বেত্রাঘাতের সময় আমিরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা.) তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, পরকালের শাস্তি এর চেয়ে বহুগুণ ভয়াবহ, আমি তোমাকে সে শাস্তি থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছি।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত ওমর (রা.) জানতে চাইলেন আমি বাদশাহ নাকি খলীফা?

হযরত ওমর (রা.) একদিন বললেন, আমি জানি না আমি বাদশাহ নাকি খলীফা। যদি বাদশাহ হয়ে থাকি তবে এটা খুব বড় কথা। একজন সাহাবী বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন বাদশাহী এবং খেলাফতের মধ্যে তো বিরাট পার্থক্য রয়েছে। বাদশাহ জনগণের উপর জুলুম করেন। গ্রহণ এবং প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যায়নীতির তোয়াক্কা করেন না। অথচ খলীফা ন্যায়নীতি ব্যতীত কিছু গ্রহণ করেন না। ন্যায়-নীতি এবং সত্য পথ ব্যতীত সামান্যও ব্যয় করেন না। হযরত ওমর (রা.) চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর মতামত জানতে চাইলেন। সালমান (রা.) বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন আপনি মুসলমানদের যমীন থেকে যদি এক দিরহাম বা তার চেয়ে কম পরিমাণ মূল্যের জিনিসও গ্রহণ করেন এবং সেই জিনিস অন্যায় পথে ব্যয় করেন তবে আপনি বাদশাহ, খলীফা নন। একথা শুনে হযরত ওমর (রা.)-এর দুই চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো।

খলীফা হওয়ার পর হযরত ওমর (রা.)-এর একটি ভাষণ

খলীফা মনোনীত হওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দেন। সেই ভাষণে আল্লাহর প্রশংসা এবং রাসূল (স.)-এর প্রতি দরূদ সালাম পাঠিয়ে তিনি বলেন, হে লোক সকল আমি জানি তোমরা আমার কঠোর ব্যবহার দেখেছ। কারণ আমি রাসূল (স.)-এর সঙ্গে ছিলাম, তার খাদেম এবং গোলাম ছিলাম। তিনি ছিলেন কোরআনের ভাষায় মোমেনদের জন্য অতিশয় দয়ালু। আমি ছিলাম রাসূল (স.)-এর সামনে খাপ খোলা তলোয়ারের মতো। তিনি আমাকে যা আদেশ করতেন আমি তা করতাম। তিনি আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। তারপর আল্লাহ তাঁর নবীকে ওফাত দিয়েছেন। ওফাতের সময়ে আল্লাহর রাসূল আমার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁর সন্তুষ্টির কথা আল্লাহ কোরআনে উল্লেখ করেছেন।

এরপর আমি আবু বকরের (রা.) সঙ্গে ছিলাম। নবীজীর পরে তিনি খলিফা হন। সবাই জানে তিনি ছিলেন কোমল মনের মানুষ। আমি ছিলাম তাঁর সেবক। তাঁর কোমলতার সাথে আমার কঠোরতা মিশিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি আমাকে কোন বিষয়ে নিষেধ করলে আমি সে কাজ করতাম না। অন্যথা সেই কাজ করতাম। এভাবে চলছিল। এক সময় হযরত আবু বকর (রা.) ইন্তেকাল করেন। তিনি আমার উপর ছিলেন সন্তুষ্ট। আমি আবু বকরের কারণে সৌভাগ্য অর্জন করেছি। এখন খেলাফতের দায়িত্ব আমার উপর এসেছে। আমি জানি সমালোচকরা বলবে আগেই

www.pathagar.com

এতো কঠোর স্বভাবের ছিল এখন না জানি আরো কতো কঠোর ব্যবহার করবে। আমার বিষয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নাই। তোমরা রাসূল (স.)-এর সুন্নাহ সম্পর্কে জানো। অত্যাচারীদের জন্য আমার কঠোরতা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পাবে। সেই কঠোরতার মাধ্যমে আমি দুর্বল মুসলমানদের অধিকার আদায় করবো। তবে সৎ এবং ভালো মানুষদের সাথে আমার ব্যবহার হবে কোমল।

হযরত ওমর (রা.)-এর রাশভারী ব্যক্তিত্ব এবং রাগী রাগী চেহারার সমালোচনা

একবার হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফকে হযরত ওসমান, হযরত আলী, তালহা যোবায়ের, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট পাঠালেন। আব্দুর রহমানকে বলা হলো আপনি আমীরুল মোমেনীনের সাথে কথা বলার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি। আপনি তাকে বলবেন, নানা রকম প্রয়োজন নিয়ে মানুষ আসে কিন্তু খলীফার রাশভারী ব্যক্তিত্ব এবং রাগী রাগী চেহারার কারণে কিছু না বলেই ফিরে যায়। হযরত ওমর (রা.) আব্দুর রহমানকে আল্লাহর কসম দিয়ে জানতে চাইলেন তোমাকে কি ওসমান, আলী, তালহা যোবায়ের সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস আমার নিকট পাঠিয়েছে? হযরত ইবনে আওফ বললেন, হ্যাঁ, তাই। হযরত ওমর (রা.) বললেন, শোনো, মানুষের সঙ্গে আমি এতোটা নরম কোমল ব্যবহার করেছি যে, সেই কোমলতার কারণে আল্লাহর নিকট জবাবদিহির আশঙ্কা করেছিলাম। আবার এতো কঠোর ব্যবহার করেছি যে সেই কঠোরতার কারণে আল্লাহর নিকট জবাবদিহির আশঙ্কা করছিলাম। এখন বলো এই অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি? আল্লাহর কসম আল্লাহর ব্যাপারে আমার মন এতোটা নরম হলো যে, তা পানির ফেনার চেয়ে বেশি নরম হলো। আবার এমন শক্ত হলো যে, তা ছিল পাথরের চেয়ে বেশি শক্ত।

একথা শুনে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) চুপচাপ উঠে গেলেন। কোন কথা বললেন না।

বদরের যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে হযরত ওমর (রা.)-এর দৃঢ় মনোভাবের সমর্থনে কোরআনের আয়াত

বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে রাসূল (স.), হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)-এর সাথে পরামর্শ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন হে আল্লাহর রাসূল এই সব যুদ্ধ বন্দী আমাদের নিকটাত্মীয়। তাদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করাই আমি সমীচীন মনে করছি। এতে আমাদের হাত শক্তিশালী হবে এবং তারা হেদায়াত লাভের সুযোগ পাবে। ফলে তারা আমাদের সহায়ক শক্তিতে পরিণত হবে।

www.pathagar.com

হওরত ওমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.) এর মতামতের সরাসরি বিরোধিতা করলেন। তিনি বললেন, আমার প্রস্তাব হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকের নিকটাত্মীয়কে হত্যা করার জন্য সেই আত্মীয়ের নিকট হস্তান্তর করা হোক।

রাসূল (স.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করলেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, পরদিন আমি দেখলাম রাসূল (স.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) উভয়ে কাঁদছেন। হযরত ওমর (রা.) কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করায় রাসূল (স.) বললেন, আমার উপর আযাব এমনভাবে পেশ করা হয়েছে যা আমার সামনের ঐ গাছের চেয়ে নিকটবর্তী। ওমর, আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেছেন, দেশে শত্রুকে ব্যাপকভাবে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয়। তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ আর আল্লাহ চান পরলোকের কল্যাণ। আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। আল্লাহর পূর্ব বিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ সেজন্য তোমাদের উপর মহা শাস্তি আপতিত হতো। (সূরা আনফাল, রুকু ৯)

কুষ্ঠ রোগের এক রোগীনীকে তওয়াফ করতে হযরত ওমর (রা.) নিষেধ করলেন

হযরত ওমর (রা.) একজন মহিলাকে একদিন তওয়াফ করতে দেখতে পেলেন। মহিলা ছিল কুষ্ঠ রোগের রোগী। হযরত ওমর (রা.) মহিলাকে বললেন, হে আল্লাহর বান্দী মানুষকে কষ্ট দিয়ো না। তুমি নিজের ঘরে বসে থাকলেই ভাল ছিল। একথা শোনার পর মহিলা নিজের বাড়িতে চলে যান। এটি ছিল হযরত ওমর (রা.)-এর শাহাদাতের কিছুদিন আগের ঘটনা। কিছুদিন পর এক ব্যক্তি সেই মহিলাকে বলল, শোনো তোমাকে যিনি তওয়াফ করতে নিষেধ করেছেন তার মৃত্যু হয়েছে। তুমি এবার গিয়ে কাবাঘর তওয়াফ করতে পারো। মহিলা বললেন, আমি এমন নই যে জীবদ্দশায় যার আনুগত্য করবো মৃত্যুর পর তার অবাধ্যতার পরিচয় দিব।

নতুন জামা পরিধানের পর হযরত ওমর (রা.)-এর দোয়া

সাহাবাদের সমাবেশে হযরত ওমর (রা.) খদ্দরের একটি জামা গায়ে দিচ্ছিলেন। গলায় জামার একাংশ প্রবেশ করিয়ে তিনি এই দোয়া করলেন সকল প্রশংসা সেই জাতে পাকের জন্য যিনি আমাকে এমন পোশাক পরিধান করিয়েছেন যে পোশাক দ্বারা আমি লজ্জা নিবারণ করেছি এবং যে পোশাক দ্বারা সৌন্দর্য লাভ করেছি। তারপর সাহাবাদের সম্বোধন করে বললেন, তোমরা কি জানো, আমি একথা কেন বলেছি? সাহাবারা বললেন, আপনি না বললে কিভাবে

www.pathagar.com

জানবো? হযরত ওমর (রা.) বললেন, একবার রাসূল (স.)-এর নিকট নতুন পোশাক আনা হয়েছিল। তিনি সেই পোশাক পরিধান করলেন এবং এই দোয়া করলেন, সকল প্রশংসা সেই মহান সত্তার যিনি আমাকে এমন পোশাক পরিধান করিয়েছেন যে পোশাক দ্বারা আমি লজ্জা নিবারণ করেছি এবং সৌন্দর্য লাভ করেছি। হযরত ওমর (রা.) তারপর জামার হাতার বর্ধিত অংশ কেটে ফেলার জন্য পুত্র আবদুল্লাহকে কাঁচি আনতে বললেন। কাঁচি আনার পর জামার হাতার বর্ধিত অংশ নিজ হাতে কেটে ফেললেন। সাহাবাগণ দর্জি ডাকতে চাইলেন কিন্তু হযরত ওমর (রা.) রাজি হলেন না। সেই অংশ সেলাই ছাড়াই সেই জামা পরিধান করলেন।

হযরত ওমর (রা.)-কে রাসূল (স.)-এর প্রথম আবু হাফস নামে সম্বোধন

বদরের যুদ্ধের প্রাক্কালে রাসূল (স.) সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমি জানি মক্কায় বেশ কিছু লোককে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে যুদ্ধের জন্য আনা হয়েছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ইচ্ছা তাদের ছিল না। কাজেই তোমরা বনু হাশেম গোত্রের কারো মুখোমুখি হলে তাকে হত্যা করবে না। আবুল বাখতারি ইবনে হিশাম ইবনে হারেছ ইবনে আছাদের সাথে মুখোমুখি হলে তাকে হত্যা করবে না। কারণ এসব লোককে জোর করে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত করা হয়েছে। আমার চাচা আব্বাসকেও হত্যা করবে না।

রাসূল (স.)-এর কথা শোনার পর আবু হোজায়ফা ইবনে ওতবা ইবনে রবিয়া বললেন, আমরা নিজেদের পিতা ভাই এবং সন্তানকে হত্যা করবো আর আব্বাসকে ছেড়ে দেব? তা হবে না। আমি তাকে নির্মমভাবে হত্যা করবো। এ কথা শোনার পর রাসূল (স.) বিচলিত হলেন। তিনি হযরত ওমর (রা.)কে বললেন, হে আবু হাফস রাসূলের চাচার মুখে তলোয়ারের আঘাত করা হবে? হযরত ওমর (রা.) বলেন, সেদিনই প্রথম রাসূল (স.) আমাকে আবু হাফস নামে সম্বোধন করেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আবু হোজায়ফা মোনাফেক হয়ে গেছে, আদেশ করুন, তার শিরচ্ছেদ করি। রাসূল (স.) নিষেধ করলেন। আবু হোজায়ফা নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং অনুশোচনায় দগ্ধ হলেন। তিনি বলেন রাসূল (স.)-এর কথার জবাবে এরকম কথা বলার পর আমি নিজেকে মোমেন মনে করি না। এ কথার পর আমি সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকবো। জেহাদেও আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। পরবর্তীকালে ইয়ামামার যুদ্ধে আবু হোজায়ফা শাহাদাত বরণ করেন।

www.pathagar.com

একজন সাহাবার কম্বলের রেশমী ঝালর হযরত ওমর (রা.) নিজ হাতে কেটে ফেললেন

হযরত ওমর (রা.) মসজিদে গেলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন একজন লোক একখানি কম্বল গায়ে দিয়ে নামায আদায় করছেন। সেই কম্বলের চারিদিকে রেশমী কাপড়ের ঝালর লাগানো রয়েছে। হযরত ওমর (রা.) লোকটির কাছে গিয়ে বসলেন। বললেন যতো খুশি লম্বা সূরা দিয়ে নামায আদায় করো আমি এখানে আছি। কিছুক্ষণ পর লোকটি হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট গেলেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমার কম্বল খোলো। তারপর কাঁচি আনিয়ে সেই লোকটির কম্বলের রেশমী ঝালর নিজ হাতে কেটে ফেললেন। লোকটিকে কম্বল ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, এই নাও তোমার কম্বল।

হযরত ওমর (রা.) বালক মোহাম্মদের রেশমী জামা ছিঁড়ে ফেললেন

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) তার পুত্র মোহাম্মদকে সঙ্গে নিয়ে আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট গেলেন। বালক মোহাম্মদের পরিধানে ছিল রেশমী কাপড়ের তৈরি জামা। হযরত ওমর (রা.) বালকের গায়ের জামাটি ছিঁড়ে ফেললেন। আবদুর রহমান বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন, আল্লাহ আপনাকে মাগফেরাত করুন, আপনি আমার পুত্রকে ভয় পাইয়ে দিয়েছেন, তার মন ভেঙ্গে দিয়েছেন। হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন তুমি তাকে কেন রেশমী জামা পরাও? আবদুর রহমান বললেন, আমিও তো রেশমী জামা পরিধান করি। হযরত ওমর (রা.) বললেন তোমারতো ওজর আছে, অসুখ ভালো হওয়ার জন্য রেশমী পোশাক পরিধান করছো কিন্তু তোমার পুত্রেরতো তোমার মত অসুখ নাই।

রেশমী জামা ছিঁড়ে ফেলার জন্য হযরত ওমর (রা.)-এর আদেশ

হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট গমন করলেন। তার পরিধানে ছিল রেশমী জামা। হযরত ওমর (রা.) অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। হযরত খালেদ (রা.) বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন, এতে অসুবিধা কি? আব্দুর রহমান ইবনে আওফতো রেশমী জামা পরিধান করেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফের ওজর আছে, তার অসুখ ভালো হওয়ার জন্য তাকে রেশমী জামা পরিধানের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু তোমারতো কোন অসুখ নাই। যাদের পরিধানে রেশমী জামা রয়েছে তারা সেই জামা ছিঁড়ে ফেলো। হযরত ওমর (রা.)-এর আদেশের পর যাদের পরিধানে রেশমী জামা ছিল তারা নিজেদের সেই জামা ছিঁড়ে ফেললেন।

www.pathagar.com

রাসূল (স.)-এর ওফাতের এক মাস পর খালেদ ইবনে সাঈদ (রা.) হযরত ওমরের (রা.) সাথে দেখা করতে যান। সেখানে হযরত আলীও উপস্থিত ছিলেন। দুই সাহাবী লক্ষ্য করলেন খালেদের পরিধানে রয়েছে রেশমী পোশাক। তারা উপস্থিত লোকদের বললেন, তোমরা খালেদের রেশমী পোশাক ছিঁড়ে ফেলো। উপস্থিত লোকেরা খালেদ ইবনে সাঈদের পরিধানের রেশমী জামা ছিঁড়ে ফেলেন।

উল্লেখ্য, পুরুষের জন্য রেশম এবং স্বর্ণ ব্যবহার ইসলামে নিষিদ্ধ।

রাসূল (স.)-এর ইচ্ছার কথা জেনে হযরত ওমর (রা.)- এর মন মোমের মতো গলে গেল

হযরত ওমর (রা.)-এর মসজিদে যাওয়ার পথে হযরত আব্বাস (রা.)-এর মালিকানার একটি ড্রেন ছিল। একদিন জু'মার নামাযে যাওয়ার সময় সেই ড্রেনের পাশে থেকে হযরত ওমর (রা.)-এর পোশাকে কবুতরের রক্ত লেগে গেল। হযরত আব্বাস (রা.)-এর জন্য দু'টি কবুতর জবাই করা হয়েছিল। জামায় রক্ত লাগার কারণে হযরত ওমর (রা.) রাগ করলেন। তিনি ড্রেনটি বন্ধ করার আদেশ দিলেন। তারপর নিজের বাড়িতে গিয়ে পোশাক পরিবর্তন করে মসজিদে জুমার নামায পড়ালেন।

এদিকে ড্রেন বন্ধ করার নির্দেশের খবর পাওয়ার পর হযরত আব্বাস (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট হাজির হলেন। তিনি বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন, এই ড্রেনতো এই জায়গায় রাসূল (স.)-এর ইচ্ছা অনুযায়ী খনন করা হয়েছিল। একথা শোনার সাথে সাথে হযরত ওমর (রা.) গলে মোম হয়ে গেলেন। হযরত ওমর (রা.) ড্রেনটি যেভাবে আছে সেভাবে রাখার আদেশ দিলেন।

হযরত ফাতেমা (রা.)-এর সাথে হযরত ওমর (রা.)-এর সাক্ষাৎ

রাসূল (স.)-এর ওফাতের পর হযরত ওমর (রা.) ফাতেমা (রা.)-এর সাথে দেখা করলেন। তিনি ফাতেমাকে বললেন, আমি লক্ষ্য করেছি, রাসূল (স.)-এর নিকট সব মানুষের মধ্যে তুমি ছিলে সবচেয়ে প্রিয়। তিনি তোমার চেয়ে বেশি কাউকে ভালোবাসতেন না। তোমার আব্বাজানের ওফাতের পর আমার নিকট তোমার চেয়ে প্রিয় কেউ নেই।

হযরত আব্বাসকে হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের অনুরোধ

হযরত ওমর (রা.) হযরত আব্বাস (রা.)-কে একদিন বলেন, হে আব্বাস আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন। আল্লাহর কসম, আপনার ইসলাম গ্রহণ আমার নিকট আমার পিতা খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণের চেয়ে অধিক প্রিয় ও পছন্দনীয়। কারণ আমি লক্ষ্য করেছি, রাসূল (স.) আপনার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহ পোষণ করেন।

www.pathagar.com

হযরত আব্বাস (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের পর হযরত ওমর (রা.) তাকে বলেন, হে আবুল ফজল আপনার ইসলাম গ্রহণের কারণে আমি এতো খুশি হয়েছি যে, আমার পিতা খাত্তাব ইসলাম গ্রহণ করলেও আমি এতো খুশি হতাম না। আমার এই মনোভাব রাসূল (স.)-এর সন্তুষ্টির কথা ভেবেই পোষণ করছি।

হযরত ওমর (রা.) পুত্রকে বললেন, অপচয়ের জন্য ইচ্ছা পুরণই যথেষ্ট

হযরত ওমর (রা.) একদিন তাঁর পুত্র আবদুল্লাহর ঘরে গেলেন। আবদুল্লাহর ঘরে কিছু গোশত রাখা ছিল। হযরত ওমর (রা.) জানতে চাইলেন, এই গোশত কোথায় পেয়েছ? আবদুল্লাহ বলেন, আজ গোশত খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল, এজন্য কিনে এনেছি। হযরত ওমর (রা.) বললেন, কোন কিছু খাওয়ার ইচ্ছা হলেই সেই জিনিস কিনে আনা অপচয়ের শামিল। অপচয়ের জন্য এ রকমের ইচ্ছা পূরণই যথেষ্ট।

হযরত আবু দারদা (রা.)-এর ঘরে হযরত ওমর (রা.) কাঁদলেন

এক রাতে হযরত ওমর (রা.) হযরত আবু দারদা (রা.)-এর ঘরে তার সাথে দেখা করতে গেলেন। দরোজা ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। অন্ধকারে হযরত ওমর (রা.) আবু দারদা (রা.)কে খুঁজতে লাগলেন। আবু দারদার পরিধানে ছিল পাতলা একখানি কম্বল। ঘরে বিছানা বালিশ কিছুই নাই। হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে আবু দারদা আল্লাহ আপনার প্রতি রহমত করুন। আমি কি আপনার জন্য স্বচ্ছলভাবে জীবন যাপনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করিনি? আবু দারদা (রা.) বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন, আপনার কি রাসূল (স.)-এর সেই হাদীস মনে নাই যে হাদীসে রাসূল (স.) বলেছেন, দুনিয়ার জীবন যাপনের জন্য তোমাদের ঠিক ততোটুকু জিনিসই যথেষ্ট একজন মুসাফিরের জন্য যতোটুকু পাথেয় থাকে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, হ্যাঁ, মনে আছে। আবু দারদা (রা.) বললেন, কিন্তু রাসূল (স.)-এর পর আমরা কি করছি হে আমীরুল মোমেনীন? এ কথার পর উভয়ে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে সকাল হয়ে গেল।

হযরত ওমর (রা.)-এর পরিধানে ছিল তালিযুক্ত পোশাক

হযরত ওমর (রা.) তাঁর খেলাফতকালে তালি দেয়া জোব্বা পরিধান করতেন। সেই জোব্বায় যেসব তালি দেয়া হতো তার মধ্যে চামড়ায় দেয়া তালিও থাকতো। তিনি কাঁধে চাবুক নিয়ে বাজারে ঘুরতেন এবং প্রয়োজনে লোকদের আদব কায়দা শেখাতেন। হযরত হাসান (রা.) বলেন, হযরত ওমর (রা.) খলীফা থাকার সময় একদিন তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। তাঁর পরিধানের তহবন্দে আমি বারোটি তালি দেখেছি। হযরত আনাস (রা.) বলেন, হযরত ওমর (রা.) মুসলিম জাহানের খলীফা থাকার সময়ে তাঁর জামার দুই কাঁধে আমি তিনটি তালি দেখেছি। সেইসব তালি ছিল একটির উপরে আরেকটি তালি।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা বায়তুল মাল থেকে হযরত ওমর (রা.) প্রতিদিন যে ভাতা নিতেন

হযরত ওমর (রা.) নিজের এবং পরিবারের লোকদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। প্রতিদিনের সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি রাষ্ট্রীয় কোষাগার বা বায়তুল মাল থেকে মাত্র দুই দিরহাম গ্রহণ করতেন। গ্রীষ্মকালে তিনি নতুন পোশাক পরিধান করতেন। পরিবারের লোকদেরও দিতেন। পরবর্তী গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত সেই পোশাক ছিঁড়ে গেলে তালি লাগাতেন। রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রচুর ধনসম্পদ থাকা সত্ত্বেও কোন বছর তিনি আগের বছরের চেয়ে ভালো পোশাক নিতেন না। হযরত হাফসা (রা.) এ বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে পিতার সঙ্গে কথা বলেন। হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমার জীবন-যাপনের জন্য এরকম পোশাকই যথেষ্ট। আমিতো মুসলমানদের ধনসম্পদ থেকে ব্যয় করছি। এর চেয়ে উত্তম পোশাক কিভাবে নেব?

মধুমিশ্রিত পানি পান করলেন না হযরত ওমর (রা.)

একবার হযরত ওমর (রা.) পানি পান করতে চাইলেন। তাঁকে মধুমিশ্রিত পানি দেয়া হলো। তিনি বললেন এটা খুব ভালো জিনিস। কিন্তু আমি শুনেছি আল্লাহ তায়ালা একটি সম্প্রদায়কে তিরস্কার করে বলেছেন, তোমরাতো পার্থিব জীবন সুখ সম্ভার ভোগ করে নিঃশেষ করেছ। কোরআনের এই আয়াত পাঠ করার পর হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি আশঙ্কা করছি যে, আমার নেকীর বিনিময় আমাকে দুনিয়াতেই দেয়া না হয়। একথা বলার পর তিনি আনীত সেই পানি ফিরিয়ে দিলেন।

হালুয়ার নাশতা ফিরিয়ে দিলেন হযরত ওমর (রা.)

ওতবা ইবনে ফারকাদ (রা.) বলেন, একবার আমি হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট কয়েক টুকরা হালুয়া নিয়ে এলাম। তিনি বললেন, এসব কি? আমি বললাম আপনার জন্য কিছু নাশতা এনেছি। আপনি খুব সকালে কাজ শুরু করেন। আমি ভাবলাম এই হালুয়া আপনার জন্য শক্তির সহায়ক হবে। হযরত ওমর (রা.) পাত্র তুলে হালুয়া দেখে বললেন, হে ওতবা সত্যি করে বলতো, সকল মুসলমানকে এক টুকরা করে এই হালুয়া দিয়েছ কিনা। আমি বললাম হে আমীরুল মোমেনীন সেটা কিছুতেই সম্ভব নয়। হযরত ওমর (রা.) বললেন, এই খাবারের আমার কোন প্রয়োজন নাই। একথা বলার পর তিনি একটি পাত্র টেনে নিলেন। সেই পাত্রে মোটা রুটি এবং শুকনো গোশত ছিল। তিনি পরম তৃপ্তির সাথে সেই খাবার খেতে লাগলেন। আমাকেও খেতে দিলেন। আমি খেতে বসলাম কিন্তু গোশত এতো শক্ত যে চিবাতে পারলাম না। তারপর এক পেয়ালা নাবিজ পান করলেন। নাবিজ এতো ঘন এতো বিস্বাদ ছিল যে, আমি খেতে

www.pathagar.com

পারলাম না। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) পান করলেন। তারপর আমাকে বললেন, হে ওতবা, প্রতিদিন আমি একটি উট জবাই করাই। সেই গোশতের ভালো অংশ বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা মুসলমানদের জন্য রাখা হয় আর ঘাড়ের শক্ত গোশত ওমরের পরিবারের লোকদের জন্য নেয়া হয়। ওমর সেই মোটা গোশত খান এবং ঘন বিস্বাদ নাবিজ পান করেন। আমি বুঝতে পারি তোমরা আমার খাবার জিনিস অবহেলার চোখে দেখছো। কিন্তু শোনো যদি আমি ইচ্ছা করি তবে তোমাদের সকলের চেয়ে দামী এবং উন্নত খাবার খেতে পারি। ভূনা গোশ্‌ত, পাতলা নরম চাপাতি সম্পর্কে আমি যে জানি না তা নয়। আমি সবই বুঝি। কিন্তু আল্লাহর একটি কথা আমি শুনেছি। তিনি একটি সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে তাদের লজ্জা দেয়ার জন্য বলেছেন, তোমরাতো পার্থিব জীবনে সুখ সম্ভার ভোগ করে শেষ করেছ কাজেই আজ তোমাদের দেয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি।

ইরাকের লোকদের খাবার খেতে অনীহায় হযরত ওমর (রা.)-এর মন্তব্য

হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট ইরাক থেকে কয়েকজন লোক এলো। তাদের মধ্যে জরীর ইবনে আবদুল্লাহও ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) রুটি এবং জয়তুনের তেলসহ একটি বড় পাত্র এনে বললেন খাও। তারা খুব অল্প অল্প খাচ্ছিল। হযরত ওমর (রা.) বললেন তোমরা যা করছো আমি দেখতে পাচ্ছি। তোমরা কি চাও? তোমরা কি টকমিষ্টি নরম গরম খাবার চাও? কিন্তু শোনো, পেটের ভেতর যাওয়া পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত তো সেই জিনিসই তৈরি হবে যা ত্যাগ করতে হবে।

হাফস ইবনে আবুল আস হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে খেতে বসতেন না

হাফস ইবনে আবুল আস (রা.) যদি কখনো হযরত ওমর (রা.)-এর আহারের সময় উপস্থিত থাকতেন তবে খেতে বসতেন না। একদিন হযরত ওমর (রা.) হাফসকে খেতে না বসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। হাফস বললেন আপনার খাবার খুব মোটা। আমার জন্য নরম খাবার তৈরির ব্যবস্থা আছে আমি সে খাবার খাবো। হযরত ওমর (রা.) বললেন তুমি কি মনে করো আমি একটি বকরির জন্য আদেশ দিতে পারি না? সেই বকরি জবাই করে পশম পরিষ্কার করে ভুনা করা হবে। আমি পারি না মিহিন আটা দিয়ে নরম পাতলা রুটি তৈরির ব্যবস্থা করতে? আমি এরকম ব্যবস্থা করতে পারি না? এক সাআ মনক্কা ঘিয়ে ভুনা করাতে? তারপর ওতে পানি ঢেলে হরিণের রক্তের মতো লাল সুরুয়া তৈরি করাতে? হাফস বললেন হাঁ আমি আপনার সম্পর্কে জানি। আপনি একজন ভালো অর্থনীতিবিদ। হযরত ওমর (রা.) বললেন, হ্যাঁ তাই। সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যদি পরকালে নেকী কম হওয়ার আশঙ্কা না করতাম তবে আমিও তোমাদের মতো জীবন যাপন করতাম।

www.pathagar.com

নিজের স্ত্রীকে মেশক আম্বর ওজন করতে দিলেন না হযরত ওমর (রা.)

বাহরাইন থেকে হযরত ওমর (রা.) এর নিকট মেশক আম্বর এলো। তিনি বললেন, ভালো ওজন করতে জানে এ রকম কোন মহিলা পেলে আমি সুগন্ধি ওজন করাতাম। স্ত্রী আতেকা বললেন, আমি ভালো ওজন করতে জানি। কাজেই আমাকে ওজন করার দায়িত্ব দিন। হযরত ওমর (রা.) রাজি হলেন না। স্ত্রী কারণ জানতে চাইলেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন কারণ তুমি সুগন্ধি ওজন করতে গিয়ে মাঝে মাঝে এভাবে নিজের চুলে হাত মুছতে পারো। একথা বলে হযরত ওমর (রা.) মাথার চুলে নিজের হাত মুছলেন। তারপর বললেন, এতে মুসলমানদের সুগন্ধি তোমার মাথায় বেশি লেগে যাবে। কাজেই আমি তোমাকে সুগন্ধি ওজন করতে দিতে পারি না।

হযরত ওমর (রা.) নিজের শিশু পুত্রকে বললেন খোকা তোমার মায়ের কাছে যাও

সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট এসে বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন আমার নিকট কিছু রূপার বাসন কোসন আছে, কিছু স্বর্ণালঙ্কার আছে। আপনি যদি অবসর সময়ে সেগুলো একটু দেখতেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমাকে যখন ঝামেলামুক্ত দেখবে তখন খবর দেবে। একদিন হযরত ওমর (রা.) আবদুল্লাহ ইবনে আরকামের ঘরে গেলেন। তারপর বললেন, একটা চামড়ার বিছানা পাতো তার উপর এসব জিনিস রাখো। হযরত ওমর (রা.) তারপর অলঙ্কার এবং তৈজসপত্রের নিকট গিয়ে বললেন, হে আল্লাহ, তুমি এসব জিনিস সম্পর্কে কথা বলেছ। তুমি বলেছ, নারী, সন্তান রাশিকৃত সোনারূপা চিহ্নিত অশ্বরাজি গবাদি পশু এবং ক্ষেত খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট মনোরম করা হয়েছে। তবে আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম আবাসস্থান। হে আল্লাহ তুমি আরো বলেছ, তোমরা যা হারিয়েছ সেজন্য আফসোস করবে না, যা তোমাদেরকে আমি দিয়েছি তার জন্য উৎফুল্ল হয়ো না। কারণ আল্লাহ উদ্ধত ও অহংকারীদের পছন্দ করেন না। হে আল্লাহ তোমার দেয়া জিনিস যারা ন্যায়পরায়ণতার সাথে ব্যয় করে আমাদেরকে সেইসব লোকের অন্তর্ভুক্ত করো। এইসব আকর্ষণীয় সুন্দর জিনিসের ক্ষতি থেকে তোমার নিকট পানাহ চাই।

হযরত ওমর (রা.)-এর এক শিশুপুত্রকে একজন কোলে নিয়ে এ সময় সেখানে এলো। শিশু বলল, আব্বা আমাকে একটা আংটি দিন। হযরত ওমর (রা.) সাথে সাথে বললেন, খোকা তুমি তোমার মায়ের কাছে যাও। মা তোমাকে ছাতু মাখিয়ে খেতে দেবেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নিলেন। তিনি আমাদের সঙ্গে কথাই বললেন না। মুজাহিদ সাহাবাগণ ভীত হয়ে পড়লেন। আমরা হযরত ওমর (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহর নিকট গিয়ে পরামর্শ চাইলাম। আবদুল্লাহ বললেন আমীরুল মোমেনীন আপনাদের পরিধানে যে রকম পোশাক দেখেছেন এরকম পোশাক কখনো রাসূল (স.)-কে এবং হযরত আবু বকর (রা.)কে পরিধান করতে দেখেননি। আপনারা বরং সাধারণ পোশাক পরিধান করে তাঁর সামনে যান। পরদিন আমরা সাধারণ পোশাক পরিধান করে হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। হযরত ওমর (রা.) তখন দাঁড়িয়ে আমাদেরকে সালাম করলেন এবং প্রত্যেকের সাথে কোলাকুলি করলেন। মনে হচ্ছিল সেটাই তাঁর সাথে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ।

হযরত ওমর (রা.)-এর সামনে আমরা গনিমতের ধনসম্পদ পেশ করলাম। তিনি সেসব আমাদের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করে দিলেন। গনিমতের সামগ্রীর মধ্যে বিশেষ ধরনের পাত্রে হালুয়া রাখা ছিল। সেই হালুয়ার রং ছিল লাল এবং শাদা। হযরত ওমর (রা.) একটুখানি হালুয়া মুখে দিলেন। তারপর বললেন, হে আনসার এবং মুহাজির জামাত, এই হালুয়া খাওয়ার জন্য তোমরা পিতা-পুত্র ভাই-ভাইয়ের মধ্যে অবশ্যই ধস্তাধস্তি করবে। এইসব হালুয়া সেইসব মুহাজির এবং আনসার শহীদদের পরিবারে পাঠানো হোক যারা রাসূল (স.)-এর সামনে শহীদ হয়েছিলেন। একথা বলে হযরত ওমর (রা.) উঠে গেলেন।

বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রা দান করার আদেশ দিলেন হযরত ওমর (রা.)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত ওমর (রা.) আমাকে খবর দিলেন। আমি তাঁর সামনে গেলাম। লক্ষ্য করলাম একটি চামড়ার পাত্রে বেশ কিছু পরিমাণ স্বর্ণ মুদ্রা। হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে আবদুল্লাহ ওগুলো নিয়ে যাও এবং তোমার কওমের লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দাও। আমি জানি না এসব ধন সম্পদ আল্লাহ তায়ালা তার নবী এবং আবু বকর (রা.)-এর নিকট থেকে কেন দূরে রেখেছিলেন এবং আমাকে কেন দিয়েছেন। জানি না ভালোর জন্য নাকি মন্দের জন্য এসব আমাকে দেয়া হয়েছে। একথা বলে তিনি কেঁদে ফেললেন। কান্নার পর বললেন,এরকম মনে করার কোন কারণ নাই যে, আল্লাহ তায়ালা নবী মোস্তফা এবং আবু বকর (রা.)-এর মন্দ চেয়েছেন এ কারণে তাদেরকে দেননি আর আমার ভালো চান বলেই আমাকে দিয়েছেন। খেলাফতের দায়িত্ব থেকে আমি অব্যাহতি নেব। আমি এই খেলাফত দ্বারা লাভ ক্ষতি কিছুই চাই না।

www.pathagar.com

নবী সহধর্মিনীদের উপঢৌকন পাঠানোর জন্য হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট নয়টি পাত্র

হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট নয়টি বড় পাত্র ছিল। কোন জিনিস এলে সেই সব পাত্রে করে আসা জিনিস হযরত ওমর (রা.) নবী সহধর্মিনী উম্মাহাতুল মোমেনীনদের নিকট পাঠাতেন। নিজের কন্যা হাফসা (রা.)-এর নিকট সবার শেষে পাঠাতেন। কম পড়লে হাফসাকে কম দিতেন।

জিযিয়ার একটি উট জবাইয়ের অনুমতি দিলেন হযরত ওমর (রা.)

হযরত আসলাম (রা.) বলেন, হযরত ওমর (রা.)কে আমি জানালাম যে, সওয়ারীর উটসমূহের মধ্যে একটি অন্ধ উট রয়েছে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, সেটি কাউকে দিয়ে দাও। তার উপকার হবে। আমি বললাম কিন্তু সেটিতো অন্ধ। তিনি বললেন অন্য উটদের সঙ্গে রেখে দেবে। আমি বললাম চারণ ভূমিতে সেটি কিভাবে চরবে? হযরত ওমর (রা.) জানতে চাইলেন উটটি জিযিয়ার নাকি সদকার? আমি বললাম, জিযিয়ার হযরত ওমর (রা.) বললেন তোমরা উটটি খাওয়ার কথা ভাবছো? আমি বললাম উটটির গায়ে জিযিয়ার উটের চিহ্ন দেওয়া আছে। তারপর হযরত ওমর (রা.)-এর অনুমতিক্রমে উটটি জবাই করা হলো। জবাই করা উটের গোশত নবী সহধর্মিনীদের নিকট প্রেরণ করা হলো। অবশিষ্ট গোশত রান্না করার আদেশ দিলেন হযরত ওমর (রা.)। রান্নার পর মুহাজির এবং আনসারদের দাওয়াত দেওয়া হলো।

হযরত ওমর (রা.)-এর অর্থ বণ্টন

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বলেন, হযরত ওমর (রা.) লোক পাঠিয়ে আমাকে ডাকলেন। যাওয়ার পর তিনি আমাকে হাত ধরে একটি কামরায় নিয়ে গেলেন। সেখানে দেখলাম একটি পাত্রের উপর আরেকটি পাত্র পর্যায়ক্রমে সাজানো। সকল পাত্রেই স্বর্ণমুদ্রা। হযরত ওমর (রা.) বললেন, খাত্তাবের বংশধর আল্লাহর নিকট অপমানিত হয়েছে। আল্লাহ যদি চাইতেন এইসব ধন সম্পদ নবী মোস্তফা (স.) এবং আবু বকরকে (রা.) দিতেন। তারা এ ব্যাপারে একটি নীতি নির্ধারণ করতেন। আমি এখন সেই নীতি অনুসরণ করতাম। আমি হযরত ওমরকে বললাম, আপনি শক্ত হোন। আমরা দুইজন কিছুক্ষণ চিন্তা করি। তারপর আমরা উম্মাহাতুল মোমেনীন এবং মুহাজিরদের মধ্যে চার হাজার দিরহাম এবং অন্য সকলের নিকট দুই হাজার দিরহাম করে পাঠিয়ে সেই অর্থ বিতরণ করলাম।

www.pathagar.com

সাঈদ ইবনে আমেরের হযরত ওমরের (রা.) দান গ্রহণ

সাঈদ ইবনে আমের (রা.)কে হযরত ওমর (রা.) একদিন এক হাজার দিনার দিলেন। সাঈদ বললেন, আমার প্রয়োজন নাই। যার প্রয়োজন আছে, যে পরমুখাপেক্ষী আপনি তাকে দিন। হযরত ওমর (রা.) বললেন শোনো, রাসূল (স.) আমাকে একবার কিছু অর্থ দিয়েছিলেন, আমি সেই অর্থ গ্রহণ করতে রাজি ছিলাম না। আমি, তাঁকে সেই কথাই বলেছি তুমি যে কথা আমাকে বলেছ। তারপর রাসূল (স.) আমাকে বলেছিলেন, নিজের লোভের কারণে অথবা কারো নিকট সাহায্য প্রার্থী না হয়ে কেউ যদি কিছু পায় তবে বুঝতে হবে সেসব আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া রিযিক। সেই রিযিক গ্রহণ করবে, ফিরিয়ে দিবে না। হযরত সাঈদ (রা.) বললেন আপনি নিজে রাসূল (স.)-এর নিকট একথা শুনেছেন? তিনি বললেন হ্যাঁ। তারপর হযরত সাঈদ (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর দেয়া দান গ্রহণ করলেন।

একটি পাহাড়ী এলাকার প্রান্তর কবরস্থানে পরিণত করার নির্দেশ

মাকুকাস নামের এক বিধর্মী মিসরের মোকাত্তাস পাহাড়ী এলাকার একটি প্রান্তর ৭০ হাজার দিরহামে ক্রয়ের জন্য মিসরীয় গবর্নর আমর ইবনুল আস (রা.) নিকট প্রস্তাব দিলো। আমর ইবনুল আস (রা.) এ বিষয়ে আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রা.)-এর মতামত চাইলেন। হযরত ওমর (রা.) ব্যাখ্যা চাইলেন, মাকুকাস ঐ প্রান্তরের জন্য এতো বেশি অর্থ কেন দিতে চায়? সেখানেতো কোন ফসল উৎপন্ন করা যাবে না, নলকূপও খনন করা যাবে না। ব্যাখ্যার জবাবে মাকুকাস জানালো আমি এই প্রান্তরের প্রশংসা আসমানী কিতাব সমূহে দেখেছি। এই প্রান্তরে বেহেশতের চারাগাছ রয়েছে। আমর ইবনুল আস (রা.) মাকুকাসের বক্তব্য হযরত ওমর (রা.)-কে লিখে জানালেন। হযরত ওমর (রা.) সিদ্ধান্তমূলক জবাব দিলেন যে আমরা মোমেন। আমরা বিশ্বাস করি যে মোমেন ব্যতীত অন্য কারো জন্য বেহেশতের চারা গাছ থাকতে পারে না। হে আমর তুমি সেই এলাকাকে মুসলমানদের জন্য কবরস্থানে পরিণত করো। কোনো মূল্যে ঐ এলাকা বিক্রি করা যাবে না।

হযরত ওমর (রা.) কে রাসূল (স.)-এর উপঢৌকন প্রেরণ

একবার রাসূল (স.) হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট কিছু উপহার প্রেরণ করেন। হযরত ওমর (রা.) সেই উপহার গ্রহণ না করে ফেরত পাঠান। পরে রাসূল (স.)এ বিষয়ে হযরত ওমর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, হে

www.pathagar.com

রাসূল আপনিইতো বলেছেন আমাদের কল্যাণ এতেই নিহিত রয়েছে আমরা যেন কারো নিকট থেকে কিছু গ্রহণ না করি। রাসূল (স.) বললেন, কারো নিকট সাহায্য প্রার্থনা সম্পর্কে ও কথা বলেছি। কিন্তু যা কিছু আপনাআপনি আসে সেটা হচ্ছে রেযেক এবং সেটা আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে আসে। তিনিই তোমার জন্য তা দিয়ে থাকেন। হযরত ওমর (রা.) একথা শুনে বললেন, সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আমি কখনো কারো নিকট কিছু চাইব না। তবে না চাইতে যা কিছু আমার নিকট আসবে তা অবশ্যই গ্রহণ করবো।

হযরত ওমর (রা.)-এর স্ত্রীকে উপহার প্রেরণ করায় তিনি ক্রুদ্ধ হলেন

হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর স্ত্রী আতেকা বিনতে যায়েদকে একখানি পাতলা বিছানা উপহার হিসেবে প্রেরণ করেন। হযরত ওমর (রা.) স্ত্রীর নিকট এই বিছানা দেখে জানতে চাইলেন এই বিছানা কোথায় পেয়েছ? স্ত্রী বললেন আবু মুসা আশয়ারী পাঠিয়েছেন। হযরত ওমর (রা.) সেই বিছানা হাতে নিয়ে বিছানা দিয়ে স্ত্রীকে প্রহার করলেন এবং তার মাথা ফাটিয়ে দিলেন। তারপর আবু মুসা আশয়ারীকে ডেকে পাঠালেন। ভীত কম্পিত আবু মুসা বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন অনুগ্রহপূর্বক আমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাড়াহুড়ো করবেন না। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) আবু মুসা আশায়ারীর কোনো কথাই শুনলেন না। তিনি বিছানাটি আবু মুসা আশয়ারীর মাথায় নিক্ষেপ করে বললেন, এই নাও তোমার বিছানা। এই বিছানার আমার কোনো প্রয়োজন নাই।

পুত্রের উট বিক্রির টাকার লভ্যাংশ বায়তুল মালে জমা দিতে বললেন হযরত ওমর (রা.)

হযরত ওমর (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ বলেন, আমি একটি উট ক্রয় করেছিলাম। সেই উট নিয়মিত চারণ ভূমিতে চরালাম। মোটাতাজা হওয়ার পর সেই উট বাজারে বিক্রি করতে নিলাম। হযরত ওমর (রা.) বাজারে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করলেন এই উটের মালিক কে? লোকেরা আমার নাম বললো।

একথা শোনার পর হযরত ওমর (রা.) বললেন, বাহ বাহ, আমীরুল মোমেনীনের পুত্রের উট। এমন সময় আমি বাজারে প্রবেশ করলাম এবং আমার পিতাকে বললাম কি ব্যাপার আব্বা? হযরত ওমর (রা.) বললেন এই উট কার? আমি বললাম আমি এই উট ক্রয় করেছি এবং চারণ ভূমিতে পাঠিয়েছি। সেখানে স্বাধীনভাবে ঘাস পানি খেয়ে এই উট হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। অন্য সবাই যেমন চায় তাদের উট মোটা তাজা হোক আমিও তাই চেয়েছি। হযরত ওমর (রা.)

www.pathagar.com

বললেন, বাহ বাহ, চমৎকার। চারণ ভূমিতে নিশ্চয়ই এই উটকে বেশি যত্ন বেশি ঘাস পানি খেতে দেয়া হয়েছে। এ কারণে এ উট বেশি মোটা তাজা হয়েছে। হে আবদুল্লাহ তুমি এই উট বিক্রি করো তারপর তোমার আসল মূল্য রেখে বাকি মুনাফার টাকা বায়তুল মালে জমা করে দাও।

স্ত্রীর উপঢৌকন বিক্রির টাকা বায়তুল মালে জমা করালেন হযরত ওমর (রা.)

রোমের বাদশাহর দূত একবার হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট আসেন। হযরত ওমর (রা,)-এর স্ত্রী একজনের নিকট হতে এক দিনার ধার করেন এবং সেই টাকার আতর কিনে একটি সীসার পাত্রের ভেতর রোমের বাদশাহর স্ত্রীর নিকট পাঠান। রোমের রানী সেই আতর পাওয়ার পর হীরা জহরতপূর্ণ একটি পাত্র পূর্ণ করে হযরত ওমর (রা.)-এর স্ত্রীর কাছে পাঠালেন। উপহার পাওয়ার পর হযরত ওমর (রা.)-এর স্ত্রী সেসব বিছানার উপর ঢেলে দিলেন। এ সময় হযরত ওমর (রা.) ঘরে প্রবেশ করে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন এসব কি? হযরত ওমর (রা.)-এর স্ত্রী স্বামীকে সব কথা জানালেন। হযরত ওমর (রা.) সব কথা শোনার পর উপহার বিক্রি করে স্ত্রীকে এক দিনার ফেরত দেন আর অবশিষ্ট টাকা বায়তুল মালে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করেন।

বিবাহিত পুত্রের ব্যয়ভার বহনে হযরত ওমর (রা.)-এর অস্বীকৃতি

হযরত ওমর (রা.)-এর একজন পুত্রের নাম ছিল আসেম। তিনি বলেন আমাকে বিয়ে করানোর পর হযরত ওমর (রা.) একমাস যাবত আমার ব্যয়ভার বায়তুল মাল থেকে বহন করেন। একমাস পরে ভৃত্য ইয়ারফার মাধ্যমে আমাকে কাছে ডেকে আমার পিতা হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমীরুল মোমেনীন হওয়ার আগে আমি মনে করতাম বায়তুল মালের কোন কিছুই আমার জন্য হালাল নয়। কিন্তু দায়িত্ব গ্রহণের পর বুঝলাম, আমার যতটুকু হক আছে আমি ততটুকু গ্রহণ করতে পারি। তোমার জন্য একমাস যাবত আমি খরচ করেছি এর চেয়ে বেশি খরচ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার আমানত তুমি আমাকে ফিরিয়ে দাও। সাবা মৌজায় আমার নামে যে জমি আছে সেই জমি থেকে আমি তোমাকে সাহায্য করতে থাকবো। সেই জমির গাছের ফল তুমি তোলো এবং সেগুলো বিক্রি করো। তারপর তুমি বাজারে যাবে এবং আমাদের গোত্রের কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে বেচাকেনা করে ব্যবসা শিখে নেবে। তারপর ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তুমি তোমার সাংসারিক খরচ নির্বাহ করবে।

www.pathagar.com

একাকীত্বের শাস্তি সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)

হযরত ওমর (রা.) বলেন, অসৎ লোকের সংস্পর্শে থাকার চেয়ে নিঃসঙ্গতা বা একাকীত্ব শান্তিদায়ক। একাকীত্বের দ্বারা তোমরা নিজের অংশ বুঝে নাও।

হযরত ওমর (রা.) ব্যবসার জন্য ঋণ চাইলেন

মুসলিম জাহানের খলীফা হওয়ার পরও হযরত ওমর (রা.) ব্যবসা করতেন। বাণিজ্যিক পণ্য সিরিয়ায় পাঠাতেন। একবার তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আওফের নিকট লোক পাঠিয়ে চার হাজার দিরহাম ঋণ চাইলেন। আব্দুর রহমান বলে দিলেন, খলীফাকে বলো তিনি যেন বায়তুল মাল থেকে ঋণ গ্রহণ করেন। খলীফা একথা শুনে ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন।

পরে আব্দুর রহমান ইবনে আওফের সাথে দেখা হলে খলীফা তাকে বললেন, তুমি কি আমাকে বায়তুল মাল থেকে ঋণ নেয়ার কথা বলেছ? শোনো যদি আমি ঋণ গ্রহণ করতাম তারপর ঘরে যেতাম তোমরা তখন বলতে, যেহেতু আমীরুল মোমেনীন এই ঋণ নিয়েছেন কাজেই এ ঋণ আদায় করার দরকার নাই। ফলে সেই ঋণের ধন সম্পদের জন্য কেয়ামতের দিন আমাকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হতো। শোনো, বায়তুল মাল থেকে অর্থসম্পদ ঋণ নেয়ার কোন ইচ্ছা আমার নাই। আমিতো তোমার মতো লোভী এবং কৃপণ লোকদের নিকট থেকে ঋণ নেব যেন আমার মৃত্যুর পর আমার পরিবার পরিজনের নিকট থেকে সে ঋণ তুমি আদায় করতে পার।

দুগ্ধপোষ্য শিশুদের জন্য ভাতা বরাদ্দ

ভিনদেশী একটি বাণিজ্য কাফেলার পাহারায় ছিলেন একরাতে হযরত ওমর (রা.)। তাঁর সঙ্গে সাহাবী আবদুর রহমান ইবনে আওফকে রেখেছিলেন। বাণিজ্য কাফেলার মালামাল চুরি থেকে রক্ষা করাই ছিল উদ্দেশ্য। দুই নেতা বাণিজ্য কাফেলার কিছু দূরে নামায আদায় করতে লাগলেন। এ সময় একটি শিশুর কান্নার আওয়াজ পেয়ে হযরত ওমর (রা.) সেদিকে এগিয়ে গেলেন। কাছাকাছি গিয়ে শিশুর মায়ের উদ্দেশ্যে বললেন, আল্লাহকে ভয় করো, শিশুর সাথে ভালো ব্যবহার করো। একথা বলে আগের জায়গায় ফিরে গেলেন। কিছুক্ষণ পর শিশুটি পুনরায় কাঁদতে লাগলো। হযরত ওমর (রা.) মহিলার কাছাকাছি গিয়ে বললেন, তোমার শিশু কাঁদছে। তার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো, তার সাথে ভালো ব্যবহার করো। একথা বলে ফিরে এলেন এবং নামায আদায় করতে লাগলেন। শেষ রাতে শিশুর কান্না শুনে হযরত ওমর (রা.) পুনরায় মহিলার কাছে গিয়ে বললেন, তোমার সর্বনাশ হোক, তুমি আজ সারারাত শিশুটিকে কষ্ট দিয়েছ।

www.pathagar.com

একথা শুনে মহিলা বললো, হে আল্লাহর বান্দা আজ সারারাত তুমি আমাকে মেজাজ দেখিয়েছ। আমিতো এ শিশুর দুধ ছাড়ানোর জন্য চেষ্টা করছি। হযরত ওমর (রা.) চানতে চাইলেন কেন কি কারণে? মহিলা বলল, হযরত ওমর দুগ্ধপোষ্য শিশুদের জন্য ভাতা দেন না কিন্তু আমি চাই এ শিশুও ভাতা পাক। হযরত ওমর (রা.) শিশুর বয়স জিজ্ঞেস করলেন। বয়স শুনে বললেন, এতো তাড়াতাড়ি এ শিশুর দুধ ছাড়াবে না।

সকালে মদীনার মসজিদে হযরত ওমর (রা.) ফজরের নামাযে ইমামতি করছিলেন। এ সময় তিনি শুধু কাঁদছিলেন। তাঁর কান্নার কারণে মুসল্লীরা কোরআনের আয়াত ভালোভাবে বুঝতে পারছিল না। নামায শেষে বললেন, ওমর শেষ হয়ে গেছে। ওমর যে কতো দুধের শিশুকে মেরে ফেলেছে। তারপরই তিনি আদেশ দিলেন এখন থেকে দুধের শিশুরাও ভাতা পাবে। এই ঘোষণা চারিদিকে প্রচার করা হলো।

হযরত ওমর (রা.) ঘর ভরা আদর্শ মানুষের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলেন

একদিন হযরত ওমর (রা.) তার সঙ্গীদের বললেন, যদি আমি এই ঘর ভরা আদর্শ মানুষ পেতাম। তারা হতো আবু ওবায়দার মতো, মা'আজ ইবনে জাবালের মতো, হোজায়ফা ইবনে ইয়ামানের মতো। ওসব মানুষদের আমি গবর্নর হিসেবে বিভিন্ন প্রদেশে নিযুক্ত করতাম। এতে আল্লাহর আনুগত্য এবং এবাদতের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা সম্ভব হতো।

তারপর হযরত ওমর (রা.) পর্যায়ক্রমে উল্লেখিত তিনজন সাহাবার নিকট কিছু অর্থ প্রেরণ করেন। ভৃত্যকে আদেশ দেন সে যেন অর্থ দেয়ার পর গ্রহীতা আবু ওবায়দা, হযরত মা'আজ এবং হোজায়ফার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন। তিনজনকে আলাদা আলাদাভাবে তাদের গৃহে অর্থ পাঠানো হয়েছিল। তিনজনই অর্থ পাওয়ার সাথে সাথে সেই অর্থ গরীবদের মধ্যে বিতরণ করেন। হযরত ওমর (রা.) তখন বললেন, দেখলেতো, আমিতো তোমাদের আগেই বলেছিলাম।

আবদুর রহমান ইবনে আওফের প্রস্তাব হযরত ওমরের (রা.) প্রত্যাখান

হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট অর্থসম্পদ আনা হলো। উপদেষ্টা আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন, ভবিষ্যতের কোন প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কিছু অর্থসম্পদ বায়তুল মালে জমা রাখুন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, এ কথাটি শয়তানের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে। আল্লাহ

www.pathagar.com

তায়ালা আমাকে তাঁর প্রতি ভালোবাসা শিখিয়েছেন এবং তোমার বর্ণিত ফেতনা থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন। আগামী বছরের অনাগত বিপদের কথা চিন্তা করে আমি আল্লাহর নিকট তাকওয়া তৈরি রাখবো। আল্লাহ বলেন যে ব্যক্তি তাকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির ব্যবস্থা করেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক পৌছান যা সে চিন্তাও করতে পারে না। অথচ তুমি আমাকে এমন কাজের পরামর্শ দিচ্ছ যে কাজ পরবর্তীকালের লোকদের জন্য ফেতনা হিসেবে দেখা দেবে।

বায়তুল মালে হযরত ওমর (রা.)-এর নামায আদায়

ইবনে নাবাজ হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট এসে বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন, বায়তুল মাল সোনারূপায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। হযরত ওমর (রা.) বললেন আল্লাহু আকবর। আল্লাহ মহান। তারপর তিনি ইবনে নাবাজের সঙ্গে বায়তুল মালে গেলেন। ইবনে নাবাজকে বললেন, কুফার সাধারণ মানুষদের আমার নিকট নিয়ে আসো। হযরত ওমর (রা.) সকল সম্পদ বিতরণ করলেন। এক দিরহামও অবশিষ্ট থাকলো না। তিনি এ সময় বলেছিলেন হে সোনারূপা ওমর ছাড়া অন্যদের ধোকা দাও। বিতরণ শেষে হযরত ওমর (রা.) বায়তুল মাল পরিষ্কার করার আদেশ দিলেন। পরিষ্কার করার পর তিনি সেখানে দু'রাকাত নামায আদায় করলেন।

একজন মুজাহিদকে চার হাজার দিরহাম দান

একবার হযরত ওমর (রা.) জনগণের মধ্যে অর্থসম্পদ বিতরণ করছিলেন। এ সময় একজন লোকের চেহারায় কাটা দাগ দেখে তিনি জানতে চাইলেন কিভাবে কাটা গেছে। সে ব্যক্তি জানালেন, অমুক যুদ্ধে তার মুখে আঘাত লেগেছিল।

হযরত ওমর (রা.) এ কথা শোনার পর লোকটিকে এক হাজার দিরহাম দেয়ার আদেশ দিলেন। লোকটি সেই অর্থ নাড়াচাড়া করতে লাগলো। হযরত ওমর (রা.) তাকে আরো এক হাজার দিরহাম দেয়ার নির্দেশ দেন। এভাবে চার বারে তাকে চার হাজার দিরহাম প্রদান করা হয়। তারপর লোকটি চলে যায়। এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রা.)-কে জানালো সম্ভবত সে লজ্জা পেয়ে চলে গেছে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, সে যদি এখানে থাকতো তবে ধন সম্পদ অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত তাকে আমি দিয়ে যেতাম। কারণ আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করতে গিয়ে সে মুখে তলোয়ারের আঘাত পেয়েছে।

www.pathagar.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের জন্য রাসূল (স.)-এর দোয়া

রাসূল (স.) আল্লাহর নিকট এ মর্মে দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ ইসলামকে ওমর ইবনে খাত্তাব অথবা আবু জেহেল ইবনে হেশামের দ্বারা শক্তি দান করো। আল্লাহ তায়ালা হযরত ওমর (রা.)-এর ব্যাপারে রাসূল (স.)-এর এই দোয়া কবুল করেন। হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ফলে মূর্তিপূজার দেয়াল ধ্বংস হয় এবং ইসলামের দেয়াল শক্তিশালী হয়ে উঠে।

হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের স্মরণীয় সেই মুহূর্ত

হযরত ওমর ছিলেন দুর্ধর্ষ সাহসী আরব বীর। রাসূল (স.)কে হত্যার উদ্দেশ্যে তিনি ঘর থেকে বের হয়েছিলেন। পথিমধ্যে তার মনোভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। পরাজিত বিধ্বস্ত আত্মসমর্পিত মানসিকতা নিয়ে তিনি রাসূল (স.)-এর সামনে উপস্থিত হন। রাসূল (স.) হযরত ওমর (রা.)-এর দুই বাহু ধরে নাড়া দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, বল, কি উদ্দেশ্যে এসেছ? হযরত ওমর (রা.) বললেন, আপনি যে জিনিসের প্রতি সবাইকে দাওয়াত দিচ্ছেন আমার নিকটেও সেকথা বলুন। রাসূল (স.) বললেন, সাক্ষ্য দাও, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই,। তাঁর কোন শরিক নাই, মোহাম্মদ (স.) তাঁর বান্দা ও রাসূল। একথা শোনা মাত্র হযরত ওমর (রা.) সাথে সাথে সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এর স্মৃতিচারণ

আসলাম (রা.) বলেন, হযরত ওমর (রা.) একদিন আমাদের বলেছেন, আমি কি আমার ইসলাম গ্রহণের প্রাথমিক কাহিনী তোমাদের নিকট ব্যক্ত করবো? আমরা বললাম, জ্বী অবশ্যই। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি ছিলাম আল্লাহর রাসূলের শত্রুদের মধ্যে সবচেয়ে বড় শত্রু। সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী একটি ঘরে রাসূল (স.) কয়েকজন সাহাবীসহ অবস্থান করছিলেন। আমি তাঁর সামনে গিয়ে বসলাম। রাসূল (স.) আমার কামিজের কোনা ধরে বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র, ইসলাম গ্রহণ কর। সাথে সাথে রাসূল (স.) এই দোয়া করলেন, হে আল্লাহ ওকে হেদায়েত দান কর। সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখ থেকে উচ্চারিত হলো, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসূল।

হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমার ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানরা এতো জোরে তকবির ধ্বনি উচ্চারণ করলেন যে মক্কার সকল অলিগলিতে সেই তকবির ধ্বনির প্রতিধ্বনি শোনা গেল।

www.pathagar.com

মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে আবু সুফিয়ানকে হত্যা করতে চান হযরত ওমর (রা.)

মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে এক রাতে হযরত আব্বাস (রা.) রাসূল (স.)-এর খচ্চরের পিঠে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে ভীত সন্ত্রস্ত আবু সুফিয়ানকে দেখে তাকে অভয় দিয়ে নিজের পিছনে খচ্চরের পিঠে তুলে নেন। কিছুদূর যাওয়ার পর হযরত আব্বাস (রা.)-এর সঙ্গে আবু সুফিয়ানকে দেখে হযরত ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহর দুশমন আবু সুফিয়ান? সেই আল্লাহর শোকর যিনি কোন অঙ্গীকার কোন শর্ত ভঙ্গ ছাড়াই তোমার উপর আমাকে কাবু দিয়েছেন। এ কথা বলেই হযরত ওমর (রা.) দ্রুত রাসূল (স.)-এর নিকট গেলেন তারপর বললেন, হে রাসূল ঐ দেখুন আবু সুফিয়ান। কোন প্রকার সন্ধি লংঘন ছাড়াই আল্লাহ তায়ালা তাকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে পৌঁছে দিয়েছেন। আপনি অনুমতি দিন আমি তার গর্দান দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলি।

রাসূল (স.) আবু সুফিয়ানকে হত্যার জন্য হযরত ওমর (রা.)কে অনুমতি দিলেন না।

হযরত আব্বাস (রা.) আবু সুফিয়ানের নিকট হযরত ওমর (রা.) এর প্রশংসা করলেন

মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে হযরত ওমর (রা.) আনসার এবং মুহাজির বাহিনীকে সুশৃঙ্খল হওয়ার জন্য তাকিদ দিচ্ছিলেন। প্রত্যেকের হাতে একটি করে পতাকা শোভা পাচ্ছিল। হযরত ওমর (রা.)-কে কথা বলতে শুনে কে কথা বলছে আবু সুফিয়ান হযরত আব্বাস (রা,)-এর কাছে জানতে চাইলেন। হযরত আব্বাস (রা.) বললেন ইনি ওমর ইবনে খাত্তাব। আবু সুফিয়ান বললেন বনি আদীর গলাতো এখন বেশ উঁচু হয়েছে। খোদার কসম আগে তাদের সংখ্যা ছিল কম এবং তারা ছিল অনেক দুর্বল। হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন যেভাবে ইচ্ছা করেন উচ্চতর মর্যাদায় পৌছে দেন। নিঃসন্দেহে হযরত ওমর (রা.) সেই সকল লোকের অন্যতম ইসলাম যাদেরকে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে।

রাসূল (স.)-এর কথা শুনে হযরত ওমর (রা.) লজ্জিত হলেন

হযরত ওমর (রা.) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (সা.) সফওয়ান ইবনে উয়াইনা এবং আবু সুফিয়ানকে ডেকে আনালেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তায়ালা এই লোকদের উপর আপনাকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন। আমি আজ তাদেরকে সেইসব কথা বলবো যেসব কথা এতোদিন তারা আমাদেরকে

www.pathagar.com

বলেছিল। রাসূল (স.) বললেন আমার এবং তোমাদের উদাহরণ হচ্ছে হযরত ইউসুফ (আ.) এবং তাঁর ভাইদের মতো। হযরত ইউসুফ (আ.) তাঁর ভাইদের বলেছিলেন, আজ তোমাদের উপর আমার কোন অভিযোগ নাই। আজ আল্লাহ তোমাদের দোষ মাফ করবেন। আর আল্লাহ সকলের চেয়ে অধিক দয়ালু।

(সূরা ইউসুফ)

হযরত ওমর (রা.) বলেন, রাসূল (স.)-এর কথা শুনে আমি ভীষণ লজ্জিত হলাম। মনে মনে ভাবলাম, আমি তাঁকে কতো অসুন্দর কথা বলেছি অথচ তিনি আমাকে কতো সুন্দর কথা বলেছেন।

হযরত ওমর (রা.) বললেন যাও, আল্লাহ তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন

ইসলাম গ্রহণের আগে উম্মে আবদুল্লাহ আমের এবং অন্য কয়েকজন মুসলমান হাবশায় হিজরত করছিলেন। কিছুক্ষণের জন্য আমের অন্যত্র গিয়েছিলেন। হঠাৎ হযরত ওমর (রা.) এদের সামনে এলেন। তিনি তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। মুসলমানদের নানাভাবে কষ্ট দিয়েছিলেন। উম্মে আবদুল্লাহকে তিনি বললেন, হে উম্মে আবদুল্লাহ আপনারা চলে যাচ্ছেন? উম্মে আবদুল্লাহ বললেন, হ্যাঁ যাচ্ছি। আল্লাহ একটা ব্যবস্থা না করে দেয়া পর্যন্ত আমরা এখানে আসব না। হযরত ওমর (রা.) বললেন যান, আল্লাহ আপনাদের সঙ্গে রয়েছেন। একথা বলার সময় হযরত ওমর (রা.)-এর চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠলো। আগে কখনো তাকে এ রকম আবেগ প্রবণ হতে আমি দেখিনি। হযরত ওমর (রা.) চলে গেলেন। উম্মে আবদুল্লাহ বলেন,আমার স্বামী ফিরে আসার পর আমি তাকে ওমরের বিষণ্ন কাতর আবেগপ্রবণ অবস্থার কথা জানালাম। আমার স্বামী বললেন, ওমর কখনো ইসলাম গ্রহণ করবে না। খাত্তাবের গাধা ইসলাম গ্রহণ করতে পারে কিন্তু ওমর ইসলাম গ্রহণ করবে এ রকম আশা করা যায় না।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত ওমর (রা.) রাসূল (স.)-কে বললেন, আপনার আর কোন ভয় নাই

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত ওমর (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, হে রাসূল নিজের ধর্মবিশ্বাস কেন গোপন করবো? আমরাতো সত্যের উপর রয়েছি। কাফেরগণ মিথ্যা ধর্মের উপর থেকেও তা প্রকাশ্যে প্রচার করছে। রাসূল (স.) বললেন, হে ওমর আমরা সংখ্যায় কম, তাছাড়া তুমিতো জানো, আমরা কি ধরনের বিপদের সম্মুখীন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, সেই আল্লাহর কসম যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন কাফেরদের প্রত্যেক সমাবেশেই আমি আমার ধর্মবিশ্বাসের কথা প্রকাশ করবো।

www.pathagar.com

হযরত ওমর (রা.) কাবাঘর তওয়াফ করলেন এবং অপেক্ষমান কাফেরদের নিকট গমন করলেন। আবু জেহেল বলল, হে ওমর শুনলাম তুিও নাকি বেদ্বীন হয়ে গেছ? হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি আল্লাহ ছাড়া মাবুদ নাই এবং মোহাম্মদ (স.) তাঁর বান্দা ও রাসূল। পৌত্তলিকগণ হযরত ওমর (রা.)-এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। হযরত ওমর (রা.) ওতবাকে প্রহার করতে লাগলেন এবং এক পর্যায়ে তার চোখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিলেন। ওতবা চিৎকার করে দৌড়ে পালিয়ে গেল। ওতবার আর্তচিৎকার শুনে অন্য কাফেরগণও সরে দাঁড়ালো। হযরত ওমর (রা.)-এর পর অন্য কাফেরদেরও প্রতিহত করলেন। ইসলাম গ্রহণের আগে যেখানে যেখানে বসতেন এবং পৌত্তলিকতার কথা প্রচার করতেন সেখানে সেখানে গেলেন এবং উচ্চ কণ্ঠে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন। তারপর রাসূল (স.)-এর সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে রাসূল আপনার জন্য আমার পিতামাতা কোরবান হোন, আপনার আর কোন ভয় নাই। কুফুরীতে থাকার সময়ে আমি যেসব জায়গায় বসতাম সেইসব জায়গায় আমার ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করে এসেছি।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত ওমর (রা.)-এর সাহসিকতা

হযরত ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর এক সকালে জামিল ইবনে মোয়াম্মার এর ঘরে গেলেন। তাকে বললেন, আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। জামিল ইবনে মোয়াম্মার একজনের কথা অন্য জনের নিকট প্রকাশ করার কাজে বিখ্যাত ছিল। হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের কথা শুনে সে কোন কথা বলল না। গায়ে চাদর জড়িয়ে ঘরের বাইরে গেল। হযরত ওমর (রা.) তাকে অনুসরণ করলেন। কাবাঘরের সামনে গিয়েই জামিল চীৎকার জুড়ে দিল হে কোরায়েশগণ শোন তোমরা শোন ওমর বেদ্বীন হয়ে গেছে। ওমর বেদ্বীন হয়ে গেছে। হযরত ওমর (রা.) জামিলের পেছনে দাঁড়িয়ে বললেন, মিথ্যা কথা, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, মুসলমান হয়েছি। আমি সাক্ষ্য দিতেছি আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই। হযরত মোহাম্মদ (স.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। হযরত ওমর (রা.) এ কথা বলার সাথে সাথে একদল কাফের তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে প্রহার করতে শুরু করলো। সূর্য মাথার উপর এসে পড়লো। হযরত ওমর (রা.) একাই শত্রুদের উপর পাল্টা আক্রমণ করছিলেন। এক পর্যায়ে হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমাদের যা ইচ্ছা তা করতে পারো। তবে শোন, আল্লাহর নামে কসম করে বলছি যদি মুসলমানদের সংখ্যা তিন শয়ে উন্নীত হয় তবে হয়তো এই ভূখণ্ড আমরা তোমাদের জন্য ছেড়ে দেব অথবা এই ভূখণ্ড তোমাদেরকে আমাদের জন্য ছেড়ে দিতে হবে।

www.pathagar.com

প্রবীণ বয়স্ক আস ইবনে ওয়ায়েল হযরত ওমর (রা.)-কে অভয় দিলেন

বোখারী শরীফের একটি হাদীসে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, ইসলাম গ্রহণের পর হযরত ওমর (রা.) বিষণ্ন মনে ঘরে বসেছিলেন। এমন সময় ইয়েমেনী চাদর পরিহিত একজন রাশভারী বৃদ্ধ ব্যক্তি হযরত ওমর (রা.)-এর ঘরে এলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কি খবর ওমর কেমন আছ? হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমার কওমের লোকেরা বলছে আমি বেদ্বীন হয়ে গেছি। তারা আমাকে হত্যা করার হুমকি দিচ্ছে। আসলে আমি আর তোমাদের সঙ্গে নাই। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আস ইবনে ওয়ায়েল বললেন, তোমার কোন ভয় নাই আমি তোমাকে অভয় দিচ্ছি। আমি তোমাকে নিরাপত্তা দিলাম। কেউ তোমার ক্ষতি করতে সাহস পাবে না।

আস ইবনে ওয়ায়েল ফিরে যাওয়ার পথে লক্ষ্য করলেন কিছু লোক হযরত ওমর (রা.)এর গৃহের দিকে আসছে। তিনি জানতে চাইলেন তোমরা কোথায় যাচ্ছ? তারা বলল, ওমর বেদ্বীন হয়ে গেছে তাকে শায়েস্তা করতে যাচ্ছি। আস ইবনে ওয়ায়েল বললেন, একজন মানুষ নিজের জন্য একটা বিষয় পছন্দ করেছে তোমরা তাকে নিয়ে মেতে উঠেছ কেন? তোমরা কি মনে করো ওমরের পরিবারের লোকেরা তোমাদেরকে এমনিতে ছেড়ে দিবে? প্রতিশোধ নেবে না? তোমরা ফিরে যাও ওমরকে আমি অভয় দিয়েছি। এ কথা শুনে ক্রুদ্ধ আগন্তুকের দল সুড় সুড় করে কেটে পড়লো।

হযরত ওমর (রা.)-এর মদীনায় হিজরত ঘটনার স্মৃতিচারণ

হযরত ওমর (রা.) বলেন, ইসলাম গ্রহণের পর আমি মদীনায় হিজরত করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আয়াশ ইবনে আবু রবিয়া (রা.) এবং হিশাম ইবনে আস-এর সঙ্গে দেখা করলাম। সিদ্ধান্ত হলো যে, আমরা পরদিন সকালে বনি গেফারের জলাশয়ের তীরে তানাসব প্রান্তরে একত্রিত হবো। তারপর রওয়ানা হবো। আমরা তিনজনই ছিলাম নও মুসলিম। এ কথাও আলোচনা করলাম যে, তিনজনের কেউ যদি যথাসময়ে উপস্থিত হতে ব্যর্থ হই তবে বুঝতে হবে তাকে কাফেরগণ বন্দী করে রেখেছে। হযরত ওমর (রা.) বলেন, পরদিন সকালে আমি এবং আয়াশ যথাস্থানে একত্রিত হলাম কিন্তু হিশাম ইবনে আস আসতে পারলেন না। তাকে কাফেরগণ বন্দী করে রাখলো। আয়াশকে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় গেলাম। ইতিমধ্যে আবু জেহেল তার একজন সঙ্গীসহ মদীনায় গিয়ে হাজির হলো। সে আয়াশকে বলল, তোমার মা কসম করেছে তোমাকে দেখার আগে মাথার চুল আঁচড়াবে না, রোদ থেকে ছায়ায় যাবে না। মায়ের প্রতি মমতায় আয়াশ অস্থির হয়ে উঠলো।

www.pathagar.com

হযরত ওমর (রা.) বলেন আমি আয়াশকে বললাম, শোন, তোমার মায়ের চুলে যখন উকুন কিলবিল করে কামড়াবে তখন ঠিকই চুল আঁচড়াবে। রোদে যখন অসহ্য হয়ে উঠবে তখন ঠিকই ছায়ায় যাবে। তুমি মক্কায় ফিরে যেয়ো না। আয়াশ আমার কথা শুনল না। সে তার মাকে কসম থেকে মুক্ত করে তার অর্থ সম্পদ নিয়ে মদীনায় ফিরে আসবে আমাকে কথা দিলো। আমি বললাম, তুমি জানো, আমি কোরায়েশদের মধ্যে বিত্তবান লোক। আমি আমার ধন সম্পদের অর্ধেক তোমাকে প্রদান করবো তবু তুমি যেয়ো না। কিন্তু আয়াশকে রাখা গেল না। সে তার চাচাতো ও মামাতো ভাইদের সঙ্গে মক্কায় ফিরে গেল।

আয়াশ এবং হিশামের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে কাফেরগণ তাদেরকে পূর্বের পৌত্তলিক বিশ্বাসে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। সে সময় আমরা মনে করতাম কেউ যদি ধর্মান্তরিত হয় তার তওবা কবুল হবে না। সকল সাহাবাও এরকমই মনে করতেন। আল্লাহ তায়ালা মদীনায় কোরআনের এই আয়াত নাযিল করেন, তুমি বল, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজেদের জীবনকে চূড়ান্ত অপচয় করেছে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমা করেন। তিনি ক্ষমাশীল দয়াময়। আর তোমাদের উপর শাস্তি আসার আগে তোমাদের প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। তোমাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার আগে তার আদেশ পালন কর। পুনরায় সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। আর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যে উৎকৃষ্ট বাণী অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ কর। হঠাৎ তোমাদের প্রতি শাস্তি আসার আগে, অথচ তোমরা অবগত হতে পারবে না।

হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমি এই আয়াত লিখে মক্কায় আয়াশ এবং হেশামের নিকট পাঠালাম।

হযরত ওমর ওমর (রা.) এবং আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)-এর রাতের পাহারাদারি

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) এক রাতে হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে মদীনায় পাহারা দেয়ার কাজ করেন। এক জায়গায় তারা এক ঘরে চেরাগ জ্বলতে দেখলেন। তখন গভীর রাত। তাঁরা দু'জন ঘরের দরোজায় গিয়ে দেখলেন, দরোজা ভেতর থেকে বন্ধ। ঘরের ভেতর উচ্চকণ্ঠে শোরগোল শোনা যাচ্ছে। হযরত ওমর (রা.) তাঁর সাথী আবদুর রহমানকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জানো এটি কার ঘর? তারপর নিজেই বললেন, এই ঘরের মালিক রবিয়া ইবনে উমাইয়া ইবনে খালফ। ওরা সবাই মদ পান করছে। তাদের সম্পর্কে

www.pathagar.com

তোমার অভিমত কি? আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বললেন, আমার ধারণা, আমরা এমন কাজ করছি যে কাজ করতে আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেছেন, কারো দোষ সন্ধান করবে না। আমরাতো মানুষের দোষের সন্ধানে লেগে রয়েছি। একথা শুনে হযরত ওমর (রা.) সেখানে আর অপেক্ষা করলেন না।

গভীর রাতে হযরত ওমর (রা.) তাঁর সাথীকে নিয়ে এক ব্যক্তির ঘরের দরোজা থেকে চলে গেলেন

একদিন হযরত হযরত ওমর (রা.) তাঁর মসজিদে একজন লোককে অনুপস্থিত দেখে বললেন, আমার সঙ্গে অমুকের বাড়িতে চলো, সেই লোক কোথায় রয়েছে দেখতে চাই। তারপর উভয়ে সেই ব্যক্তির ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ঘরের দরজা খোলা ছিল। সেই গৃহস্বামী আহার করতে বসেছে, তার স্ত্রী কি যেন বরতনে ঢেলে দিচ্ছে। হযরত ওমর (রা.) আবদুর রহমানকে বললেন, এটা সেই জিনিস যা এই ব্যক্তিকে আমাদের নিকট থেকে এখানে নিয়ে এসেছে। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বললেন, আপনি কিভাবে বুঝলেন বরতনে কি জিনিস রয়েছে? হযরত ওমর (রা.) বললেন, তুমি কি মনে করো এটা কোরআনের কারো দোষ সন্ধান না করার ব্যাপার? আবদুর রহমান বললেন, হ্যাঁ তাই। হযরত ওমর (রা.) জানতে চাইলেন তাহলে এখন কি করা যায়? আবদুর রহমান বললেন, আপনি এই লোক সম্পর্কে যে খবর জেনেছেন সে কথা তাকে বলবেন না। এই লোক সম্পর্কে আপনি খারাপ কিছু চিন্তা করবেন না। বরং তার সম্পর্কে অন্তরে ভালো ধারণা পোষণ করুন।

তারপর হযরত ওমর (রা.) এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) সেই জায়গা থেকে চলে এলেন।

হযরত ওমর (রা.) অন্যের দোষ সন্ধান থেকে বিরত থাকলেন

হযরত ওমর (রা.) একবার মদীনার উপকণ্ঠে পাহারায় আত্মনিয়োগ করেন। গভীর রাতে তিনি একটি ঘরের সামনে দাঁড়ালেন। ঘরের ভেতর কয়েকজন লোক কি যেন পান করছিল। হযরত ওমর (রা.) উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কি পাপ কাজে লিপ্ত রয়েছ? তাদের মধ্যকার একজন লোক বলল, হে আমিরুল মোমেনীন, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে অন্যের দোষ সন্ধান করতে নিষেধ করেছেন। এ কথা শোনার পর হযরত ওমর (রা.) সেই জায়গা থেকে চলে এলেন।

www.pathagar.com

হযরত ওমর (রা.) লোকটিকে ক্ষমা করে ফিরে এলেন

এক রাতে হযরত ওমর (রা.) মদীনায় পাহারার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। একটি ঘরের ভেতর থেকে গানের আওয়াজ শুনতে পেয়ে দেয়াল ডিঙ্গিয়ে সেই লোকের কাছে গেলেন এবং বললেন হে আল্লাহর দুশমন তুমি কি ভেবেছ তুমি পাপ কাজে লিপ্ত থাকবে আর আল্লাহ তোমার পাপ গোপন রাখবেন? সেই ব্যক্তি বলল, হে আমীরুল মোমেনীন আপনি আমার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করবেন না। যদি আমি আল্লাহর একটি নাফরমানী করে থাকি তবে আপনি তিনটি নাফরমানী করেছেন। (১) আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, কারো দোষ সন্ধান করবে না। কিন্তু আপনি তা করেছেন। (২) আল্লাহ বলেছেন, তোমরা দরোজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ কর কিন্তু আপনি দেয়াল ডিঙ্গিয়ে ঘরে প্রবেশ করেছেন। (৩) আল্লাহ বলেছেন তোমরা নিজের ঘর ব্যতীত অন্যের ঘরে প্রবেশ করার আগে গৃহকর্তার অনুমতি গ্রহণ কর এবং সেই ঘরে প্রবেশের আগে গৃহের বাসিন্দাদের সালাম কর। কিন্তু আপনি তা করেননি।

হযরত ওমর (রা.) সব কথা শুনে বললেন যদি আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিই তবে কি তোমার নিকট থেকে ভালো আশা করতে পারি? লোকটি বলল হ্যাঁ। তারপর হযরত ওমর (রা.) লোকটিকে ক্ষমা করে দিয়ে ফিরে এলেন।

হযরত ওমর (রা.)-এর উদ্যোগে একজন বৃদ্ধের তওবা

এক গভীর রাতে হযরত ওমর (রা.) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)কে সঙ্গে নিয়ে শহর পরিদর্শনে বের হলেন। তিনি একটি ঘরে চেরাগ জলতে দেখলেন। ঘরে প্রবেশ করে তিনি দেখলেন এক বৃদ্ধের সামনে পাত্রে মদ, আর একজন দাসী গান গাইছে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, এরকম জঘন্য দৃশ্য আমি আর কখনো দেখিনি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো বৃদ্ধের এই কাজ?

অপ্রস্তুত বৃদ্ধ বললেন, হে আমিরুল মোমেনীন,আপনি অন্যের দোষ সন্ধান করেছেন অথচ আল্লাহ তায়ালা অন্যের দোষ সন্ধান করতে নিষেধ করেছেন। তাছাড়া আপনি অনুমতি ছাড়াই অন্যের ঘরে প্রবেশ করেছেন।

হযরত ওমর (রা.) বৃদ্ধকে বললেন তুমি সত্য কথাই বলেছ। তারপর তিনি দাঁতে কাপড় কামড়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলেন এবং ভাবতে লাগলেন আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করবেন কিনা। এদিকে বৃদ্ধ ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেল। সে ভাবলো, আমীরুল মোমেনীন আমাকে হাতে নাতে ধরে ফেলেছেন। তিনিতো আমাকে শাস্তি দেবেন। অনুতপ্ত বৃদ্ধ হযরত ওমর (রা.)-এর সামনে যাওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) বৃদ্ধের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন সেদিন যা দেখেছি আমি সেকথা কাউকে বলিনি। এমনকি আমার সঙ্গে যাওয়া আবদুল্লাহ ইবনে

www.pathagar.com

মাসউদকেও বলিনি। বৃদ্ধ চুপিচুপি হযরত ওমর (রা.)-কে জানালো, হে আমীরুল মোমেনীন, আল্লাহর কসম আমি সেই রাতেই তওবা করেছি। হযরত ওমর (রা.) উচ্চকণ্ঠে বললেন আল্লাহু আকবর। মজলিসে উপস্থিত অন্য কেউ জানতে বা বুঝতে পারেনি আমীরুল মোমেনীন কেন আল্লাহু আকবর বলেছেন।

পুত্র আবদুল্লাহর প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর ক্রোধ

হযরত ওমর (রা.)-এর পুত্র একবার হযরত মেকদাদ (রা.)কে গালি দেন। এ অভিযোগ পেয়ে হযরত ওমর (রা.) ভীষণ ক্রুদ্ধ হন। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহর জিভ কেটে ফেলবো, ভবিষ্যত যেন কেউ রাসূলের কোন সাহাবীকে গালি দিতে না পারে। সাহাবাগণ হযরত আবদুল্লাহর পক্ষে বহু সুপারিশ করে হযরত ওমর (রা.)কে বিরত করেন।

হাজরে আসওয়াদকে হযরত ওমর (রা.)-এর সম্বোধন

আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রা.) হাজরে আসওয়াদকে সম্বোধন করে বলেন, হে পাথর শোনো, আল্লাহর কসম করে বলছি তুমি শুধু একটি পাথর। কারো উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা তোমার নাই। যদি রাসূল (স.)-কে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম তবে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না। রাসূলের সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক মুশরিকদের দেখানোর জন্য আমরা তা করছি। আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের ধ্বংস করে দিয়েছেন।

হযরত ওমর (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস

হযরত ওমর (রা.) বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, আমি আমার পরবর্তীকালের মতভেদ সম্পর্কে আমার প্রভুর নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আল্লাহ তায়ালা আমার নিকট ওহী প্রেরণ করেন যে, হে মোহাম্মদ তোমার সাহাবাগণ আমার নিকট আকাশের নক্ষত্রের মতো। একজন অন্যজনের চেয়ে অধিক শক্তিশালী এবং প্রত্যেকেরই আলো রয়েছে। সাহাবাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে এমন বিষয়ের উপরও যারা আমল করবে, এরকম ব্যক্তি আমার নিকট হেদায়েতপ্রাপ্তরূপে পরিগণিত হবে। তারপর রাসূল (স.) বলেন, আমার সাহাবাগণ নক্ষত্রের মতো যে ব্যক্তিই তাদের আনুগত্য করবে সে ব্যক্তিই হেদায়েত লাভ করবে।

ইয়ামেনী সাহাবাদের সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)

হযরত ওমর (রা.) একদিন ইয়ামেনী কয়েকজন সাহাবাকে দেখলেন, যাদের তাঁবু ছিল চামড়া দিয়ে তৈরি। তিনি তখন বললেন, যে ব্যক্তি মহানবী (স.)-এর সাহাবাদের দেখতে চায় সে যেন এইসব ইয়ামেনী সাথীকে দেখে নেয়।

www.pathagar.com

এক দুপুরে ক্ষুধার্ত রাসূল (স.) হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.)

হযরত ওমর (রা.) বলেন, এক দুপুরে রাসূল (স.) ঘরে থেকে বের হলেন। মসজিদে নববীতে যাওয়ার পর সেখানে হযরত আবু বকর (রা.)কে দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কি কারণে এখানে এসেছ আবু বকর? আবু বকর (রা.) নিজের ক্ষুধার্ত হওয়ার কথা জানালেন। এ সময় আমিও মসজিদে গেলাম। আমিও রাসূল (স.)-কে আমার ক্ষুধার্ত হওয়ার কথা জানালাম। রাসূল (স.) বললেন তোমরা কি ঐ খেজুর বাগান পর্যন্ত যেতে পারবে? সেখানে খাবার পাবে পানি পাবে ছায়া পাবে। আমার সাথে চলো। তারপর আমি এবং হযরত আবু বকর (রা.) সাহাবী আবুল ছায়াছাম ইবনে তাইছান আনসারীর ঘরের নিকট গেলাম।

হাকাম ইবনে কায়সানের ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে হযরত ওমর (রা.)

হযরত মেকদাদ ইবনে আমর (রা.) বলেন, আমরা হাকাম ইবনে কায়সানকে গ্রেফতার করলাম। আমাদের সিপাহসালার তাকে হত্যা করার কথা চিন্তা করলেন। আমি বললাম, বাদ দিনতো, আমরা বরং তাকে মহানবী (স.)-এর নিকট হাজির করবো। তিনি যা ভালো মনে করেন করবেন। তারপর হাকাম ইবনে কায়সানকে আমরা মহানবী (স.)-এর নিকট উপস্থিত করলাম। মহানবী (স.) দীর্ঘ সময় যাবত হাকাম ইবনে কায়সানকে ইসলামের সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহী হচ্ছিলেন না। অস্বাভাবিক দেরী হচ্ছে দেখে হযরত ওমর (রা.) রাসূল (স.) কে বললেন, আপনি কি আশায় এই ব্যক্তির সাথে কথা বলছেন? আল্লাহর কসম যতোদিন দুনিয়া বিদ্যমান থাকবে ততোদিন পর্যন্ত সে ঈমান আনবে না। অনুমতি দিন হে আল্লাহর রাসূল, হাকামকে শিরচ্ছেদ করে জাহান্নামে পৌছে দিই। মহানবী (স.) হযরত ওমর (রা.) এর কথায় কান দিলেন না। তিনি হাকামকে বুঝাতে লাগলেন। অবশেষে হাকাম ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত ওমর (রা.) বলেন হাকামকে ইসলাম গ্রহণ করতে দেখে পূর্বাপর সব কথা আমার মনে পড়লো। মনে মনে বললাম, আমি মহানবী (স.)-এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন বিষয়ে সাহস দেখালাম কিভাবে যা তিনি আমার চেয়ে বেশি জানেন। তারপর আমি ব্যাখ্যামূলকভাবে বললাম, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.)-এর মঙ্গল চেয়েছিলাম। হযরত ওমর (রা.) বলেন, মোটকথা হাকাম মুসলমান হলেন এবং আল্লাহর পথে জেহাদ করলেন। বীর মাউনার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করে তিনি জান্নাতবাসী হলেন, মহানবী (স.) তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

www.pathagar.com

একজন মুরতাদ সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এর অভিমত

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) একবার একজন মুরতাদ সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এর মতামত চাইলেন। সেই লোকটি একাধিকবার ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং একাধিকবার মুরতাদ হয়ে গেছে। হযরত আমর (রা.) জানতে চাইলেন, হে আমীরুল মোমেনীন এই লোকটির ইসলাম কি গ্রহণযোগ্য হবে? হযরত ওমর (রা.) আমর ইবনুল আস (রা.)-এর এ বিষয়ক চিঠির জবাবে লিখলেন যে, আল্লাহ তায়ালা যতক্ষণ পর্যন্ত তার ইসলাম কবুল করেন ততক্ষণ তাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত দিতে থাকো। যদি সে মেনে নেয় তবে ছেড়ে দাও, যদি না মানে তবে শিরচ্ছেদ করো।

একজন পাদ্রীর অবস্থা দেখে হযরত ওমর (রা.)-এর কান্না

আবু ঈমরান জুওয়ারী বর্ণনা করেন, হযরত ওমর (রা.) এক পাদ্রীর আস্তানার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় পথের পাশে কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য বসলেন। খবর পেয়ে পাদ্রী বাইরে এলেন। কঠোর সংযম সাধনায় পাদ্রী নিতান্ত শীর্নকায় এবং দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। হযরত ওমর (রা.) লোকটিকে দেখে কেঁদে ফেললেন। তাঁকে বলা হলো, হুজুর সেতো খ্রিস্টান। হযরত ওমর (রা.) বললেন,আমি সেকথা জানি কিন্তু তাকে দেখে সূরা গাশিয়ার এই আয়াত আমার মনে পড়ে গেল, আল্লাহ বলেন, সেদিন অনেক মুখমণ্ডল অবনত, ক্লিষ্ট ক্লান্ত হবে। তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। তাদেরকে অতি উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে পান করানো হবে।

এই পাদ্রীর কঠিন সংযম সাধনা দেখে আমার কান্না পেলো। কারণ দুনিয়ার এতো কষ্ট সহ্য করা সত্বেও সে দোযখে যাবে।

www.pathagar.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.)-এর মধ্যে কথা কাটাকাটি

সহীহ বোখারীতে হযরত আবুদ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, একবার হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.) এর মধ্যে কোনো বিষয়ে কথা কাটাকাটি হলো। এ খবর জেনে মহানবী (স.) বললেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে তোমাদের নিকট পয়গাম্বর হিসাবে প্রেরণ করেছেন। তোমরা আমাকে অবিশ্বাস করেছ কিন্তু আবু বকর অবিশ্বাস করেনি বরং আমাকে সাহায্য করেছে। তোমরা কি আমার কারণে আমার সাথীকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকতে পারো না? মহানবী (স.) দুইবার এই কথা উচ্চারণ করেন। এ কথার পর অন্য কেউ কখনো এমনকি হযরত ওমরও কখনো হযরত আবু বকরকে কষ্ট দেননি। মহানবী (স.)-এর এই কথা দ্বারা বোঝা যায় হযরত আবু বকর (রা.) সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

ইসলাম গ্রহণের জন্য হযরত ওমর (রা.)-এর প্রতি মহানবী (স.)-এর আহ্বান

মহানবী (স.) এই দোয়া করেন, হে আল্লাহ ইসলামকে ওমর ইবনে খাত্তাব অথবা আবু জেহেল ইবনে হিশামের দ্বারা শক্তি দান করো। আল্লাহ তায়ালা হযরত ওমরের ব্যাপারে মহানবী (স.)-এর এই দোয়া কবুল করেন। হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের পরই মূর্তি পূজার দেয়াল ধসে পড়ে এবং ইসলামের দেয়াল শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

তিবরানী গ্রন্থে হযরত সাওবান থেকে এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (স.) হযরত ওমর (রা.)-এর দুই বাহু ধরে নাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করেন, কি উদ্দেশ্যে এসেছ? হযরত ওমর (রা.) বললেন, আপনি যে জিনিসের প্রতি সবাইকে দাওয়াত দিতেছেন, আমার নিকটেও তা বলুন। মহানবী (স.) বললেন, সাক্ষ্য দাও যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, তাঁর কোন শরিক নাই, মোহাম্মদ (স.) তাঁর বান্দা ও রাসূল। একথা শোনা মাত্র হযরত ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত আসলাম (রা.) বলেন, হযরত ওমর (রা.) আমাদের বললেন, তোমরা কি চাও আমার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী তোমাদের নিকট ব্যক্ত করি? আমরা বললাম, জ্বী হাঁ অবশ্যই। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি ছিলাম আল্লাহর রাসূলের শত্রুদের মধ্যে সবচেয়ে বড় শত্রু। সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী

www.pathagar.com

একটি ঘরে মহানবী (স.) অবস্থান করছিলেন। আমি তাঁর নিকট গিয়ে তাঁর সামনে বসলাম। তিনি আমার কামিজ ধরে বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র ইসলাম গ্রহণ কর। সাথে সাথে এই দোয়া করলেন, হে আল্লাহ ওকে হেদায়েত দান কর। সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখ থেকে উচ্চারিত হলো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই, এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসূল। আমার ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানরা এতো জোরে তকবির ধ্বনি উচ্চারণ করলেন যে, মক্কার অলিতে গলিতে তার প্রতিধ্বনি শোনা গেল।

মুরতাদদের সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এর মনোভাব

হযরত আনাস (রা.) বলেন, হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা.) আমাকে তসতর বিজয়ের খবরসহ হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট প্রেরণ করেন। হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞাসা করেন, কবরক ইবনে ওয়ায়েলের যে ছয়জন লোক ধর্মান্তরিত হয়ে পুনরায় কাফেরদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে তাদের খবর কি? আমি নিবেদন করলাম, হে আমীরুল মোমেনীন, ওরা ধর্মান্তরিত হয়ে কাফেরদের সাথে মিলিত হয়েছে, কতল করা ছাড়া আর কি করা যেতো? হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমরা যদি তাদেরকে হত্যা না করে গ্রেফতার করে রাখতে, তবে আমি সূর্যালোকপ্রাপ্ত সমুদয় ভূমণ্ডলের সকল সোনারূপা আমার হাতে পাওয়ার চেয়ে বেশি খুশি হতাম। আমি প্রথমে তাদেরকে বলতাম, যে ইসলাম থেকে তারা বের হয়েছে সেই ইসলামে যেন পুনরায় প্রবেশ করে। যদি তা করতো তবে আমি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতাম, তা না হলে তাদেরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করতাম।

অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা.) প্রেরিত একজন লোক এলো। হযরত ওমর (রা.) সেখানে লোকদের খবরাখবর জেনে নিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, পশ্চিমের লোকদের কোনো খবর আছে নাকি? আগন্তুক বললেন, হাঁ আছে। এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা তাকে কি করেছ? আগন্তুক বললেন, আমরা তাকে ডেকে এনে তার শিরশ্ছেদ করেছি। হযরত ওমর (রা.) বললেন, এমন কেন করেছ? প্রথমে তাকে তিনদিন আটকে রাখতে, এ সময় প্রতিদিন একটি রুটি খেতে দিতে এবং তওবা করার অনুরোধ জানাতে। এতে হয়তো সে তওবা করে পুনরায় ইসলামে ফিরে আসতো। হে আমার আল্লাহ, সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম না, আমি লোকটিতে হত্যার আদেশও দিইনি, এই খবর পাওয়ার পর সন্তুষ্টও হইনি।

www.pathagar.com

মহানবী (স.)-এর প্রতি একজন ইহুদীর উদ্ধত আচরণে হযরত ওমর (রা.)-এর ক্রোধ

হযরত যায়েদ ইবনে সাআনা বলেন, একদিন মহানবী (স.) তাঁর সহধর্মিনীদের ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে হযরত আলী (রা.)ও ছিলেন। এমন সময় একটি লোক উটে আরোহণ করে তাঁদের নিকটে এলো। লোকটিকে দেখে মনে হচ্ছিল বেদুঈন। লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমার কওমের অমুক গ্রামের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। ইসলামের দাওয়াত দেয়ার সময় আমি তাদের বলেছিলাম, যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো তবে তোমাদের রেযেক বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে সেখানে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছে। বৃষ্টি মোটেই হচ্ছে না। হে আল্লাহর রাসূল, আশঙ্কা বোধ করছি যে, সামান্য লোভের বশবর্তী হয়ে তারা হয়তো ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করবে। আপনি যদি সমীচীন মনে করেন তবে তাদের নিকট কিছু সাহায্য প্রেরণ করুন। মহানবী (স.) হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি তাকালেন। হযরত আলী (রা.) রাসূল (স.)-এর তাকানোর অর্থ বুঝে বললেন, সেই মালামালের কিছুইতো এখন আর অবশিষ্ট নেই।

হযরত যায়েদ (রা.) বলেন, মহানবী (স.)-এর নিকট গিয়ে আমি তখন বললাম, আপনি যদি চান তবে অমুক খেজুর বাগান আমার নিকট বিক্রি করুন এবং মেয়াদ নির্ধারণ করে দিন। মহানবী (স.) বললেন কোন বাগান নির্দিষ্ট করবে না। আমি বললাম ঠিক আছে তাই হবে আপনি যেভাবে ভালো মনে করেন সেভাবেই করুন। তারপর আমি মহানবী (স.)-এর হাতে আশি মিকাল সোনা দিলাম। তিনি সমুদয় সোনা ঐ লোকটির হাতে দিয়ে বললেন, এই অর্থ দ্বারা তাদের সাহায্য করো। ইনসাফ ভিত্তিক বণ্টন করবে।

হযরত যায়েদ (রা.) বলেন, নির্দিষ্ট মেয়াদের তিন দিন আগে মহানবী (স.) হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.) এবং হযরত ওসমান (রা.)সহ বের হলেন। তিনি একটি জানাযার নামাযে ইমামতি করলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার জন্য একটি দেয়ালের পাশে বসলেন। এ সময় আমি মহানবী (স.)-এর নিকট এসে তাঁর কামিজ ও চাদর ধরে মুখ বিকৃত করে তাঁর প্রতি তাকিয়ে বললাম, হে মোহাম্মদ আপনি আমার পাওনা আদায় করছেন না কেন? খোদার কসম, আমি যতোটা জানি, সমগ্র বনি আবদুল মোত্তালেব ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে টালবাহানা করে থাকে। আপনাদের এ ধরনের ধান্দাবাজি সম্পর্কে আমি আগে থেকেই জানতাম।

www.pathagar.com

এমন সময় হযরত ওমর (রা.)-এর প্রতি তাকিয়ে আমি লক্ষ্য করলাম, তাঁর চোখে ক্রোধের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে। তিনি আমাকে রুক্ষকণ্ঠে বললেন, ওরে আল্লাহর দুশমন জনাব রসূলুল্লাহ (স.) সম্পর্কে তুই এমন কথা বলেছিস, যা আমি শুনছি, তোর তৎপরতা আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছি।

হযরত আব্বাস (রা.)-এর রূঢ় ব্যবহারের বিরুদ্ধে হযরত ওমর (রা.)-এর অভিযোগ

মহানবী (স.) হযরত ওমর (রা.)কে যাকাত আদায়ের দায়িত্ব দিলেন। হযরত ওমর (রা.) প্রথমে রাসূল (স.)-এর চাচা হযরত আব্বাসের নিকট গেলেন। দেখা হওয়ার পর বললেন, হে আবুল ফজল, আপনার মালামালের যাকাত নিয়ে আসুন। হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, যদি আমার এবং তোমার বিষয় হতো তবে যা বলার বলতাম। তারপর হযরত আব্বাস (রা.) রূঢ় ভাষায় হযরত ওমর (রা.)কে কি যেন বললেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম যদি আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের নিকট আপনার মর্যাদার ভয় না করতাম তবে আপনার এখনকার ব্যবহারের জন্য যা করার আমি করতাম। তারপর উভয়ে নিজ নিজ গন্তব্যে চলে গেলেন।

হযরত ওমর (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর নিকট হযরত আব্বাস (রা.)-এর রূঢ় ব্যবহার সম্পর্কে অভিযোগ করলেন। হযরত আলী (রা.) হযরত ওমর (রা.)কে সঙ্গে নিয়ে রাসূল (স.)-এর নিকট গিয়ে সব কথা তাঁকে জানালেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে রাসূল, আপনার চাচা আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন এবং আমাকে ধমক দিয়েছেন। আমি বলেছি, যদি আপনার মর্যাদার ভয় না করতাম তবে সমুচিত জবাব দিতাম। রাসূল (স.) বললেন, তুমি তার মর্যাদা রক্ষা করেছ আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মর্যাদা দান করুন। হযরত আব্বাসকে তুমি কিছু বলো না। আমি তার নিকট থেকে দুই বছরের যাকাত উসুল করে রেখেছি।

হযরত ওমর (রা.)-এর প্রতি হযরত সালমানের সম্মান

হযরত ওমর (রা.) হযরত সালমান (রা.)-এর নিকটে গেলেন। হযরত সালমান (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর বসার জন্য তাঁর সম্মানার্থে তাকিয়া এগিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, রাসূল (স.)কে আমি বলতে শুনেছি, একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের গৃহে যাওয়ার পর সেই গৃহস্বামী মেজবান যদি মেহমানের তাজিমের জন্য তাকিয়া এগিয়ে দেয় তবে এই আমলের কারণে আল্লাহ তায়ালা মেজবানকে ক্ষমা করে দেন।

www.pathagar.com

একজন মহিলার কথা শোনার জন্য হযরত ওমর (রা.)-এর যাত্রা বিরতি

হযরত ওমর (রা.) একদিন গাধার পিঠে আরোহণ করে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে খাওলা নামে এক বৃদ্ধা মহিলা হযরত ওমর (রা.)কে বললেন, ওমর একটু কথা ছিল। হযরত ওমর (রা.) সাথে সাথে গাধার পিঠ থেকে নেমে এলেন। মহিলা নিচু স্বরে কি যেন প্রয়োজনের কথা বললেন। হযরত ওমর (রা.) মহিলার প্রয়োজন পূরণ করলেন।

হযরত ওমর (রা.)-এর সঙ্গীগণ অবাক হয়ে বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন, কোরায়েশ বংশের এই বৃদ্ধার কথা শোনার জন্য আপনি যাত্রা বিরতি করলেন? হযরত ওমর (রা.) বললেন, এই মহিলা কে জানো? ইনি খাওলা বিনতে ছা'লাবা। এই মহিলা যদি বলতেন তবে সারারাত আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম। আল্লাহ তায়ালা সাত আসমানের উপর থেকে এই মহিলার কথা শুনেছেন। কোরআনে আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সেই মহিলার কথা শুনেছেন যে মহিলা তোমার নিকট নিজের স্বামী সম্পর্কে অভিযোগ করেছে এবং ঝগড়া উপস্থাপন করেছে।

একটি পরিত্যক্ত শিশু সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এর সিদ্ধান্ত

একজন মহিলা হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট এসে বলল, হে আমীরুল মোমেনীন আমি একটি শিশুকে কুড়িয়ে পেয়েছি। শিশুটির পরিধানে রয়েছে সাদা মিশরীয় পোশাক। সেই পোশাকের ভেতর একশত দীনার রয়েছে। আমি শিশুটির জন্য অর্থের বিনিময়ে ধাত্রী নিযুক্ত করেছি। বর্তমানে চারজন মহিলা আসছে এবং শিশুটিকে আদর করছে। আমি বুঝতে পারছি না কে শিশুটির প্রকৃত মা।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, সেই মহিলারা তোমার নিকট এলে আমাকে খবর দেবে। মহিলা তাই করলো। হযরত ওমর (রা.) মহিলাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমাদের মধ্যে এই শিশুর মা কে? একজন মহিলা বলল, হে আমীরুল মোমেনীন আপনি কিন্তু ভালো করছেন না। আল্লাহ তায়ালা যে মহিলার পাপ গোপন রেখেছেন আপনি তার পাপের পর্দা উন্মোচিত করতে চান।

হযরত ওমর (রা.) বললেন তুমি সত্য কথাই বলেছ। তারপর হযরত ওমর (রা.) শিশুটি কুড়িয়ে পাওয়া মহিলাকে বললেন, এই সকল মহিলা শিশুটিকে আদর করতে এলে তাদের কাউকে কিছু বলবে না। কিছু জিজ্ঞাসা করবে না। তুমিও শিশুটির প্রতি মমতাপূর্ণ ব্যবহার করবে। একথা বলে হযরত ওমর (রা.) ফিরে এলেন।

www.pathagar.com

হযরত ওমর (রা.) জাবির ইবনে আবদুল্লাহর প্রশংসা করলেন

হযরত ওমর (রা.) নিজের ঘরে বসেছিলেন। সে সময় জাবির ইবনে আবদুল্লাহসহ অন্য কয়েকজন সেখানে ছিলেন। হঠাৎ হযরত ওমর (রা.) দুর্গন্ধ পেলেন। তিনি বললেন, যিনি দুর্গন্ধের জন্য দায়ী তিনি যেন ওজু করে আসেন। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন, সকলেই কি ওজু করে আসবেন? হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে জাবির আল্লাহ তোমাকে রহমত করুন। তুমি আইয়ামে জাহেলিয়াতেও ভাল সর্দার ছিলে ইসলামের যমানায়ও ভালো সর্দার। হযরত ওমর (রা.) বুঝতে পারলেন যে, বায়ু নিঃসরণের জন্য একজন দায়ী। কিন্তু সেই ব্যক্তি ওজু করতে উঠলে সবাই তার প্রতি তাকাবে এবং সে ব্যক্তি লজ্জা পাবে। এ কারণে জাবির জিজ্ঞাসা করেছেন সবাই ওজু করবে কিনা। হযরত ওমর (রা.) জাবিরের কথার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন এ কারণে তার প্রশংসা করলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন।

হযরত ওমর (রা.) আবু মেহজানের ঘর থেকে চুপচাপ চলে এলন

হযরত ওমর (রা,)-এর কানে অভিযোগ এলো যে, আবু মেহজান সাকাফী (রা.) তার ঘরে মদের আসর জমিয়ে অন্যদের সঙ্গে মদ পান করেন। হযরত ওমর (রা.) একদিন আবু মেহজানের ঘরে গেলেন। কিন্তু সেখানে মাত্র একজন লোক দেখতে পেলেন। আবু মেহজান বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন, আপনার জন্য এ কাজ সমীচীন নয়। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে অন্যের দোষ সন্ধান করতে নিষেধ করেছেন। হযরত ওমর (রা.) তাঁর সাথী যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) এবং আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) এর মতামত চাইলেন। তারা উভয়ে আবু মেহজানের বক্তব্য সমর্থন করলেন। হযরত ওমর (রা.) আবু মেহজানের ঘর থেকে চুপচাপ চলে এলেন।

পাপ করে তওবাকারিনী এক যুবতীর পিতাকে হযরত ওমর (রা.)-এর পরামর্শ

একজন লোক হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট হাজির হয়ে বলল, আমার একটি মেয়ে আছে। শৈশবে তাকে জীবিত কবর দিয়েছিলাম কিন্তু পরক্ষণেই তুলে এনেছি। মৃত্যু হওয়ার আগেই তাকে উদ্ধার করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে সে আমাদের সঙ্গেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। যুবতী হওয়ার পর সে একটি কবিরা গুনাহ করলো। তারপর অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে নিজেকে জবাই করতে উদ্যত

www.pathagar.com

হলো। আমরা তাকে রক্ষা করেছি। ততক্ষণে ঘাড়ের কিছু রগ সে কেটে ফেলেছে। পরে আমরা তার চিকিৎসা করালাম এবং সে সুস্থ হলো। সুস্থ হওয়ার পর সে তওবা করলো। তার তওবা ছিল খাঁটি তওবা। কিছুদিন পর মেয়েটির বিয়ের প্রস্তাব এলো। যারা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল আমি তাদেরকে মেয়েটির পূর্ববর্তী পাপ কাজ সম্পর্কে অবগত করলাম।

হযরত ওমর (রা.) সব কথা শুনে বললেন, আল্লাহ যা গোপন করেছেন তুমি তা প্রকাশের ইচ্ছা করছো? যদি অন্য কারো নিকট মেয়েটির পাপের কথা প্রকাশ করো তবে আমি তোমাকে এমন শাস্তি দেব যা অন্যদের শিক্ষনীয় হয়ে থাকবে। যাও, সতী নারীর মতোই তার বিয়ের ব্যবস্থা করো।

পাপ পরে তওবাকারিনী এক যুবতীর চাচার প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর পরামর্শ

একজন যুবতী পাপ করলো। তাকে শাস্তিও দেয়া হলো। তারপর তারা হিজরত করে মদীনায় এলো। মদীনায় মেয়েটি খাঁটি তওবা করলো। মেয়েটির চাচার নিকট বিয়ের প্রস্তাব এলো। কিন্তু তার চাচা মেয়েটির পাপের কথা গোপন রেখে বিয়ে দিতে রাজি ছিল না। তবে মেয়েটি চাচার এরকম ইচ্ছা সম্পর্কে জানুক চাচার এটাও পছন্দ ছিল না।

এক পর্যায়ে মেয়েটির চাচা এ বিষয়ে হযরত ওমর (রা.)-এর পরামর্শ চাইল। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমার পূণ্যশীলা নিষ্কলঙ্ক মেয়ের বিবাহ যেভাবে দিয়ে থাকো, এই মেয়েটির বিয়েও সেইভাবে দাও।

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন না করার জন্য হযরত ওমর (রা.)-এর নির্দেশ

বুরাইদ বলেন, হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট আমি বসেছিলাম। হঠাৎ নারীকণ্ঠের কান্নার শব্দ ভেসে এলো। হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে ইয়ারফা দেখোতো কে কাঁদে। হযরত ইয়ারফা বললেন, কোরায়েশদের একজন দাসী কাঁদছে। কাঁদছে, কারণ তার মাকে বিক্রি করে দেয়া হচ্ছে। হযরত ওমর (রা.) একথা শুনে মুহাজির ও আনসারদের সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। সবাই একত্রিত হওয়ার পর তিনি বললেন, হে লোকসকল, রাসূল (স.) যে জীবন বিধান নিয়ে এসেছেন সেই বিধানে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন না করার কথাও বলা হয়েছে। এটা কি তোমরা জানো? উপস্থিত লোকেরা বলল না, আমাদের জানা নাই। হযরত ওমর (রা.) কোরআনের এই আয়াত পাঠ করলেন, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। (সূরা মোহাম্মদ, আয়াত-২২)

www.pathagar.com

এই আয়াত পাঠ করার পর হওযরত ওমর (রা.) বললেন, একজন মানুষের মাকে বিক্রি করা হচ্ছে, এর চেয়ে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার ঘটনা আর কি হতে পারে? বর্তমানে আল্লাহ তোমাদেরকে স্বাচ্ছন্দ দিয়েছেন, সাহাবাগণ বললেন, আপনি যেমন ভালোমনে করেন তেমনি করুন। হযরত ওমর (রা.) ফরমান জারি করলেন, কোনো মুক্ত মানুষের মাকে বিক্রি করা যাবে না। কারণ এতে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা বৈধ নয়।

জমি না পাওয়ায় মসজিদ সম্প্রসারণের ইচ্ছা ত্যাগ করলেন হযরত ওমর (রা.)

মদীনার একটি মসজিদের খুব কাছে ছিল হযরত আব্বাস (রা.)-এর ঘর। হযরত ওমর (রা.) হযরত আব্বাস (রা.)কে বললেন, আপনি আপনার ঘর বিক্রি করুন। আমি মসজিদ সম্প্রসারণ করবো। হযরত আব্বাস (রা.) রাজি হলেন না। হযরত ওমর (রা.) বললেন তবে জায়গাটি আমাকে হেবা করে দিন। হযরত আব্বাস (রা.) এতেও রাজি হলেন না। হযরত ওমর (রা.) বললেন তাহলে আপনি নিজেই আপনার জায়গা মসজিদকে দান করুন। হযরত আব্বাস (রা.) এতেও রাজি হলেন না। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তিনটি প্রস্তাব দিয়েছি, এর একটি আপনাকে মানতে হবে। হযরত আব্বাস (রা.) বললেন মোটেই না। হযরত ওমর (রা.) প্রস্তাব করলেন এ বিষয়টি মীমাংসার জন্য চলুন কাউকে শালিস মানি। হযরত আব্বাস (রা.) উবাই ইবনে কা'ব (রা.)কে শালিস মানলেন। দু'জনে উবাইয়ের নিকট গেলেন। উভয়ের কথা শোনার পর উবাই বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন আপনি হযরত আব্বাসকে রাজি না করিয়ে তার ঘর উচ্ছেদ করতে পারবেন না। হযরত ওমর (রা.) বললেন, কোরআন সুন্নায় কি কোথাও এরকম কোন প্রমাণ আছে? হযরত উবাই বললেন, রাসূল (স.)-কে আমি বলতে শুনেছি, বায়তুল মোকাদ্দাস তৈরি করার সময় হযরত সোলায়মান (আ.) সমস্যায় পড়েন। একটি দেয়াল নির্মাণ করার পরই সেই দেয়াল পরদিন ভাঙ্গা অবস্থায় পাওয়া যেতো। কয়েকদিন এরকম হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা হযরত সোলায়মানের নিকট ওহী পাঠালেন যে, কোন ব্যক্তিকে রাজি না করিয়ে তার জায়গায় দেয়াল তৈরি করবে না। একথা শোনার পর হযরত ওমর (রা.) মসজিদ সম্প্রসারণের ইচ্ছা ত্যাগ করলেন। পরে হযরত আব্বাস (রা.) নিজের ঘর অন্যত্র সরিয়ে নিলেন এবং হযরত ওমরকে ঘরের জায়গা মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য দান করলেন।

www.pathagar.com

মদ পানের অভিযোগে নিজ পুত্রকে নিজ হাতে দ্বিতীয় বার প্রহার করেন হযরত ওমর (রা.)

হযরত ওমর (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ বলেন, আমার ভাই আবদুর রহমান এবং ওতবা ইবনে হারেসের পুত্র আবু সরুয়া মিসরে থাকার সময়ে মদ পান করে এবং নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সে সময় হযরত ওমর (রা.) খেলাফতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মদ পানের পর অনুতপ্ত দুই যুবক মিসরীয় গবর্নর আমর ইবনুল আস-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আমরা এক প্রকার মদ পান করেছি এতে আমাদের নেশা হয়েছে। আপনি শাস্তি দিয়ে আমাদেরকে পবিত্র করে দিন। আবদুল্লাহ বলেন, আমার ভাই আবদুর রহমান মদ পানের কথা আমাকে জানালো। আমি বললাম ভেতরে চলো, আমি তোমাকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে দেব। তখন আমার জানা ছিল না আমার ভাই গবর্নর আমর ইবনুল আসকেও একথা জানিয়ে এসেছে। আমি তাকে বললাম, তুমি আবার মানুষের মধ্যে মাথা কামাবে না, ঘরে চলো, আমি তোমার মাথা কামিয়ে দেব। সে সময় কেউ পদ পান করলে শাস্তিস্বরূপ তার মাথার চুল কামিয়ে দেয়া হতো আবার চাবুক দিয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রহারও করা হতো। আবদুল্লাহ বলেন, আমার ভাইয়ের মাথার চুল আমি নিজে কামিয়ে দিয়েছিলাম। আমার ইবনুল আস উভয়কে ডেকে চাবুক দিয়ে প্রহার করলেন।

হযরত ওমর (রা.) এ খবর পাওয়ার পর গবর্নর আমর ইবনুল আসকে লিখলেন যে, আব্দুর রহমানকে মদীনায় পাঠিয়ে দাও। আবদুর রহমান মদীনায় আসার পর হযরত ওমর (রা.) পুত্রকে প্রহার করলেন। পিতা হিসাবে তিনি পুত্রকে এ শাস্তি দিয়েছিলেন। এ ঘটনার এক মাস পর আবদুর রহমান ইন্তেকাল করলেন।

হযরত ওমর (রা.)-এর শোনানো হাদীস শুনে প্রহারকারীকে কোরায়শী যুবকের ক্ষমা

ভণ্ড নবী আসোয়াদ আনাসির হত্যাকারী ফিরোজ দায়লামীকে হযরত ওমর (রা.) একখানি চিঠিতে লিখলেন আমি খবর পেয়েছি তুমি কাজকর্ম কিছু করো না বরং শুধু মধু পান করে সময় কাটাচ্ছ। এ চিঠি পাওয়ার পর মদীনায় আসো এবং আল্লাহর পথে জেহাদে শামিল হও।

হযরত ওমর (রা.) এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার পর খবর পেয়ে হযরত ওমর (রা.) ফিরোজ দায়লামীকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। অনুমতির সুযোগ গ্রহণ করে ফিরোজ দায়লামীর আগেই এক কোরায়শী যুবক খলীফার দরবারে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল।

www.pathagar.com

ফিরোজ দায়লামী এতে ক্রুদ্ধ হলেন এবং যুবকের মুখে ঘুষি মারলেন। যুবক রক্তাক্ত মুখে খলীফার দরবারে উপস্থিত হলো। হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন তোমার এরকম অবস্থা হলো কি করে? যুবক সব কথা জানালো। হযরত ওমর (রা.) ফিরোজ দায়লামীকে ডেকে যুবককে প্রহার করার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ফিরোজ কারণ ব্যক্ত করলেন। হযরত ওমর (রা.) তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দিলেন যে,এই যুবক তোমার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। ফিরোজ বললেন, প্রতিশোধ না নিলে কি চলে না? হযরত ওমর (রা.) বললেন, না চলে না। ফিরোজ দায়লামী এ কথা শুনে মাটিতে বসে পড়লেন।

হযরত ওমর (রা.) কোরায়শী যুবককে বললেন, শোনো তোমাকে একটি হাদীস শোনাচ্ছি। এই হাদীস শোনার পরও যদি তোমার প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছা থাকে তবে নিও। হাদীসটি হচ্ছে, একদিন সকালে রাসূল (স.) আমাদের বলেছেন, নবুয়তের মিথ্যা দাবীদার ভণ্ডনবী আসোয়াদ আনাসি গত রাতে নিহত হয়েছে। ফিরোজ দায়লামী নামের একজন ভালো মানুষ তাকে হত্যা করেছে। এই হাদীস শোনার পরও কি তুমি প্রতিশোধ নিতে চাও? কোরায়শী যুবক বলল, হে আমীরুল মোমেনীন, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। ফিরোজ দায়লামী হযরত ওমর (রা.)কে বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে, যুবক কতো সহজে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে? হযরত ওমর (রা.) বললেন হ্যাঁ লক্ষ্য করেছি। ফিরোজ দায়লামী বললেন আমি আমার তলোয়ার, ঘোড়া এবং ৩০ হাজার দিরহাম এই যুবককে দান করলাম। হযরত ওমর (রা.) যুবককে বললেন, হে কোরায়শী ভাই তুমি ক্ষমা করেছ, সাথে সাথে ক্ষমার পুরস্কারও পেয়েছ।

হযরত ওমর (রা.) ওবাদা ইবনে সামেতকে ক্ষতিপুরণ দেয়ার আদেশ দিলেন

বায়তুল মুকাদ্দাসের সন্নিকটে একটি ঘটনা ঘটেছিল। বিশিষ্ট সাহাবী ওবাদা ইবনে সামেত (রা.) একজন নাবতি ক্রীতদাসকে ডেকে বললেন, আমার এই ঘোড়াটি তুমি কিছুক্ষণ ধরে রাখো। ক্রীতদাস রাজি হলো না। ওবাদা (রা.) ক্রীতদাসকে প্রহার করলেন, তার মাথা রক্তাক্ত হয়ে গেল। ক্রীতদাস যুবক হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট অভিযোগ করলো। হযরত ওমর (রা.) ওবাদার নিকট কৈফিয়ত চাইলেন। ওবাদা ঘটনা খুলে বললেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তুমি প্রস্তুত হও, এই ক্রীতদাস তোমার উপর প্রতিশোধ নিবে। সেখানে উপস্থিত ওবাদার ভাই যায়েদ বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন আপনি একজন ক্রীতদাসের

www.pathagar.com

প্রতিশোধ নিজের ভাইয়ের উপর নিতেছেন? এ কথা শোনার পর হযরত ওমর (রা.) ক্রীতদাসকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য ওবাদাকে আদেশ দিলেন।

একজন সিরীয় ইহুদীকে ফাঁসীর নির্দেশ দিলেন হযরত ওমর (রা.)

হযরত ওমর (রা.) একবার সিরিয়া সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে একজন নির্যাতিত ইহুদী গায়ে প্রহারের চিহ্ন নিয়ে একজন মুসলমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো। হযরত ওমর (রা.) সোহায়েবকে ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য পাঠালেন। সোহায়েব জানতে পারলেন আওফ ইবনে মালেক এ কাজ করেছেন। তিনি আওফকে বললেন, আমীরুল মোমেনীন তোমার উপর ভীষণ রেগে আছেন। তোমাকে কঠোর শাস্তি দেয়া হতে পারে। তুমি মাআজ ইবনে জাবালের কাছে যাও যা কিছু বলার তাকে বলো। তিনি তোমার ব্যাপারে আমীরুল মোমেনীনের সঙ্গে কথা বলবেন।

হযরত ওমর (রা.) নামায আদায় করলেন। তারপর সোহায়েবের খোঁজ করলেন। হযরত সোহায়েবের উপস্থিতিতে হযরত মাআজ বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন ইনি হচ্ছেন আওফ, যার বিরুদ্ধে ইহুদী অভিযোগ করেছে, তার কথা শুনুন। হযরত ওমর (রা.) আওফকে জিজ্ঞাসা করলেন কি ঘটনা ঘটেছিল? আওফ বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন এই ইহুদী একজন মহিলাকে নিয়ে গাধার পিঠে করে কোথাও যাচ্ছিল। কিছুদূর যাওয়ার পর মহিলাকে ধাক্কা দিল। মহিলা না পড়ায় জোরে ধাক্কা দিয়ে তাকে গাধার পিঠ থেকে ফেলে দিল। তারপর সে মহিলার বুকের উপর উঠলো। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমার কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য মহিলাকে উপস্থিত করা হোক। হযরত আওফ মহিলাকে হাজির করার জন্য গেলেন, কিন্তু মহিলার পিতা এবং স্বামী ক্ষেপে গেল। তারা বলল, তুমি কি শুরু করেছ? সমাজের চোখে তুমি আমাদেরকে যথেষ্ট অপমান করেছ। মহিলা বলল, আমি যাবো আমীরুল মোমেনীনের কাছে। মহিলার পিতা এবং স্বামী বলল, তোমাকে যেতে হবে না, তোমার পক্ষ থেকে আমরাই খলীফাকে সব কথা জানাবো। তারপর তারা খলীফার নিকট উপস্থিত হয়ে আওফের মতোই ঘটনার বিবরণ দিল।

হযরত ওমর (রা.) সব কথা শোনার পর অভিযুক্ত ইহুদীকে ফাঁসীর আদেশ দিলেন। তিনি বললেন এরকমের কাজ করার জন্য তোমাদের সাথে আমরা চুক্তি করিনি। হে লোকসকল তোমরা মোহাম্মদের যিম্মাদারীতে আল্লাহকে ভয় করো। যে ব্যক্তি চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করবে আমরা তাঁর দায়িত্ব নেব না।

হযরত সোহায়েব (রা.) বলেন এই অভিযুক্ত ব্যক্তিই ছিল ইহুদীদের মধ্যে ফাঁসীতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত প্রথম ইহুদী।

www.pathagar.com

নিহত ইহুদীর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার আদেশ প্রত্যাহার করলেন হযরত ওমর (রা.)

হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতের সময়ে একজন ইহুদীকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেল। হযরত ওমর (রা.) এ খবর পাওয়ার পর মিম্বরে উঠে বললেন, আমার খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর অন্যায়ভাবে মানুষের রক্ত ঝরেছে। নিহত ইহুদীর হত্যাকারীর খবর কারো জানা থাকলে সে যেন আমাকে জানায়। একথা শোনার পর বকর ইবনে শাদাখ লাইলী বললেন হে আমীরুল মোমেনীন আমি তাকে খুন করেছি। হযরত ওমর (রা.) বললেন আল্লাহু আকবর তুমি তাকে খুন করেছ? কিন্তু কি কারণে খুন করেছ, আত্মরক্ষার কোন যুক্তি কি আছে তোমার? বকর বললেন, অমুক ব্যক্তি জেহাদে গেছেন এবং তার পরিবারের উপর নজর রাখার জন্য আমাকে বলে গেছেন। আমি সেই দায়িত্ব পালনের জন্য গেলাম। ঘরের বাইরে থেকে শুনতে পেলাম, সেই ইহুদী এই কবিতা আবৃত্তি করছে–

হায় আশআম তুমি ধোকা খেয়েছ আমার ব্যাপারে।
তোমার স্ত্রীর সাথে পুরো রাত আমি কাটিয়েছি অন্ধকারে।
আশআমের স্ত্রীর বুকের উপর আমি কাটিয়ে দিয়েছি সারারাত
ও দিকে আশআম সওয়ারীর পিঠে ক্লান্তি নিয়ে করেছে প্রভাত।
আশআমের স্ত্রীর উরুতে ছিলাম আমি থোকা থোকা গোশতের মাঝে।
সারারাত কাটিয়ে দিয়েছি ক্লান্তিকর আনন্দিত সঙ্গমের কাজে।

এই জঘন্য বিবরণ শোনার পর হযরত ওমর (রা.) বকরের কথা বিশ্বাস করলেন। বকরের জন্য রাসূল (স.)-এর দোয়ার কথা হযরত ওমর (রা.)-এর মনে পড়লো। বকর ইবনে লাইসী নাবালেগ অবস্থায় রাসূল (স.)-এর খেদমত করতেন। একদিন বকর রাসূল (স.)কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি নাবালেগ ছিলাম এ কারণে আপনার ঘরে প্রবেশ করতাম। এখন আমি বালেগ হয়েছি। রাসূল (স.) একথা শুনে বকরের জন্য দোয়া করে বললেন, হে আল্লাহ তার কথার সত্যতা দাও এবং তাকে কামিয়াব করো।

হযরত ওমর (রা.) নিহত ইহুদীর হত্যার ক্ষতিপূরণের জন্য ইতিপূর্বে দেয়া আদেশ প্রত্যাহার করলেন।

হযরত ওমর (রা.)-এর সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে অগ্নিপূজক হরমুজানের ইসলাম গ্রহণ

তসতর অবরোধ করার পর হযরত ওমর (রা.)-এর নির্দেশে হরমুজান নিচে নেমে এলো। হয়রত ওমর (রা.) বললেন কথা বলো। হরমুজান জানতে চাইল

www.pathagar.com

জীবিতদের কথা বলবো নাকি মৃতদের? হযরত ওমর (রা.) তাকে অভয় দিয়ে বললেন, যা কিছু বলার তুমি নির্ভয়ে বলো। হরমুজান বলল, যতোদিন আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ততোদিন আমরা আরবদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছি। তাদের গ্রেফতার করেছি ক্রীতদাসে পরিণত করেছি হত্যা করেছি। কিন্তু এখন আল্লাহ্ আপনাদের সহায়। ফলে আমাদের হাত ভেঙ্গে গেছে।

হযরত ওমর (রা.) আনাস ইবনে মালেকের মতামত চাইলেন। আনাস বলেন, আমি বললাম, হে আমীরুল মোমেনীন নীতিগতভাবে আপনি হরমুজানকে হত্যা করতে পারেন না। কারণ আপনি তাকে অভয় দিয়েছেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন কিন্তু আমি বারা ইবনে মালেক, মাজাজা ইবনে ছাওবের খুনীকে কিভাবে রেহাই দিব? হে আনাস তুমি মনে হয় হরমুজানের নিকট থেকে ঘুষ নিয়েছ। আনাস বললেন জ্বী না ঘুষ লই নাই। হযরত ওমর (রা.) বললেন যদি তুমি তোমার সপক্ষে কোন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারো তবে আমি তোমাকে শাস্তি দেব।

হযরত আনাস (রা.) বলেন আমি বাইরে গেলাম এবং যোবায়ের ইবনে আওয়ামকে সব কথা বললাম। তিনি আমার পক্ষে সাক্ষী দিলেন। এরপর হযরত ওমর (রা.) তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন। এদিকে হরমুজান ইসলাম গ্রহণ করলো। হযরত ওমর (রা.) হরমুজানের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিলেন।

বৃদ্ধ যিম্মির জন্য বায়তুল মাল থেকে বৃত্তির ব্যবস্থা করলেন হযরত ওমর (রা.)

সিরিয়া সফরের সময় হযরত ওমর (রা.) লক্ষ্য করলেন একজন অমুসলিম বৃদ্ধ যিম্মি ভিক্ষা করছে। হযরত ওমর (রা.) বৃদ্ধের বিষয়ে খোঁজ খবর নিলেন। জানা গেল যে বৃদ্ধের কয়েকটি সন্তানও রয়েছে। হযরত ওমর (রা.) বৃদ্ধ যিম্মির জিযিয়া কর মওকুফ করে দিলেন।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে এক মসজিদের সামনে একজন বৃদ্ধ যিম্মিকে ভিক্ষা করতে দেখে হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমরা তোমার প্রতি সুবিচার করিনি। বৃদ্ধ বয়সে তোমাকে জিযিয়া কর দিতে হচ্ছে। এতে তুমি বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছ। তারপর হযরত ওমর (রা.) সেই বৃদ্ধের জন্য বায়তুল মাল থেকে প্রয়োজনীয় বৃত্তির ব্যবস্থা করলেন।

হযরত ওমর (রা.) ফরিয়াদী ইহুদীর পক্ষে রায় দিলেন

একবার একজন মুসলমান এবং একজন ইহুদী পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হলো। হযরত ওমর (রা.) উভয়ের

www.pathagar.com

বক্তব্য শুনলেন তারপর ইহুদীর পক্ষে রায় দিলেন। ইহুদী খুশী হয়ে বলল, খোদার কসম আপনি ন্যায় বিচার করেছেন। হযরত ওমর (রা.) ইহুদীকে চাবুকের খোঁচা দিয়ে বললেন, তুমি কিভাবে বুঝেছ যে, আমি ন্যায় বিচার করেছি?

ইহুদী বলল, আমি তাওরাতে দেখেছি যে, যিনি ন্যায়বিচার করেন তার ডানেবামে দুইজন ফেরেশতা থাকেন তারা সেই বিচারককে ন্যায়বিচার সম্পন্ন করার কাজে সহায়তা করেন এবং দোয়া করেন। বিচারক যদি সত্য থেকে বিচ্যুত হন তবে সেই ফেরেশতা বিচারককে ছেড়ে আকাশে চলে যান।

চাবুক দিয়ে খোঁচা দেয়ার বিনিময় দিলেন হযরত ওমর (রা.)

আয়ায ইবনে আবু সালমা (রা.) ছিলেন একজন সাহাবী। তিনি হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে সম্পর্কিত তার ব্যক্তি জীবনের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আয়ায বলেন, হযরত ওমর (রা.) একদিন বাজারে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার সময় তাঁর হাতে ছিল চাবুক। তিনি আমাকে চাবুক দিয়ে খোঁচা মেরে বললেন, রাস্তার আবর্জনাগুলো পরিষ্কার করে দাও।

আয়ায বলেন, এক বছর পর হযরত ওমর (রা.) আমাকে বললেন, তুমি কি হজ্ব করতে চাও? আমি বললাম হাঁ চাই। তিনি আমার হাত ধরে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তারপর আমার হাতে ছয়শত দিরহাম দিয়ে বললেন, এই অর্থ দিয়ে হজ্ব পালন করবে। গত বছর আমি তোমাকে যে চাবুকের খোঁচা দিয়েছিলাম তার বিনিময়ে এই অর্থ দেয়া হলো। আমি বললাম হে আমীরুল মোমেনীন গত বছরের সেই কথাতো আমার মনে নাই। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমার মনে না থাকলে কি হবে আমারতো মনে আছে।

হযরত ওমর (রা.) বললেন আমার মাথা মাটির উপর রাখো

হযরত ওমর (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ বলেন, হযরত ওমর (রা.)-এর মৃত্যুর আগে তার মাথা ছিল আমার কোলের উপর। তিনি বললেন, আমার মাথা মাটির উপর রাখো। আমি বললাম, আব্বা, মাটির উপর রাখা আর আমার কোলে রাখাতো একই কথা। তিনি রুঢ়ভাবে বললেন, আমার মাথা মাটির উপর রাখো। আমি তাঁর মাথা মাটির উপর রাখলাম। তিনি বললেন, যদি আমার প্রতিপালক আমার উপর দয়া না করেন তবে আমার ধ্বংস অনিবার্য। আমার মা যে আমাকে এই দুনিয়ার আলো দেখিয়েছেন সেই আলো দেখানো বৃথা হয়ে যাবে।

হযরত ওমর (রা.)কে বর্শা নিক্ষেপ করার পর তিনি বললেন, যদি আমার নিকট পৃথিবী ভরা সোনা থাকতো তবে আল্লাহর আযাব দেখার আগেই আমি সেই সকল সোনা আল্লাহর পথে ব্যয় করতাম।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মানুষ হয়ে জন্ম নেয়ায় হযরত ওমর (রা.)-এর আক্ষেপ

হযরত ওমর (রা.) বললেন, হায় যদি আমি ভেড়া হতাম, ঘরের লোকেরা আমাকে ইচ্ছামতো পানাহার করিয়ে মোটাতাজা করতো তারপর মেহমান এলে আমাকে জবাই করে কিছু অংশ রান্না আর কিছু অংশ ভূনা করতো। তারপর পায়খানারূপে বাইরে বের করে ফেলতো। যদি আমি মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ না করতাম।

আমের ইবনে রাবিয়া বলেন, হযরত ওমর (রা.)কে আমি দেখেছি তিনি একটি তৃণ হাতে নিয়ে বলছেন, হায় যদি আমি এই তৃণ হতাম, হায় যদি আমি জন্মগ্রহণই না করতাম। হায় যদি আমি কিছুই না হতাম হায় যদি আমার মা আমাকে প্রসব না করতেন।

হযরত ওমর (রা.)-এর দোযখের ভয় এবং বেহেশতের আশা

হযরত ওমর (রা.) একদিন বলেছেন, যদি আকাশ থেকে ঘোষক একথা ঘোষণা দেয় যে, একজন ব্যতীত সবাই বেহেশতে প্রবেশ করো, আমার ভয় হচ্ছে সে ব্যক্তি আমি হবো কিনা যে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি কোন ঘোষক ঘোষণা করে যে, তোমরা সবাই দোযখে প্রবেশ করবে আর শুধু একজন বেহেশতে প্রবেশ করবে, এতে আমার মনে এরকম আশা আছে যে সেই এক ব্যক্তি আমি হবো। অর্থাৎ শুধু আমিই বেহেশতে প্রবেশ করবো।

হযরত ওমর (রা.) বললেন খেলাফতের দায়িত্ব পালনের কারণে আমি কোন পাপপুণ্য চাই না

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত ওমর (রা.)কে বর্শার আঘাত করার পর তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন। আমি তাঁর শয্যাপাশে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আমীরুল মোমেনীন, সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ তায়ালা আপনার মাধ্যমে বহু শহর বহু জনপদ আবাদ করেছেন। নেফাক দূর করেছেন। সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে স্বচ্ছলতা এনে দিয়েছেন।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে আবদুল্লাহ তুমি কি আমার খেলাফতের ব্যাপারে প্রশংসা করছো? আমি বললাম হ্যাঁ। হযরত ওমর (রা.) বললেন, সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। খেলাফতের দায়িত্ব যেভাবে গ্রহণ

www.pathagar.com

করেছি সেভাবে সেই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেলেই আমি খুশী। খেলাফতের দায়িত্ব পালনের কারণে আমি কোন পাপ পুণ্য চাই না। সেই সময়ের জন্য আমি শাস্তিও চাই না পুরস্কারও চাই না।

শাসকের সামনে নির্ভয়ে কথা বলা প্রসঙ্গে হযরত ওমর (রা.)

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)কে কোরআনে একটি আয়াত পাঠ করতে দেখে হযরত ওমর (রা.) তাকে বাধা দিলেন। বললেন এই আয়াত তুমি কোথায় পেয়েছ? হযরত উবাই (রা.) বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন, আমি এই আয়াত রাসূল (স.)-এর নিকট শুনেছি। আপনি সেই সময় বাকীই নামক জায়গায় বেচাকেনায় ব্যস্ত ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন তুমি সত্য কথাই বলেছ। আসলে আমি তোমাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম যে তোমাদের মধ্যে শাসকের সামনে সত্য বলার মতো কে আছে। সেই শাসনকর্তার মধ্যে কোন মঙ্গল নাই যার সামনে সত্য কথা না বলা হয় এবং যিনি নিজে সত্য কথা না বলেন।

হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আমি আগেই বলেছি হে ওমর তুমি আমার চেয়ে খেলাফতের বেশি উপযুক্ত

উয়াইনা ইবনে হাসান (রা.) এবং আকরা ইবনে হাবেস (রা.) একদিন হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফত আমলে তাঁর কাছে গেলেন। তারা বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন আমাদের বাড়ির কাছে একটি অনাবাদী সরকারী জমি রয়েছে। সেখানে শুধু ঘাস জন্মে। আপনি যদি উক্ত জমি আমাদেরকে জায়গীর হিসেবে দেন তবে আমরা সেখানে কৃষি কাজ করবো। হযরত আবু বকর (রা.) আবেদন অনুযায়ী একটি দলিল প্রস্তুত করে উক্ত দুজনকে সেই জমি দিয়ে দিলেন। সাক্ষী হিসাবে হযরত ওমর (রা.)-এর নাম লেখা হলো। হযরত ওমর (রা.)-এর স্বাক্ষর নেয়ার জন্য উক্ত দুইজন সাহাবীকে পাঠানো হলো। হযরত ওমর (রা.) দলিল হাতে নিয়ে দলিলের লেখা কেটে দিলেন এবং থু থু দিলেন। দুই সাহাবীকে তিনি বললেন, রাসূল (স.) তোমাদেরকে ভালবাসতেন, সে সময় ইসলাম ছিল দুর্বল। বর্তমানে আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে সম্মান দিয়েছেন। শক্তি দিয়েছেন। তোমরা যাও, চেষ্টা করো আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। তবে আমি বলি আল্লাহ যেন তোমাদেরকে সাহায্য না করেন। উক্ত দুই সাহাবী চরম বিরক্ত হয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট এসে বললেন, খলীফা কে, আপনি নাকি হযরত ওমর? হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, খলীফাতো ইচ্ছা করলে তিনি হতে পারতেন কিন্তু হননি। এমন

www.pathagar.com

সময় হযরত ওমর (রা.) এসে রাগতভাবে হযরত আবু বকরকে বললেন, আপনি যে জমি ওই দুইজনকে দিয়ে দিলেন সেই জমি আপনার নাকি মুসলমানদের? হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আমার আশেপাশে যারা আছে তারা আমাকে পরামর্শ দিয়েছে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, কিন্তু আপনি কি সকল মুসলমানদের জন্য পরামর্শ চেয়েছেন নাকি ঐ দুইজনের জন্য চেয়েছেন? হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আমি আগেই বলেছিলাম, হে ওমর তুমি খেলাফত পরিচালনায় আমার চেয়ে বেশি উপযুক্ত। কিন্তু তোমরা আমার কথা রাখো নাই বরং আমার উপরেই খেলাফতের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছ।

সাহাবাগণ সরাসরি হযরত ওমর (রা.)-কে কিছু জিজ্ঞাসা করতেন না

হযরত ওমর (রা.) খলীফা হওয়ার পর সাহাবাগণ কোন বিষয়ে কোন কথা সরাসরি হযরত ওমর (রা.) কে জিজ্ঞাসা করতেন না। হযরত ওসমান (রা.) অথবা হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)-এর মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করতেন। হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফত আমলে হযরত ওসমান (রা.) রাদিফে নামে পরিচিত ছিলেন। রাদিফে এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি অন্য মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন। আরবী ভাষায় এমন ব্যক্তিকেও রাদিফ বলা হয় যার নাম, ক্ষমতাসীন খলীফার পরবর্তী সময়ে মনোনয়নের জন্য আলোচিত হয়। হযরত ওমর (রা.) এবং হযরত ওসমান (রা.) কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম না হলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর পরামর্শ নেয়া হতো।

রাসূলের (স.) একটি হাদীস শুনে হযরত ওমর (রা.) বিষণ্ন হলেন

হাওয়াজেন গোত্রের নিকট থেকে যাকাত আদায়ের জন্য হযরত ওমর (রা.) বাশার ইবনে আসেমকে মনোনীত করলেন। আদেশ পাওয়ার পরও হযরত আসেম (রা.) ঘরে বসে রইলেন। হযরত ওমরা (রা.) তাঁর সাথে দেখা করে বললেন তুমি যাচ্ছ না কেন? আমার আদেশ পালন কি তোমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না? বাশার ইবনে আসেম বললেন আপনার আদেশ শিরোধার্য। কিন্তু আমি রাসূল (স.) কে বলতে শুনেছি যাকে মুসলমানদের নেতা নির্বাচিত করা হয়েছে সে যদি সততার সাথে ন্যায় নীতির সাথে দায়িত্ব পালন করে তবে কেয়ামতের দিন নাজাত পাবে। আর তা যদি না করে তবে সেই কঠিন দিনে দোযখের উপর স্থাপিত একটি পুলের উপর তাকে দাঁড় করানো হবে। সেই পুল ফেটে যাবে এবং সে ব্যক্তি দোযখের দিকে ৭০ বছর যাবত পতিত হতে থাকবে। সেই দোযখ গভীর অন্ধকারে পরিপূর্ণ।

www.pathagar.com

হযরত ওমর (রা.) এই হাদীস শোনার পর বিষণ্ন মনে হযরত আসেমের গৃহ থেকে ফিরে যাচ্ছিলেন। পথে হযরত আবু যর গেফরী (রা.)-এর সাথে দেখা হলো। আবু যর (রা.) বিষণ্নতার কারণ জানতে চাইলে হযরত ওমর (রা.) আসেমের নিকট শোনা হাদীসের কথা জানালেন। হযরত আবু যর (রা.) বলেন, আপনি কি এই হাদীস শোনেননি? হযরত ওমর (রা.) বললেন না শুনিনি। হযরত আবু যর (রা.) তখনই সেই হাদীস হযরত ওমর (রা.)কে শোনালেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, কেউ কি আছে যে আমার নিকট থেকে খেলাফতের এই দায়িত্ব গ্রহণ করাবে? হযরত আবু যর (রা.) বললেন, এই দায়িত্ব সেই ব্যক্তিই গ্রহণ করবে আল্লাহ যার নাক কেটে দিয়েছেন। তবে আমার জানা মতে আপনার জন্য এই খেলাফতের দায়িত্ব পালনে কল্যাণ রয়েছে। যদি আপনি অনুপযুক্ত কারো উপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত করেন তবে সেজন্য আপনি পাপের ভাগী হবেন।

নিযুক্ত গবর্নরদের বিষয়ে হযরত ওমর (রা.)-এর খবরদারি

হযরত ওমর (রা.) কোন গবর্নর নিযুক্ত করার পর সেই এলাকা থেকে আগত প্রতিনিধি দলের নিকট সেই গবর্নর সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতেন। তিনি জানতে চাইতেন তোমাদের গবর্নর কেমন? তিনি কি ক্রীতদাসদের প্রতি সেবা ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন। জানাযার পেছনে যান? তার দরোজার অবস্থা কেমন? নরম নাকি গরম? যদি জিজ্ঞাস্য বিষয়ে, সেই গবর্নর সম্পর্কে প্রশংসনীয় কথা বলা হতো তবে গবর্নরকে স্বপদে বহাল রাখতেন অন্যথা তাকে বরখাস্ত করার আদেশ সম্বলিত চিঠি তৈরি করে পত্রবাহককে পাঠাতেন।

গবর্নর নিয়োগের সময় হযরত ওমর (রা.) দেয়া শর্তাবলী

মনোনীত গবর্নরদের কর্মক্ষেত্রে প্রেরণের আগে হযরত ওমর (রা.) নিম্নোক্ত শর্তাবলী পালনের ব্যাপারে তাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করতেন। শর্তাবলী হচ্ছে– (১) তুর্কী ঘোড়ায় আরোহণ করবে না। (২) চালুনিতে ছানা আটার রুটি খাবে না। (৩) মিহিন পোশাক পরিধান করবে না। (৪) নিজেদের প্রয়োজনে কেউ দেখা করতে এলে দরজা বন্ধ রাখবে না।

এসব শর্তের একটিও যদি পালন না করো তবে তোমাদের শাস্তি দেয়া হবে। এসব বিষয়ে অঙ্গীকার গ্রহণ করার পর গবর্নরদের তাদের নতুন কর্মস্থলে প্রেরণ করা হতো।

সিরিয়ার গবর্নর পদে নিযুক্তির হযরত ওমর (রা.)-এর প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন আবু দ্দারদা (রা.)

হযরত আবু দ্দারদা (রা.) সিরিয়ায় যাওয়ার জন্য হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট অনুমতি চান। হযরত ওমর (রা.) বললেন, যদি গবর্নর পদ গ্রহণ করতে

www.pathagar.com

রাজি হও তবে অনুমতি দিতে পারি অন্যথা অনুমতি দেব না। আবু দ্দারদা বললেন আমি গবর্নর হব না। হযরত ওমর (রা.) বললেন আমি অনুমতি দিব না। আবু দ্দারদা (রা.) বললেন, সিরিয়ার জামে মসজিদে আমি ইমামতির দায়িত্ব নিতে পারি অন্য কোন কাজের দায়িত্ব নিতে পারব না। হযরত ওমর (রা.) রাজি হলেন এবং আবু দ্দারদাকে সিরিয়া যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

বেশ কিছুদিন পর হযরত ওমর (রা.) সিরিয়ায় গেলেন। এক রাতে আবু দ্দারদার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। হযরত আবু দ্দারদা (রা.) যে ঘরে থাকতেন সেই ঘরের দরজায় কোন হুড়কা ছিল না। হযরত ওমর (রা.) অন্ধকারে খুঁজে আবু দ্দারদাকে বের করলেন। আবু দ্দারদা (রা.) বললেন কে আপনি? আমীরুল মোমেনীন নাকি? হযরত ওমর (রা.) বললেন হ্যাঁ। আবু দ্দারদা বললেন, অনেকদিন হয়ে গেছে প্রায় এক বছরতো হবে দেখা সাক্ষাৎ নাই। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহ তোমাকে রহমত করুন। আমি কি তোমার ভালো করিনি? আবু দ্দারদা (রা.) বললেন, হে ওমর আপনার কি রাসূল (স.)-এর সেই হাদীস স্মরণ আছে যে হাদীসে তিনি বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের জীবন যাপনের জন্য ততটুকু জিনিস থাকা উচিত যতটুকু জিনিস মুসাফিরের সফরের জন্য প্রয়োজন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, হ্যাঁ স্মরণ আছে। আবু দ্দারদা (রা.) বললেন, হে ওমর আপনার কি রাসূল (সা.)-এর সেই হাদীস স্মরণ আছে যে হাদীসে তিনি বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের জীবন যাপনের জন্য ততটুকু জিনিস থাকা উচিত যতটুকু জিনিস মুসাফিরের সফরের জন্য প্রয়োজন। হযরত ওমর (রা.) কেঁদে ফেললেন। আবু দ্দারদাও কাঁদলেন। ভোর হওয়া পর্যন্ত দু'জন কেঁদেই কাটালেন।

হেমস প্রদেশের গবর্নরকে হযরত ওমর (রা.) শাস্তি দিলেন

হেমস প্রদেশের কিছু লোক হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে দেখা করতে এলেন। হযরত ওমর (রা.) তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন তোমাদের শাসনকর্তা কেমন? তারা বললেন, ভালো, তবে তিনি একখানি অট্টালিকা তৈরি করেছেন, সেখানে তিনি বসবাস করেন। হযরত ওমর (রা.) সাথে সাথে একখানি চিঠি লেখেন। পত্রবাহককে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তুমি সেখানে গিয়ে সাথে সাথে গবর্নরের অট্টালিকার দরোজা পুড়িয়ে দেবে। তারপর গবর্নরকে আমার চিঠি দেবে। পত্রবাহক তাই করলেন। গবর্নর তার কর্মচারীদের আদেশ দিলেন তারা যেন খলীফার দূতকে যথাযথ সম্মান করে এবং দরোজা পোড়ানো বিষয়ে কিছু না করে।

www.pathagar.com

খলীফার চিঠি পড়ার পর গবর্নর সাথে সাথে ঘোড়ায় উঠলেন এবং মদীনায় হযরত ওমর (রা.)-এর সামনে উপস্থিত হলেন। হযরত ওমর (রা.) হেমসের গবর্নরকে দেখার সাথে সাথে বললেন, আমার সাথে হীরায় চলো। হীরায় বেশ কিছু যাকাতের উট ছিল। হযরত ওমর (রা.) গবর্নরকে বললেন জামা খোলো, রাখালদের পোশাক পরিধান করো। তারপর বললেন ওইসব উটকে পানি পান করাও। দীর্ঘক্ষণ উটদের পানি পান করানোর পর ক্লান্ত শ্রান্ত গবর্নরকে হযরত ওমর (রা.) বললেন, তুমি কবে ঐ অট্টালিকা তৈরি করেছ? গবর্নর বললেন অল্প কিছুদিন আগে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, সাধারণ মানুষদের নিকট থেকে দূরত্ব বজায় রাখা এবং গরীব মিসকিন বিধবাদের দূরে রাখার জন্যই তো একাজ করেছ। ঠিক আছে কর্মস্থলে ফিরে যাও, ভবিষ্যতে কখনো এ রকম কাজ করবে না।

হযরত ওমর (রা.) ইয়াজিদকে চাবুক দিয়ে আঘাত করলেন

সিরিয়া সফরের সময় হযরত ওমর (রা.) সিরিয়া উপকণ্ঠে সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার যাত্রা বিরতি করলেন। সঙ্গে ছিলেন বিশ্বস্ত ভৃত্য ইয়ারফা। অন্ধকার ঘন হলে হযরত ওমর (রা.) বললেন, ইয়ারফা আমাকে মাবিয়ার পুত্র ইয়াজিদের ঘরে নিয়ে চলো। ইয়াজিদের কাছে কিছু লোক গল্পের আসর জমিয়েছে। চেরাগ জ্বলছে। রেশমী পোশাক সজ্জিত বিছানায় তারা বসে আছে। সেইসব পোশাক মুসলমানদের গনিমতের মাল দিয়ে তৈরি। তুমি তাদের সালাম করবে। তারা জবাব দিবে। কিন্তু তোমার পরিচয় পাওয়ার আগে তোমাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিবে না।

তারপর উভয়ে ইয়াজিদের ঘরের সামনে গেলেন। ইয়ারফা ইয়াজিদের উদ্দেশ্যে সালাম জানিয়ে জবাবের অপেক্ষায় রইল। ইয়াজিদ বলল অ আলায়কুম সালাম। ইয়ারফা বলল, আমি কি ভেতরে আসতে পারি। ইয়াজিদ জিজ্ঞাসা করলো তুমি কে? ইয়ারফা নিজের নাম জানিয়ে বলল, আমার সঙ্গে যিনি আছেন তার পরিচয় জেনে তুমি খুশি হবে না। আমার সঙ্গে রয়েছেন আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রা.)। ইয়াজিত দরজা খুলে দিল। হযরত ওমর (রা.) লক্ষ্য করলেন ভেতরে গাল্পিকগণ গল্প করছে। চেরাগ চলছে। সবাই রেশমী কাপড়ে আচ্ছাদিত বিছানায় বসে আছে। হযরত ওমর (রা.) ইয়াজিদের কানের কাছে হাতের চাবুক দিয়ে আঘাত করলেন। তারপর ইয়ারফাকে বললেন দরোজায় দাঁড়িয়ে থাকো কেউ যেন পালাতে না পারে। তারপর বিছানা গুটিয়ে রংবাজদের বললেন, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা এখানে বসে থাকবে।

www.pathagar.com

এক দৃষ্টিহীনা মহিলার সেবা করলেন হযরত ওমর (রা.)

মদীনার উপকণ্ঠে এক দৃষ্টিহীনা মহিলা বসবাস করতেন। রাত্রিকালে হযরত ওমর (রা.) সেই মহিলার খবর নিতেন। তিনি বৃদ্ধার জন্য কূপ থেকে পানি তুলে দিতেন। ঘর পরিষ্কার করতেন। একদিন তিনি লক্ষ্য করলেন কে যেন তাঁর পৌছার আগেই বৃদ্ধার প্রয়োজনীয় কাজ করে দিয়ে যায়। কয়েকদিন এরকম চলার পর একদিন হযরত ওমর (রা.) আগে ভাগে গিয়ে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি দেখলেন হযরত আবু বকর (রা.) সেই বৃদ্ধার ঘরের কাজ করে দিচ্ছেন। হযরত আবু বকর (রা.) সেই সময় ছিলেন মুসলিম বিশ্বের খলীফা। হযরত ওমর (রা.) ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন। স্বগতোক্তি করলেন, হে খলীফাতুর রাসুলুল্লাহ আপনার পক্ষেই এ কাজ করা সম্ভব।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, হযরত ওমর (রা.) সেই বৃদ্ধার সেবা করছিলেন। হযরত তালহা (রা.) অগোচরে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। পরদিন সকালে হযরত ওমর (রা.) বৃদ্ধার ঘরে গিয়ে লক্ষ্য করলেন বৃদ্ধ অন্ধ এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত। হযরত তালহা (রা.) বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করলেন গত রাতে যিনি তোমার ঘরে এসেছিলেন তিনি কেন এসেছেন? বৃদ্ধা বলল, আমি তাকে চিনি না। তবে এই লোকটি দীর্ঘদিন যাবত আমার প্রয়োজনীয় কাজ করে দেন। প্রয়োজনীয় জিনিস এনে দেন। আমার যাবতীয় কষ্ট দূর করেন। হযরত তালহা (রা.) নিজেকে সম্বোধন করে বললেন, হে তালহা তুমি কি হযরত ওমর (রা.)-এর দোষ খুঁজতে বেরিয়েছিলে?

আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে আপোষহীন হতে হবে

এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রা.)কে জিজ্ঞাসা করলো, আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে সমালোচকদের সমালোচনাকে আমি কি গুরুত্ব দেব? প্রতিবাদমুখর হবো নাকি সংযম অবলম্বন করবো? হযরত ওমর (রা.) প্রশ্নকারীকে বললেন, মুসলমানদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিশেষ কোন ক্ষমতা লাভ করে, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাকে আপোষহীন হতে হবে। কোন বাধার সামনে সে নীতিস্বীকার করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবে না তাকে হতে হবে সংযমী। সে সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের সদুপদেশ প্রদান করবে।

একজন গবর্নরের বিরুদ্ধে হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট চারটি বিষয়ে অভিযোগ

হেমস প্রদেশের অধিবাসীগণ একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট চারটি অভিযোগ করলো। অভিযোগ হচ্ছে– (১) গবর্নর অনেক

www.pathagar.com

বেলা করে ঘর থেকে বের হন। (২) রাত্রিকালে তিনি কারো কথার জবাব দেন না। (৩) মাসে একদিন তিনি আমাদের কারো সাথে দেখা করেন না। সাতদিন বা দশদিন পর তিনি এমন অবস্থায় উপনীত হন যেন মরে যাচ্ছেন।

হযরত ওমর (রা.) গবর্নর সাঈদ ইবনে আমেরের নিকট এসব অভিযোগ উল্লেখ করে তার জবাব জানতে চান। সাঈদ বলেন, প্রথম অভিযোগের জবাব হচ্ছে যে, আমার বাসায় কোন কাজের লোক নাই। খাবার তৈরির কাজে আমি আমার স্ত্রীকে সাহায্য করি। আমি আটা মাখাই রুটি তৈরি করি। আমার স্ত্রী সেগুলো উনুনে সেঁকে দেন। এ কারণে বাইরে বের হতে কিছুটা দেরী হয়। দ্বিতীয় অভিযোগের জবাব হচ্ছে, আমি দিন ও রাতকে দুই ভাগে ভাগ করেছি। দিন মানুষের সেবায় কাটাই, রাত্রি আল্লাহর এবাদতে কাটাই। তৃতীয় অভিযোগের জবাব হচ্ছে মাসে একবার আমি নিজের জামাকাপড় ধুই। এক সেট পোশাক আমার। ভেজা কাপড় শুকাতে সারাদিন লেগে যায়। এ কারণে বাইরে কারো সাথে দেখা করতে পারি না। চতুর্থ অভিযোগের জবাব হচ্ছে আমার ইসলাম গ্রহণের আগে যখন আমি কাফের ছিলাম সে সময় হযরত খোবায়েব (রা.)-এর উপর কাফেরদের অত্যাচার নির্যাতন আমি লক্ষ্য করেছি। খোবায়েবের গায়ের এক টুকরা গোশত কেটে কাফেরগণ বলছিল তোমাকে এখনই ফাঁসিতে ঝোলানো হবে। তবে তুমি যদি মোহাম্মদকে আমাদের হাতে তুলে দিতে সাহায্য করো তবে তোমাকে মুক্তি দেয়া হবে। খোবায়েব বলেছিলেন, মোহাম্মদকে তোমাদের হাতে তুলে দেয়া দূরে থাক আমার জীবনের বিনিময়ে মোহাম্মদের পায়ে একটি কাটা ফুটবে এটাও আমি সহ্য করতে পারব না। আমি কাফের থাকার কারণে সে সময় খোবায়েবকে কোন সাহায্য করতে পারিনি। এ ঘটনা মনে পড়লে আমি বিচলিত হয়ে পড়ি।

এই বিবরণ শোনার পর হযরত ওমর (রা.) আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন এবং সাঈদ ইবনে আমেরের সংসার খরচ নির্বাহের জন্য এক হাজার দিনার পাঠিয়ে দিলেন। সাঈদ ইবনে আমেরের স্ত্রী সেই দিনার গ্রহণ না করে বললেন, আল্লাহ তায়ালা আমাদের ভালো রেখেছেন।

হযরত ওমর (রা.)-এর দায়িত্ব সচেতনতা

হযরত ওমর (রা/) একবার তাঁর সামনে উপস্থিত লোকদের বললেন, তোমরা বলো দেখি আমি যাকে ভালো জানি তাকে যদি শাসক নিয়োগ করি তারপর তাকে সুবিচার করার আদেশ দিই তবেই কি আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব আমি পালন করবো? সবাই বললো হ্যাঁ। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) বললেন না,

www.pathagar.com

আমি তা মনে করি না। আমি মনে করি সেই শাসনকর্তার কাজের মূল্যায়ন করে তার কাজ সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি দায়িত্ব মুক্ত হতে পারি না।

হজ্ব-এর মওসুমে সমবেত গবর্নরদের উদ্দেশ্যে হযরত ওমর (রা.)-এর ভাষণ ও একটি ঘটনা

প্রতি বছর হজ্ব-এর মওসুমে হযরত ওমর (রা.) গবর্নরদের তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করার আদেশ দিতেন। সেই ভাষণে তিনি বলতেন, হে লোক সকল শুনে রাখো আমার সামনে উপস্থিত গবর্নরদের আমি তোমাদের নিকট এই উদ্দেশ্যে পাঠাইনি যে, তারা তোমাদের খাবার খাবে আর তোমাদের অর্থসম্পদ গ্রহণ করবে। বরং এই উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছি তারা তোমাদের সমস্যার সমাধান করে দেবে, তোমাদের গনিমতের মাল তোমাদের মধ্যে বন্টন করবে। গবর্নরগণ যদি এই দায়িত্বের অতিরিক্ত কিছু অন্যায় করে থাকেন কেউ যদি তার শিকার হন তবে দাঁড়িয়ে অভিযোগ করতে পারেন।

মিসর থেকে আসা এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল হে আমীরুল মোমেনীন আপনার গবর্নর আমর ইবনুল আস আমাকে একশত চাবুক মেরেছেন। হযরত ওমর (রা.) আমর ইবনুল আস-এর নিকট কৈফিয়ত চাইলেন। জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তিনি অভিযোগকারী ব্যক্তিকে বললেন, তুমি প্রতিশোধ গ্রহণ কর।

গবর্নর আমর ইবনুল আস বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন আপনি যদি এটা রেওয়াজে পরিণত করেন তবে এরকম অভিযোগ বহু আসতে থাকবে। আপনার পরেও এই নিয়ম অব্যাহত থাকবে। হযরত ওমর (রা.) বললেন আমি নিজেই প্রতিশোধ নিতে বলিনি। রাসূল (স.)-কেও তাঁর নিজের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করাতে আমি দেখেছি। আমর ইবনুল আস বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন আমাকে একটু সময় দিন আমি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীকে সন্তুষ্ট করবো। তারপর আমর ইবনুল আস প্রতি আঘাতের জন্য দুই দিরহাম ক্ষতিপূরণ দিয়ে লোকটিকে সন্তুষ্ট করলেন।

একজন মহিলার মৃত শিশুর জন্য হযরত ওমর (রা.) ক্ষতিপূরণ দিলেন

একজন মহিলার স্বামী ছিল দীর্ঘদিন যাবত নিখোঁজ। হযরত ওমর (রা.) সেই মহিলাকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। মহিলা আসতে রাজি হলো না। হযরত ওমর (রা.) পুনরায় লোক পাঠালে মহিলা বলল, হযরত ওমরের নিকট আমার কি প্রয়োজন? একথা বললেও মহিলা রওয়ানা হলো। মহিলা ছিল গর্ভবতী। কিন্তু এতো ভয় পেয়েছিল যে, পথে তার প্রসব বেদনা শুরু হলো।

www.pathagar.com

এক ঘরে প্রবেশ করে মহিলা একটি সন্তান প্রসব করলো। কিন্তু নবজাত শিশু দুইবার কেঁদেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। এই ঘটনা শোনার পর হযরত ওমর (রা.)-এর উপদেষ্টা পরিষদ বৈঠকে বসলেন।

কেউ কেউ বললেন, হযরত ওমর (রা.) দায়ী নন কারণ তিনিতো মহিলাকে সুপথে আনছে চেয়েছেন। হযরত আলী (রা.) কোন কথা বললেন না। হযরত ওমর (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর মতামত চাইলেন। হযরত আলী (রা.) বললেন, ওরা যদি নিজেদের বিবেচনায় এই রায় দিয়ে থাকেন তবে তারা ভুল করেছেন। যদি আপনাকে খুশি করার জন্য এই রায় দিয়ে থাকেন তবে জেনে রাখুন ওরা আপনার ভালো চাননি। আমার মতামত হচ্ছে শিশুটির মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ দেয়া আপনার জন্য ওয়াজিব। কারণ আপনিই সেই মহিলার মনে ভয় জাগিয়ে দিয়েছেন। ভয়ের কারণেই তার প্রসব বেদনা দেখা দেয় এবং অসময়ে জন্মগ্রহণ করা শিশুটি মারা যায়। হযরত ওমর (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর মতামত গ্রহণ করলেন এবং সেই মহিলাকে ক্ষতিপূরণ দিলেন।

মৃত্যুর অপরাধে অপরাধী গবর্নরকে হযরত ওমর (রা.) ক্ষমা করে দিলেন

বাহরাইনের গবর্নরের নাম ছিল জারুদ। আদরিয়াস নামে একজন লোককে তার নিকট হাজির করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে সে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের নিকট চিঠি লিখেছে এবং শীঘ্রই তাদের সাথে মিলিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গবর্নর জারুদ আদরিয়াসকে শিরশ্ছেদে হত্যা করার আদেশ দেন। শাস্তি কার্যকর করার আগে আদরিয়াস চীৎকার করে বলছিল, হে ওমর হে ওমর।

এই খবর পাওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) সেই গবর্নরকে মদীনায় ডেকে পাঠালেন। গবর্নরকে সামনে বসিয়ে হযরত ওমর (রা.) বর্শা হাতে নিলেন। তারপর সেই বর্শা গবর্নরের দাঁড়ির কাছে নিয়ে বললেন, হে আদবিয়াস আমি উপস্থিত আমি উপস্থিত। গবর্নর জারুদ আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন আদরিয়াস ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছিল। অচিরেই সে শত্রুদের সঙ্গে মিশে যেতে মনস্থ করেছিল। হযরত ওমর (রা.) বললেন, শুধু মাত্র ইচ্ছা করার ভিত্তিতেই তুমি তাকে হত্যা করতে চেয়েছ? আমাদের মধ্যে কার মনে মন্দ ইচ্ছা জাগে না? আমি তোমাকে হত্যার আদেশ দিতাম কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য একটা রেওয়াজ হবে এই আশঙ্কায় তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।

www.pathagar.com

বৃদ্ধের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ পাইয়ে সেনাপতির অপরাধের শাস্তি দিলেন হযরত ওমর (রা.)

হযরত ওমর (রা.) একদিন মুয়াজ্জিনের আযান দেয়ার মতো করে দুই কানে আঙ্গুল গুঁজে ঘরে থেকে বের হলেন। তিনি বলছিলেন হে আহবানকারী আমি উপস্থিত আমি উপস্থিত। লোকেরা বলাবলি করছিল যে, আমীরুল মোমেনীন করা উদ্দেশ্যে এই সব কথা বলছেন? একজন লোক জানালো যে একজন সেনাপতির সেনাদলসহ নদী পার হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল। কিন্তু নদী পারাপারের জন্য কোন নৌকা পাওয়া যাচ্ছিল না। নদীর পানির গভীরতা জানার জন্য একজন লোককে ধরে আনার আদেশ দিলেন সেনাপতি। একজন বৃদ্ধকে ধরে আনা হলো এবং নদীতে নামিয়ে দেয়া হলো। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বৃদ্ধ চীৎকার করে বলছিল হে ওমর হে ওমর। একথা বলতে বলতে লোকটি নদীতে ডুবে মারা গেল।

এ মর্মান্তিক খবর পাওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) চিঠি লিখে সেই সেনাপতিকে মদীনায় হাজির করলেন। কয়েকদিন তার সাথে কথা বললেন না, তাকে এড়িয়ে চললেন। কয়েকদিন পর সেই সেনাপতিকে ডেকে বললেন তুমি কেন বৃদ্ধকে হত্যা করেছ? সেনাপতি বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন নদী পার হওয়ার মতো কোন বাহন পাওয়া যাচ্ছিল না। পানির গভীরতা যাচাইয়ের জন্য বৃদ্ধকে নদীতে নামানো হয়েছিল। এতেই সে ডুবে যায়। কিন্তু হে আমীরুল মোমেনীন, আমি অমুক অমুক শহর জয় করেছি। হযরত ওমর (রা.) বললেন, রাখো তোমার বকওয়াস। তোমার এসব বকওয়াসের চেয়ে একজন মুসলমান আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। যদি রেওয়াজে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা না করতাম তবে আমি তোমার শিরশ্ছেদ করতাম। তুমি বৃদ্ধের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দাও। আর আমার চোখের সামনে থেকে চলে যাও, তোমাকে যেন কখনো আমি না দেখি।

হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট মনিবের বিরুদ্ধে একজন দাসীর গুরুতর অভিযোগ

হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে একজন দাসী অভিযোগ করলো যে হে আমীরুল মোমেনীন, আমার মনিব আমার নামে অপবাদ দিয়েছে এবং শাস্তিস্বরূপ আমাকে আগুনের উপর বসিয়েছে। এতে আমার প্রশ্রাবের জায়গা পুড়ে গেছে। হযরত ওমর (রা.) দাসীকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার মনিব তোমার নামে যে কাজের অপবাদ দিয়েছে সে কাজ করতে তোমাকে দেখেছে? দাসী বলল, জী না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি সেই কাজ করেছ? দাসী বলল জী না।

www.pathagar.com

হযরত ওমর (রা.) দাসীর মনিবকে উপস্থিত করলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ যেভাবে শাস্তি দেন তুমি বুঝি মানুষকে সেভাবে শাস্তি দিচ্ছ? মনিব বলল আমি তাকে সন্দেহ করেছিলাম। খলীফা জানতে চাইলেন তুমি তাকে যে কাজের জন্য অপবাদ দিয়েছ সেই কাজ করতে দেখেছ? মনিব বলল জ্বী না। তিনি জানতে চাইলেন সে কি তার পাপের কথা স্বীকার করেছে? মনিব বলল জ্বী না। হযরত ওমর (রা.) বললেন, রাসূল (স.)-কে আমি বলতে শুনেছি দাস যেন মনিবের উপর বদলা না নেয়। সন্তান যেন পিতার নিকট থেকে বদলা না নেয়। যদি এ হাদীস আমি না শুনতাম তবে অবশ্যই তোমার নিকট থেকে বদলা নিতাম।

তারপর হযরত ওমর (রা.) সেই মনিবকে একশত চাবুক মারার আদেশ দিলেন এবং দাসীকে বললেন তুমি মুক্ত। কারণ রাসূল (স.) বলেছেন, যাকে পোড়ানো হয়েছে এবং যার মুখমণ্ডল বিকৃত হয়েছে সে মুক্ত। সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের মুক্ত করা দাস।

হযরত আবুবকর (রা.) বললেন আমি আল্লাহকে এবং ওমরকে তোমাদের চেয়ে ভালো করে জানি

হযরত ওমর (রা.) হযরত ওসমান (রা.)-এর উপস্থিতিতে এক মজলিসে বসেছিলেন। হঠাৎ তিনি বললেন, হে লোকসকল তোমাদের মধ্যে এমন একজন লোক রয়েছেন যদি তার ঈমান একটি সেনাদলের মধ্যে বণ্টন করে দেন তবে সেই ঈমান সেই সেনাদলের জন্য যথেষ্ট হবে। হযরত ওমর (রা.) হযরত ওসমান (রা.) এর কথা বুঝিয়েছেন।

হযরত ওমর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, সাহাবায়ে কেরাম কি হাসতেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ হাসতেন। তবে তাদের অন্তরে ঈমান ছিল পাহাড়ের মত মজবুত। হযরত ওমর (রা.) আরও বলেছেন, আমি এমন কোন কাজ করব না যাতে কাল কেয়ামতের দিন প্রমাণিত হয় যে, আমি আল্লাহর নাফরমানী করেছি। আমি মানুষের জন্য আল্লাহর নিকট হতে তাকওয়া তৈরি করে রেখেছি। আল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তাকে নাজাতের উপায় বের করে দেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দান করেন যা সে চিন্তাও করতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের আন্দাজ নিজের জ্ঞানে নির্ধারণ করে রেখেছেন। তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবে সকল কাজ সম্পন্ন করেন। আল্লাহ আমাকে বায়তুল মালের সম্পদ দ্বারা ন্যায় নীতির প্রমাণ দেয়ার শিক্ষা দিয়েছেন এবং ধনসম্পদের ক্ষতি থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন। এই ধনসম্পদ দ্বারা আমি রাসূল (স.)-এর শিক্ষা বাস্তবায়িত করবো। অর্থাৎ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবো।

www.pathagar.com

হযরত ওমর (রা)-কে পরবর্তী খলীফা মনোনয়ন প্রশ্নে হযরত আবু বকর (রা.) বলেছেন, আমার প্রতিপালক সম্পর্কে তোমরা আমাকে ভয় দেখাচ্ছ? আমি এমন একজনকে খলীফা মনোনীত করেছি যিনি আল্লাহর মাখলুকের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। আমি আল্লাহকে এবং ওমরকে তোমাদের চেয়ে ভালো করে জানি।

মৃত্যুশয্যায়ও নামাযের প্রতি যত্নশীল ছিলেন হযরত ওমর (রা.)

বর্শা দ্বারা আঘাত করার পর হযরত ওমর (রা.) বারবার বেঁহুশ হচ্ছিলেন। মাছুর বললেন, তাঁকে নামাযের কথা জানানো দরকার। তখন একজন বলল আসসালাতো ইয়া আমিরীল মোমেনীন। অর্থঅৎ হে আমীরুল মোমেনীন নামায। হযরত ওমর (রা.)-এর তখন জ্ঞান ফিরেছে। তিনি বললেন, নামায হায় আমার আল্লাহ। এখনতো নামায পড়তেই হবে। যে ব্যক্তি নামায ছেড়েছে, ইসলামে তার কোন অংশ নাই।

হযরত ওমর (রা.)-এর পরিহিত জামায় ১২টি তালি

একবার হযরত ওমর (রা.)-এর অসুস্থতায় চিকিৎসকগণ তাঁকে মধু পান করার পরামর্শ দেন। হযরত ওমর (রা.) মসজিদে নববীতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে কিছু মধু নেয়ার জন্য মুসলমান জনগণের নিকট অনুমতি চান। অনুমতি পাওয়ার পর তিনি রোগ নিরাময়ের জন্য ওষুধ হিসাবে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের কিছু মধু ব্যবহার করেন। আল্লামা শিবলী নোমানী লিখেছেন, হযরত ওমর (রা.) একদিকে রোমে সিরিয়ায় সৈন্য দল পাঠাচ্ছেন। হযরত আমীর মাবিয়া এবং হযরত খালেদের সঙ্গে কথা বলছেন অথচ এ সময়ে তাঁর দেহে রয়েছে বারোটি তালি দেয়া জামা। মাথায় ছিঁড়ে যাওয়া পাগড়ি। পায়ে ছিঁড়ে যাওয়া জুতো। একরম অবস্থায় কোন বিধবা নারীর ঘরে পানি পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে কাঁধে মশক বহন করে নিচ্ছেন। কখনো দেখা যায় মসজিদের এক কোণে মাটিতে শুয়ে আছেন। কারণ কাজের চাপে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। সেই ক্লান্তি দূর করার জন্য একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন। খানিকটা ঘুমিয়ে ঘুমের ঘোর কাটাচ্ছেন।

মুসলমানরা ইরান, রোম, সিরিয়া জয় করেছিল কিন্তু কোন মুসলমান গবর্নর কিসরা অথবা অন্য কোন বাদশাহর রাজপ্রসাদে অবস্থান করেননি বরং তারা কাঁচা ঘরে অবস্থান করেছেন। গবর্নরদের বাসার সামনে কোন প্রহরী রাখার অনুমতি ছিল না। ঘরের সামনে ফটক তৈরির অনুমতি ছিল না। কারণ এতে গবর্নরের সাথে সাধারণ মুসলমানদের সাক্ষাতে বাধার সৃষ্টি হতে পারে। হযরত সা'দ (রা.) ছিলেন এক সময়ে কুফার গবর্নর। তিনি বাজারের মধ্যে মানুষের

www.pathagar.com

শোরগোল কোলাহল থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাসার সামনে একটি ফটক তৈরি করেছিলেন। এ খবর পাওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) লোক পাঠিয়ে সেই ফটক আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। কারণ এতে জনগণের সঙ্গে গবর্নরের সাক্ষাৎ বাধাগ্রস্ত হতে পারে। হযরত খালেদ (রা.) একজন কবিকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দিয়েছিলেন। হযরত ওমর (রা.) এ খবর পাওয়ার পর বললেন, এই টাকা যদি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে দিয়ে থাকো তবে খেয়ানত করেছ আর যদি নিজের পকেট থেকে দিয়ে থাক তবে অপচয় করেছ। এক পর্যায়ে হযরত খালেদকে প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছিল। অথচ রাসূল (স.) হযরত খালেদকে সাইফুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর তলোয়ার উপাধি দিয়েছিলেন। হযরত ওমর (রা.) গবর্নরদের জন্য নির্ধারিত হারে বেতনের ব্যবস্থা করেছিলেন যেন তারা ঘুষ নেয়া থেকে এবং আমানতের খেয়ানত করা থেকে বিরত থাকেন। তবে গবর্নরদের সাদাসিদে নির্বিলাস জীবন যাপনে বাধ্য করা হতো। নিযুক্তির সময়ে এসব গবর্নরের নিকট অঙ্গীকার গ্রহণ করা হতো যে, তারা চালুনিতে চালা আটার রুটি খাবে না : মিহিন পোশাক পরিধান করবে না, দামী ঘোড়ায় আরোহণ করবে না। কোন গবর্নরের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেলে সাথে সাথে তার অর্ধেক সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হতো।

হযরত ওমর (রা.) আমর ইবনুল আস (রা.) এবং তার পুত্রকে মদীনায় ডেকে পাঠালেন

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) মিসর জয় করেছিলেন। তাঁর পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেল যে সে একজন অমুসলিম যুবককে চাবুক দিয়ে প্রহার করেছে। যুবকের অপরাধ হচ্ছে দৌড় প্রতিযোগিতায় সেই যুবক হযরত আমরের পুত্রকে পরাজিত করেছিল। এই পরাজয়ের কারণে আমরের পুত্রকে লজ্জিত হতে হয়েছিল। এ অভিযোগ পাওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) পিতা-পুত্র দুইজনকেই মিসরে তলব করেন। তারপর মজলুম অমুর্সলিম যুবককে আদেশ দেয়া হয় সে যেন গবর্নর আমরের পুত্রকে একইভাবে চাবুক দিয়ে প্রহার করে। এ পর্যায়ে অমুসলিম যুবক বলল, ওর কোন দোষ নেই আমার দ্বারা তাকে চাবুক দিয়ে প্রহার করা সম্ভব নয়। হযরত ওমর (রা.) বললেন যদি তুমি তাকে চাবুকের আঘাত করতে তবে আমরা কেউ তোমাকে বাধা দিতাম না। তারপর হযরত ওমর (রা.) মিসরের গবর্নরকে সম্বোধন করে বলেন, তুমি কবে থেকে লোকদেরকে ক্রীতদাস ভাবতে শুরু করেছ। অথচ তাদের মায়েরা তাদেরকে স্বাধীনভাবে জন্ম দিয়েছে। জবাবে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) বলেন, হে আমীরুল মোমেনীন এ ঘটনা আমি জানতাম না এবং এই যুবক আমার কাছে আসেনি।

www.pathagar.com

গবর্নরের তাকিয়া

মিসরের গবর্নর হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) দরবারে বসার সময় তাকিয়া লাগিয়ে বসতেন। আরফাতা নামক একজন সাহাব্যা হযরত আমরকে বলেন,আপনি আমাদের সামনে তাকিয়া লাগিয়ে বসবেন না, যদি বসেন তবে হযরত ওমরকে এ খবর জানিয়ে দেব। আমর ইবনুল আস (রা.) এ কথায় কোন গুরুত্ব দিলেন না, তিনি তাকিয়া লাগিয়ে হেলান দিয়ে আরাম করেই বসতেন। সাহাবী আরাফাতা হযরত ওমর (রা.)-কে এ ঘটনা লিখে জানালেন। হযরত ওমর (রা.) আমর ইবনুল আসকে লিখলেন যে, লোকদের সামনে তাকিয়া লাগিয়ে বসবে না তবে যখন একা থাকো তখন ওভাবে বসতে পারো।

নারী-পুরুষের একত্রে তওয়াফে হযরত ওমর (রা.)-এর নিষেধাজ্ঞা

ইব্রাহীম জাহফি বলেন, হযরত ওমর (রা.) নারী-পুরুষের একত্রে তওয়াফ করতে নিষেধ করেন। নিষেধ করার পর তিনি লক্ষ্য করলেন, একজন লোক মহিলাদের পাশে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছে। হযরত ওমর (রা.) লোকটিকে চাবুক দিয়ে আঘাত করলেন। সেই ব্যক্তি বললো, যদি আমি বৈধ কাজ করে থাকি তবে আপনি আমার উপর জুলুম করেছেন, আর যদি ভুল করে থাকি তবে এ কারণে করেছি যে, আপনি আমাকে শিক্ষা দেননি। হযরত ওমর (রা.) জানতে চাইলেন, যে সমাবেশে আমি মহিলাদের সঙ্গে একত্রে তওয়াফ করতে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছিলাম সেই সমাবেশে তুমি কি উপস্থিত ছিলে না? লোকটি বলল জ্বী না উপস্থিত ছিলাম না। এ কথা শুনে হযরত ওমর (রা.) সেই ব্যক্তির হাতে চাবুক তুলে দিয়ে বললেন, তুমি আমার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করো। লোকটি বলল আমি আজ প্রতিশোধ নেব না। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তবে আমাকে ক্ষমা করে দাও। লোকটি বলল, আমি আপনাকে ক্ষমাও করবো না। পরদিন লোকটি উপস্থিত হলো। তাকে দেখে হযরত ওমর (রা.) বিব্রত বোধ করলেন। লোকটি বলল, হে আমীরুল মোমেনীন, আপনি আমার কথায় ভীষণ প্রভাবিত হয়েছেন মনে হচ্ছে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, হ্যাঁ তা হয়েছি। লোকটি বলল, হে আমীরুল মোমেনীন, আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম।

www.pathagar.com

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রাচীনকালের কিতাব পাওয়ার কথা শুনে হযরত ওমর (রা.) ক্রুদ্ধ হলেন

হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট একজন লোক এসে বলল, হে আমীরুল মোমেনীন মাদায়েন জয়ের পর আমরা একটি প্রাচীন কিতাব পেয়েছি। সেই কিতাবে বহু বিস্ময়কর কথা লেখা রয়েছে। হযরত ওমর (রা.) জানতে চাইলেন, সেসব কি কোরআন থেকে সংকলিত? লোকটি বলল জ্বী না তা নয়। একথা শুনে হযরত ওমর (রা.) চাবুক আনালেন এবং লোকটিকে মারতে লাগলেন। একই সময়ে তিনি সুর করে সূরা ইউসূফের প্রথম দু'টি আয়াত তেলাওয়াত করলেন। তেলাওয়াত শেষে লোকটিকে প্রহার বন্ধ করে বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তীকালে লোকদের ধ্বংসের কারণ ছিল এটাই যে, তারা তওরাত ইঞ্জিল ত্যাগ করে নিজেদের ওলামা এবং জ্ঞানীদের কিতাবের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। এর ফলে উক্ত দু'টি আসমানী কিতাব পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছিল।

রাসূল (সা.)-এর অসন্তুষ্টি দেখে হযরত ওমর (রা.) নতুন করে ঈমান আনলেন

একদিন হযরত ওমর (রা.) রাসূল (স.)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, বনু কোরায়জা গোত্রের আমার এক বন্ধু তওরাতের বাণী সম্বলিত একটি পুস্তিকা আমার জন্য লিখে এনেছে। আমি কি তা আপনাকে পড়ে শোনাবো?

একথা শোনামাত্র রাসূল (স.)-এর চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ ফুটে উঠলো। হযরত ওমর (রা.) রাসূল (স.)-এর ক্রোধ লক্ষ্য করে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং মোহাম্মদ (স.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। রাসূল (স.)-এর চেহারা থেকে ক্রোধের ভাব দূর হয়ে গেল এবং তিনি বললেন, সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তোমাদের মধ্যে যদি এ সময় হযরত মূসা থাকতেন এবং তোমরা আমাকে বাদ দিয়ে তার অনুসরণ করতে তবে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে। তোমরা সকল উম্মতের মধ্যে আমার অংশ আর আমি সকল নবীদের মধ্যে তোমাদের অংশ।

একজন বেদুঈনকে দ্বীন শিক্ষা দিলেন হযরত ওমর (রা.)

হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.) লোকদের দ্বীন শিক্ষা দিতেন। একদিন একজন বেদুঈন এসে হযরত ওমর (রা.)কে বলল হে আমীরুল মোমেনীন আমাকে দ্বীন শিক্ষা দিন। তিনি বললেন, একথা সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত এবাদতের যোগ্য কেউ নাই। হযরত মোহাম্মদ (স.)

www.pathagar.com

আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমজান মাসে রোযা রাখবে, কাবা ঘরে হজ্ব পালন করবে। ন্যায় ও সত্যের কাজ প্রকাশ্যে করবে। গোপনীয় কাজ করবে না। লজ্জা পেতে হবে এরকম কাজ থেকে বিরত থাকবে। আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় বলবে যে, ওমর আমাদের এইসব কাজ করতে বলেছেন।

এক বর্ণনায় রয়েছে যে, উপরোক্ত কথা শুনে বেদুঈন বলল, হে আমীরুল মোমেনীন আপনি আমাকে যা কিছু আদেশ দিয়েছেন আমি সেসব করবো। আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে বলবো, আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রা.) আমাকে এসব কাজের আদেশ দিয়েছেন। হযরত ওমর (রা,) বললেন, আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তোমরা যা ইচ্ছা হয় তাই বলবে।

হযরত ওমর (রা.) রাসূল (স.)-এর কথা শুনে বললেন আল্লাহু আকবর

হযরত ওমর (রা.) বলেন আমি এবং আমার একজন আনসার প্রতিবেশী পালাক্রমে রাসূল (স.)-এর কাছে যাওয়া আসা করতাম। তিনি যেদিন যেতেন সেদিন ফিরে এসে আমাকে রাসূল (স.)-এর বাণী এবং অন্যান্য ঘটনা শোনাতেন। আমি যেদিন যেতাম সেদিন ফিরে এসে তাকে শোনাতাম। একদিন সেই প্রতিবেশী ফিরে এসে আমার ঘরের দরজায় কড়া খুব জোরে জোরে নাড়াতে লাগলেন। আমি বের হওয়ার পর বললেন, খুব বড় ধরনের ঘটনা ঘটেছে। এ কথা শুনেই আমি আমার কন্যা হাফসার ঘরে ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখি সে কাঁদছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূল (স.) কি তোমাকে তালাক দিয়েছেন? হাফসা বলল, আমি কিছু জানি না। আমি রাসূল (স.)-এর নিকট গিয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি আপনার স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন? রাসূল (স.) বললেন কই নাতো। একথা শুনে আমি বললাম আল্লাহু আকবর।

হযরত ওমর (রা.) সফরে গেলে যায়েদ ইবনে সাবেতকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করতেন

হযরত ওমর (রা.) মদীনার বাইরে কোথাও সফরে যাওয়ার সময় কাতেবে ওহী যায়েদ ইবনে সাবেতকে অস্থায়ী খলীফা মনোনীত করে যেতেন। বিভিন্ন লোককে দায়িত্ব দিয়ে বিভিন্ন শহরে পাঠাতেন। হযরত যায়েদকে কেলাফত পরিচালনার দায়িত্ব দেয়ার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে হযরত ওমর (রা.) বলতেন, মদীনার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান যায়েদই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারবে। যায়েদের দ্বারাই মানুষ বেশি উপকৃত হবে। শরীয়তের বিভিন্ন মাছায়েলের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যায়েদের চেয়ে ভালভাবে অন্য কেউ দিতে পারবে না।

www.pathagar.com

কুফার জনগণের উদ্দেশ্যে হযরত ওমর (রা.)-এর চিঠি

হযরত ওমর (রা.) হযরত আম্মারকে গবর্নর হিসাবে এবং আবদুল্লাহকে মোয়াল্লেম এবং উজির হিসাবে কুফায় পাঠালেন। তাদের পাঠানোর সময়ে কুফাবাসীদের উদ্দেশ্যে একখানি চিঠি লিখলেন। এতে লেখা ছিল,আমি যে দুইজনকে দায়িত্ব দিয়ে তোমাদের নিকট পাঠিয়েছি এই দুইজন রাসূল (স.)-এর সময়ের অভিজাত মানুষদের অন্তর্ভুক্ত। তোমরা তাদের কথা শুনবে এবং তাদের আনুগত্য করবে। আবদুল্লাহকে মদীনায় প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহারের দরকার ছিল কিন্তু সেই প্রয়োজন উপেক্ষা করে তোমাদের নিকট তাকে পাঠিয়েছি।

হযরত ওমর (রা.) বসরায় লোকদের দ্বীনী মাছায়েল শিক্ষা দেয়ার জন্য এমরান ইবনে হোসাইন এবং আবু নাজিদকে নির্দেশ দেন।

হযরত ওমর (রা.)-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ নীতিকথা

হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, শোন, কথার মধ্যে সবচেয়ে সত্য কথা হচ্ছে আল্লাহর। অভ্যাসের মধ্যে সবচেয়ে ভালো অভ্যাস রাসূল (স.)-এর। মন্দের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ হচ্ছে নতুন কাজ বা বেদআত। মানুষের মধ্যে ততোদিন পর্যন্ত কল্যাণ থাকবে যতোদিন জ্ঞান বয়স্ক লোকদের নিকট থেকে পাওয়া যাবে। আমি জানি কখন মানুষের কল্যাণ আর কখন অকল্যাণ হবে। জ্ঞান যখন ছোটদের নিকট থেকে আসবে তখন বড়রা তার বিরোধিতা করবে। জ্ঞান যখন বড়দের নিকট থেকে আসবে তখন ছোটরা তার আনুগত্য করবে। এতে উভয়ে হেদায়েত লাভ করবে।

কোরআনের অপব্যাখ্যা সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এর আশঙ্কা

হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, এই উম্মতের মধ্যে সেই মোমেনের ব্যাপারে আমি আশঙ্কা করি না যে মোমেনের ঈমান তাকে বাধা দেয়। সেই ফাছেকের ব্যাপারে আশঙ্কা করিনা যার অপকর্ম প্রকাশ্য রূপ লাভ করেছে। আমি বরং কোরআন পাঠ করে তার অপব্যাখ্যাকারীদের ব্যাপারে আশঙ্কা করছি।

হযরত ওমর (রা.) বলেছেন জ্ঞান নিজে শেখ মানুষকেও শেখাও

হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, জ্ঞান নিজে শেখ, মানুষকে শেখাও। জ্ঞানের জন্য মর্যাদপূর্ণ আচরণ এবং শান্ত মনোভাব আয়ত্ব করো। যার নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করবে এবং যাকে জ্ঞান শিক্ষা দিবে উভয়ের সাথে বিনয় ও নম্র আচরণ করবে। ওলামাদের ব্যাপারে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করবে না। তোমার মূর্খতা যেন তোমার জ্ঞানের আলোর মুখোমুখি না আসে। হযরত ওমর (রা.)

www.pathagar.com

বলেছেন, রাসূল (স.) হযরত মাআজ (রা.) এবং হযরত আবু মুসা আশয়ারীকে ইয়েমেনে পাঠিয়েছিলেন। সে সময় তিনি পরস্পরকে সাহায্য করার জন্য উভয়কে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, তোমরা উভয়ে একত্রিত থাকবে, মানুষদের সুসংবাদ দেবে, মানুষদের মধ্যে ঘৃণা বিদ্বেষ ছড়াবে না।

হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট থেকে একটি বিষয় শোনার জন্য ইবনে আব্বাসের অপেক্ষা

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট থেকে একটি বিষয় শোনার জন্য আমি দুই বছর যাবত অপেক্ষা করেছিলাম। হযরত ওমর (রা.)-এর ব্যক্তিত্বের কারণে আমি এতো দিন অপেক্ষা করেছিলাম। একবার হজ্ব-এর সময়ে মাররাজ জাহরানে পিপল গাছের তলায় আমি অপেক্ষা করছিলাম। এ সময় হযরত ওমর (রা.) সেখানে একাকী এলেন। আমি বললাম, হে আমীরুল মোমেনীন আপনার নিকট একটি বিষয় শোনার জন্য আমি দুই বছর অপেক্ষা করে আছি। তিনি বললেন, বলো কি জানতে চাও। যদি আমি জানি তবে বলবো, যদি না জানি তবে জানাবো যে, আমি জানি না। এরপর যে জানে তাকে জিজ্ঞাসা করবো। আমি বললাম, সেই দুই মহিলা কে যাদের কথা আল্লাহ তায়ালা কোরআনে উল্লেখ করেছেন। উভয়ে রাসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে একে অন্যকে সহায়তা করেছিলেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তাদের একজন আয়েশা অন্যজন হাফসা।

হযরত ওমর (রা.) এবং হযরত ওসমান (রা.)-এর আলোচনা

হযরত ওমর (রা.) এবং হযরত ওসমান (রা.) কোন মাছআলার বিষয়ে নিজেদের মধ্যে তর্ক করতেন। তর্কের পর যিনি উত্তম যুক্তি দিতেন তার কথায় একমত হয়ে অন্যজন তা মেনে নিতেন।

হযরত ওমর (রা.) মাঝে মাঝে লোকদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতেন। লোকেরা ক্লান্ত হয়ে গেছে এরকম মনে করলে তিনি তাদের সাথে গাছের চারা রোপণের ব্যাপারে আলোচনা করতেন।

হযরত ওমর (রা.) বলেছেন বেআমল আলেমগণ মোনাফেক

বসরা থেকে একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলো। তাদের মধ্যে আহনাফ ইবনে কয়েসও ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) অন্যদের বিদায় করে দিলেন কিন্তু আহনাফকে নিজের কাছে রাখলেন। দীর্ঘ এক বছর পর আহনাফকে বললেন, তুমি কি জানো কেন

www.pathagar.com

এতোদিন তোমাকে আমার কাছে রেখেছি? রাসূল (স.) আমাদেরকে দরাজ গলায় কথা বলা মোনাফেকদের ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন। আমার আশঙ্কা ছিল তুমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত। এতদিন বোঝা গেল তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও।

তারপর হযরত ওমর (রা.) উঠে বললেন, যেসব আলেম কোরআন হাদীসের কথা বলে অথচ নিজেরা আমল করে না তারাই মোনাফেক। দরাজ গলায় কথা বলা মোনাফেকরাই উম্মতের জন্য ধ্বংসের কারণ হবে।

জটিল মাসআলার সমাধানের জন্য হযরত ওমর (রা.) ইবনে আব্বাসকে ডাকতেন

সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের পুত্র আমর বলেন, আমি আমার পিতা সা'দকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব উপস্থিত বুদ্ধিতে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাউকে আমি দেখিনি। হযরত ওমর (রা.) ইবনে আব্বাসকে জটিল মাসআলার সমাধানের জন্য ডাকতেন এবং বলতেন, ইবনে আব্বাস তোমার জন্য মুশকিল মাসআলা এসেছে। এরপর ইবনে আব্বাস (রা.) মতামত দিতেন হযরত ওমর (রা.) সে অনুযায়ী কাজ করতেন। অথচ সে সময় হযরত ওমর (রা.)-এর দরবারে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুহাজির ও আনসার সাহাবাগণ উপস্থিত থাকতেন।

একবার আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) জ্বরে আক্রান্ত হলেন। হযরত ওমর (রা.) খবর পেয়ে তাকে দেখতে গেলেন। সেখানে তিনি বললেন, হে আবদুল্লাহ তোমার অসুস্থতায় আমরা মুশকিলে পড়েছি। আল্লাহ তোমাকে তাড়াতাড়ি আরোগ্য করে দিন।

কাজী শোরাইহকে ইজতিহাদ করার পরামর্শ দিলেন হযরত ওমর (রা.)

কাজী শোরাইহ বলেন, হযরত ওমর (রা.) আমার নিকট লিখেছেন, যদি কোন মোকদ্দমা তোমার নিকট ফয়সালার জন্য আসে তবে কোরআনের মাধ্যমে তার ফয়সালা করবে। যদি কোরআনে না পাও তবে রাসূল (স.)-রে সুন্নাহর মাধ্যমে ফয়সালা করবে। যদি উভয়টির কোনখানে না পাও তবে যে বিষয়ে লোকদের ঐক্যমত রয়েছে তার মাধ্যমে ফয়সালা করবে। যদি তিনটির কোনটাই না পাওয়া যায় তবে বিবেকসম্মতভাবে ইজতিহাদ করবে। এ ক্ষেত্রে দু'টি পথ রয়েছে। প্রথমত নিজের মতামত দ্বারা ইতজিহাদ করতে পারো। দ্বিতীয়ত সমস্যা এড়িয়ে যেতে পারো অর্থাৎ পিছনে সরে আসতে পারো। তবে সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া বা পিছনে সরে আসাই আমি সমীচীন মনে করছি।

www.pathagar.com

ভ্রান্ত মতামত দেয়া সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এর সতর্কতা

হযরত ওমর (রা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন, হে লোক সকল মোহাম্মদ (স.)-এর মতামত ছিল সঠিক। কারণ মহান আল্লাহ তাঁকে বুঝিয়ে দিতেন। আমাদের মতামত হচ্ছে ধারণা প্রসূত চিন্তাপ্রসূত। মতামত দানকারীরা সুন্নতের শত্রু। তারা সুন্নতে নববী মুখস্থও করে না অনুসরণও করে না। কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে জানি না বলতে তারা লজ্জা বোধ করে। এ কারণে নিজের মনগড়া কথা বলে সুন্নতের মোকাবিলা করে। এসব লোক থেকে দূরে থাকবে। তাদেরকে কাছে আসতে দিবে না। সুন্নত হচ্ছে এমন তরিকা যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (স.) জারি করেছেন। ভ্রান্ত মতামতকে সুন্নত বলে চালিয়ে দিয়ো না। কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, ধারণা কিছুকেই সত্যের সমতুল্য হতে পারে না।

রাসূল (স.)-এর সামনে রূঢ়ভাবে কথা বলার কারণে হযরত ওমর (রা.) অনুশোচনা

হোদায়বিয়ার সন্ধির সময়ে রাসূল (স.) কাফেরদের সাথে যে সন্ধি করেছিলেন এতে মুসলমানদের চেয়ে মক্কার কাফেরদের অধিক প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল। সাহাবাগণ এ কারণে মর্ম যাতনা ভোগ করছিলেন। তাঁরা নিজেদের মনকে প্রবোধ দিতে পারছিলেন না। তাঁদের মনের ক্ষোভের বহির্প্রকাশ ঘটেছে হযরত ওমর (রা.)-এর কথায়। তিনি ছিলেন অসম সাহসী, রাসূল (স.)-এর নিকট গিয়ে তিনি রূঢ়ভাবে বলেছেন, হে রাসূল, আপনি যে আল্লাহর সত্য নবী এটা কি সত্য নয়? রাসূল (স.) বলেছেন, হ্যাঁ সত্য। ওমর (রা.) বললেন,আমরা সত্যের উপর আর কাফেরগণ মিথ্যার উপরে রয়েছে একথা কি সত্য নয়? রাসূল (স.) বললেন, হ্যাঁ সত্য। ওমর (রা.) বললেন তবে কেন আমরা দ্বীনের ব্যাপারে দুর্বলতা প্রকাশ করবো? আপনি কি বলেননি যে, আমরা অবশ্যই আল্লাহর ঘরে গমন করবো এবং তওয়াফ করবো? রাসূল (স.) বললেন,আমি কি বলেছি যে, এ বছরই বায়তুল্লায় গমন করবো? ওমর (রা.) বললেন জ্বী না তা বলেননি। রাসূল (স.) বললেন, তুমি অবশ্যই কাবাঘরে গমন করবে এবং তওয়াফ করবে। এরপর হযরত ওমর (রা.) হযরত আবু বকরের (রা.) নিকট গিয়েও একই রকমের কথা বলেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন নিশ্চয় রাসূল (স.) আল্লাহর সত্য নবী, তিনি কখনো আল্লাহর নাফরমানী করেন না। আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করবেন। তোমরা অবশ্যই কাবাঘরে যাবে এবং তওয়াফ করবে। হযরত ওমর (রা.) পরবর্তীকালে রাসূল (স.)-এর সামনে রূঢ় ভাষায় কথা বলার কারণে তীব্র অনুশোচনায় দগ্ধ হলেন। তিনি বলেন, রাসূল (স.)-এর সামনে রূঢ়ভাবে কথা বলার কাফফারার জন্য আমি অনেক আমল করেছি।

www.pathagar.com

হযরত ওমর (রা.) ইহুদীর প্রশ্নের জবাব দিলেন

সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে একজন ইহুদী রাসূল (স.)-এর সামনে এসে বলল, আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আকাশ ও যমীনের মতো। এই আয়াতে জান্নাত অর্থাৎ বেহেশতের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু দোযখ কোথায় গেল? হযরত ওমর (রা.) উপস্থিত সাহাবাদেরকে এই প্রশ্নের জবাব দিতে বললেন। কিন্তু কেউ জবাব দিতে পারলো না। হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে ইহুদী বলো, দিন যখন আসে রাত তখন কোথায় যায়? রাত যখন আসে দিন তখন কোথায় যায়? ইহুদী বলল আল্লাহ যেখানে চান সেখানে যায়। হযরত ওমর (রা.) বললেন, দোযখও সেখানে থাকে যেখানে আল্লাহ চান। ইহুদী জবাব শুনে বলল, হে ওমর, আপনার দেয়া জবাবই আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব তওরাতে রয়েছে।

হযরত ওমর (রা.) হেসে বললেন এই জিনিস দিয়ে তোমার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করো

বনি কেলাব গোত্রে যাকাত আদায়ের জন্য হযরত ওমর (রা.) মাআজ ইবনে জাবাল (রা.)কে মনোনীত করেন। হযরত মাআজ (রা.) যাকাত আদায় করে সেই যাকাতের অর্থ গরীবদের মধ্যে বিতরণ করেন। কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। যাকাত আদায়ের জন্য যাওয়ার পথে বসার জন্য একখানি চট নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই চট গলায় ঝুলিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। মাআজ (রা.)-এর স্ত্রী জানতে চাইলেন, আপনি যেসব জিনিস উসুল করেছেন সেগুলো কোথায়? যাকাত যারা আদায় করে তারাতো নিজের পাওয়া অংশ এবং উপঢৌকন নিয়ে ঘরে ফিরে।

হযরত মাআজ (রা.) স্ত্রীকে বললেন, আমার সঙ্গে একজন পরিদর্শক ছিলেন। স্ত্রী বললেন আপনি রাসূল (স.)-এর সময়ে হযরত আবু বকরের (রা.) সময়ে বিশ্বাসী ছিলেন আর হযরত ওমর (রা.) আপনার কাজ তদারকির জন্য বুঝি পরিদর্শক দিয়েছেন? মাআজ (রা.)-এর স্ত্রী নিজের আত্মীয়-স্বজন মহিলাদের মধ্যে বিস্তারিতভাবে একথা প্রচার করলেন এবং হযরত ওমর (রা.)-এর সমালোচনা করলেন। হযরত ওমর (রা.)-এর কানে এ খবর পৌঁছালো। তিনি মাআজ (রা.)কে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমার উপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্য আমি কি কোন পরিদর্শক দিয়েছিলাম? হযরত ওমর (রা.) বললেন, স্ত্রীর কৈফিয়তের জবাব দেয়ার জন্যই আপনি একজন পরিদর্শক দিয়েছেন একথা বলা ব্যতিত আমি অন্য কোন অজুহাত খুঁজে পাইনি। হযরত ওমর (রা.) একথা শুনে

www.pathagar.com

হাসলেন এবং কিছু জিনিস হযরত মাআজ (রা.)কে দিলেন। তারপর বললেন যাও তোমার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করো।

ইবনে জরির বলেছেন, হযরত মাআজ (রা.)-এর কথায় পরিদর্শক বা নেগাহবান বলতে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে বোঝানো হয়েছে।

কোরআনের অবতীর্ণ একটি আয়াত সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এর স্মৃতিচারণ

হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি পবিত্র কোরআনের একটি কঠিন আয়াত জানি। হযরত ওমর (রা.) লোকটিকে চাবুক দিয়ে খোঁচা মেরে বললেন, মিয়া, তুমি কি কোরআনের আয়াত চিরে দেখেছ আয়াত কঠিন নাকি নরম? লোকটি চলে গেল। পরদিন হযরত ওমর (রা.) লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি গতকাল যে আয়াতের কথা বলেছিলে সেটি কোন আয়াত? লোকটি বলল সেই আয়াত হচ্ছে মাঁই ইযায়াল ছুআ ইউজজা বিহি। অর্থাৎ যে ব্যক্তি পাপ করবে সে তার শাস্তি পাবে। এরপর লোকটি বলল, আমাদের মধ্যে এমনতো কেউ নাই যে ব্যক্তি পাপ করবে অথচ শাস্তি পাবে না।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর পানাহার জীবন-যাপন আমাদের নিকট বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল। তারপর আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন, যে ব্যক্তি কোন পাপ করবে অথবা নিজের ক্ষতি করবে তারপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইবে তবে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল দয়ালু।

মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলায় হযরত ওমর (রা.)-এর তিরস্কার

ছায়েব ইবনে ইয়াজিদ বলেন,আমি মসজিদে কথা বলছিলাম এমন সময় লক্ষ্য করলাম কে যেন আমাকে পাথর কণা নিক্ষেপ করলো। তাকিয়ে দেখি আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রা.)। তিনি একজনকে বললেন, লোক দুইটিকে ডেকে আনো। সামনে নেয়ার পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তোমাদের বাড়ি কোথায়? যদি তোমরা এই শহরের অধিবাসী হতে তবে মসজিদে উচ্চকণ্ঠে কথা বলার কারণে আমি তোমাদের শাস্তি দিতাম।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে হযরত ওমর (রা.) একজন লোককে মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলতে শুনে বললেন, তুমি কি জানো তুমি কোথায় আছো? তিনি দুইবার একথা বললেন, হযরত ওমর (রা,) লোকটিকে তিরস্কার করার কারণ হচ্ছে মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলা তিনি পছন্দ করতেন না।

www.pathagar.com

মুয়াজ্জিন হওয়ার জন্য হযরত ওমর (রা.)-এর আগ্রহ

হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, আমি যদি মুয়াজ্জিন হতাম তবে আমার সবকিছু পূর্ণতা লাভ করতো। সারারাত এবাদত না করার জন্য নফল রোযা না রাখার জন্য আমার কোন আফসোস হতো না। রাসূল (স.)-কে আমি বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ তুমি মুয়াজ্জিনদের মাগফেরাত করো। দু'বার তিনি একথা বলেছেন। আমি বললাম, হে রাসূল আপনি কি আমাদের কথা বাদ দিয়েছেন? অথচ আমরা আযানের প্রসার ঘটানোর জন্য তলোয়ার দ্বারা যুদ্ধ করি। রাসূল (স.) বললেন, সাবধান, ওমর খুব শীঘ্র এরকম সময় আসবে যখন দুর্বল লোকদের উপর আযান ছেড়ে দেয়া হবে। অথচ আল্লাহ তায়ালা মুয়াজ্জিনদের জন্য দোযখের আগুন নিষিদ্ধ করেছেন।

কয়েস ইবনে আবু হাজেম বলেন, আমরা হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি বললেন তোমাদের মধ্যে মুয়াজ্জিন কে? আমরা বললাম, আমাদের ভৃত্য। এ কথা শুনে হযরত ওমর (রা.) ভীষণ অসন্তুষ্টি হলেন। তিনি বললেন, এটা তোমাদের মারাত্মক ত্রুটি। যদি আমি খেলাফতের দায়িত্ব পালন করে সময় পেতাম তবে অবশ্যই আযান দিতাম।

হযরত ওমর (রা.) বর্ণিত নামায সম্পর্কিত একটি হাদীস

হযরত ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (স.) যুদ্ধ ক্ষেত্রে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। ইতিমধ্যে রাত প্রায় অর্ধেক অতিবাহিত হয়ে গেল। এরপর তিনি নামায আদায় করলেন। অপেক্ষমান সাহাবীদের বললেন, তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযের জন্য অপেক্ষা করবে সেই অপেক্ষার সময় নামাযের মধ্যে গণ্য হবে।

ভাই যায়েদের শোকে কাতর হযরত ওমর (রা.)

হযরত ওমর (রা.) কোন বিপদে পড়লে বলতেন, যায়েদ ইবনে খাত্তাবের কারণে আমাকে বিপদে পড়তে হয়েছে। আমি ধৈর্য ধারণ করেছি। হযরত ওমর (রা.) তাঁর ভাই যাবেদের হত্যাকারীকে দেখে বলেছিলেন, তোমার জন্য আফসোস, তুমি আমার এমন ভাইকে হত্যা করেছ যে, ভোরের বাতাস যখন প্রবাহিত হতে থাকে তখনই তার কথা আমার মনে পড়ে।

www.pathagar.com

অষ্টম পরিচ্ছেদ

একজন সাহাবীকে ফজরের জামায়াতে না পেয়ে তার বাড়িতে গেলেন হযরত ওমর (রা.) এক ভোরে

শাফা বিনতে আবদুল্লাহ বলেন, হযরত ওমর (রা.) আমার বাড়িতে এলেন। দুইজন লোককে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে তাদের সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমি বললাম, এই দুইজন রাতে এবাদত করেছেন, ফজরের নামায আদায়ের পর ঘুমিয়ে পড়েছেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, রাতভর এবাদত করার চেয়ে জামায়াতে ফজরের নামায আদায় করা আমার দৃষ্টিতে অধিক উত্তম। শাফা বিনতে আবদুল্লাহর স্বামীর নাম ছিল সোলায়মান ইবনে আবু হাফসা। বাজার এবং মসজিদের মাঝামাঝি জায়গায় ছিল সোলায়মানের ঘর। ফজরের জামায়াতে সোলায়মানকে না দেখে হযরত ওমর (রা.) সোলায়মানের খবর নিতে গিয়েছিলেন।

হযরত ওমর (রা.) যেদিন জামায়াতে এশার নামায আদায় করতে পারতেন না সেদিন সারারাত এবাদত করে কাটাতেন।

নামাযের কাতার সোজা রাখার জন্য হযরত ওমর (রা.)-এর আদেশ

হযরত ওমর (রা.) নামাযের কাতার সোজা রাখার জন্য আদেশ দিতেন। নির্দিষ্ট লোককে তিনি এ কাজ করার আদেশ দিতেন। কাতার সোজা করা শেষ হলে তাঁকে জানানো হতো তারপর তিনি আল্লাহু আকবর বলে নামাযের নিয়ত করতেন।

হযরত ওমর (রা.) নামাযের জন্য অগ্রসর হলে মুসল্লিদের কাঁধের দিকে এবং পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখতেন। নামাযের জন্য একামত বলা হলে হযরত ওমর (রা.) বলতেন, হে অমুক একটু পিছনে যাও। কাতার সোজা করো। আল্লাহ চান যে ফেরেশতারা যে রকমের কাতার সোজা রাখে তোমরাও সেরকম কাতার সোজা রাখবে। এসব কথা বলার পর হযরত ওমর (রা.) কোরআনের এই আয়াত পাঠ করতেন, আল্লাহর দরবারে জ্ঞান লাভের সময়ে বা এবাদতের সময়ে আমরা কাতারবন্দী হই, আমরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনায় আত্মনিয়োগ করি।

www.pathagar.com

কোরআন পাঠে শ্রেষ্ঠত্বের কারণে হযরত ওমর (রা.)-এর এক ব্যক্তিকে সমর্থন

একবার মক্কা সফরের সময় হযরত ওমর (রা.)কে মক্কার গবর্নর নাফে ইবনে আলকামা অভ্যর্থনা জানান। হযরত ওমর (রা.) জানতে চাইলেন, কাকে ইমাম মনোনীত করেছ? নাফে বললেন, আব্দুর রহমান ইবনে আবজাকে ইমাম মনোনীত করেছি। হযরত ওমর (রা.) বললেন তুমি একজন ক্রীতদাসকে ইমাম মনোনীত করেছ অথচ সেখানে কোরায়েশগণ এবং সাহাবায়ে কেরাম রয়েছেন। নাফে বললেন আমি আবদুর রহমানকে কোরআনের শ্রেষ্ঠ কারী হিসাবে পেয়েছি। মক্কায় আরব অনারবদের সমাবেশ ঘটে থাকে। কাজেই কোরআনের শ্রেষ্ঠ কারীকেই ইমাম মনোনীত করা আমি সমীচীন মনে করেছি। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি মনে করি কোরআনের কারণেই আল্লাহ তায়ালা আবদুর রহমান ইবনে আবজাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

অন্য একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে। একবার হজ্ব-এর সময় মক্কায় বহু লোক সমবেত হলেন। হযরত ওমর (রা.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আবু ছায়েব মাখজুমী নামের একজন অনারব ইমামতির জন্য সামনে অগ্রসর হলেন। মাছুর ইবনে মাখজামা তাঁকে সামনে থেকে সরিয়ে দিলেন। অন্য একজন লোককে সামনে এগিয়ে দিলেন। হযরত ওমর (রা.) এটা লক্ষ্য করেও কিছু বললেন না। মদীনায় আসার পর মাছুরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। মাছুর বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন, আমি আশঙ্কা করছিলাম যে, হজ্ব পালনকারীগণ তার কেরাত শুনে সেই কেরাতের উপর আমল করতে শুরু করবে। হযরত ওমর (রা.) বললেন তোমার চিন্তা এতো দূরে পৌঁছেছিল? মাছুর বললেন, জ্বী হযরত ওমর (রা.) বললেন, তুমি ঠিকই করেছ।

ওসমান ইবনে আবুল আস-এর হযরত ওমর (রা.)-এর রাত্রিকালীন এবাদত সম্পর্কে জানার আগ্রহ

ওসমান ইবনে আবুল আস (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর পরিবারের একজন মহিলাকে বিবাহ করেন। বিয়ের পর বলেন, আল্লাহর কসম, ধনসম্পদ বা সন্তানের লোভে আমি এই বিয়ে করিনি। হযরত ওমর (রা.)-এর রাত্রিকালীন এবাদতের খবর পাওয়ার আশায় আমি এ বিয়ে করেছি। বিয়ের পর ওসমান ইবনে আবুল আস তার স্ত্রীকে হযরত ওমর (রা.)-এর রাতের এবাদত সম্পর্কে জানতে চান। তার স্ত্রী বলেন, হযরত ওমর (রা.) এশার নামায আদায়ের পর

www.pathagar.com

ঘুমোবার আগে তাঁর মাথার কাছে পানির পাত্র রাখার আদেশ দিতেন। সেই পানি ঢেকে রাখতে বলতেন। পানি ঢেকে রাখা হতো। গভীররাতে ঘুম থেকে জেগে তিনি ওজু করতেন। তারপর আল্লাহ তায়ালার জিকির করতেন। জিকির শেষ করার পর নামাযের জন্য দাঁড়াতেন। রাতকে নামাযের দ্বারা জীবিত রাখতেন। সারারাত এবাদত করে কাটাতেন। তারপর এক সময় বলতেন হে নাফে, ভোর হয়েছে? নাফে বলতেন জ্বী না এখনো হয়নি। তারপর তিনি আবার নামায শুরু করতেন। নামায শেষে দোয়া এস্তেগফার করতেন।

তারাবীহর নামাযের একক জামায়াতের ব্যবস্থা করেন হযরত ওমর (রা.)

হযরত ওমর (রা.) রমজানের রাতে পুরুষদেরকে উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর পেছনে এবং মহিলাদেরকে সোলায়মান ইবনে হাছমার পিছনে সমবেত করেন।

আবদুর রহমান ইবনে ইবদুল কারী বলেন, হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে রমজানের রাতে আমি মসজিদে গেলাম। আমরা লক্ষ্য করলাম লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন জামায়াতে নামায আদায় করছে। এটা লক্ষ্য করে হযরত ওমর (রা.) বলেন, সকল নামাযীকে একজন ইমামের পিছনে সমবেত করা আমি সমীচীন মনে করছি। তারপর তিনি উবাই ইবনে কা'বকে ইমাম নিযুক্ত করেন। দ্বিতীয় রাতেও উবাইকে ইমামতির দায়িত্ব দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন এটা একটা উত্তম আবিষ্কার। প্রথম রাতে এবাদত করে শেষ রাতে ঘুমানোর চেয়ে সন্ধ্যারাতে ঘুমিয়ে শেষ রাতে এবাদত করা উত্তম।

নওফেল ইবনে আয়াজ হাজনি বলেন, হযরত ওমর (রা.)-এর যমানায় আমরা মসজিদে আলাদা আলাদা জামায়াতে তারাবীহর নামায আদায় করতাম। যার কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত অধিকতর শ্রুতিমধুর হতো তিনি ইমাম হতেন। হযরত ওমর (রা.) বলতেন কোরআনকে সঙ্গীত মনে হয় এরকম করে যেন তেলাওয়াত না করা হয়।

হযরত ওমর (রা.) হযরত উবাইকে তারাবীহর জামায়াতের ইমাম নিযুক্ত করার পর বললেন, এটা যদি বেদআত হয়ে থাকে তবে উত্তম বেদআত।

হযরত আলী (রা.) রমজানের প্রথম রাতে ঘর থেকে বের হলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন মসজিদে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে, কোরআন তেলাওয়াত শোনা যাচ্ছে। হযরত আলী (রা.) বললেন, হে ওমর আল্লাহর মসজিদকে আপনি আলোকিত করেছেন আল্লাহ তায়ালা আপনার কবরকে আলোকিত করুন।

www.pathagar.com

কবরের অবস্থা সম্পর্কে হযরত ওমরকে অবগত করেন রাসূল (সা.)

হযরত ওমর (রা.) বলেন, রাসূল (স.) আমাকে বললেন হে ওমর সেই সময় তোমার কি অবস্থা হবে যখন তুমি চারহাত দৈর্ঘ্যের দুই হাত প্রস্থের একটি ঘরের মধ্যে অবস্থান করবে। সেখানে তুমি মানকির নাকিরকে দেখতে পাবে। আমি বললাম মানকির নাকির কে? রাসূল (স.) বললেন তারা কবরের মধ্যে ফেতনা সৃষ্টি করে। কবরকে দাঁতে কাটে। পা পর্যন্ত লম্বা তাদের মাথার চুল। বজ্রপাতের শব্দের মতো তাদের গলার আওয়াজ। চোখ ধাঁধানো বৈদ্যুতিক আলোর মতো তাদের দুই চোখ। তাদের হাতে থাকবে লোহার গুর্জ। যদি দুনিয়ার সকল মানুষ একত্রিত হয়ে সেই গুর্জ ওঠাতে চায় তবু পারবে না। কিন্তু তাদের হাতে সেই গুর্জের ব্যবহার হবে আমার হাতের এই লাঠির মতো। সেই দুইজন ফেরেশতা তোমার পরীক্ষা নিবে। যদি তুমি তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে না পারো বা জবাব দিতে অস্বীকার করো তবে হাতের গুর্জ দ্বারা তারা তোমাকে এমন আঘাত করবে যে তুমি মাটির সাথে মিশে যাবে। হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন হে রাসূল! আমি এখন যেমন আছি তখন কি তেমন থাকবো? রাসূল (স.) বললেন হ্যাঁ। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তবে আমি একাই তাদের দুই জনের জন্য যথেষ্ট।

হযরত ওমর (রা.) উটের পিঠে আরোহণ করে সিরিয়া গেলেন

হযরত ওমর (রা.) উটের পিঠে আরোহণ করে সিরিয়া গেলেন। সেখানে লোকেরা নিজেদের মধ্যে কি সব আলোচনা করছিল। হযরত ওমর (রা.) এটা লক্ষ্য করে বললেন, ওদের দৃষ্টি ওই সকল লোকের সওয়ারীর প্রতি নিবদ্ধ রয়েছে যাদের আখেরাতে কোন অংশ নাই।

হযরত ওমর (রা.) একজন মহিলাকে আটা সিদ্ধ করা শিক্ষা দিলেন

হযরত ওমর (রা.) একবার একজন মহিলাকে রুটি বানানোর জন্য আটা সিদ্ধ করতে দেখে থামলেন। মহিলাকে বললেন আমার হাতে ঘুটুনি দাও। তারপর তিনি নিজে গরম পানিতে আটা ঘুটিয়ে দেখিয়ে দিলেন।

হিশাম ইবনে খালেদা বলেন, হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট আমি শুনেছি, তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কোন মহিলা পানি গরম না হওয়া পর্যন্ত যেন আটা গুলতে না চায়। পানি গরম হওয়ার পর অল্প করে আটা দিবে এবং ঘুটতে থাকবে। এতে আটা এলোমেলো হবে এবং রুটি বানানো সহজ হবে।

www.pathagar.com

ঈদের জামায়াতে হযরত ওমর (রা.)-এর স্মৃতিচারণ

হযরত ওমর (রা.) ঈদের নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে নগ্ন পায়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, নামায তৈরি তোমরা সমবেত হও। বহু লোক সমবেত হওয়ার পর তিনি মিম্বরে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য নিবেদিত। রাসূল (স.)-এর প্রতি দরুদ ও সালাম। হে লোক সকল, আমি আমার নিজের অবস্থার কথা জানি, বনু মাখজুমি খান্দান আমার নিজের খালার খান্দান। আমি এই খান্দানের ছাগল চরাতাম। এই কাজের বিনিময়ে এক মুঠি খেজুর এবং কিছু কিসমিস পেতাম। এই খেজুর এবং কিসমিস দিয়ে সারা দিনের ক্ষুধা নিবারণ করতাম। একথা বলেই হযরত ওমর (রা.) মিম্বর থেকে নেমে গেলেন।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন! আপনি শুধু নিজের আয়েবের কথাই বললেন অন্য কিছুতো বললেন না। হযরত ওমর (রা.) পুনরায় বললেন, হে আওফের পুত্র, তোমার জন্য আফসোস। আমি একাকী ছিলাম। তখন আমার মন আমাকে বলল, ওমর তুমি আমীরুল মোমেনীন হয়েছ তোমার চেয়ে বড় আর কে আছে? আমি তখন ভাবলাম আমার মনকে আমার প্রবৃত্তিকে অতীতের কথা স্মরণ করাবো।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে হযরত ওমর (রা.) বলেন, হে লোক সকল আমি নিজেকে এমন অবস্থার মধ্যেও দেখেছি যে, আমার নিকট কোন খাদ্যদ্রব্য ছিল না। আমার খালাগণ বনি মাখজুম গোত্রের অধিবাসী। তাদের জন্য আমি খাওয়ার পানি এনে দিতাম। বিনিময়ে তারা আমাকে কিছু কিসমিস খেতে দিতেন। নিজের ব্যাপারে আমার মনে এক ধরনের সূক্ষ্ম অহমিকা সৃষ্টি হওয়ার পর আমি চিন্তা করলাম, আমার মনকে আমি এভাবে জব্দ করবো।

হযরত আলী (রা.)-এর কন্যা উম্মে কুলসুমের সাথে হযরত ওমর (রা.)-এর বিবাহ

হযরত ওমর (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর কন্যা উম্মে কুলসুমকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব দিলেন। হযরত আলী (রা.) বললেন উম্মে কুলসুম এখনো ছোট। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আলী আমাকে এড়িয়ে যেতে চান। হযরত আলী (রা.) উম্মে কুলসুমকে হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, যদি সে রাজি হয় তবে সে তোমার স্ত্রী।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে হযরত ওমর (রা.) উম্মে কুলসুমকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলে হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি আমার মেয়েকে জাফরের

www.pathagar.com

ছেলের জন্য পছন্দ করে রেখেছি। হযতর ওমর (রা.) বললেন, উম্মে কুলসুমকে আমার সঙ্গে বিয়ে দাও। আল্লাহর কসম, উম্মে কুলসুমের বুজুর্গীরই আমি অধিক মুখাপেক্ষি। একথা শুনে হযরত আলী (রা.) বললেন, ঠিক আছে বিবাহ দিলাম। তারপর হযরত ওমর (রা.) মুহাজিরদের নিকট এসে বললেন তোমরা আমাকে মোবারকবাদ দাও। মুহাজিরগণ কারণ জানতে চাইলেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আলীর কন্যা উম্মে কুলসুমের সাথে আমার বিবাহ ঠিক হয়েছে। মহানবী (স.) বলেছেন, কেয়ামতের দিন সকল বংশ ধারা শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমার বংশধারা অবশিষ্ট থাকবে। আমি অবশ্য আগে থেকেই মহানবী (স.)-এর শ্বশুর। কিন্তু আমি মনে করি যে, হযরত আলীর কন্যার সঙ্গে বিয়ে হলে মহানবী (স.)-এর বংশধারার সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব হবে। আতা খোরাসানীর বর্ণনায় রয়েছে,উম্মে কুলসুমকে দেন মোহর হিসাবে হযরত ওমর (রা.) ৪০ হাজার দিরহাম দিয়েছিলেন।

হযরত ওমর (রা.)-এর নিযুক্ত হেমস প্রদেশের গবর্নরের কাজ

আবদুল্লাহ ইবনে কোর্ত শেমালী (রা.)-কে হযরত ওমর (রা.) হেমস প্রদেশের গবর্নর নিযুক্ত করেন। এই গবর্নর এক রাতে নগর পরিভ্রমণে বের হলেন। এক জায়গায় তিনি একদল বরযাত্রী দেখতে পেলেন। তারা শোভাযাত্রার সামনে আগুনের মশাল জ্বালিয়ে যাচ্ছিল। তিনি বরযাত্রীদের প্রহার করতে লাগলেন। বরযাত্রীরা দ্রুত পালিয়ে গেল। পরদিন কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে এই গবর্নর গতরাতের ঘটনা উল্লেখ করেন এবং এরকম কুফুরী রেওয়াজ অনুসরণকারীদের উপর লানত দেন। তিনি বলেন যারা এরকম কাজ করে আল্লাহ তাদের নূর নিভিয়ে দিবে।

হযরত হাফসাকে বিবাহ করার জন্য হযরত আবু বকরকে (রা.) হযরত ওমরের (রা.) প্রস্তাব

হযতর হাফসা (রা.) ছিলেন হযরত ওমর (রা.)-এর কন্যা। তাঁর স্বামীর নাম ছিল হযরত খোনায়েস (রা.)। তিনি ছিলেন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অন্যতম সাহাবা। মদীনায় তিনি ইন্তেকাল করেন। কন্যা বিধবা হওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) হযরত আবু বকরকে (রা.) বললেন,আপনি যদি রাজি থাকেন তবে হাফসাকে আমি আপনার সঙ্গে বিবাহ দিতে চাই। হযরত আবু বকর (রা.) হ্যাঁ বা না কিছুই বললেন না।

www.pathagar.com

কিছু দিন পর মহানবী (স.) হযরত হাফসাকে বিবাহ করেন। হযরত ওমরের (রা.) সাথে দেখা হওয়ার পর হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আপনি সেদিন হয়তো আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন, কারণ আমি আপনার প্রস্তাবের জবাবে হাঁ বা না কিছুই বলি নাই। হযরত ওমর (রা.) বললেন হ্যাঁ আমি অসন্তুষ্ট হয়েছি। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, কিন্তু আমার নীরবতার কি কারণ ছিলো শুনবেন? আমি শুনেছিলাম মহানবী (স.) হাফসা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আমি ভাবলাম মহানবী (স.) হাফসাকে হয়তো বিবাহ করবেন। কিন্তু তাঁর গোপনীয়তা আমি আপনার নিকট বা অন্য কারো নিকট প্রকাশ করতে চাইনি। মহানবী (স.) যদি হাফসা সম্পর্কে আলোচনা না করতেন এবং তাকে বিবাহ না করতেন তবে আমি হাফসাকে বিবাহ করতাম।

একটি হাদীস সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এর তাহকিক

হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা.) বলেন, একদিন হযরত ওমর (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমি তিনবার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু তিনি অনুমতি দিলেন না। অনুমতি না পেয়ে আমি ফিরে চললাম। হযরত ওমর (রা.) এটা জেনে আমাকে কাছে ডাকলেন। জানতে চাইলেন আমি কেন ফিরে চলে যাচ্ছিলাম। আবু মুসা (রা.) বললেন, তিনবার অনুমতি চেয়ে অনুমতি না পেলে ফিরে যাওয়ার জন্য মহানবী (স.) বলেছেন। এ কারণেই আমি ফিরে যাচ্ছিলাম। হযরত ওমর (রা.) বললেন, মহানবী (স.) বলেছেন একথা? এই হাদীস আমিতো শুনিনি তুমি শুনেছ কিভাবে? যদি তুমি তোমার বক্তব্যের সমর্থনে সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারো তবে তোমাকে আমি কঠিন শাস্তি দিব।

আবু মুসা আশয়ারী (রা.) বলেন, আমি সাক্ষীর ব্যবস্থা করার জন্য একদল আনসারের নিকট গেলাম। তারা মদীনার মসজিদে বসেছিলেন। তাদের নিকট আমি মহানবী (স.)-এর উক্ত হাদীস বর্ণনা করে এর সত্যতা জানতে চাইলাম। তারা বললেন, হ্যাঁ এ হাদীস সত্য। কিন্তু কেউ কি সন্দেহ করেছে নাকি? আমি হযরত ওমর (রা.)-এর সন্দেহের কথা জানালাম। আনসারগণ বললেন, আপনার সঙ্গে আমাদের মধ্যেকার বয়োকনিষ্ঠ ব্যক্তি সাক্ষী হিসাবে যাবে। তারপর আবু সাঈদ খুদরী (রা.) আমার সঙ্গে হযরত ওমরের সামনে উপস্থিত হলেন। হযরত ওমর (রা.) আবু সাঈদ খুদরীর নিকট আমার বর্ণিত হাদীসের সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমার সঙ্গী বললেন, একদিন মহানবী (স.) হযরত সা'দ ইবনে ওবাদার গৃহাভিমুখে রওয়ানা হলেন। আমরা কয়েকজন সঙ্গে ছিলাম। সা'দ এর ঘরের সামনে গিয়ে মহানবী (স.) সালাম জানালেন কিন্তু ভেতর থেকে জবাব এলো না। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার সালাম জানিয়ে ফিরে চললেন।

www.pathagar.com

ইত্যবসরে হযরত সা'দ (রা.) অতি দ্রুত ঘর থেকে বের হলেন। তিনি বিনীত কণ্ঠে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কসম আমি আপনার তিনবারের সালামই শুনেছি কিন্তু আস্তে আস্তে জবাব দিয়েছি। সালামের অর্থ হচ্ছে তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি চেয়েছিলাম আপনি আমার উপর এবং আমার পরিবারের উপর আরও বেশি সালাম করবেন।

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) এ হাদীস বর্ণনা করার পর হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা.) হযরত ওমরকে (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম, মহানবী (স.) বর্ণিত এই হাদীস সম্পর্কে আমি সত্যবাদী ছিলাম। হযরত ওমর (রা.) বললেন, সেটা ঠিক আছে কিন্তু আমি আরো বেশি তাহকিক অর্থাৎ যাচাই করা সমীচীন মনে করেছি।

সালাম দেয়ার প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর গুরুত্বারোপ

হযরত আমের ইবনে ইবদুল্লাহ (রা.) বলেন,আমাদের একজন দাসী হযরত যোবায়ের (রা.)-এর কন্যাকে নিয়ে হযরত ওমর (রা.)-এর বাড়িতে গেল। তারপর বলল, আমি কি ভেতরে আসতে পারি? হযরত ওমর (রা.) অনুমতি দিলেন না। অনমুতি না পেয়ে দাসী ফিরে যাচ্ছিল। হযরত ওমর (রা.) তখন অন্য একজনকে বললেন, ওকে ডাকো, সে যেন এসে বলে আস্‌সালামু আলাইকুম, আমি কি ভেতরে আসতে পারি।

হযরত ওমর (রা.)-এর বিনয়

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) বলেন, একদিন হযরত ওমর (রা.) আমার বাড়িতে এসে ভেতরে আসার অনুমতি চাইলেন। আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। সে সময় একজন দাসী আমার মাথার চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল। আমি দাসীকে চুল আঁচড়াতে বারণ করলাম। হযরত ওমর (রা.) বললেন না থাক, ওকে চুল আঁচড়াতে দাও আমি বরং পরে আসবো। যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন আপনি খবর পাঠালে আমিই আপনার নিকট যেতাম। হযরত ওমর (রা.) বললেন, কিন্তু এখনতো আমার প্রয়োজন তাই আমি এসেছি।

আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরকে হযরত ওমর (রা.) ভর্ৎসনা

হযরত আসলাম (রা.) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.) একদিন হযরত ওমর (রা.)-এর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি এসে জানতে চাইলেন হযরত ওমর (রা.) কি আছেন? আমি বললাম, হাঁ আছেন তবে ব্যস্ত আছেন। একথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের আমাকে সজোরে চপেটাঘাত করলেন।

www.pathagar.com

আমি আর্তনাদ করে উঠলাম। হযরত ওমর (রা.) জানতে চাইলেন কি হয়েছে? আমি আবদুল্লাহর আচরণের কথা তাঁকে জানালাম। হযরত ওমর (রা.) আবদুল্লাহকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি আমার ভৃত্যকে মেরেছ কেন? আবদুল্লাহ আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললেন, সে আপনার নিকট আসতে আমাকে বাধা দিয়েছে। হযরত ওমর (রা.) বললেন বাধা দিয়েছে একথা ঠিক নয় সে বলেছে, আমীরুল মোমেনীন ব্যস্ত আছেন অর্থাৎ আপনি একটু অপেক্ষা করুন। কিন্তু তুমি আমার পক্ষে তার বলা ওজরে কান দাওনি। আল্লাহর কসম, বন্য জন্তুরা বন্য জন্তুদের জন্যই রক্তাক্ত হয়, পরে অন্য বন্য জন্তুরা তাদের সাবাড় করে। অর্থাৎ আমরা যখন নিজেদের মধ্যে বাড়াবাড়ি করবো তখন আমাদের ঐক্য বিনষ্ট হবে। তারপর শত্রুরা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

গাধার পিঠে একটি বালকের পেছনে বসলেন হযরত ওমর (রা.)

হযরত হাসান (রা.) বলেন, একদিন প্রচণ্ড গরমের সময় আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রা.) মাথায় চাদর জড়িয়ে বের হলেন। সামনে দিয়ে একটি বালক গাধার পিঠে আরোহণ করে যাচ্ছিল। হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে বালক আমাকে তোমার পিছনে আরোহণ করাও। বালক তাড়াতাড়ি নীচে নেমে বলল, হে আমীরুল মোমেনীন, আপনি আগে আরোহণ করুন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি তোমার সামনে বসবনা। তুমি আমাকে নরম জায়গায় বসাতে চাও? তুমি সামনে বসো, আমি তোমার পেছনে শক্ত জায়গায় বসবো। এরপর খলীফা ওমর (রা.) সেই বালকের পিছনে বসে মদীনায় প্রবেশ করলেন। মদীনার লোকেরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে হযরত ওমর (রা.)-এর প্রতি তাকিয়ে রইল।

একজন বালকের প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর স্নেহ

ছানান ইবনে সালমা হাজলি (রা.) বলেন, কয়েকজন বালকের সঙ্গে আমি খেজুর কুড়াতে বের হলাম। কাঁচা পাকা খেজুর। হঠাৎ হযরত ওমর (রা.) বেত হাতে বের হলেন। বালকেরা তাঁকে দেখে ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। ছানান বলেন, আমার আঁচলে খেজুর ছিল। খলীফা আমার নিকট এলে আমি বললাম, এইসব খেজুর বাতাসে নীচে পড়েছিল, আমি কুড়িয়ে পেয়েছি। খলীফা আমাকে প্রহার করলেন না। আমি বললাম, বালকেরা এখনই আমার নিকট থেকে খেজুর নেয়ার জন্য আসবে। খলীফা বললেন, বালকেরা কিছুতেই নিতে পারবেনা। তুমি আমার সাথে চলো। তারপর খলীফা আমাকে আমার বাড়ীতে পৌঁছে দিলেন।

www.pathagar.com

হযরত ওমর (রা.)-এর বিনয়ের আরো একটি উদাহরণ

হযরত ওমর (রা.) কোনো প্রদেশে গবর্নর নিযুক্ত করে পাঠানোর সময় এই ফরমান লিখে পাঠাতেন যে, প্রেরিত ব্যক্তির কথা তোমরা ততক্ষণ শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে যতক্ষণ সে তোমাদের প্রতি ন্যায়বিচার করে। হযরত হোজায়ফা (রা.)-কে মাদায়েনে গবর্ণর নিযুক্ত করে পাঠানোর সময় লিখলেন, হে মাদায়েনবাসী, তোমরা এই ব্যক্তির কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে। সে তোমাদের নিকট যা কিছু চায় তা দিবে।

হযরত হোজায়ফা (রা.) গাধার পিঠে আরোহণ করে রওয়ানা হলেন। সেই গাধার পিঠে তাঁর ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিসও ছিল। মাদায়েন পৌঁছার পর লোকেরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো। হযরত হোজায়ফা (রা.)-এর হাতে ছিল পাতলা রুটি এবং এক টুকরা হাড্ডি। ফরমান পড়ে শোনানোর পর লোকেরা বলল, আপনি আমাদের নিকট যা ইচ্ছা চাইতে পারেন। হযরত হোজায়ফা (রা.) বলেন, আমি তোমাদের নিকট জীবন ধারণের খাবার এবং আমার গাধার জন্য প্রয়োজনীয় খাবার চাই। যতোদিন তোমাদের মধ্যে থাকবো ততোদিন এতটুকু হলেই চলবে।

মাদায়েনে বেশ কিছুকাল অবস্থানের পর হযরত ওমর (রা.) হযরত হোজায়ফা (রা.)-কে ডেকে পাঠালেন। মাদায়েনের গবর্নর আসছেন একথা জানার পর খলীফা ওমর (রা.) মদীনার উপকণ্ঠে এক জায়গায় আত্মগোপন করে রইলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন হোজায়ফা(রা.) যেভাবে তাঁর নিকট থেকে গিয়েছিলেন ঠিক সেভাবেই ফিরে আসলেন। হযরত ওমর (রা.) এই দৃশ্য দেখে ছুটে গিয়ে হযরত হোজায়ফাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি আমার ভাই, আমি তোমার ভাই।

পিতা খাত্তাবের স্মৃতিচারণে হযরত ওমর (রা.)

হযরত সোলায়মান ইবনে ইয়াসার (রা.) বলেন, একটি প্রান্তর অতিক্রম করার সময় হযরত ওমর (রা.) স্মৃতিচারণ করে বলেন, এক সময় আমি এখানে আমার পিতা খাত্তাবের পশু চরাতাম। আমার পিতা ছিলেন ভীষণ কঠোর স্বভাবের মানুষ। তিনি অশ্লীল কথা বলতেন। আজ আমি উম্মতে মোহাম্মদীর খলীফা। এরপর হযরত ওমর (রা.) এই কবিতা আবৃত্তি করেন,

সজীবতা আছে ওতে যা কিছু দেখো
অন্য কিছু ওতে নাই অন্য কিছু না পাবে

www.pathagar.com

অবশিষ্ট থাকবেন শুধু আল্লাহ তায়ালা

ধন সম্পদ সন্তান সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।

এই কবিতা আবৃত্তি করে হযরত ওমর (রা.) তার উটকে সম্বোধন করে বলেন চল, চল।

আল্লাহর নেয়ামতের বর্ণনায় হযরত ওমর (রা.)

হযরত ইকরামা (রা.) বলেন, হযরত ওমর (রা.) একজন খোঁড়া, অন্ধ, এবং বধির লোকের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, তোমরা কি এই লোকটির মধ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মতো কোন কিছু লক্ষ্য করছো? সঙ্গীরা বলল, জ্বীনা।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, সে যে সুষ্ঠুভাবে প্রস্রাব করতে পারে এটাই মহান আল্লাহর এক বড় নেয়ামত।

আবু মুসা আশয়ারীকে লেখা হযরত ওমর (রা.)-এর চিঠি

হযরত ওমর (রা.) আবু মূসা আশয়ারী (রা.)-কে একটি চিঠিতে লিখলেন, রেজেকের ব্যাপারে ধৈর্যের পরিচয় দেবে। আল্লাহ তায়ালা কাউকে কারো উপর এ বিষয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন। এটা পরীক্ষা মূলক ভাবে করা হয়েছে। কারা কেমন শোকর আদায় করে আল্লাহ সেটা দেখতে চান। যারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আল্লাহ তাদের আরো বেশী দান করেন। আল্লাহ বলেন, তোমরা যদি আমার শোকর আদায় করো তবে আমি তোমাদের নেয়ামত বাড়িয়ে দেব।

আল্লাহর উপর হযরত ওমর (রা.)-এর নির্ভরতা

হযরত ওমর (রা.) বলেন, কি অবস্থায় আমার সকাল হবে আমি সেটা পরোয়া করি না। কারণ ভালো মন্দ সম্পর্কে আল্লাহ ভালো জানেন। আমার যা কিছু পছন্দ এতে আমার কল্যাণ রয়েছে নাকি আমার যা কিছু অপছন্দ এতে আমার কল্যাণ রয়েছে সেটা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা জানেন।

www.pathagar.com

নবম পরিচ্ছেদ

মহানবী (সঃ)-এর মধ্যে বার্ধক্যের ছাপ দেখলেন হযরত ওমর (রা.)

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বলেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল, খুব তাড়াতাড়ি আপনার মধ্যে বার্ধক্যের ছাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আল্লাহর রাসূল বললেন, সূরা হুদ এবং এ রকমের অন্যান্য সূরা, সূরা ওয়াকেয়া, সূরা নাবা,সূরা শামছ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। (কেননা এ সকল সূরায় রোজ কেয়ামতের বিভীষিকার বিবরণ রয়েছে।)

আল্লাহর আযাবের ভয়ে হযরত ওমর (রা.)-এর শ্বাসকষ্ট

হযরত ওমর (রা.) এক জুমার সময় খোতবায় এই আয়াত সমূহ পাঠ করলেন ঃ এজাশ শামছু কুওয়েরাত থেকে আলেমাত নাফছুন মা আহদারাত। অর্থাৎ সূর্য যখন নিষ্প্রভ হবে। যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে। পর্বতসমূহ যখন চলমান করা হবে। যখন পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিত হবে। যখন বন্য পশু একত্র করা হবে। সমুদ্র যখন স্ফীত হবে। দেহে যখন আত্মা পুনঃসংযোজিত হবে। যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। যখন আমলনামা উন্মোচিত হবে। যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে। জাহান্নামের আগুন যখন উদ্দীপিত করা হবে এবং জান্নাত যখন নিকটবর্তী করা হবে। তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে সে কি নিয়ে এসেছে। এতটুকু পাঠ করার পর কান্নায় হযরত ওমর (রা.)-এর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

হযরত হাসান (রা.) বলেন, হযরত ওমর (রা.) যখন সূরা তূর এর এই আয়াত পাঠ করেন, নিশ্চয়ই আমার আযাব সংঘটিত হবে। কেউ তা টলাতে পারবে না। এতটুকু পাঠ করার পর তাঁর এমন শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হলো যে, দীর্ঘদিন যাবত তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন।

সূরা ইউসুফ পাঠ করতে গিয়ে হযরত ওমর (রা.)-এর অস্থিরতা

হযরত ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের (রা.) বলেন, হযরত ওমর (রা.) আমাদেরকে ফজরের নামায পড়ালেন। তিনি সূরা ইউসুফ পাঠ করছিলেন। তিনি যখন এই আয়াতে পৌঁছলেন যে, দুঃখ দুশ্চিন্তায় কাঁদতে কাঁদতে তাঁর চোখে সাদা দাগ পড়ে গিয়েছিল। তখন কাঁদতে কাঁদতে হযরত ওমর থমকে গেলেন এবং রুকু করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (রা.) বলেন, আমি হযরত ওমর (রা.)-এর আবেগ জড়িত কান্না শুনতে পেলাম। সে সময় আমি নামাযের

www.pathagar.com

জামায়াতের পিছনের কাতারে ছিলাম। তিনি সূরা ইউসূফের এই আয়াত পাঠ করেন, আমি নিজের দুঃখ দুশ্চিন্তা সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার নিকট অভিযোগ করছি। এই আয়াত পাঠ করার সময় আবেগজড়িত কান্নায় হযরত ওমর (রা.)-এর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। তিনি লুটিয়ে পড়লেন। তারপর তাঁকে ধরে ঘরে নেয়া হলো। সাহাবাগণ তাঁকে দেখতে গেলেন। তারা মনে করলেন হযরত ওমর (রা.) যেন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন।

মাআজ ইবনে জাবাল (রা.)-এর সাথে হযরত ওমর (রা.)-এর কান্না

হযরত ওমর (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, হযরত ওমর (রা.) মাআজ ইবনে জাবাল (রা.)-এর নিকট গেলেন। মাআজ কাঁদছিলেন। হযরত ওমর (রা.) মাআজকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। মাআজ বললেন, আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর নিকট আমি শুনেছি যে, ছোট রকমের অহংকারও শিরক এর অন্তর্ভূক্ত। মুত্তাকী বান্দাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেইসব বান্দা প্রিয় যারা নিজেদেরকে এতোটা লুকিয়ে রাখেন যে যদি তারা নিখোঁজ হয়ে যান তবে কেউ তাদের সন্ধান করে না। যদি তারা উপস্থিত থাকেন তবে কেউ তাদের চিনতে পারে না। গুরুত্ব দেয় না। এ রকম মানুষই হেদায়াতের ইমাম এবং জ্ঞানের চেরাগ। এই হাদীস শুনে হযরত ওমর (রা.) মাআজ এর সাথে কাঁদতে লাগলেন।

হযরত ওমর (রা.)-এর পরকালের ভয়

ছাবেত ইবনে হাজ্জাজ বলেন, হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, হে লোকসকল তোমাদের আমল ওজন করার আগেই তোমরা নিজেদের ওজন করো। তোমাদের নিকট থেকে হিসাব গ্রহণের আগেই তোমরা নিজেদের হিসাব গ্রহণ করো। এরকম করা হলে কাল কেয়ামতের ময়দানে তোমাদের হিসাব দেয়া সহজ হবে। কঠিন দিনের হিসাবের জন্য নিজেদেরেকে প্রস্তুত করা সহজ হবে। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেছেন, তোমাদেরকে সেদিন উপস্থিত করা হবে। সেদিন তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না।

আল্লাহর প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর ভয়

আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, এক দিন আমি হযরত ওমর (রা.)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি একটি বাগানে প্রবেশ করলেন। সে সময় তিনি নিজেকে বলছিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন, তুমি আল্লাহকে ভয় করো। তিনি তোমাকে অবশ্যই শাস্তি দিবেন।

www.pathagar.com

নির্বোধ লোকদের কাজ সম্পর্ক হযরত ওমর (রা.)

হযরত ওমর বলেন, তোমরা যখন দেখো যে কোন নির্বোধ লোক অন্য লোকদের মানসম্মান নষ্ট করছে তখন কেন তোমরা তাকে বাধা দাও না? কেউ কেউ জবাব দিলেন, আমরা ওদের রূঢ় আচরণকে ভয় করি। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তবে তো তোমরা সেই দুষ্কৃতিকারীদের সাক্ষী হয়ে যাচ্ছো।

হযরত ওমর (রা.)-এর কর্মকৌশল

হযরত ওমর (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ বলেন, হযরত ওমর (রা.) কোন কাজ করতে লোকদের নিষেধ করতে চাইলে প্রথমে নিজের পরিবার থেকে শুরু করতেন। তিনি বলতেন, আমি চাইনা তোমরা সেই অন্যায় করবে যা না করার জন্য আমি বাইরের লোকদের বলতে থাকবো। বাইরের লোকদের নিষেধ করা হয় এরকম অন্যায় আমার পরিবারের কেউ যদি করে তবে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে।

হযরত ওমর (রা.)-এর জ্ঞানগর্ভ বাণী

হযরত ওমর (রা.) বলেন, অসৎলোকের সংস্পর্শের চেয়ে নিঃসঙ্গতা বা একাকীত্ব শান্তি দায়ক। একাকীত্ব দ্বারা নিজের অংশ বুঝে নাও।

শরীয়ত বিরোধী কাজের জন্য নিন্দনীয় একজন লোকের অনুসরণকারী একদল লোকের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় হযরত ওমর (রা.) বললেন, সেই কওমের লোকদের চেহারায় কোন কল্যাণ নেই যারা খারাপ ছাড়া ভালো কিছু চোখে দেখেনা।

একজন সাহাবীকে হযরত ওমর (রা.)-এর তিরস্কার

একবার হযরত আহনাফ (রা.)-এর গায়ে একটি নতুন জামা দেখে হযরত ওমর (রা.) জামাটির মূল্য জানতে চাইলেন। আহনাফ বললেন, বারো দিরহামে এই জামা ক্রয় করেছি হে আমীরুল মোমেনীন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমার মন্দ হোক। ছয় দিরহামের জামা কেন ক্রয় করলে না। অবশিষ্ট ছয় দিরহাম দিয়ে তোমার প্রয়োজনীয় অন্য কোন কাজ সম্পন্ন করতে পারলেনা?

আবু মুসা আশয়ারীকে হযরত ওমর (রা.) যা লিখলেন

হযরত ওমর (রা.) হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা.)-কে লিখলেন, তুমি নিজের প্রবৃত্তিকে সংযত করো। আল্লাহ তায়ালা রেজেক দেয়ার ক্ষেত্রে কাউকে অন্য কারো উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। রেজেক দ্বারা তিনি প্রত্যেককে পরীক্ষা করে থাকেন। যাকে বেশী রেজেক দেয়া হয়েছে তার শোকর সম্পর্কে পরীক্ষা করা হয়। আল্লাহর দরবারে তাঁর শোকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

বিবাহ করানোর প্রস্তাবে হযরত ওমর (রা.)-এর নীরবতা

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত সালমান ফারসী (রা.) একবার সফর থেকে ফিরে এসে হযরত ওমর (রা.)-কে বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন আপনি আমাকে বিবাহ করিয়ে দিন। হযরত ওমর (রা.) কোন জবাব দিলেন না। পরদিন সকালে হযরত ওমর (রা.)-এর একজন দূত হযরত সালমানের সঙ্গে দেখা করলেন। দূত বললেন, আপনি কখনোই আমীরুল মোমেনীনের নিকট এরকম কথা বলবেন না। তিনি নিষেধ করেছেন।

হযরত ওমর (রা.)-এর ক্রোধ

হযরত আবু সাঈদ (রা.) বলেন, আমরা মহানবী (সঃ)-এর নিকট ছিলাম। তিনি গনিমতের মাল বন্টন করছিলেন। এসময় বনু তামিম গোত্রের মোটাসোটা একজন লোক এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ইনসাফ করুন। মহানবী (সঃ) বললেন, তোমার সর্বনাশ হোক। আমি যদি ইনসাফ না করি তবে কে ইনসাফ করবে? যদি আমি ইনসাফ না করি তবে আমাকে অপমানিত হতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল অনুমতি দিন, আমি এই লোকটির শিরচ্ছেদ করি। মহানবী (সঃ) হযরত ওমরকে নিষেধ করলেন।

মোনাফেক আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর জানাযার নামায পড়ানোর উদ্যোগে হযরত ওমরের বাধা

হযরত ওমর (রা.) বলেন, মোনাফেক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মৃত্যুর পর তার পুত্র আবদুল্লাহ মহানবী (সঃ)-কে তার পিতার জানাযার নামায পড়ানোর আবেদন জানালো। মহানবী (সঃ) জানাযার নামায পড়াতে দাঁড়ালেন। হযরত ওমর (রা.) তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল এই ব্যক্তি মোনাফেক, আল্লাহর দুশমন। সে অমুক দিন এই কথা বলেছে। অমুক দিন এই কাজ করেছে। মহানবী (সঃ) হযরত ওমরের কথা শুনে মৃদু হাসছিলেন। তারপর বললেন, আমাকে আল্লাহ বলেছেন, আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন অথবা না করুন আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না। কারণ তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে কুফুরী করেছে। যদি আমি জানতে পারি সত্তর বারের বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন তবে আমি তাই করবো।

হযরত ওমর (রা.) বলেন, রাসূল (সঃ) এরপর আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের জানাযার নামায পড়ালেন। তার জানাযার সঙ্গে গেলেন এবং দাফন হওয়া পর্যন্ত কবরের কাছে অবস্থান করলেন। আমি রাসূল (সঃ)-এর সঙ্গে যে রকম উদ্ধত

www.pathagar.com

আচরণ করেছি সেজন্য অনুতপ্ত হলাম। কিছুক্ষণ পর কোরআনের এই আয়াত নাযিল হলো। আল্লাহ বলেন, ওদের মধ্যে কেউ যদি মারা যায় তবে কখনোই আপনি তাদের জানাযার জন্য দাঁড়াবেননা। তাদের কবরের পাশে দাঁড়াবেননা। কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফুরী করেছে এবং কুফুরী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে। তাদের অর্থ সম্পদ যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। এসব কিছু দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে বিপদের মধ্যে রাখতে চান। তারপর মহানবী (সঃ) আর কখনো কোন মোনাফেকের কবরের পাশে দাঁড়াননি।

একজন যুবককে হযরত ওমর (রা.)-এর তিরস্কার

হযরত খারশা ইবনে হোর (রা.) বলেন, হযরত ওমর (রা.)-এর সামনে দিয়ে পায়ের পাতার নীচে পর্যন্ত কাপড় পরিহিত একজন যুবক কাপড়ে মাটি লাগিয়ে যাচ্ছিল। হযরত ওমর (রা.) যুবককে ডেকে আনালেন। সামনে আসার পর যুবককে বললেন, তোমার কি হায়েজ হয়েছে? অপ্রস্তুত যুবক বলল, পুরুষদের কি হায়েজ হয় হে আমীরুল মোমেনীন? হযরত ওমর (রা.) বললেন, তবে তুমি কেন মহিলাদের মতো এ ভাবে কাপড় পরেছ? তারপর ওমর (রা.) কাঁচি আনালেন। যুবকের কাপড় হাঁটুর কিছু নীচে থেকে নীচের অংশ কেটে দিলেন।

হযরত ওমর (রা.) বলেছেন কোরায়েশগণ সর্দার বা জননেতা

আহনাফ ইবনে কায়েস বলেন, হযরত ওমর (রা.)-কে আমি বলতে শুনেছি, কোরায়েশগণ ছিলেন মানুষের নেতা। তারা কারো ঘরে প্রবেশ করার সময় একাধিক মানুষ তাদের সঙ্গে থাকতেন। হযরত ওমরের একথার অর্থ আমি বুঝতে পারিনি। হযরত ওমর (রা.) গুরুতর আহত হয়ে ইন্তেকালের আগে হযরত সোহায়েবকে তিনদিন পর্যন্ত নামায পড়ানোর এবং খাবার তৈরীর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। অন্য কাউকে খলীফা মনোনীত করা পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়েছিল। হযরত ওমর (রা.)-এর ইন্তেকালের পর তার জানাযার নামায আদায় শেষে তাঁকে দাফন করা হলো। তারপর লোকদের খাবার দেয়া হলে কেউ খেতে পারছিলেননা। এটা লক্ষ্য করে মহানবী (সঃ)-এর চাচা হযরত আব্বাস বললেন, হে লোক সফল, মহানবী (সঃ)-এর এফাতের পর আমরা খাবার খেয়েছি। হযরত ওমর (রা.)-এর মৃত্যুর পরও আমরা খাবার খেয়েছি। এটাতো অত্যাবশ্যকীয়। হযরত আব্বাস (রা.) একথা বলে খেতে শুরু করলেন। সে সময় আমি হযরত ওমর (রা.)-এর বলা কথার তাৎপর্য বুঝতে পারলাম। তিনি যথার্থই বলেছেন, কোরায়েশগণ সর্দার বা জননেতা।

www.pathagar.com

হযরত ওমর (রা.)-এর ইন্নালিল্লাহে বলা

আবদুল্লাহ ইবনে খলিল বলেন, হযরত ওমর (রা.)-এর সঙ্গে আমি একটি জানাযায় অংশ নিয়েছিলাম। এসময় তাঁর জামার হাতার ফিতা ছিঁড়ে গেল। তিনি বললেন, ইন্নালিল্লাহ অইন্না ইলাইহে রাজেউন। লোকেরা বলল, হে আমীরুল মোমেনীন আপনি এতো সামান্য বিষয়ে ইন্নালিল্লাহ বলছেন? হযরত ওমর (রা.) বললেন, যে জিনিস তোমাদের কষ্ট দেয় তা তোমাদের জন্য বিপদ স্বরূপ। মোমেনকে উদ্বেগ এবং অশান্তির মধ্যে ফেলে এরকম প্রতিটি জিনিসই বিপদ স্বরূপ বলতে হবে।

হযরত ওমর (রা.)-এর চিঠি

হযরত আবু ওসমান নাহদী (রা.) বলেন, হযরত ওমর (রা.) আজারবাইজানে আমাদের নিকট একখানি চিঠি পাঠালেন। সেই চিঠিতে তিনি লিখেছেন, আম্মা বাদ। তহবন্দ বাঁধবে। চাদর গায়ে দেবে। জুতো পরিধান করবে এবং জুতোর ফিতা বাঁধবে। পায়জামা পরিধান করবে। তোমরা তোমাদের পিতা হযরত ইসমাইল আলায়হিস সালামের সুন্নতের উপর অবিচল থাকো। নিজেদেরকে রক্ষা করবে। কারো নামে অপবাদ দিবে না। আজমী অর্থাৎ অনারবদের রীতি নীতি পরিত্যাগ করবে। রোদে বসতে অভ্যাস করবে। এটাই হচ্ছে আরবদের হাম্মাম। মোটা কাপড় পরিধান করবে। কাপড় ছিঁড়ে গেলে সেলাই করে নিবে। সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করতে শিখবে। তীর নিক্ষেপ করতে শিখবে। দৌড়াতে শিখবে। আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেশম পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তবে চার আঙ্গুল পরিমাণ রেশম ব্যবহার করা জায়েজ।

একজন মহিলাকে হযরত ওমর (রা.)-এর পরামর্শ

হযরত আনাস (রা.) বলেন, একজন মহিলা হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট এসে নিজের পোশাক ছিঁড়ে যাওয়ার অভিযোগ করলেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি কি তোমাকে কাপড় দিইনি? মহিলা বললেন, হাঁ দিয়েছেন কিন্তু সেই কাপড় ছিঁড়ে গেছে। ফেটে গেছে। হযরত ওমর (রা.) কিছু সূতা এবং একখানি নতুন কাপড় আনিয়ে সেই মহিলাকে দিলেন। তারপর বললেন, এই সূতা দিয়ে পুরাতন কাপড় সেলাই করে ঘরের কাজ কর্ম এবং রান্না ঘরের কাজকর্মের সময় পরিধান করবে। কাজ থেকে অবসর হওয়ার পর নতুন কাপড় পরিধান করবে। নতুন কাপড়ের গুরুত্ব সেই লোক বুঝতে পারেনা যে ব্যক্তি পুরাতন কাপড় পরিধান না করে।

www.pathagar.com

হযরত ওমর (রা.)-এর পোশাক এবং দুনিয়ার অস্থায়ীত্ব সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য

হযরত আবদুল আজিজ ইবনে আবু জামিল আসমাঈ (রা.) বলেন, হযরত ওমর (রা.)-এর জামার আস্তিন তাঁর পায়ের গিরা অতিক্রম করতোনা। হযরত বুদায়েল ইবনে মায়চারা বলেন, হযরত ওমর (রা.) জুমার নামায আদায় করার জন্য বের হলেন। সে সময় তাঁর পরিধানে ছিল খুব সুন্দর একটি জামা। তাঁর হাত ছেড়ে দিলে হাতের আঙ্গুল যে পর্যন্ত যায় তাঁর জামার আস্তিনের প্রান্ত এর চেয়ে লম্বা ছিলনা। হযরত হেশাম ইবনে খালেদ (রা.) বলেন, হযরত ওমরকে আমি দেখেছি তিনি নাভীর উপর তহবন্দ পরিধান করতেন। হযরত আমের ইবনে ওবায়দা বাহেলী বলেন, হযরত আনাসকে আমি রেশম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আমি তাঁকে বলেছিলাম, আমি মনে করি আল্লাহ তায়ালা রেশম সৃষ্টি না করলেই ভালো করতেন। মহানবী (সঃ)-এর সাহাবাদের মধ্যে হযরত ওমর (রা.) এবং তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ ব্যতীত অন্য সকলেই রেশম পরিধান করেছেন।

হযরত মাছরুক (রা.) বলেন, মিহি সূতার পোশাক পরিহিত অবস্থায় হযরত ওমর (রা.) একদিন আমার নিকট এলেন। উপস্থিত সবাই তাঁর পোশাকের সৌন্দর্য দেখতে লাগলো। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমরা যা দেখছো এই সৌন্দর্য কৃত্রিম। ধনসম্পদ সন্তান সব ধ্বংস হয়ে যাবে, শুধু মাত্র আল্লাহ তায়ালা অবশিষ্ট থাকবেন। আল্লাহ্‌র কসম, আখেরাতের মোকাবেলায় দুনিয়া একটি খরগোশের দৌড়ের চেয়ে বেশী গুরুত্ব বহন করেনা।

মহানবী (সঃ) হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.)-এর ইয়েমেনী চাদর পরিধান

হযরত আবদুর-রহমান ইবনে আবু লায়লা (রা.) বলেন, আমি হযরত ওমর (রা.)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, মহানবী (সঃ)-কে দেখেছি তিনি সংকীর্ণ আস্তিনের সিরীয় জোব্বা পরিধান করেছেন।

হযরত জুন্দুব ইবনে মাকিছ (রা.) বলেন, মহানবী (সঃ)-এর নিকট কোন প্রতিনিধি দল এলে তিনি সবচেয়ে ভালো পোশাক পরিধান করতেন এবং অন্যদেরও ভালো পোশাক পরিধানের নির্দেশ দিতেন। কেন্দার প্রতিনিধিদল যেদিন এসেছিল সেদিন আমি দেখেছি মহানবী (সঃ) ইয়েমেনী চাদর পরিধান করেছেন। হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.) সেদিন ইয়েমেনী চাদর পরিধান করেছিলেন।

www.pathagar.com

খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এর পরামর্শ এবং তাঁর খাদ্যাভ্যাস

হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, পেট ভরে পানাহার করা থেকে বিরত থাকো। কারণ পেট ভরে আহার করা হলে এবং পান করা হলে দেহের ক্ষতি হয় এবং অসুখ দেখা দেয়। নামায আদায়ে অলসতা দেখা দেয়। পানাহারের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা গ্রহণ করো। এতে দেহ সুস্থ থাকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয় না। যেসব আলেম মোটা হওয়ার চিন্তা ফিকিরে থাকেন আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর অসন্তুষ্ট হন। মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার মনের আকাঙ্ক্ষাকে দ্বীনের বিধানের উপর প্রাধান্য না দেয়। আবু মাহজুরা (রা.) বলেন, আমি হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট বসেছিলাম। এমন সময় হযরত সাফওয়ান ইবনে উয়াইনা এক পাত্র খাবার এনে হযরত ওমর (রা.)-এর সামনে রাখলেন। হযরত ওমর (রা.) গরীব মিসকিন এবং ভৃত্যদের ডাকলেন। সবাই একত্রে আহার করলেন। হযরত ওমর (রা.) এরপর বলেন, আল্লাহ তায়ালা সেই কওমের লোকদের শাস্তি দিবেন যারা নিজেদের ভৃত্যদের নিজেদের সঙ্গে একত্রে আহার না করায়। হযরত সাফওয়ান (রা.) হযরত ওমরের কথা শুনে বললেন, আল্লাহর কসম আমরা ভৃত্যদের অবহেলা করিনা বরং তাদের ভালো গুরুত্ব দিই। আসলে আমরা ভালো খাবার খেতে পাইনা, যে খাবার নিজেরা খাবো এবং ভৃত্যদের খাওয়াবো।

অমুসলিমদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার জন্য হযরত ওমরের (রা.) পরামর্শ

ইবনে আসাকের বর্ণনা করেন সিরিয়ার গবর্নর হারেছ ইবনে মাবিয়া (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট এলেন। হযরত ওমর (রা.) হারেছকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি সিরীয়দের কি অবস্থায় রেখে এসেছ? হারেছ সিরীয়দের অবস্থার কথা বর্ণনা করলেন। সব কথা শুনে হযরত ওমর (রা.) সন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং মহান আল্লাহর প্রশংসা করলেন। হযরত ওমর (রা.) হারেছকে বললেন তুমি কি অমুসলিমদের সঙ্গে একত্রে কোনো মজলিসে বসো? তাদের সঙ্গে পানাহার করো? হারেছ বললেন, জ্বীনা। হযরত ওমর (রা.) বললেন, যদি তুমি তাদের সঙ্গে উঠাবসা করো তবে পানাহার করতে হবে। যতোদিন এরকম করবে না ততোদিন তোমরা কল্যাণের মধ্যে থাকাবে।

খৃষ্টান কাতেবের প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর ক্রোধ

হযরত আয়াজ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে হযরত ওমর (রা.) হযরত আবু মুসা আশয়ারীকে (রা.) বললেন, তুমি এযাবত যা কিছু নিয়েছ এবং যা কিছু

www.pathagar.com

দিয়েছ তার একটা তালিকা চামড়ার উপর লিখে আমার নিকট পেশ করো। হযরত আবু মুসার (রা.) কাতেব ছিলেন খৃষ্টান। তার হাতের লেখা ছিল সুন্দর। তালিকা তৈরী করে হযরত ওমরের (রা.) সামনে নেয়ার পর তিনি কাতেবের লেখার প্রশংসা করলেন। তারপর কাতেবকে বললেন তুমি কি সিরিয়া থেকে আসা এই চিঠিখানি মসজিদে পড়ে দেবে? কাতেব কোন জবাব দেয়ার আগেই হযরত আবু মুসা (রা.) বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন সেতো মসজিদে প্রবেশ করতে পারবেনা। হযরত ওমর (রা.) বললেন কেন? সে কি গোসল করেনি? হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা.) বললেন জ্বীনা তা নয় সে তো খৃষ্টান। একথা শুনে হযরত ওমর (রা.) ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। তিনি বললেন, তাকে এখনই বের করে দাও। তারপর সূরা বাকারার এই আয়াত পাঠ করলেন। আল্লাহ বলেন, হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা ইহুদী খৃষ্টানদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবেনা। তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে তারা ওদের অন্তর্ভুক্ত হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সেইসব লোকদের বুদ্ধি জ্ঞান দেননা যারা নিজেদের ক্ষতি করে। (সূরা মায়েদা, রুকু ৮)

হযরত ওমর (রা.)-এর বিবেচনারোধ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস (রা.) বলেন, হযরত ওমর (রা.) সিরিয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। হযরত আবু ওবায়দা (রা.) তার সঙ্গে ছিলেন। আজরেয়াত নামক জায়গায় গিয়ে দেখলেন, একজন লোক বসে বসে তলোয়ার নিয়ে খেলা করছে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তাকে এভাবে তলোয়ার নিয়ে খেলতে নিষেধ করো। আবু ওবায়দা (রা.) বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন এটা অনারবদের ক্রীড়াকৌশল। তাদের নিষেধ করা ঠিক হবেনা। যদি নিষেধ করেন তবে তারা মনে করবে যে আপনি তাদের সাথে সম্পাদিত শান্তি এবং নিরাপত্তা চুক্তি বাতিল করেছেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, ঠিক আছে থাক, তাহলে নিষেধ করার দরকার নেই।

হযরত ওমর (রা.)-এর সূক্ষ্ম দৃষ্টি

মালিম ইবনে হানজালা (রা.) বলেন, হাদীস শোনার জন্য আমরা হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) নিকট এলাম। হযরত উবাই (রা.) উঠলেন এবং হেঁটে রওয়ানা হলেন। আমরা তাঁকে অনুসরণ করলাম, আমরা হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হলাম। হযরত ওমর (রা.) আমাদের বললেন, তোমরা যারা উবাইয়ের পেছনে পেছনে এসেছো তাদের বলছি শোনো, এভাবে পথ চলা সামনে হাঁটা লোকের মনে অহংকার সৃষ্টি করে আর যারা পেছনে চলে তাদেরকে অপমানিত করে।

www.pathagar.com

দশম পরিচ্ছেদ

দৌড় প্রতিযোগিতায় হযরত ওমর (রা.)-এর পরাজয় জয়

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন একবার হযরত ওমর (রা.) এবং হযরত যোবায়ের (রা.) দৌড় প্রতিযোগিতা করলেন। প্রতিযোগিতায় হযরত যোবায়ের (রা.) জয়লাভ করেন। তারপর খুশী খুশী গলায় বললেন, কাবার প্রভুর শপথ আমি তোমার আগে লক্ষ্য স্থলে পৌঁছেছি। হযরত ওমর (রা.) কোন কথা বললেননা। কিছু কাল পর উভয়ে একই প্রতিযোগিতা করলেন। সেদিন হযরত ওমর (রা.) জয়লাভ করলেন। জয়লাভের পর বললেন, কাবার প্রভুর শপথ, আমি তোমার আগে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেছি।

এক দম্পতিকে হযরত ওমর (রা.) বললেন, সব পরিবারে ভালোবাসা থাকেনা

হযরত আবু গারজা (রা.) হযরত ইবনে আরকাম (রা.)-কে একদিন হাত ধরে স্ত্রীর সামনে নিয়ে গেলেন। তারপর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি আমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করো? স্ত্রী বললেন হাঁ করি। ইবনে আরকাম (রা.) আবু গারজাকে বললেন, তুমি এরকম কেন করেছ? আবু গারজা (রা.) বললেন, মানুষের সমালোচনায় অতিষ্ঠ হয়ে আমি এরকম করতে বাধ্য হয়েছি। ইবনে আরকাম (রা.) এ বিষয়টি হযরত ওমর (রা.)-কে অবগত করলেন। হযরত ওমর (রা.) স্বামী-স্ত্রী উভয়কে ডেকে বললেন, শোনো, সব পরিবারে ভালোবাসা থাকেনা, কিন্তু সভ্যভাবে ভদ্রভাবে আত্মসম্মান বজায় রেখে সমাজে বসবাস করা উচিত।

হযরত আবু বকরের (রা.) পুত্রবধু বিধবা আতেকা হলেন হযরত ওমর (রা.)-এর স্ত্রী

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর পুত্রবধু ছিলেন হযরত আতেকা বিনতে যায়েদ (রা.)। স্বামী আবদুল্লাহ (রা.) স্ত্রী আতেকাকে খুবই ভালোবাসতেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা.) স্ত্রী আতেকাকে একটি বাগান এ রকম শর্ত করে দান করেছিলেন যে আমার মৃত্যুর পর তুমি কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেনা। তায়েফের যুদ্ধের সময় আবদুল্লাহর দেহে একটি তীর বিদ্ধ হয়েছিল। সেই তীরের আঘাত মহানবী (সঃ)-এর ওফাতের চল্লিশ দিন পর মারাত্মক রূপ ধারণ করলো। আবদুল্লাহ সেই জখমের পরিণামে মৃত্যু মুখে পতিত হলেন। স্বামীর মৃত্যু শোকে আতেকা ছিলেন কাতর। তিনি শোক-কবিতা বা মর্সিয়া গাইতেন এভাবে–

www.pathagar.com

কথাতো দিয়েছি তোমাকে আমি
চিরদিন থাকবো তোমারই হে স্বামী।
আজ আমার চোখ শোকে ঘুমহীন
বেশভুষা আমার ধূলায় মলিন।
বনের পাখি গাইবে গান আসবে সকাল
শোকাতুর হয়ে আমি রবো চিরকাল।

হযরত ওমর (রা.) আতেকাকে বিবাহ করতে চাইলেন। আতেকা স্বামীর দেয়া শর্তের কথা উল্লেখ করে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। হযরত ওমর (রা.)-এ বিষয়ে হযরত আলী (রা.)-এর নিকট ফতোয়া চাইলেন। হযরত আলী (রা.) বললেন, আতেকা স্বামীর দেয়া বাগান স্বামীর পরিবারের লোকদের ফেরত দিয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। তারপর হযরত ওমর (রা.) আতেকাকে বিবাহ করলেন। হযরত আলী (রা.) এবং অন্য কয়েকজন সাহাবা আতেকার সাথে দেখা করে কথা বলতে চাইলেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমরা আমার স্ত্রীর আরাম আয়েশ বিনষ্ট করো না।

দাম্পত্য সমস্যায় হযরত কা'ব (রা.)-এর ফয়সালায় হযরত ওমর (রা.)-এর প্রশংসা

একজন মহিলা হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট এসে বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন আমি এমন একজন লোকের ব্যাপারে অভিযোগ করতে এসেছি যিনি খুব ভালো মানুষ। তিনি সারারাত এবাদত করেন সারাদিন রোযা রাখেন। এতটুকু বলেই মহিলা লজ্জায় লাল হয়ে বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন আমাকে ক্ষমা করুন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তুমি চমৎকার প্রশংসা করেছ, আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। মহিলা চলে গেলেন।

সেখানে উপস্থিত হযরত কা'ব ইবনে ছুর (রা.) বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন, আগন্তুক মহিলা আপনার নিকট চরম অভিযোগ করেছে। হযরত ওমর (রা.) বললেন কার বিরুদ্ধে অভিযোগ? হযরত কা'ব (রা.) বললেন, তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। হযরত ওমর (রা.) লোক পাঠিয়ে মহিলাকে ডেকে আনালেন এবং কা'বকে বললেন, ওই মহিলার ফয়সালা করে দাও। হযরত কা'ব (রা.) জানতে চাইলেন আপনার উপস্থিতিতে আমি ফয়সালা করবো? হযরত ওমর (রা.) বললেন, হাঁ তাই করো। তুমি যেকথা বুঝেছ আমি সে কথা বুঝি নি। হযরত কা'ব (রা.) বলেন, আল্লাহ বলেছেন, তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী তোমরা দুই তিন চারজন মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হও।

www.pathagar.com

হযরত কা'ব সেই মহিলার স্বামীকে ডেকে আনালেন। তারপর মহিলার উপস্থিতিতে তার স্বামীকে বললেন, আপনি তিনরাত এবাদত করবেন চতুর্থরাতে স্ত্রী সান্নিধ্যে কাটাবেন। তিনদিন রোযা রাখবেন। চতুর্থ দিন রোযা না রেখে স্ত্রীর সান্নিধ্যে কাটাবেন। এই ফয়সালা শুনে হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমার আগের কথায় চেয়ে এই ফয়সালা বেশ ভালো।

হযরত ওমর (রা.) কা'ব ইবনে ছুর (রা.)-কে বসরার কাজী পদে মনোনীত করে পাঠালেন।

হযরত কাহসাম বেলালী (রা.) বলেন, আমি এবং অন্য কয়েকজন সাহাবা হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট বসেছিলাম। এ সময় একজন মহিলা এসে বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন, আমার স্বামীর মধ্যে খারাপ বেশী ভালোর পরিমাণ কম। হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞাসা করে জানতে পেলেন মহিলার স্বামীর নাম আবু সালমা। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আবু সালমাতো রাসূল (সঃ)-এর সাহাবী, তিনিতো ভালো মানুষ। অন্য কয়েকজন হযরত ওমর (রা.)-কে সমর্থন করলেন।

হযরত ওমর (রা.) আবু সালমাকে ডেকে আনালেন। তার স্ত্রী হযরত ওমরের পেছনে গিয়ে বসলেন। আবু সালমা এলে হযরত ওমর (রা.) তাকে বললেন,আমার পেছনে বসা মহিলা কি বলছে? আবু সালমা জানতে চাইলেন, হে আমীরুল মোমেনীন আপনার পেছনে কে বসে আছে? হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমার স্ত্রী বসে আছে। আবু সালমা জিজ্ঞাসা করলেন সে কি বলছে? হযরত ওমর (রা.) বললেন, সে বলছে, তোমার মধ্যে ভালোর পরিমাণ কমে গেছে। আবু সালমা (রা.) বললেন, তুমি কি বলো? মহিলা বললেন, আমার স্বামী সত্য কথাই বলেছে। হযরত ওমর (রা.) চাবুক হাতে উঠে দাঁড়ালেন এবং চাবুকের মাথা দিয়ে মহিলাকে খোঁচা দিলেন। তারপর মহিলাকে বললেন, হে নফসের দুশমন তুমি তার ধন সম্পদ শেষ করেছ, যৌবন শেষ করেছ, এরপর সেই জিনিসের খবর দিতেছ যা তার নাই। মহিলা বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন আমি আর কখনো অভিযোগ নিয়ে আসব না। হযরত ওমর (রা.) মহিলাকে তিনখানি কাপড় দেয়ার আদেশ দিয়ে বললেন আমি তোমাকে চাবুক দিয়ে যে খোঁচা দিয়েছি তার বিনিময়ে এই তিনখানি কাপড় দেয়া হলো। সাবধান, ভবিষ্যতে কখনো আবু সালমার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আসবে না। তারপর হযরত ওমর (রা.) আবু সালমার প্রতি তাকিয়ে বললেন, তোমার স্ত্রীকে চাবুকের খোঁচা দিয়েছি এ কারণে তুমিও তাকে কষ্ট দিতে উৎসাহী হবে না। আবু সালমা (রা.) বলেন, আমি কখনো তাকে কষ্ট দিব না। তারপর স্বামী স্ত্রী উভয়ে চলে গেলেন।

www.pathagar.com

হযরত ওমর (রা.)-এর কথায় মহানবী (সঃ) হেসে ফেললেন

হযরত জাবের (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) একদিন মহানবী (সঃ)-এর সাথে দেখা করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু অনুমতি পেলেন না। কিছুক্ষণ পর হযরত ওমর (রা.) এসে অনুমতি চাইলেন। তাঁকেও অনুমতি দেয়া হলো না। পরে উভয়ে একত্রে মহানবী (সঃ)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন। সে সময় মহানবী (সঃ)-এর স্ত্রীগণ চুপচাপ বসেছিলেন। হযরত ওমর (রা.) মনে মনে বললেন, আমি মহানবী (সঃ)-কে এমন কোন কথা বলবো যে কথা শুনে তিনি হেসে ফেলেন। এ রকম চিন্তা করে তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি যদি যায়েদের কন্যা ওমরের স্ত্রীকে দেখতেন তবে অবাক হতেন। এই কিছুক্ষণ আগে সে আমার নিকট খোরপোষ দাবী করলো। আমি তখন তার গলা টিপে ধরলাম। মহানবী (সঃ)-এ কথা শুনে হেসে ফেললেন। তারপর বললেন, এরাও আমার নিকট খোরপোষ দাবী করছে। এ কথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আয়েশার প্রতি হযরত ওমর (রা.) হাফসার প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন। মুখে বললেন তোমরা হুজুর (সঃ)-এর নিকট এমন জিনিস দাবী করছো যা দেয়ার সামর্থ তাঁর নাই। মহানবী (সঃ) উভয় শ্বশুরকে থামিয়ে দিলেন। স্ত্রীগণ তখন বললেন আল্লাহর শপথ এখন থেকে আমরা মহানবী (সঃ)-এর নিকট এমন জিনিস কখনো দাবী করবনা যা দেয়ার সামর্থ তাঁর নাই।

হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে মহানবী (সঃ)-এর একটি হাদীস

মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, আমার পরে যদি কোন নবী হতোই তাহলে ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) সেই সৌভাগ্য লাভ করতেন।

হযরত ওমর (রা.)-এর রূঢ় ব্যবহার সম্পর্কে আপত্তি

কিছু সংখ্যক সাহাবা হযরত ওমর (রা.)-এর রূঢ় ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর সাথে কথা বলার জন্য হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)-কে প্রতিনিধি মনোনীত করেন। খলীফার ব্যবহার যেন অতেটা কঠোর না হয় সেটাই ছিল আলোচনার বিষয়। আপত্তি উত্থাপনকারী সাহাবাগণ আবদুর রহমানকে বললেন, আমিরুল মোমেনীনের রূঢ় ব্যবহারের কারণে পর্দার অন্তরালে অবস্থানকারিনী কুমারী মেয়েরাও ভয়ে কাঁপতে থাকে।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)-এ বিষয়ে হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে কথা বললেন। হযরত ওমর (রা.) শুনে এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন যে, মানুষের প্রতি আমার ভালোবাসা এতো বেশী যে যদি তারা আমার মনের অবস্থার খবর পেয়ে যায় তবে লোকেরা আমার কাঁধ থেকে আমার কাপড় টেনে নিয়ে যাবে।

www.pathagar.com

কারো ডাকে নবীজীর সাড়া দেয়া সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)

হযরত ওমর (রা.)-এর কন্যা হাফসা তার পিতা হযরত ওমর (রা.)-কে একদিন বলেন, হে আমীরুল মোমেনীন, আপনি যদি আপনার বর্তমান ব্যবহার করা পোশাকের চেয়ে ভালো পোশাক পরিধান করতেন এবং বর্তমান খাদ্যের চেয়ে ভালো খাবার খেতেন তবে সেটাই সমীচীন হতো। কারণ আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের অবস্থায় উন্নতি দিয়েছেন। হযরত ওমর (রা.) এ কথার জবাবে স্নেহের কন্যাকে বললেন, তোমার কি মনে নাই তোমার স্বামী মহানবী (সঃ) কি রকম দারিদ্রের মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন? হযরত ওমর (রা.) সেসব স্মৃতি স্মরণ করাতে লাগলেন। এক সময় হযরত হাফসা (রা.) কেঁদে ফেললেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, শোনো, আল্লাহকে সাক্ষী রেখে তোমাকে বলছি, মহানবী (সঃ) এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর কষ্টকর জীবন যাপনের আদর্শ আমি যথাসাধ্য অনুসরণ করবো। এই উছিলায় পরকালে আল্লাহ হয়তো আমাকে নাজাত দিবেন।

হযরত ওমর (রা.)-এর ভুল সংশোধন করলেন একজন মহিলা

হযরত ওমর (রা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি জানিনা চারশত দিরহামের বেশী মোহরানা কারো ছিল কিনা। মহানবী (সঃ)-এর সাহাবাদের বিয়ের মোহরানা ছিল চারশত দিরহাম। কারো কারো এর চেয়েও কম ছিল। যদি দেন মোহরের আধিক্যের মধ্যে কোন প্রকার বুজুর্গী থাকতো তবে এ ক্ষেত্রে তোমরা তাদের চেয়ে প্রাধান্য নিতে পারতে না।

হযরত ওমর (রা.) এ কথা বলে মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন। এ সময় একজন কোরায়শী মহিলা দাঁড়িয়ে বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন, আপনি কি কোরআনের এই আয়াত শোনেননি যে, আল্লাহ বলেন, তোমার যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির করো এবং তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাক তবুও তা থেকে বিন্দুমাত্রও গ্রহণ করবেনা। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপাচার দ্বারা উহা গ্রহণ করবে? (সূরা নেসা, রুকু ৩)

এই আয়াত শুনে হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহ তোমার নিকট আমি মাগফেরাত কামনা করছি। প্রতিটি মানুষ ওমরের চেয়ে বড় ফকীহ। হে লোকসকল আমি মহিলাদের দেনমোহর চারশত দিরহামের অধিক নির্ধারণ করতে নিষেধ করেছিলাম এই নিষেধ আমি প্রত্যাহার করলাম। ইচ্ছা এবং সামর্থ অনুযায়ী তোমরা দেনমোহর নির্ধারণ করতে পারো।

www.pathagar.com

কোরআন সংকলনে হযরত ওমর (রা.)-এর দায়িত্ব পালন

ইয়ামামার যুদ্ধে বহু সংখ্যক হাফেজ ও কারী শহীদ হয়েছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে যায়েদ ইবনে ছাবেতকে কোরআন সংকলনের দায়িত্ব প্রদান করেন। যায়েদ ইবনে ছাবেত হযরত ওমর (রা.)-কে বললেন, মহানবী (সঃ) যে কাজ করেন নি সে কাজ আপনি কিভাবে করতে চান? হযরত ওমর (রা.) বললেন, কোরআন সংগ্রহ ও সংকলন করা হলে তা সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। হযরত ওমরের কথা শুনে যায়েদের মনেও কোরআন সংগ্রহ ও সংকলনের আগ্রহ সৃষ্টি হলো। যায়েদ বলেন, আমি হযরত ওমর (রা.)-এর সিদ্ধান্ত মতো কোরআন সংগ্রহ ও সংরক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হলাম।

হযরত ওমর (রা.)-এর ক্রোধ সম্পর্কিত আরেকটি ঘটনা

মহানবী (সঃ) হযরত আলী (রা.) যোবায়ের (রা.) এবং হযরত মেকদাদ (রা.)-কে একদিন বললেন, তোমরা তিনজন খাকবাগ নামক জায়গায় যাও, সেখানে একজন মহিলাকে উটের পিঠে দেখতে পাবে। মহিলার নিকট একখানি চিঠি রয়েছে। সেই চিঠিখানি নিয়ে আসবে। তারপর হযরত আলী (রা.) সহ উক্ত তিনজন সাহাবী দ্রুত সেখানে গেলেন এবং হযরত আলী (রা.) মহিলাকে বললেন, তোমার নিকট একখানি চিঠি রয়েছে সেই চিঠি দাও। মহিলা বলল কোন চিঠি নাই। চিঠি না দিলে তার দেহ তল্লাশী করা হবে বলা হলে মহিলা চিঠি বের করে দিলো। চিঠিখানি ছিল মহিলার মাথার চুলের ভেতর। হযরত হাতেব ইবনে আবু বল্‌তাআ এই চিঠি মক্কার কোরায়শদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন। চিঠিতে মহানবী (সঃ)-এর কিছু তৎপরতা সম্পর্কে মক্কার কোরায়শদের অবগত করা হয়েছিল। মহানবী (সঃ) হযরত হাতেবের নিকট এ রকম চিঠি লেখার কারণ জানতে চাইলে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললেন, মক্কায় আমার পরিবারের নিরাপত্তা কোরায়শদের মাধ্যমে নিশ্চিত হবে এই আশায় আমি এ চিঠি লিখেছি। হযরত ওমর (রা.) হাতেব (রা.)-এর কৈফিয়ত শুনে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল আপনি অনুমতি দিন, আমি এই মোনাফেকের শিরচ্ছেদ করি। হযরত ওমর (রা.)-এর কথা শুনে মহানবী (সঃ) বলেন, তুমি কি জানো যে হাতেব বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল? আল্লাহ তায়ালা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে বলেছেন, তাদেরকে ক্ষমা করা দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

মদ পানের সাজা ভোগকারী এক ব্যক্তির প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর সহানুভূতি

হযরত ওমরের পুত্র আবদুল্লাহ বলেন, একবার আমি আমার পিতার সঙ্গে হজ্ব করছিলাম। সে সময় একজন সওয়ারীকে দেখে হযরত ওমর (রা.) বললেন, মনে হয় এই ব্যক্তি আমাকে তালাশ করছে। হযরত ওমর (রা.)-এর ধারণা সত্য হলো। লোকটি হযরত ওমর (রা.)-এর সামনে এসে কেঁদে ফেলল। হযরত ওমর (রা.) লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কাঁদো কেন? তুমি যদি ঋণগ্রস্ত হয়ে থাকো তবে আমি তোমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করবো। যদি তুমি কারো ভয়ে ভীত থাকো তবে হয়তো তোমাকে নিহত হতে হবে। তুমি যে এলাকায় বসবাস করো যদি সেখানে বসবাসের অসুবিধা দেখা দেয় তবে আমি তোমাকে অন্যত্র বসবাসের ব্যবস্থ্য করে দেব।

লোকটি হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট আরজ করলো, হে আমীরুল মোমেনীন, আমি মদ পান করেছিলাম। আমি বনি তাঈম গোত্রের লোক। গবর্নর আবু মুসা আমাকে চাবুক দ্বারা প্রহার করিয়েছেন আমার মাথা কামিয়ে দিয়েছেন এবং মুখে কালি মাখিয়ে মানুষের মধ্যে হাঁটিয়েছেন। তারপর আদেশ জারি করেছেন আমার সাথে কেউ যেন উঠাবসা না করে। পানাহার না করে। অর্থাৎ সামাজিক ভাবে আমাকে বয়কট করা হয়েছে। বর্তমানে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই তিনটি কাজের মধ্যে আমি একটি করতে চাই। (১) আমার তলোয়ার দিয়ে আমি আবু মুসাকে হত্যা করবো। (২) আপনার নিকট আসবো আপনি আমাকে সিরিয়ায় পাঠিয়ে দিবেন, সেখানে কেউ আমাকে চিনতে পারবেনা। (৩) শত্রুদের সাথে মিলিত হবো এবং তাদের সাথে পানাহার করবো।

হযরত ওমর (রা.) লোকটির কথা শুনে কেঁদে ফেললেন। তারপর বললেন, তুমি যেসব ইচ্ছার কথা বলেছ তার একটিও আমার পছন্দ নয়। আইয়ামে জাহেলিয়াতে আমিও মদ পান করেছি। মদ পান করা ব্যভিচারের চেয়ে কম অপরাধ। তারপর হযরত ওমর (রা.) একখানি চিঠি লিখে সেই চিঠি অভিযোগকারীর হাতে দিলেন। সেই চিঠিতে হযরত ওমর (রা.) লিখলেন, সালামুন্ আলাইকুম আম্মাবাদ। তাঈমী গোত্রের অমুকের পুত্র অমুক আমার নিকট একটি ঘটনা ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহর কসম তুমি যদি পুনরায় এ রকম করো তবে আমি তোমার চেহারা কালো করে তোমাকে মানুষের মধ্যে ঘুরাবো। আমি যা বলছি, যদি তুমি তা সত্য বলে মনে করে থাকো তবে লোকদের আদেশ দাও তারা যেন পত্রবাহকের সাথে উঠাবসা করে পানাহার করে তার সামাজিক বয়টক প্রত্যাহার করে। হযরত ওমর (রা.) তারপর লোকটিকে একটি সওয়ারী এবং দুইশত দিরহাম দিয়ে বিদায় করলেন।

www.pathagar.com

হযরত খালেদ ইবনে ওলীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর অনুরোধ

হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রা.) একদিন বললেন, মালেক ইবনে নুয়াইরা মুরতাদ হয়ে গেছে। অর্থাৎ ধর্মান্তরিত হয়ে পড়েছে। মালেক একথা অস্বীকার করে বললেন, আমি ইসলামের উপরেই রয়েছি। আমার মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি। মালেক ইবনে নুয়াইরার পক্ষে হযরত আবু কাতাদা (রা.) এবং আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) সাক্ষী দিলেন। কিন্তু হযরত খালেদ (রা.) কোন যুক্তিই গ্রাহ্য করলেন না। তিনি মালেককে হাজির করলেন এবং তাকে হত্যা করার জন্য জেরার ইবনে আজওয়ার আসাদীকে আদেশ দিলেন। জেরার হযরত মালেক ইবনে নুয়াইরাকে (রা.)-কে হত্যা করলেন। মালেককে হত্যা করার পর হযরত খালেদ (রা.) মালেকের বিধবা স্ত্রী উম্মে মোতআমকে বিবাহ করলেন।

হযরত ওমর (রা.) যখন খবর পেলেন মালেক ইবনে নুয়াইরাকে খালেদ হত্যা করিয়েছেন এবং তার বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করেছেন, তখন তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট গেলেন। হযরত আবু বকর (রা.) তখন মুসলিম জাহানের খলীফা। হযরত ওমর (রা.) হযরত আবু বকরকে বললেন, খালেদ ব্যভিচার করেছেন আপনি তাকে সঙ্গেসার করুন। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আমি খালেদকে সঙ্গেসার অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপে হত্যা করতে পারব না। তিনি একটি তা'বিল করেছেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, খালেদ একজন মুসলমানকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আমি খালেদকে হত্যার আদেশ দিতে পারব না। তিনি একটি তা'বিল করেছেন এবং সেই তা'বিল অর্থাৎ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ভুল করেছেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তবে খালেদকে সেনাপতির পদ থেকে বরখাস্ত করুন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বললেন, আমি কিছুতেই এমন তলোয়ার কোষবদ্ধ করতে পারব না যে তলোয়ার আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের উপর মোতায়েন করেছেন।

হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ কসম আপনার পরে আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ হযরত ওমর (রা.)

হযরত আবু বকর একদিন মহানবী (সঃ)-এর নিকট এসে বললেন, একটি বিষয়ে আমার এবং হযরত ওমর (রা.)-এর মধ্যে ঝগড়া হয়েছে। আমি ওমরকে

www.pathagar.com

কিছু বেশী কথা বলেছি। কিন্তু পরক্ষণে অনুতপ্ত হয়ে তার কাছে ক্ষমা চেয়েছি, কিন্তু তিনি আমাকে ক্ষমা করতে অস্বীকার করলেন। তারপর আমি আপনার নিকট এসেছি। কিছুক্ষণ পর হযরত ওমর (রা.) মহানবী (সঃ)-এর নিকট এলেন। হযরত আবু বকরকে ক্ষমা না করার কারণে তিনিও ছিলেন অনুতপ্ত। তিনি আবু বকরের ঘরে গিয়ে তাকে না পেয়ে মহানবী (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়েছেন।

হযরত ওমর (রা.)-কে দেখে মহানবী (সঃ)-এর চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ ফুটে উঠলো। তিনি হযরত ওমর (রা.)-কে বললেন, তোমার ভাই তোমার নিকট ক্ষমা চায় অথচ তুমি তাকে ক্ষমা করছনা। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম, আপনার পরে হযরত আবু বকর (রা.) আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। হযরত আবু বকর (রা.) তখন বললেন, হে রাসূল আল্লাহর কসম, মখলুকের মধ্যে আপনার পরে হযরত ওমর (রা.) আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় মানুষ।

হযরত ওমর (রা.) এক ব্যক্তির নিকট ক্ষমা চাইলেন

হযরত ওমর (রা.) একদিন বললেন, আমি অমুককে শত্রু মনে করি। সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কি ব্যাপার, হরত ওমর (রা.) কেন তোমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করেন? সেই লোক বললেন, আমি জানিনা। তবে একদিন হযরত ওমরের ঘরে বেশ কিছু লোক সমবেত হন। সে সময় আমি বলেছিলাম, হে ওমর, আপনি ইসলামে একটি ত্রুটি সৃষ্টি করেছেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, না কিছুতেই না। আমি বললাম, আপনি একটি গুনাহর কাজ করেছেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, না কিছুতেই না। আমি বললাম, আপনি ইসলামে একটি নতুন বিষয়ের জন্ম দিয়েছেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, না কিছুতেই না। আমি বললাম, বলুন তাহলে কেন আপনি আমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করেন? অথচ আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, যারা ধর্ম বিশ্বাসী পুরুষ ও মহিলাদের বিনা দোষে কষ্ট দেয় নিশ্চয়ই তারা মিথ্যা দোষারোপ করে এবং প্রকাশ্য পাপের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নেয়। কিন্তু আপনি আমাকে কষ্ট দিয়েছেন। আল্লাহ যেন আপনাকে ক্ষমা না করেন।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, তুমি সত্য কথাই বলেছ। কিন্তু আমি ইসলামে নতুন কোন ত্রুটি সৃষ্টি করিনি। কোন পাপও করিনি। ইসলামের নতুন কিছু আবিষ্কারও করিনি। তবে এটা ঠিক তোমার প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও হে ভাই। হযরত ওমর (রা.) বারবার অনুরোধ করলেন। অবশেষে সেই ব্যক্তি হযরত ওমর (রা.)-কে ক্ষমা করার কথা জানান।

www.pathagar.com

এক ব্যক্তিকে হযরত ওমর (রা.)-এর চাবুকের খোঁচা

এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রা.)-এর প্রশংসা করলো। তিনি শুনে বললেন, তুমি আমাকে ধ্বংস করেছ নিজেও ধ্বংস হচ্ছো। হযরত হাসান (রা.) বললেন, হযরত ওমর (রা.) বসেছিলেন। তার হাতে ছিল চাবুক। কয়েকজন সাহাবাও সেখানে ছিলেন। এসময় রবিয়া গোত্রের হযরত জারুদ (রা.) এলেন। মজলিসের একজন লোক হযরত জারুদের প্রশংসা করলেন। হযরত ওমর (রা.) জারুদকে হাতের চাবুক দিয়ে মৃদুভাবে খোঁচা দিলেন। হযরত জারুদ (রা.) বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন আমি আপনার কি ক্ষতি করেছি? হযরত ওমর (রা.) বললেন, অমুক ব্যক্তি কি তোমার প্রশংসা করেনি? হযরত জারুদ (রা.) বললেন, হাঁ করেছে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি আশঙ্কা করছিলাম এই প্রশংসা শোনার পর তোমার মনে নিজের সম্পর্কে উচ্চধারণা সৃষ্টি হতে পারে। এ কারণে আমি চাবুক দিয়ে তোমার মনের উচ্চধারণা দূর করতে চেয়েছি।

হযরত ওমর (রা.)-এর কোলাকুলি

সিরিয়া সফরের সময় আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রা)-কে সর্বস্তরের জনগণ অভ্যর্থনা জানালো। হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, আমার ভাই কোথায়? লোকেরা বলল, আপনার ভাই কে? তিনি বললেন, আবু ওবায়দা। তাঁকে বলা হলো যে, আবু ওবায়দা এখনই আসবেন। আবু ওবায়দা আসার পর হযরত ওমর (রা.) ঘোড়া থেকে অবতরণ করলেন এবং তাঁর সাথে কোলাকুলি করলেন।

হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে হযরত আলী (রা.)-এর ভাষণ

হযরত আলী (রা.) হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে ভাষণে বলেন, হযরত আবু বকর (রা.)-এর হযরত ওমর (রা.) মুসলিম জাহানের খলিফা হয়েছিলেন। হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে সাহাবাগণ নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করেন। কেউ রাজি ছিলেন। কেউ রাজি ছিলেননা। আমি তাকে খলীফা মনোনীত করার পক্ষে ছিলাম। প্রথমে যারা রাজি ছিলেননা পরবর্তীকালে তারাও হযরত ওমর (রা.)-কে সমর্থন করেন। তিনি সকল কাজ মহানবী (সঃ) এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সম্পন্ন করেন। উটনীর শাবক যেমন মাকে অনুসরণ করে হযরত ওমর (রা.) তেমনিভাবে উল্লেখিত দুইজনকে অনুসরণ করেন। আল্লাহর কসম হযরত ওমর (রা.) ছিলেন অবশিষ্ট সকল মানুষের মধ্যে

www.pathagar.com

ভালো, দয়ার্দ চিত্ত, এবং জালিমের মোকাবিলায় মজলুমের সাহায্যকারী। আল্লাহ তায়ালা তাঁর মুখে সত্য জারি করেন। আমরা দেখেছি ফেরেশতা তাঁর কথা বলছে। অর্থাৎ কোরআনের অনেক আয়াতে হযরত ওমর (রা.)-এর মতামতের প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেছে। হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহ তায়ালা ইসলামের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তার হিজরতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা দ্বীনকে ভিত্তি দিয়েছেন। মুসলমানদের অন্তরে আল্লাহ তাঁর প্রতি ভালোবাসা দিয়েছেন এবং মোনাফেকদের অন্তরে তাঁর প্রভাব সৃষ্টি করেছেন। নবী করীম (সঃ) হযরত জিবরাইলের সঙ্গে হযরত ওমরের তুলনা করেছেন। তিনি ছিলেন শত্রুর প্রতি অতিমাত্রায় কঠোর। কাফেরদের সঙ্গে শত্রুতা বজায় রাখার ব্যাপারে নবীকরীম (সঃ) তাঁকে হযরত নূহ (আঃ)-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে হযরত আলী (রা.)-এর অভিমত

হযরত আলী বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.) যেখানে পৌঁছেছেন সেখানে পৌঁছুতে হলে তাঁদের উভয়কে অনুসরণ করতে হবে। তাঁদের অনুসরণ না করে সেই মর্যাদায় কিছুতেই পৌঁছা সম্ভব হবে না। যে ব্যক্তি উল্লেখিত দুইজনকে বন্ধু মনে করে সে আমাকে বন্ধু মনে করে আর যে ব্যক্তি উল্লেখিত দুইজনকে শত্রু মনে করে সে আমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করেছে। সে ব্যক্তির ব্যাপারে আমি দায়িত্ব মুক্ত। যদি আমি ইতিপূর্বে হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে কোন আদেশ প্রদান করতাম তবে বর্তমানে তাদের যারা সমালোচনা করে তাদের কঠোর শাস্তি দিতাম। এখন থেকে কেউ যদি তাদের নিন্দা সমালোচনার ব্যাপারে অভিযুক্ত হয় তবে তাকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। আপনারা শুনে রাখুন, নবী করীম (সঃ)-এর পরে হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.) ছিলেন শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁদের পরে কে শ্রেষ্ঠ সেটা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা জানেন।

একজন শহীদ সাহাবার পুত্রের প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর মর্যাদা দান

হযরত তোফায়েল (রা.) ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁর পুত্র আমরের হাত কাটা যায়। একদিন আমর হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট এলেন। এমন সময় হযরত ওমর (রা.)-এর জন্য খাবার আনা হলো। খাদ্য দেখে আমর ইবনে

www.pathagar.com

তোফায়েল কিছুটা দূরে গিয়ে বসলেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমর তোমার কি হয়েছে? হাতের অসুবিধার কারণে তুমি কি দূরে সরে গেছ? আমর বললেন, জ্বী হাঁ। হযরত ওমর (রা.) বললেন, অমন করোনা। আল্লাহর কসম তুমি এই খাবার মুখে না তোলা পর্যন্ত আমি এই খাবার স্পর্শ করবনা। এই মজলিসে তুমি ছাড়া অন্য কেউ এমন নাই যার কিছু অংশ বর্তমানে বেহেশতে অবস্থান করছে।

পরবর্তীকালে আমর ইবনে তোফায়েল (রা.) ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং শহীদ হন।

হাবশায় হিজরতকারী একজন সাহাবাকে হযরত ওমর (রা.)-এর মর্যাদা দান

হযরত ওমর (রা.)-এর জন্য অন্যদের সাথে রাতের খাবার আনা হলো। হযরত ওমর (রা.) খাবার খেতে এলেন। এ সময় মুয়াইকেব ইবনে আবু ফাতেমা দুসী (রা.)-এর প্রতি তিনি তাকালেন। তাকে বললেন আমার নিকট এসে বসো। আমি জানি তোমার মধ্যে অসুখ রয়েছে। তোমার যে অসুখ এই অসুখ অন্য কারো মধ্যে থাকলে তাকে আমার নিকটে আসতে দিতামনা। কিন্তু তুমি রাসূল (সঃ)-এর সান্নিধ্য লাভ করেছ এবং হাবশায় হিজরতের গৌরব লাভ করেছে।

হোসাইন ইবনে আলীর প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর স্নেহ প্রদর্শন

হযরত ওমর (রা.) একদিন মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন। এমন সময় বালক হোসাইন ইবনে আলী (রা.) বললেন, আমার পিতার মিম্বর থেকে নেমে যান। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমার পিতার আমার পিতার নয়, তোমাকে একথা কে শিখিয়েছে? হযরত আলী (রা.) বললেন, বালক হোসাইনকে একথা কেউ শিখায়নি। হযরত আলী (রা.) হোসাইনকে নামিয়ে বললেন, তোমাকে আমি শাস্তি দিব। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমার ভাইয়ের সন্তানকে কষ্ট দিয়োনা। সে সত্য কথাই বলেছে। এই মিম্বর তার পিতার। আমার পিতার কোন মিম্বর ছিল না। এ কথা বলে হযরত ওমর (রা.) হোসাইনকে নিজের পাশে এনে বসালেন। মিম্বর থেকে অবতরণের পর হযরত ওমর (রা.) হোসাইনকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, বল, বাবা ওই কথা তোমাকে কে শিখিয়েছে? হোসাইন বললেন, কেউ শিখায়নি। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তুমি মাঝে মাঝে আমার বাড়ীতে এসো।

www.pathagar.com

হযরত হোসাইন (রা.) বললেন, একদিন আমি হযরত ওমর (রা.)-এর বাড়ীতে গেলাম। সে সময় ঘরের ভেতর তিনি হযরত মাবিয়ার সঙ্গে কথা বলছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) দরোজায় দাঁড়িয়েছিলেন। কারো ভেতরে যাওয়ার অনুমতি ছিলনা। আমি দরোজা থেকে ফিরে এলাম। পরে আমার যাওয়ার খবর জেনে হযরত ওমর (রা.) আমার সাথে দেখা করতে এলেন। তিনি বললেন, হে আমার পুত্র তুমি আমার ঘরের দরোজা থেকে ফিরে এসেছ অথচ আমি তোমাকে দেখতে পাইনি। আমি বললাম, আপনি হযরত মাবিয়ার সঙ্গে একান্তে কথা বলছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে দরোজায় দেখতে পেলাম। এ কারণে আমি ফিরে এসেছি। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আবদুল্লাহর চেয়ে তুমি আমার ঘরে প্রবেশের বেশী অধিকার রাখো। দেখো, তুমি যে সফলতা দেখতে পাচ্ছো, এই সফলতা আমাদের আল্লাহ তায়ালা দান করেছেন। তারপর তোমরা দান করেছ। একথা বলে হযরত ওমর (রা.) আমার মাথায় হাত রাখলেন।

হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর শ্রদ্ধাবোধ

হযরত ওমর (রা.) এক ব্যক্তিকে হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে আপত্তিকর কথা বলতে শুনতে পেলেন। তিনি সাথে সাথে বললেন, শোনো, আলী সম্পর্কে ভালো ছাড়া মন্দ কথা বলবেনা। তুমি যদি আলীকে কষ্ট দাও তবে এই কবরের অধিবাসী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিবে।

মহানবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আলীকে মন্দ কথা বলেছে সে যেন আমাকে মন্দ কথা বলেছে।

www.pathagar.com

একাদশ পরিচ্ছেদ

হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.)-এর সমালোচকদের প্রতি হযরত আলী (রা.)-এর লানত

সুয়াইদ ইবনে সাফানা বলেন, কিছু লোককে আমি হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.) এর সমালোচনা করতে শুনলাম। হযরত আলী (রা.)-এর নিকট আমি এ সম্পর্কে অভিযোগ করলাম। আমার অভিযোগ শুনে হযরত আলী (রা.) বললেন সেইসব ব্যক্তির উপর আল্লাহর লানত যারা হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে ভালো কথা ব্যতীত মন্দ কথা বলে। উল্লেখিত দুইজন ছিলেন নবী করীম (সঃ)-এর ভাই এবং পরামর্শ দাতা।

হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.)-এর সমালোচককে হযরত আলী (রা.)-এর সিরিয়ায় নির্বাসন

একবার হযরত আলী (রা.) খবর পেলেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আসওয়াদ হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.)-এর নিন্দা সমালোচনা করছে। একথা শুনে হযরত আলী (রা.) লোকটিকে ডেকে আনালেন। তারপর তলোয়ার বের করলেন। তাকে হত্যা করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। লোকটির পক্ষে হযরত আলীকে সুপারিশ করা হলো। হযরত আলী (রা.) বললেন, আমি যে শহরে থাকি সে শহরে এই ব্যক্তি থাকতে পারবেনা। তারপর তাকে সিরিয়ায় নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

প্রশংসাকারী এক ব্যক্তিকে হযরত ওমর (রা.) প্রহার করলেন

হযরত ওমর (রা.) একদিন লক্ষ্য করলেন যে, একজন লোক তাঁকে দেখিয়ে অন্যদের বলছে, মহানবী (সঃ)-এর পরে ইনি শ্রেষ্ঠ মানুষ। হযরত ওমর (রা.) একথা শুনে লোকটিকে প্রহার করলেন। তিনি বললেন, তুমি মিথ্যা কথা বলেছ। নিঃসন্দেহে আবু বকর (রা.) আমার চাইতে এবং আমার বাবার চাইতে, তোমার চাইতে এবং তোমার বাবার চাইতে শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর শ্রদ্ধাবোধ

যোবায়ের ইবনে নোফায়ের বলেন, কয়েকজন লোক হযরত ওমর (রা.)-কে বলল, আমরা অন্য কাউকে আপনার চেয়ে অধিক ন্যায় বিচরক, স্পষ্টবাদী এবং মোনাফেকদের জন্য কঠোর হিসেবে পাইনি হে আমীরুল মোমেনীন। একথা শুনে আওয়া ইবনে মালেক (রা.) প্রতিবাদ করলেন। তিনি বললেন, তোমরা

www.pathagar.com

মিথ্যা বলেছ। আমরা হযরত ওমর (রা.)-এর চেয়ে ভালো মানুষ দেখেছি। তিনি ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.)। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আওয়া সত্য কথা বলেছে। আল্লাহর শপথ আবু বকর (রা.) ছিলেন মেশক-এর সুগন্ধির চেয়ে অধিক সুগন্ধিময় পক্ষান্তরে আমি উটের চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট।

গোয়েন্দা রিপোর্টের ভিত্তিতে কিছু লোককে হযরত ওমর (রা.)-এর তিরস্কার

হযরত ওমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে কিছু সংখ্যক গোয়েন্দা নিযুক্ত ছিল। একদিন গোয়েন্দারা রিপোর্ট দিলো, হে আমীরুল মোমেনীন, কিছু লোক আপনাকে হযরত আবু বকর (রা.)-এর উপর প্রাধান্য দিতেছে। একথা শুনে হযরত ওমর (রা.) ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি ওইসব লোককে পাকড়াও করে আনালেন। তারপর তাদের বললেন, হে কওমের মন্দ লোকগণ হে ফাছাদ সৃষ্টি কারীগণ। তারা আরজ করলো হে আমীরুল মোমেনীন, আপনি এরকম কথা কেন বলছেন? আমরা কি এমন দোষ করেছি? হযরত ওমর (রা.) বললেন তোমরা আবু বকর (রা.) এবং আমার মধ্যে কিভাবে পার্থক্য সৃষ্টি করেছ? সেই আল্লাহর শপথ যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। বেহেশতে যদি আমি এমন জায়গা লাভ করি যেখান থেকে হযরত আবু বকর (রা.)-কে দেখতে পাবো, সেটাই হবে আমার জন্য বড় পাওনা। মহানবী (সঃ)-এর পর হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন শ্রেষ্ঠ মানুষ। যে ব্যক্তি একথার বিরোধিতা করবে আমি তাকে কঠোর শাস্তি দেব।

হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মনোভাব

যায়েদ ইবনে ওয়াহাব বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর নিকট আমি কোরআনের একটি আয়াত পাঠ করতে এলাম। সেই আয়াত তিনি আমাকে একভাবে পড়ালেন। আমি তাকে বললাম, এই আয়াত হযরত ওমর (রা.) আমাকে অন্যভাবে পড়িয়েছেন। একথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কাঁদতে লাগলেন। দীর্ঘ সময় কাঁদার পর বললেন, হযরত ওমর (রা.) যেভাবে পড়িয়েছেন সেভাবেই পড়বে। আল্লাহর কসম, হযরত ওমর (রা.)-এর কেরাত পথিকদের রাস্তায় চাইতে সরল। হযরত ওমর (রা.) ইসলামের এমন মজুবত দুর্গ যে দুর্গে ইসলাম প্রবেশ করে কিন্তু বের হয়না। হযরত ওমর (রা.) শহীদ হওয়ায় সেই দুর্গে ফাটল ধরেছে। বর্তমানে সেই দুর্গে ইসলাম প্রবেশ করেনা বরং বের হয়ে যায়।

www.pathagar.com

হযরত ওমর (রা.) বলেন মানুষের সমালোচনা করবেনা

হযরত ওমর (রা.) বলেন, মানুষের আলোচনা সমালোচনায় নিজেদেরকে ব্যস্ত রেখোনা। এটা বিপদের কারণ হতে পারে। তোমরা বরং আল্লাহর জিকিরে নিজেদের ব্যস্ত রাখো। এটা তোমাদের আরোগ্যের কারণ হবে। মনে রেখো মানুষের সমালোচনা তোমাদের রোগাক্রান্ত করবে।

হযরত ওমর (রা.) কোরআন তেলাওত শুনতেন

হযরত ওমর (রা.) মাঝে মাঝে আবু মুসা আশয়ারী (রা.)-কে বলতেন, আমাকে আমার রব এর কথা স্মরণ করাও। একথা শোনার পর আবু মুসা (রা.) কোরআন তেলাওত শুরু করতেন। তাঁর কোরআন তেলাওত ছিল অত্যন্ত শ্রুতিমধুর। তিনি সুললিত কণ্ঠে কোরআন তেলাওত করতেন। একদিন কোরআন তেলাওত শোনার সময়ে হযরত ওমর (রা.)-কে নামাযের কথা স্মরণ করানো হলো। তিনি বললেন, আমরা কি নামাযের মধ্যে নাই?

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, ঘরে ফেরার পর হযরত ওমর (রা.) কোরআন খুলে বসে কিছুক্ষণ কোরআন তেলাওত করতেন।

হযরত ওমর (রা.) বললেন সাহাবাগণই এই কালেমা পাঠের অধিক উপযোগী

হযরত ওমর (রা.) একদিন লক্ষ্য করলেন, কয়েকজন সাহাবা এই কালেমা পাঠ করছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর। অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই আল্লাহ মহান। এই কালেমা শুনে হযরত ওমর (রা.) বললেন তাঁই, হাঁ তাই। সাহাবাগণ হযরত ওমর (রা.)-এর এমন কথা বলার কারণ জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, এটাই হচ্ছে তাকওয়ার, কালেমা পাঠ করার অধিক উপযোগী।

হযরত ওমর (রা.) এক ব্যক্তির দোয়া সংশোধন করলেন

হযরত ওমর (রা.) এক ব্যক্তিকে ফেতনা থেকে পানাহ চেয়ে দোয়া করতে শুনে বললেন, তুমি কি আল্লাহর নিকট এটাই চাও যে তিনি যেন তোমাকে সন্তান সন্ততি এবং ধনসম্পদ না দেন? ফেতনা থেকে পানাহ চাওয়ার সময় ফেতনার গোমরাহী থেকে নির্দিষ্ট ভাবে পানাহ চাইবে। কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, নিশ্চয়ই তোমাদের ধনসম্পদ এবং সন্তান সন্ততি তোমাদের জন্য ফেতনা। এখানে ফেতনা বলতে পরীক্ষার বস্তু বোঝানো হয়েছে।

www.pathagar.com

হযরত ওমর (রা.) বললেন তোমরা আমিন আমিন বলবে

হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, তিনটি কালেমা এমন রয়েছে, আমি যখন সেই কালেমা গুলো পাঠ করবো তোমরা তখন আমিন আমিন বলবে। সেই তিনটি কালেমা হচ্ছে (১) হে আমার আল্লাহ আমি দুর্বল তুমি আমাকে শক্তি দান করো। (২) হে আমার আল্লাহ আমার মন শক্ত আমার মন নরম করে দাও। (৩) হে আমার আল্লাহ আমি কৃপণ তুমি আমাকে দানশীল করে দাও।

হযরত আব্বাসের (রা.) সঙ্গে ওমর (রা.)-এর দোয়া

মদীনায় দুর্ভিক্ষের সময় একদিন হযরত ওমর (রা.)-কে সাধারণ পোশাকে দেখা গেল। তাঁর পরিধানের চাদর ছিল ছোট। সেই চাদর ছিল হাঁটুর কাছাকাছি। তিনি আল্লাহর দরবারে এস্তেগফার করছিলেন। তাঁর দুই কপোল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। হযরত আব্বাস (রা.) ছিলেন হযরত ওমর (রা.)-এর ডান দিকে বসা। তিনিও হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে দোয়ায় শামিল ছিলেন। তাঁরা কেবলামুখী হয়ে দোয়া করছিলেন। তাঁদের হাত ছিল আকাশের দিকে উত্তোলিত। তাঁরা আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করছিলেন। সেখানে উপস্থিত সবাই দোয়ায় তাঁর সাথে শামিল হলেন। দোয়ার এক পর্যায়ে হযরত ওমর (রা.) হযরত আব্বাসের এক হাত তুলে ধরে বললেন, হে আল্লাহ আমি তোমার নবীর চাচার উছিলায় তোমার নিকট সাহায্য চাই। হযরত আব্বাস (রা.) দীর্ঘ সময় যাবত হযরত ওমর (রা.)-এর সঙ্গে দোয়ায় শামিল ছিলেন। এ সময় তাঁর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল।

এশার নামায শেষে হযরত ওমর (রা.) মসজিদে ঘুরে দেখতেন

এশার নামায আদায়ের পর হযরত ওমর (রা.) মসজিদে ঘুরে দেখতেন। নামায আদায়ে নিয়োজিত লোক ছাড়া অন্য কাউকে মসজিদে দেখতে পেলে বের করে দিতেন। এরকম করার সময়ে একদিন কয়েকজন সাহাবার কাছে গেলেন। তাদের মধ্যে উবাই ইবনে কা'বও ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন কে ওখানে? উবাই ইবনে কা'ব এর নাম বলা হলো। হযরত ওমর (রা.) বললেন, নামাযের পরে তোমরা এখানে কি কারণে বসে আছো? উবাই বললেন, আমরা আল্লাহর জিকির করছি হে আমীরুল মোমেনীন। হযরত ওর (রা.) সাথে সাথে সেখানে বসলেন এবং পাশের ব্যক্তিকে বললেন নাও শুরু করো।

www.pathagar.com

তারপর পর্যায়ে ক্রমে তিনি সবাইকে দিয়ে দোয়া করালেন। আবু মাছদ (রা.) বলেন, পালাক্রমে দোয়ার একপর্যায়ে আমাকেও দোয়ার জন্য হযরত ওমর (রা.) আদেশ দিলেন। আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। হযরত ওমর (রা.) বললেন অন্তত একথা বলো, আল্লাহুম্মাগ ফেরলানা, আল্লাহুম্মার হামনা। অর্থাৎ হে আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করো আমাদের দয়া করো। সবার শেষে হযরত ওমর (রা.) হাত তুললেন এবং দোয়া করতে লাগলেন। উপস্থিত সাহাবাদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেল। দোয়ার পর হযরত ওমর (রা.) সাহাবাদের বললেন, এবার তোমরা ঘরে ফিরে যাও।

রাসূল (সঃ) হযরত ওমর (রা.)-কে বললেন, হে ভাই দোয়া করার সময় আমাকে ভুলে যেয়োনা

হযরত ওমর (রা.) বলেন, ওমরাহ পালন করার জন্য আমি রাসূল (সঃ)-এর নিকট অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। তারপর আমাকে বললেন, হে ভাই, দোয়া করার সময় আমাকে ভুলে যেয়োনা।

হযরত ওমর (রা.) বলেন, রাসূল (সঃ)-এর এই কথাটির মূল্য আমার নিকট এতো বেশী যে, এর বিনিময়ে সমগ্র পৃথিবীও আমার নিকট অধিক মূল্যবান নয়।

হযরত ওমর (রা.) বললেন পাপাসক্তের বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য করবে না

সিরিয়ার একজন মোটাসোটা ব্যক্তি হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট আসতো। একদিন তাকে না দেখে হযরত ওমর (রা.) লোকটির ব্যাপারে খোঁজ নিলেন। তাঁকে জানালো হলো যে, সে মদের মধ্যে ডুবে আছে। এ কথা শুনে হযরত ওমর (রা.) কাতেবকে ডেকে একখানি চিঠি লেখালেন। চিঠিতে লিখলেন, ওমর ইবনে খাত্তাবের পক্ষ থেকে অমুকের পুত্র অমুকের প্রতি। তোমার প্রতি সালাম। তোমার নিকট আমি এমন আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নাই। তিনি তওবা কবুল করে থাকেন এবং গুনাহ মাফ করে থাকেন। তিনি কঠোর শাস্তি দিয়ে থাকেন এবং পুরস্কার দিয়ে থাকেন। তিনি ব্যতিত কোন মাবুদ নাই। সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

এই চিঠি লেখার পর হযরত ওমর (রা.) উপস্থিত লোকদের সঙ্গে নিয়ে লোকটির জন্য দোয়া করলেন। দোয়ায় বললেন, হে আল্লাহ তুমি লোকটির মনে পরিবর্তন এনে দাও তুমি তার তওবা কবুল করো।

www.pathagar.com

হযরত ওমর (রা.)-এর চিঠি লোকটির নিকট পৌঁছার পর সে বারবার চিঠি পড়তে লাগলো এবং বলতে লাগলো, বেশক আল্লাহর শাস্তি আমার মনে ভয় ধরিয়েছে। তিনি অঙ্গীকার করেছেন যে, তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন। কোরআনে আল্লাহ বলেছেন গাফেরুজাম্বে অ কাবেলুত তাওবে শাদিদুল একাব। অর্থাৎ তিনি পাপ ক্ষমা করেন তিনি তওবা কবুল করেন, তিনি কঠোর শাস্তি দান করেন।

হযরত ওমর (রা.)-এর চিঠি বার বার পড়ার সময় লোকটি অঝোর ধারায় কাঁদছিল। মদ পান সম্পূর্ণ ত্যাগ করলো। হযরত ওমর (রা.)-এ খবর পেয়ে বললেন, তোমরা এ রকমই করবে। যখন দেখবে তোমার ভাই পাপের পথে রয়েছে, তখন তাকে সংশোধনের চেষ্টা করবে এবং তার তওবার জন্য দোয়া করবে। সেই পাপাসক্তের বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য করবেনা।

হযরত ওমর (রা.) একজন পাদ্রীকে বললেন, ওহে আল্লাহর দুশমন

হযরত ওমর (রা.) জাবিয়াহ নামক জায়গায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। আল্লাহর প্রশংসা এবং রাসূল (সঃ)-এর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করার পর বললেন, আল্লাহ যাকে হেদায়েত দান করেন কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন কেউ তাকে হেদায়েত দিতে পারে না। এ সময় হযরত ওমর (রা.)-এর সামনে উপবিষ্ট একজন পাদ্রী ফার্সী ভাষায় কি যেন বলল। হযরত ওমর (রা.) দোভাষীকে ডেকে বললেন, খৃষ্টান পাদ্রী কি বলেছে, আমাকে বুঝিয়ে দাও। দোভাষী বলল, হে আমীরুল মোমেনীন, পাদ্রী বলছে, আল্লাহ কাউকে পথভ্রষ্ট করতে পারেন না। হযরত ওমর (রা.) এ কথা শুনে বললেন, ওহে আল্লাহর দুশমন তুমি মিথ্যা বলেছ। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তোমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন। তুমি যা বলেছ মিথ্যা বলেছ। আল্লাহ চাহেনতো তোমাকে দোযখের আগুনে প্রবেশ করানো হবে। যদি যিম্মিদের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব আমার উপর না থাকতো তবে আমি তোমার শিরচ্ছেদের আদেশ দিতাম। হযরত আদমকে সৃষ্টির পর আল্লাহ তার মধ্যে থেকে সকল বংশধরদের বের করেছেন। তারপর বেহেশতে যারা প্রবেশ করবে তাদের আমল লিখে দিয়েছেন। দোযখে যারা প্রবেশ করবে তাদের আমলও লিখে দিয়েছেন। তারপর বলেছেন, এরা হবে বেহেশতী এরা হবে দোযখী। পরবর্তীকালে মানুষ নানা গোত্রে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং তাকদির সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে।

www.pathagar.com

হযরত ওমর (রা.) কখন বলেছিলেন রাসূল (সঃ) নিহত হয়েছেন কেউ বললে তার শিরচ্ছেদ করবো

আমীরুল মোমেনীন মনোনীত হওয়ার পর একবার হযরত ওমর (রা.) জুমার জামায়াতে ভাষণ দেন। সেই ভাষণে তিনি বলেন, সূরা আলে ইমরান ওহুদ যুদ্ধের সময় ওহুদ পাহাড়ে নাযিল হয়েছিল। যুদ্ধের এক পর্যায়ে আমরা রাসূল (সঃ)-এর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। আমি একটি পাহাড়ে উঠলাম। এ সময় একজন ইহুদীকে বলতে শুনলাম, মোহাম্মদ (সঃ) নিহত হয়েছেন। আমি তখন উচ্চস্বরে বললাম, কেউ যদি বলে যে, মোহাম্মদ (সঃ) নিহত হয়েছেন তবে আমি তার শিরচ্ছেদ করবো। এরপর আমি লক্ষ্য করলাম যে, মানুষ রাসূল (সঃ)-এর সামনে সমবেত হচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা তখন কোরআনের এই আয়াত নাযিল করেন, অতীতের রাসূলদের মতো মোহাম্মদ একজন রাসূল মাত্র। তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা শাহাদাত বরণ করেন তবে তোমরা কি পশ্চাদপসরণ করবে? যে ব্যক্তি পশ্চাদপসরণ করবে সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্য নিষ্ঠ লোকদের বিনিময় দিবেন।

মোতা বিয়ে সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এর কঠোর মনোভাব

খলীফা হওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) জনগণের উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে বলেন, রাসূল (সঃ) মাত্র তিন দিনের জন্য মোতা বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলেন। তারপরই এ বিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। যদি আমি খবর পাই কোন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি মোতা বিয়ে করেছে তবে তাকে আমি অবশ্যই রজম অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপে হত্যা (সঙ্গেসার) করবো। তবে সেই ব্যক্তি যদি এ মর্মে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে যে রাসূল (সঃ) মোতা বিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পর পুনরায় এ বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলেন তবে সে ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হবে না। অবিবাহিত কোন ব্যক্তির মোতা বিয়ের খবর পেলে তাকে চাবুকের একশত আঘাত করা হবে। সেই ব্যক্তি যদি চারজন সাক্ষী এ মর্মে উপস্থিত করতে পারে যে রাসূল (সঃ) মোতা বিয়ের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছেন তবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে না।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, পুরুষ তিন প্রকার মহিলা তিন প্রকার

হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, পুরুষ তিন প্রকার মহিলারাও তিন প্রকার। (১) এক শ্রেণীর পুরুষ সচ্চরিত্র পুণ্যশীল। দয়ালু নম্র। বিবেকের নির্দেশ

www.pathagar.com

অনুযায়ী তারা জীবন যাপন করে। সকল কাজ সঠিক সময়ে সম্পন্ন করে। (২) এক শ্রেণীর পুরুষ আছে তাদের নিজস্ব কোন মতামত থাকে না। সমস্যার সম্মুখীন হলে তার পরামর্শের জন্য অন্যের নিকট ছুটে যায়। ধার করা পরামর্শ অনুযায়ী চলে। (৩) এক শ্রেণীর পুরুষ আছে তারা ডর ভয় কারে কয় জানে না। সব কাজ তাড়াহুড়া করে সম্পন্ন করে। চিন্তা ভাবনা স্থিরতা থাকে না তাদের। তারা ভালো কাজ করে না কেউ বলে দিলেও সে পরামর্শ মেনে কাজ করে না।

তিন প্রকার মহিলা হচ্ছে (১) এক শ্রেণীর মহিলা সতী, পূণ্যশীলা। ইসলামের অনুসারী। নম্র কোমল তাদের স্বভাব। এরা ভালোবাসা দিতে জানে। ভালোবাসতে জানে। অধিক সন্তানের জন্ম দেয় এরা। এ রকম মহিলার সংখ্যা বেশী নয়। (২) এক শ্রেণীর মহিলা আছে উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের। সন্তান জন্ম দান ছাড়া এদের অন্য গুণ থাকে না বললেই চলে। (৩) এক শ্রেণীর মহিলা আছে এরা যন্ত্রণাদায়ক রকমের বেশরম। এ রকমের মহিলাদের আল্লাহ যাদের ঘাড়ে ইচ্ছা তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। তারপর যখন ইচ্ছা করেন তখন উদ্ধার করেন।

হযরত ওমর (রা.) আহনাফ ইবনে কয়েসকে যা বলেছেন

হযরত ওমর (রা.) আহনাফ ইবনে কয়েসকে বলেছেন, হে আহনাফ যে ব্যক্তি বেশী হাসে তার মধ্যে গভীরতা থাকে না। যে ব্যক্তি ঠাট্টা তামাশা বেশী করে তাকে হালকা মনে করা হয়। যে ব্যক্তি বেশী কথা বলে তার ভুল বেশী হয়। তার লজ্জা শরম কমে যায়, যার লজ্জা শরম কমে যায় তার তাকওয়া কমে যায়। যার তাকওয়া কমে যায় তার অন্তর মরে যায়।

হযরত ওমর (রা.)-এর ১৭টি উপদেশ

হযরত ওমর (রা.) প্রায়ই লোকদের নিম্নোক্ত উপদেশ দিতেন।

১। যে ব্যক্তি তোমার বিষয়ে আল্লাহর নাফরমানী করেছে, তোমাকে কষ্ট দিয়েছে তুমি তাকে সে রকম কষ্ট দিবে না। তার সম্পর্কে তুমি আল্লাহর আনুগত্য করবে।

২। তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে কাজের সুযোগ খুঁজতে থাকো ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত।

৩। মুসলমানের মুখ থেকে উচ্চারিত কথার মন্দ ব্যাখ্যা করো না। তার জন্য ভালো কিছু করার চেষ্টা করতে থাকো।

৪। নিজের কৃতকর্ম সম্পর্কে যে ব্যক্তি অনুশোচনা করেছে, কেউ যদি তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করে তবে তাকে রূঢ় ভাষায় সমালোচনা করবে না।

www.pathagar.com

৫। যে ব্যক্তি নিজের গোপন বিষয় গোপন করেছে সে বিষয় প্রকাশ করা বা না করার ইচ্ছা তা নিজের।

৬। যারা সত্য অন্বেষণ করে এ রকম লোকদের সংস্পর্শে থাকো, তাদের হেফাজত করো। তোমার কাজকর্মে এটা তোমার সৌন্দর্য হিসেবে বিবেচিত হবে এবং বিপদ মুসিবত দূর করার উপাদান হবে।

৭। সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে। এ কারণে কেউ যদি তোমাকে হত্যাও করে তবু সত্য ত্যাগ করবে না।

৮। যে বিষয়ে তোমার কোন দায়িত্ব নাই সে বিষয় নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া করবে না।

৯। যে কাজ হওয়ার মতো নয় সে কাজের ব্যাপারে প্রশ্ন করো না। যা কিছু বিদ্যমান রয়েছে তোমার কর্মব্যস্ততার জন্য সেটাই যথেষ্ট মনে করবে।

১০। এমন কোন ব্যক্তির নিকট তোমার প্রয়োজনের কথা বলবে না যে তোমার সাফল্যে খুশী হয় না।

১১। মিথ্যা শপথকে তুচ্ছ কাজ মনে করবে না। আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করে দেবেন।

১২। অহংকারীদের সঙ্গে থেকোনো। ওরা তোমাকে মন্দ কাজ শিক্ষা দেবে।

১৩। তোমার শত্রুদের নিকট থেকে দূরে থাকো। বিশ্বস্ত ও সৎ বন্ধুদের ভয় করো।

১৪। সেই ব্যক্তিই বিশ্বস্ত ও আমানতদার যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে।

১৫। কবরের কাছে গিয়ে বিনয় এবং নম্রতার পরিচয় দেবে।

১৬। আল্লাহর এবাদত করার সময়ে নিজেকে হীন ও তুচ্ছ মনে করবে।

১৭। কোন কাজ করার সময় এমন লোকদের নিকট পরামর্শ চাইবে যারা আল্লাহকে ভয় করে। কারণ কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একমাত্র ওলামাগণই আল্লাহকে ভয় করে।

পুত্র আবদুল্লাহর নিকট হযরত ওমর (রা.)-এর চিঠি

হযরত ওমর (রা.) নিজের পুত্র আবদুল্লাহর নিকট এক চিঠিতে লিখেছেন, হে আবদুল্লাহ আল্লাহকে ভয় করার জন্য আমি তোমাকে অসিয়ত করছি। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করেছে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেছে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়েছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর এবাদত করবে আল্লাহ তাকে বিনিময় দান করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর শোকর গুজারি করবে আল্লাহ তাকে বাড়িয়ে দেবেন। তাকওয়াকে তোমার জীবনের

www.pathagar.com

লক্ষ্য করবে। তাকওয়া হবে তোমার আমলের খুঁটি এবং অন্তরের প্রশান্তি। যে ব্যক্তির নিয়ত পরিস্কার নয় তার আমল কবুল হয়না। যার নিয়ত পরিষ্কার নয় তার বিনয়ও থাকবেনা কোন আমলও থাকবেনা। যে ব্যক্তি পুরাতন পোশাক পরিধান করবেনা সে নতুন পোশাকের গুরুত্ব বুঝতে পারবেনা।

একজন গবর্নরের নিকট লেখা চিঠির শেষাংশ

একজন গবর্নরের নিকট প্রেরিত চিঠির শেষাংশে হযরত ওমর (রা.) লিখেছেন, সুস্থ থাকার সময়ে আত্মসমালোচনা করবে। কঠিন হিসাবের মুখোমুখি হওয়ার আগে নিজেই নিজের হিসাব গ্রহণ করো। এর ফলে তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে অগ্রসর হবে এবং মানুষ তোমাকে ঈর্ষা করবে। যে ব্যক্তির জীবন তাকে পাপের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত করেছে তার পরিণাম হবে লজ্জার এবং অনুশোচনার।

হযরত ওমর (রা.) বলেছেন দ্বীনদারী মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি

হযরত ওমর (রা.) বলেন, তাকওয়ার কারণে একজন মানুষ সম্মানের উপযুক্ত হতে পারে। মানুষের দ্বীনদারী হচ্ছে তার মর্যাদার মাপকাঠি। সাহসিকতা, ভীরুতা কাপুরুষতা হচ্ছে মানুষের স্বভাবজাত বিষয়। যে ব্যক্তি সাহসী সে চেনা অচেনা সবার সাথে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে। অথচ ভীরু মানুষ নিজের মাতাপিতাকেও ছেড়ে যায়। অর্থ সম্পদ হচ্ছে প্রভাব প্রতিপত্তির মাপকাঠি আর তাকওয়া হচ্ছে সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি। তাকওয়ার মাধ্যমে একজন মানুষ আরব অনারব এবং নাবতির চেয়ে অধিক ভালো মানুষ হতে পারে।

আবু মুসা আশয়ারীকে (রা.) হযরত ওমর (রা.) লিখেছেন, বিচক্ষণতা বয়সের সাথে সম্পর্কিত নয়। এটা আল্লাহর দান। যাকে ইচ্ছা তিনি বিচক্ষণতা দান করেন। তুমি নিজেকে ঘৃণ্য কাজ এবং মন্দ চরিত্র থেকে দূরে রাখো।

www.pathagar.com

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কোরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এর মন্তব্য

সূরা আলে ইমরানের দ্বাদশ রুকুর একটি আয়াত সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তোমরা হচ্ছো শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানুষের মঙ্গলের জন্য যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছে করলে এখানে বলতে পারতেন, তোমরা ছিলে শ্রেষ্ঠ উম্মত। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তোমরা হচ্ছো বলে উম্মতে মোহাম্মদীর শ্রেষ্ঠত্বকে এই আয়াতে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এতে বোঝা যায় মোহাম্মদ (সঃ)-এর সাহাবীদের মতো যারা কাজ করবে তারাও এই শ্রেষ্ঠ উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হবে। হযরত ওমর (রা.) তারপর বলেন, যে ব্যক্তি এই আয়াতের পরিপূরক হতে চাইবে তাকে এই আয়াতের শর্ত সমূহ পূরণ করতে হবে।

মাবিয়ার দরবারে হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উচ্ছসিত প্রশংসা

হযরত মাবিয়া (রা.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে বললেন, হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি? ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন আল্লাহ তায়ালা হাফস এর পিতার প্রতি রহমত করুন। আল্লাহর কসম তিনি ছিলেন ইসলামের সাহায্যকারী, অনাথদের আশ্রয়স্থল, ঈমানের মহল, দুর্বলদের ঠিকানা, মুসলমানদের কেন্দ্র, আল্লাহর সৃষ্টি সকলের দুর্গ, সকল মানুষের সহায়, অত্যন্ত ধৈর্যশীল, এবং সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত একজন মানুষ। তিনি সত্যকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা অতঃপর তাঁর দ্বীনকে বিজয় দান করেন। চারিদিকে ইসলামের প্রসার ঘটতে থাকে। পাহাড়ে মাঠে ময়দানে অরণ্যে আল্লাহর জেকের চলতে থাকে। হযরত ওমর (রা.) অশালীন বিষয় সমূহের মোকাবিলা অত্যন্ত সম্মানজনক ভাবে করতেন। স্বচ্ছলতা এবং দারিদ্র্য উভয় অবস্থায় তিনি আল্লাহর শোকর করতেন। সব সময় তিনি আল্লাহর জেকের করতেন। যে ব্যক্তি হযরত ওমর (রা.)-এর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে আল্লাহ তায়ালা রোজ কেয়ামত পর্যন্ত তার উপর লানত করুন।

হাকাম ইবনে কায়সানের ইসলাম গ্রহণে দেরী দেখে হযরত ওমর (রা.)-এর ক্রোধ

মেকদাদ ইবনে আমর বলেন এক যুদ্ধের প্রক্কালে আমরা হাকাম ইবনে কায়সানকে গ্রেফতার করলাম। আমাদের সেনাপতি হাকামকে হত্যা করতে

www.pathagar.com

চাইলেন। আমি বললাম, আমরা বরং তাঁকে রাসূল (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত করবো রাসূল (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত করার পর তিনি হাকামকে ইসলামের সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানালেন। কিন্তু হাকাম ইসলাম গ্রহণ করতে রাজি হচ্ছিল না। ইসলাম গ্রহণের দেরী দেখে হযরত ওমর (রা.) ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি রাসূল (সঃ)-কে বললেন, হে রাসূল আপনি কি আশায় এই ব্যক্তির সাথে এতো কথা বলছেন? আল্লাহর কসম, যতোদিন দুনিয়া বিদ্যমান থাকবে ততোদিন সে ঈমান আনবে না। অনুমতি দিন শিরচ্ছেদ করে তাকে দোযখে পৌঁছে দিই। কিন্তু সহিষ্ণুতার প্রতীক রাসূল (সঃ) হযরত ওমর (রা.)-এর কথায় কর্ণপাত করলেন না। তিনি হাকামকে বোঝাতে লাগলেন। অবশেষে হাকাম ইসলাম গ্রহণ করলেন।

হাকামকে ইসলাম গ্রহণ করতে দেখে হযরত ওমর (রা.) মনে মনে বললেন, আমি এমন সব বিষয়ে সাহস দেখাই যা রাসূল (সঃ)-এর প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশের শামিল। কিন্তু আমি তাঁর মঙ্গলই চেয়েছি। হযরত ওমর (রা.) বলেন, হাকাম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তারপর বীর মাউনার যুদ্ধে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করে শহীদ হন। রাসূল (সঃ) তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

একজন মুরতাদকে হত্যা করায় হযরত ওমর (রা.)-এর আক্ষেপ

তসতর বিজয়ের খবরসহ আবু মূসা আশয়ারী (রা.)-এর নিকট থেকে একজন দূত মদীনায় হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট এলো। হযরত ওমর (রা.) বললেন, পশ্চিমের লোকদের কোন খবর আছে নাকি? দূত জানালো সব খবর ভালো। তবে একজন লোক ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। হযরত ওমর (রা.) জানতে চাইলেন তোমরা তার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছ? দূত বলল, আমরা লোকটিকে ডেকে এনে তার শিরচ্ছেদ করেছি। হযরত ওমর (রা.) একথা শুনে ভীষণ মর্মাহত হলেন। আক্ষেপ করে বললেন, এরকম কেন করেছ? তাকে তিনদনি বন্দী করে রাখতে। প্রতিদিন একটি চাপাতি রুটি খেতে দিতে আর তওবা করে পুনরায় ইসলামে ফিরে আসার আহবান জানাতে। এতে সে হয়তো তওবা করে পুনরায় ইসলামে ফিরে আসতো। হে আল্লাহ সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম না। লোকটিকে হত্যার আদেশও আমি দেই নি। এ খবর পাওয়ার পর আমি সন্তুষ্ট নই।

একজন মুরতাদের ব্যাপারে হযরত ওমর (রা.) সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন

মিসরের গবর্নর আমর ইবনুল আস একজন লোকের ব্যাপারে হযরত ওমর (রা.)-এর পরামর্শ চাইলেন। লোকটি কয়েকবার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং

www.pathagar.com

কয়েকবার কুফুরীতে ফিরে গিয়েছিল। আমর ইবনুল আস (রা.)-এর চিঠির জবাবে হযরত ওমর (রা.) লিখলেন, আল্লাহ তায়ালা যতক্ষণ পর্যন্ত তার ইসলাম কবুল করেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে ইসলাম কবুল করার জন্য দাওয়াত দিতে থাক। যদি সে মেনে নেয় তবে ছেড়ে দাও, মেনে না নিলে তার শিরচ্ছেদ করো।

হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.)-এর মধ্যে কথা কাটাকাটিতে রাসূল (সঃ) অসন্তুষ্ট হলেন

বোখারী শরীফে আবু দ্দারদা (রা.) বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে, একবার হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.)-এর মধ্যে কোন এক বিষয়ে কিছু কথা কাটাকাটি হলো। এ কথা জেনে রাসূল (সঃ) বললেন, যে সময় তোমরা আমাকে অবিশ্বাস করেছিলে সে সময় আবু বকর আমাকে অবিশ্বাস করেনি বরং সাহায্য করেছিল। তোমরা কি আমার কারণে আমার সাথীকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকতে পারো না? রাসূল (সঃ) এ কথাটি দুইবার উচ্চারণ করেন। এ ঘটনার পর থেকে হযরত ওমর (রা.) কখনো আবু বকর (রা.)-এর সাথে কোন বিষয়েই কথা কাটাকাটি করেন নি, তাঁকে কোন প্রকার কষ্ট দেননি।

রাসূল (সঃ)-এর নিকট হযরত ওমর (রা.)-এর উপস্থিতিতে ওমায়ের এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত ওমর (রা.) একদিন বদরের যুদ্ধে কাফেরদের পরিণাম এবং মহান আল্লাহর কুদরতের কারিশমা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় মসজিদে নববীর সামনে ওমায়েরকে উট বসাতে দেখে বললেন, এই কুকুর আল্লাহর দুশমন গোলমাল বাধাতে এসেছে। এই দুর্বৃত্ত বদর যুদ্ধের আগুন উদ্দীপিত করেছে এবং আমাদের বিরুদ্ধে স্বজাতীয় লোকদের একত্রিত করেছে। একথা বলে হযরত ওমর (রা.) রাসূল (সঃ)-এর নিকট গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) আল্লাহর দুশমন ওমায়ের তলোয়ার ঝুলিয়ে এসেছে। রাসূল (সঃ) শান্ত কণ্ঠে বললেন, তাকে এখানে পাঠিয়ে দাও। হযরত ওমর (রা.) আনসারদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা নবীজীর নিকট গিয়ে বস। এই নরপিশাচের তৎপরতার প্রতি লক্ষ্য রাখো। আমি ওকে বিশ্বাস করতে পারছিনা।

প্রকৃত পক্ষে মক্কায় সাফওয়ান এবং ওমায়ের রাসূল (সঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। ওমায়ের বলেছিল হে সাফওয়ান যদি আমার ঋণ না থাকতো এবং আমার সন্তান সন্ততিদের ধ্বংসের আশঙ্কা না করতাম তবে আমি এখনই মদীনায় যেতাম এবং মোহাম্মদকে হত্যা করতাম। আল্লাহ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে এ কথা

www.pathagar.com

রাসূল (সঃ)-কে জানিয়ে দিয়েছিলেন। কাবার হাতীমে একথা বলার সময় অন্য কেউ ছিল না। রাসূল (সঃ)-এর নিকট একথা শুনে বিস্মিত ওমায়ের সাথে সাথে কালেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেল। হযরত ওমর (রা.) বলেন, ওমায়ের যখন প্রথম মদীনায় এসেছিল তখন তাকে আমি একটি কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট মনে করতাম অথচ ইসলাম গ্রহণ করার পর আজ সে আমার নিকট আমার সন্তানদের চেয়ে অধিক প্রিয়।

নিজ ক্রীতদাসকে ইসলাম গ্রহণের অনুরোধ জানালেন হযরত ওমর (রা.)

হযরত ওমর (রা.)-এর ক্রীতদাস আস্তাক বলেছে, আমি ছিলাম খৃষ্টান ধর্মের অনুসারী। হযরত ওমর (রা.) একাধিকবার আমাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন। তিনি বলতেন, তুমি যদি মুসলমান হও তবে তোমার মাধ্যমে মুসলমানদের আমানতের ব্যাপারে আমি সাহায্য গ্রহণ করবো। যতোদিন তুমি খৃষ্টান থাকবে ততোদিন মুসলমানদের আমানতের কাজ তোমাকে নিয়ে করানো আমার জন্য জায়েজ নয়। কারণ তুমি তো মুসলমানদের ধর্মে বিশ্বাসী নও। কিন্তু আমি সব সময়েই ইসলাম গ্রহণের জন্য হযরত ওমর (রা.)-এর পরামর্শ ও অনুরোধ প্রত্যাখান করি। হযরত ওমর (রা.) বলতেন, ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কোন প্রকার জোরজবরদস্তি নাই। অনেকদিন পর হযরত ওমর (রা.) আমাকে মুক্ত করে দিয়ে বললেন তোমার যেখানে ইচ্ছা চলে যাও।

এক খ্রিস্টান বৃদ্ধাকে ইসলাম গ্রহণের অনুরোধ জানালেন হযরত ওমর (রা.)

আসলাম বলেন, সিরিয়ায় একবার হযরত ওমর (রা.)-এর জন্য আমি ওজুর পানি নিয়ে এলাম। হযরত ওমর (রা.) সেই পানি দেখে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। আমাকে বললেন, এতো সুন্দর পানি আমি কখনো দেখিনি। বৃষ্টির পানিও এতো স্বচ্ছ নয়। আমি বললাম, এক বৃদ্ধ খৃষ্টান মহিলার নিকট থেকে এ পানি এনেছি।

হযরত ওমর (রা.) ওজু করার পর সেই বৃদ্ধার নিকট গিয়ে বললেন, বড় বিবি ইসলাম গ্রহণ কর। আল্লাহ তায়ালা হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-কে সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন। বৃদ্ধা মাথার চাদর সরিয়ে মাথার সাদা চুল দেখিয়ে হযরত ওমর (রা.)-কে বলল, আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত হয়েছি। আমার মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এসেছে। এখন আমি ইসলাম গ্রহণ করে কি করব। হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো, আমি তাবলীগ করেছি।

www.pathagar.com

গবর্নর সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)-কে হযরত ওমর (রা.)-এর চিঠি

হযরত ওমর (রা.) সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসকে (রা.) লিখলেন, আমি তোমাকে আগেই লিখেছি যে, তিন দিন যাবত তোমরা লোকদের ইসলামের দাওয়াত দিবে। যে ব্যক্তি এই তিনদিনের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করবে তার ইসলাম গ্রহণ মেনে নেবে, নিঃসন্দেহে সে মুসলমান হিসেবে গণ্য হবে। মুসলমানদের জন্য বরাদ্দ সকল সুযোগ সুবিধা সে ভোগ করবে। ইসলামে তার অংশ থাকবে। যে ব্যক্তি তোমার কথা লড়াইয়ের পর বা পরাজিত হওয়ার পর মেনে নেবে তার জন্য মুসলমানদের মতো কোন ফাঈ থাকবেনা। কারণ তার ইসলাম গ্রহণের আগেই মুসলমানরা গনিমতের অর্থসম্পদের অধিকার লাভ করেছে। এটাই আমার আদেশ।

হযরত ওমর (রা.) লিখলেন জিযিয়ার প্রস্তাব মেনে নাও

হযরত ওমর (রা.)-এর আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের ঘটনা সম্পর্কে হযরত জেয়াদ (রা.) বলেন, তুলাইব নামক জায়গায় আমরা হযরত ওমর (রা.)-এর নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলাম। এরই মধ্যে নির্দেশ সম্বলিত চিঠি এসে পৌঁছলো। সেই চিঠিতে হযরত ওমর (রা.) লিখলেন, তোমার চিঠি পেয়েছি। জানা গেলো, আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা বন্দীদের ফিরিয়ে দেয়ার শর্তে জিযিয়া দিতে রাজি হয়েছে। জিযিয়া এমন একটি বিষয় যা বর্তমান এবং ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে। জিযিয়া গ্রহণ করা আমার নিকট পছন্দনীয়। গনিমতের চেয়ে এটা বেশী পছন্দের। গনিমতের মাল পরস্পরের মধ্যে বন্টন করা হবে এবং এক সময় এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। তুমি জিযিয়ার প্রস্তাব মেনে নাও। বন্দীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হচ্ছে তাদের মতামত নেবে। যারা ইসলাম গ্রহণ করতে চায় করতে পারে। যারা নিজেদের স্বজাতির মধ্যে বেঈমান অবস্থায় থাকতে চায় তাদেরকে সেই অবস্থায় থাকতে দাও। ইসলাম গ্রহণকারীরা লাভ ক্ষতিতে মুসলমানদের সমপর্যায়ভুক্ত থাকবে। যারা ইসলাম গ্রহণ করবেনা তাদের উপর অন্যদের মতো জিযিয়া আরোপিত হবে। তবে গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে যারা মক্কা মদীনা ইয়েমেন বা অন্য কোথাও চলে গিয়েছে তাদেরকে আমরা ফিরিয়ে দিতে পারবনা। এমন কথা আমরা দিতে পারবনা যে কথা পালন করা সম্ভব হবেনা।

ইসলামের উপর মহিলাদের নিকট থেকে হযরত ওমর (রা.)-এর বাইয়াত গ্রহণ

রাসূল (সঃ) মদীনায় হিজরতের পর মদীনার আনসার মহিলাদের একটি ঘরে সমবেত হওয়ার আদেশ দেন। তারপর হযরত ওমর (রা.) দরোজায়

www.pathagar.com

দাঁড়িয়ে মহিলাদের সালাম দিলেন। মহিলারা সালামের জবাব দিলেন। হযরত ওমর (রা.) তারপর বললেন, আমি রাসূল (সঃ)-এর বাণীবাহক। তিনি আমাকে তোমাদের নিকট পাঠিয়েছেন। মহিলারা বললেন, রাসূল (সঃ) এবং তাঁর দূতের জন্য মারহাবা।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমরা একথার উপর বাইয়াত করো যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবেনা। চুরি করবেনা। ব্যভিচার করবেনা। অন্যের সন্তানকে নিজের গর্ভজাত সন্তানরূপে পরিচয় দিবেনা। ভালো কাজে নাফরমানী করবেনা। মহিলাগণ এসব কথা মেনে নিলেন।

হযরত ওমর (রা.) দরোজার বাইরে থেকে হাত বাড়ালেন। মহিলারা ঘরের ভেতর থেকে হাত বাড়ালেন। তবে কারো হাত কারো হাতের স্পর্শ পায়নি। তারপর হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো।

হযরত ওমর (রা.) এই বাইয়াতে আরো বলেছেন, ঈদুল ফিতরে এবং কোরবানীর ঈদে ঋতুমতী এবং কুমারী মেয়েরাও যেন মাঠে যায়। তারা সেখানে দোয়ায় শামিল হবে। তবে তারা নামায এবং মসজিদ থেকে দূরে থাকবে। তিনি মহিলাদের জানাযার পেছনে চলতে নিষেধ করেন এবং বলেন যে মহিলাদের জন্য জুমার নামায ফরজ নয়।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, আবু বকরের সেই রাত ওমরের খান্দানের চেয়ে উত্তম

হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনামলে কিছু লোক নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল যে, হযরত ওমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর চেয়ে উত্তম। হযরত ওমর (রা.)-এর কানে একথা গেল। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ, আবু বকরের জীবনের একটি বিশেষ রাত ওমরের পুরো খান্দানের চেয়ে উত্তম। সেই রাতে হযরত আবু বকর রাসূল (সঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন। কখনো আবু বকর রাসূল (সঃ)-এর আগে যাচ্ছিলেন কখনো পিছনে যাচ্ছিলেন। রাসূল (সঃ) আবু বকরের এরূপ করার কারণ জানতে চাইলেন। আবু বকর (রা.) বললেন আপনাকে সন্ধানকারী লোকদের কথা মনে হলে আমি আপনার পেছনে যাই, আবার ওঁৎ পেতে থাকা লোকদের কথা মনে হলে আপনার সামনে যাই। রাসূল (সঃ) বললেন, আবু বকর, আল্লাহ না করুন যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তবে কি তুমি চাও যে, আমার পরিবর্তে তুমি তার শিকার হবে? আবু বকর (রা.) বললেন, হাঁ তাই চাই।

তারপর উভয়ে গুহায় পৌঁছুলে আবু বকর (রা.) বললেন, হে রাসূল আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি আপনার জন্য গুহাটি পরিস্কার করে লই। এ কথা

www.pathagar.com

বলে হযরত আবু বকর (রা.) গুহার ভেতরে প্রবেশ করেন এবং গুহাটি পরিস্কার করেন। বাইরে যাওয়ার পর মনে পড়লো যে, একটি ছিদ্র বন্ধ করা হয়নি। তারপর তিনি ভিতরে গিয়ে সেই ছিদ্র বন্ধ করে আল্লাহর রাসূলকে ভেতরে যেতে বললেন। এই ঘটনা ব্যক্ত করার পর হযরত ওমর (রা.) বললেন সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। আবু বকরের (রা.) সেই রাত ওমরের খান্দানের চেয়ে উত্তম।

হযরত খালেদ (রা.)-কে বরখাস্ত করার কারণ ব্যাখ্যা

হযরত ওমর (রা.) বলেন, খালেদকে কেন সেনা অধিনায়কের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে সে কারণ ব্যাখ্যা করছি শোনো। খালেদকে আমি আদেশ দিয়েছিলাম সে যেন অর্থসম্পদ দুর্বল মুহাজিরদের জন্য রেখে দেয়। কিন্তু খালেদ আমার আদেশ অমান্য করেছে। নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী অভিজাত লোকদের মধ্যে অর্থ সম্পদ বিতরণ করেছে। এ কারণে তাকে আমি বরখাস্ত করেছি এবং তার পরিবর্তে আবু ওবায়দাকে সেনা অধিনায়কের পদে নিযুক্ত করেছি।

হযরত ওমর (রা.)-এর ব্যাখ্যা শুনে আমর ইবনে হাফস বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন, আপনি এমন ব্যক্তিকে বরখাস্ত করেছেন যাকে রাসূল (সঃ) কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। আপনি সেই তলোয়ার কোষবদ্ধ করলেন যে, তলোয়ার আল্লাহর নবী কোষমুক্ত করেছিলেন। আপনিতো সেই পতাকা নীচে নামিয়েছেন যে পতাকা আল্লাহর রাসূল (সঃ) উন্নীত করেছিলেন।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, থামো তোমার বয়স কম, তুমি নিকটাত্মীয় হওয়ায় চাচাতো ভাইয়ের প্রসঙ্গে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে পড়েছ।

অসুস্থ খলীফার বায়তুল মাল থেকে মধু গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা

হযরত ওমর (রা.) একদিন ঘরের বাইরে এসে মসজিদের মিম্বরে বসলেন। তিনি ছিলেন অসুস্থ। চিকিৎসক তাকে মধু খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। মিম্বরে বসে তিনি সমবেত লোকদের একথা জানালেন। তারপর বললেন, বায়তুল মালে মধু আছে। তোমরা যদি অনুমতি দাও, তবে আমি কিছু মধু গ্রহণ করতে পারি। যদি অনুমতি না দাও তবে সেই মধু আমার জন্য বৈধ হবে না। উপস্থিত জনগণ হযরত ওমর (রা.)-কে মধু গ্রহণের অনুমতি দিলেন।

কন্যা হাফসাকে ফিরিয়ে দিলেন হযরত ওমর (রা.)

কোন এক প্রদেশ থেকে বেশ কিছু ধন সম্পদ মদীনায় এলো। হযরত ওমর (রা.) এর কন্যা এ খবর পেয়ে খলীফার নিকট এলেন। তিনি বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন, নিকটাত্মীয়দেরতো হক রয়েছে। আল্লাহ তাদের সঙ্গে

www.pathagar.com

উত্তম ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমার আত্মীয় স্বজনের হকতো আমার নিজস্ব ধন সম্পদের উপর। কিন্তু এসবতো জনগণের সম্পদ। তুমি তোমার পিতাকে বিপদে ফেলতে চাও, যাও, চলে যাও। বিবি হাফসা সেখান থেকে চলে গেলেন।

হযরত ওমর (রা.) বললেন এই আয়াত কোরআনে আছে আমি জানতাম না

মহানবী মোহাম্মদ (সা.)-এর ওফাতের পর হযরত আবু বকর (রা.) মসজিদে নববীর মিম্বরে উঠে দাঁড়ালেন। এ সময় হযরত ওমর (রা.) ভীড় ঠেলে মিম্বরের কাছাকাছি পৌঁছলেন। হযরত আবু বকর (রা.) সাহাবাদের ডাকলেন। সবাই এগিয়ে এসে চুপচাপ বসে রইলেন। হযরত আবু বকর (রা.) কালেমা শাহাদাত পাঠ করে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তার নবীকে ওফাতের খবর তখনই দিয়েছিলেন যখন তিনি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। সে সময় আল্লাহ বলেছেন, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের মধ্যে কেউ বাঁচবে না। কোরআনে আল্লাহ বলেন, মোহাম্মদ একজন রাসূল তাঁর আগে অনেক রাসূল বিদায় নিয়েছেন। যদি তিনি ওফাত পান অথবা যদি তাকে হত্যা করা হয় তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? যদি কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। শীঘ্রই আল্লাহ কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন।

হযরত ওমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর মুখে কোরআনের এই আয়াত শুনে বললেন, কোরআনে এই আয়াতও নাযিল হয়েছে এটা আমার জানা নাই।

রাসূল (সঃ)-এর ওফাতের আগের দিন হযরত ওমর (রা.)-এর ভাষণ

বোখারী শরীফের একটি হাদীসে রয়েছে রাসূল (সঃ)-এর ইন্তেকালের একদিন আগে হযরত আবু বকর (রা.)-এর উপস্থিতিতে হযরত ওমর (রা.) এক ভাষণ দেন। সেই ভাষণে তিনি কথা দ্বারা এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে, মহানবী (সঃ) সকল সাহাবাদের মৃত্যুর পর মৃত্যুবরণ করবেন। তিনি আরো বলেন, যদিও মোহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যু হয় তবু আল্লাহ তোমাদের মধ্যে একটি নূর রেখে দেবেন সেই নূর দ্বারা তোমরা হেদায়েত লাভ করবে। আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মদকে হেদায়েত দিয়েছেন এবং আবু বকর (রা.) তাঁর সাথী। তিনি দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয় তিনি অন্য সবার চেয়ে তোমাদের কাজ সম্পাদনের অধিক উপযুক্ত। এসো তোমরা সামনে এসো, তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করো। অন্য একদল লোক ছকিফা বনি ছাআদায় হযরত আবু বকরের হতে বাইয়াত করেন। অন্য সবাই মিম্বরের পাশে বাইয়াত করেন।

www.pathagar.com

হযরত আবু বকর (রা.)-কে খলীফা মনোনয়নে হযরত ওমর (রা.)-এর ভূমিকা

হযরত ওমর (রা.) মিম্বরে উঠে মহান আল্লাহর উপযুক্ত প্রশংসা করেন। তারপর বলেন, আমি এখন কিছু বলতে মনস্থ করেছি। এমন হতে পারে এই কথা আমার মৃত্যুর পটভূমি রচনা করতে পারে। আমার এই কথা যারা শুনবে তারা দূরদূরান্ত পর্যন্ত সে কথা প্রচার করতে পারবে যারা আমার কথা মনে রাখতে পারবেনা তারা আমার নামে মিথ্যা বলতে পারবে না। মহান আল্লাহ মোহাম্মদ (সা.) -কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর উপর ওহী নাযিল করা হয়েছে। আল্লাহর নাযিল করা আয়াতের মধ্যে রজমের আয়াতও রয়েছে। রাসূল (সা.) রজমের শাস্তি কার্যকর করেছেন। আমরাও করেছি। আমি আশঙ্কা করছি দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পর এমন সময় আসতে পারে যখন মানুষ বলাবলি করবে কোরআনে রজমের আয়াত তারা খুঁজে পাচ্ছে না। মানুষ এই ফরজ ছেড়ে পথ ভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে। কোরআনে বলা হয়েছে, বিবাহিত নারী বা বিবাহিত পুরুষ যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং সঠিক সাক্ষ্য প্রমাণ যদি পাওয়া যায় তবে রজম বা সঙ্গেসার করতে হবে। নিজের পিতামহের বংশধারা ব্যতীত অন্যত্র বংশ বৃদ্ধির চেষ্টা নিয়ামতের নাশোকরির শামিল। রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা আমার প্রশংসার ক্ষেত্রে সীমালংঘন করবে না। ঈসা ইবনে মরিয়মের ক্ষেত্রে চরম বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। আমি আল্লাহর বান্দা ছাড়া কিছু নই। আমার নিকট এমন খবর পৌঁছেছে যে এক ব্যক্তি বলেছে, ওমরের মৃত্যুর পর আমি অমুক ব্যক্তির হাতে বাইয়াত করবো। কেউ যেন এ রকম মনে না করে যে, আবু বকরের (রা.) বাইয়াত আকস্মিক ভাবে ঘটে গেছে। শোনো সেই বাইয়াত সঠিক ছিল এবং সঠিক ভাবেই করা হয়েছে। সেই বাইয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ফেতনা থেকে রক্ষা করেছেন। বর্তমানে তোমাদের কেউ আবু বকরের সমতূল্য নাই। রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পর হযরত আলী (রা.) হযরত যোবায়ের (রা.) এবং তাদের সঙ্গী সাথীগণ হযরত ফাতেমার ঘরে গিয়ে বসেছিলেন। সকল আনসার বনি ছাআদায় সমবেত হয়েছিলেন। সকল মুহাজির হযরত আবু বকর (রা.)-এর পাশে সমবেত হলেন।

শোনো, আমি বাইয়াতের জন্য আবু বকরের (রা.) চাইতে উপযুক্ত কাউকে দেখিনা। যদি আমরা বাইয়াত না নিয়ে চুপচাপ থাকি তবে আনসারগণ কারো না কারো হাতে বাইয়াত নিবে এবং পরে সেই সিদ্ধান্ত আমাদের মেনে নিতে হবে। যদি বিরোধিতা করি তবে দাঙ্গা ফাছাদ হয়ে উঠবে অনিবার্য। সাধারণ মুসলমানের সঙ্গে পরামর্শ ব্যতীত কারো হাতে বাইয়াত সঠিক হবে না। এরকম করা হলে রক্তপাত অনিবার্য হয়ে উঠবে।

www.pathagar.com

হযরত ওমর (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) আমার নাম খলীফা হিসেবে প্রস্তাব করেছেন। এটা আমার মোটেই পছন্দ হয়নি। এর চেয়ে কেউ যদি আমাকে হত্যা করতো তবু আমি অসন্তুষ্ট হতাম না। কারণ যেখানে আবু বকর (রা.) বিদ্যমান সেখানে আমার নেতৃত্বের প্রশ্নই উঠেনা।

হযরত ওমর (রা.) হযরত আবু বকরের (রা.) চলার পথ সহজ করে দিলেন

খলীফা মনোনীত হওয়ার পর হযরত আবু বকর (রা.) মলিন মুখে বসেছিলেন। হযরত ওমর (রা.)-এ খবর পাওয়ার পর তাঁর সাথে দেখা করতে গেলেন। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, ওমর তুমিই আমাকে এ কষ্ট দিয়েছ। তুমিই মানুষের সামনে খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আমাকে অনুরোধ করেছ। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আপনি কি জানেননা যে, রাসূল (সা.) বলেছেন, শাসক যদি কোন প্রকার ইজতিহাদেও ভূল করে তবু একটি নেকী পায়। হযরত ওমর (রা.) একথা দ্বারা হযরত আবু বকর (রা.)-এর চলার পথকে সহজ করে দিলেন।

নিজের আততায়ী অমুসলিম হওয়ায় হযরত ওমর (রা.)-এর স্বস্তি

হযরত ওমর (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ বলেন, আবু লু লু হযরত ওমর (রা.)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে দু'টি আঘাত করেছিল। হযরত ওমর (রা.) ভেবেছিলেন কোন মুসলমান এই কাজ করেছে। ইবনে আব্বাস (রা.) আসার পর আততায়ী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। যখন শুনতে পেলেন আততায়ী মুসলমান নয় তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, যাক ভালোই হলো। ঐ লোকটি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দলিল নিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। দেখো আমি তোমাদের নিষেধ করেছিলাম কোন অনারব অমুসলিম ক্রীতদাসকে আমার সামনে আসতে দেবে ন। তোমরা আমার কথা শোন নি। যাক যা হবার হয়েছে। এখন অমার ভাইদের ডেকে আনো। তারা কে কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার ভাই হচ্ছে ওসমান, আলী, তালহা, যোবায়ের, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস প্রমুখ। হযরত ওমর (রা.)-এর উপর আঘাতের খবর শুনে সাধারণ মানুষ শোকে বিচলিত হয়ে কাঁদতে শুরু করেছিল।

খলীফা হওয়ার যোগ্যতা সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত ওমর (রা.)-এর ব্যক্তিত্বে আমি প্রভাবিত ছিলাম। প্রায়ই তাঁর কাছে যেতাম। একদিন তাঁর কাছে যাওয়ার পর তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আমি এই দীর্ঘশ্বাসের কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার মতো উপযুক্ত লোক খুঁজে পাচ্ছি না। ৪টি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে নাই তিনি খলীফা হওয়ার যোগ্য নন। (১) যিনি দুর্বল না হয়েও নরম

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

হযরত ওমর (রা.)-এর নিষেধ সত্বেও রাসূল এর একজন সাহাবীর জানাযার নামায পড়ালেন

রাসূল (সা.) একজন লোকের মৃত্যু বরণের খবর পেলেন। জানাযা হাজির করা হলে হযরত ওমর (রা.) লোকটির জানাযার নামায আদায় করতে রাসূল (সা.)-কে নিষেধ করলেন। তিনি যুক্তি দিলেন লোকটি ছিল ফাজের অর্থাৎ খারাপ কাজের সঙ্গে জড়িত।

রাসূল (সা.) সাহাবাদের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কেউ কি তাকে ভালো কাজ করতে দেখেছ? একজন বললেন তাঁ আমি তার সাথে এক রাতে আল্লাহর পথে পাহারাদারির দায়িত্ব পালন করেছিলাম। একথা শুনে রাসূল (সা.) সাহাবাদের সঙ্গে নিয়ে লোকটির জানাযার নামায আদায় করলেন। নামাযের পর রাসূল (সা.) লোকটির কবরে মাটি দিলেন। তারপর বললেন, তোমার সাথীগণ তোমার জাহান্নামী হওয়ার ধারণা করছে। আমি সাক্ষী দিচ্ছি তুমি জান্নাতী। তারপর রাসূল (সা.) হযরত ওমর (রা.)-কে বললেন, মানুষের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেনা। তুমি দেখবে তার স্বভাব এবং দ্বীন।

হযরত ওমর (রা.) বললেন ইন্নালিল্লাহে অইন্না ইলাইহে রাজেউন

আমর ইবনে শরহাবিল (রা.) বলেন, খন্দকের যুদ্ধে হযরত সা'দ ইবনে মা'আজ (রা.)-এর দেহে তীরের আঘাত লেগেছিল। ক্ষতস্থান থেকে যে রক্ত ঝরেছিল তা রাসূল (সা.)-এর গায়েও লেগেছিল। হযরত আবু বকর (রা.) এলেন এবং বললেন, হায়, আমার কোমর ভেঙ্গে গেছে। রাসূল (সা.) বললেন, থামো। এমন সময় হযরত ওমর (রা.) এলেন এবং বললেন ইন্না লিল্লাহে অইন্না ইলাইহে রাজেউন অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর নিকটেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর দান সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এর মন্তব্য

তবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে কিছুকাল রাসূল (সা.) বিভিন্ন জায়গায় দুত পাঠিয়ে মুসলমানদের জেহাদের আহ্বান জানালেন এবং সাধ্যমতো অর্থ সাহায্য করতে বললেন। সাহাবায়ে কেরাম যথেষ্ট পরিমাণ সাহায্য দিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর সমুদয় সম্পদ নিয়ে হাজির হলেন। তাঁর সমুদয় সম্পদের মূল্য ছিল চার হাজার দিরহাম। রাসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন পরিবার পরিজনের জন্য কি রেখে এসেছ আবু বকর? হযরত আবু বকর (রা.) বললেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি। হযরত ওমর (রা.) তাঁর সম্পদ সামগ্রীর অর্ধেক পরিবার পরিজনের জন্য রাখলেন বাকি অর্ধেক নিয়ে হাজির হলেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর সংসারের

www.pathagar.com

সবকিছু যুদ্ধ তহবিলে দান করার কথা শুনে হযরত ওমর (রা.) বললেন, কল্যাণের পথে হযরত আবু বকরকে আমি কখনোই অতিক্রম করতে পারলামনা।

হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, ওমরকে ছাড়া আমার চলবেনা

রাসূল (সা.) তাঁর ওফাতের আগে মদীনা এবং পার্শবর্তী এলাকা থেকে একটি সেনাদল সমবেত করেন। সেই সেনাদলে হযরত ওমর (রা.)ও ছিলেন। হযরত উসামাকে সেই বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়া হয়। উসামার সেনাদল খন্দক অতিক্রম করার আগেই রাসূল (সা.)-এর ওফাতের খবর পান। তাঁরা সেখানে অবস্থান করেন এবং হযরত ওমর(রা.)-কে প্রথম খলীফার নিকট প্রেরণ করেন। হযরত ওমর (রা.)-কে উসামা বলেন, হযরত আবু বকর (রা.)-কে আমার কম বয়সী হওয়ার কথা জানাবেন এবং অভিজ্ঞ কাউকে সেনাপতির দায়িত্ব দিতে বলবেন। হযরত ওমর (রা.) মদীনায় গিয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-কে সব কথা জানালেন। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, যদি আমাকে বাঘে ভালুকেও খেয়ে ফেলে তবু আমি রাসূল (সা.)-এর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারবনা। হযরত ওমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে বললেন, উসামা বলেছে, তার বয়স কম, তার পরিবর্তে বয়স্ক কাউকে যেন সেনাপতির দায়িত্ব দেয়া হয়। একথা শোনার সাথে সাথে হযরত আবু বকর (রা.) উঠে দাঁড়ালেন। তিনি হযরত ওমর (রা.)-এর দাড়ি ধরে তীব্র কণ্ঠে বললেন, তোমার মা তোমাকে যেন ফিরে না পায়। ওহে খাত্তাবের পুত্র, উসামাকে রাসূল (সা.) সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন আর তুমি আমাকে আদেশ দিচ্ছ আমি যেন তাকে সেনাপতির পদ থেকে বরখাস্ত করি।

হযরত ওমর (রা.) উসামার বাহিনীর নিকট ফিরে গেলে সবাই তাঁকে ঘিরে ধরলো। তিনি বললেন, তোমাদের কারণে আজ খলীফাতুর রাসূলুল্লাহর নিকট আমাকে এই ধরণের কথা শুনতে হয়েছে। ইতিমধ্যে হযরত আবু বকর (রা.) সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করলেন। তিনি বললেন, শোন সমগ্র আরব আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়াও উসামার অভিযান স্থগিত রাখার চাইতে আমার অধিক পছন্দ। ওহে উসামা, রাসূল (সা.) তোমাকে যেখানে গিয়ে জেহাদ করার আদেশ দিয়েছেন তুমি সেখানে গিয়ে জেহাদ করো। অন্য সকল বিপদ থেকে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হেফাজত করবেন। যদি তুমি সমীচীন মনে করো তবে ওমরকে আমার নিকট রেখে যাও। আমরা তার নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করবো। ওমর ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ এবং ভালো পরামর্শদাতা। ওমরকে ছাড়া আমার চলবেনা।

হযরত উসামা খলীফা আবু বকরের অনুরোধ রক্ষা করলেন। তিনি হযরত ওমর (রা.)-কে মদীনায় রেখে গেলেন।

www.pathagar.com

রোগশয্যায় হযরত ওমর (রা.)-কে হযরত আবু বকর (রা.)-এর অসিয়ত

হযরত ওমর (রা.)-কে খলীফা নিযুক্ত করার সময় হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন রোগ শয্যায়। তিনি নবনিযুক্ত খলীফাকে ডেকে পাঠালেন। সেখানে হযরত মুসান্নাকেও উপস্থিত করা হলো। হযরত আবু বকর (রা.) মুসান্নাকে হযরত ওমর (রা.)-এর খলীফা হওয়ার কথা জানালেন। তারপর হযরত ওমর (রা.)-কে বললেন, আমি তোমাকে যা বলতে চাই শোনো। আমার ধারণা, আজ আমি ইন্তেকাল করবো। আজ সোমবার। আমার ইন্তেকালের পর সন্ধ্যা হওয়ার আগেই মুসান্নার নেতৃত্বে সেনাদল প্রেরণ করবে। যদি রাতে আমার ইন্তেকাল হয় তবে সকাল হওয়ার আগেই মুসান্নার নেতৃত্বে সেনাদল গঠন করে জেহাদে প্রেরণ করবে। কোন প্রকার বিপদ এসে পড়লেও এই অসিয়ত অমান্য করবেনা। তুমিতো দেখেছ রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পর আমি কিভাবে কাজ করেছি। রাসূল (সা.)-এর মতো মানুষ আর দুনিয়ায় পাওয়া যাবেনা আর সেই সময়ের মতো বিপদও কখনো আসবেনা। যদি আমি আল্লাহ এবং রাসূল (সা.)-এর আদেশ অমান্য করতাম তবে আমার দুর্দশার শেষ থাকতোনা। অবশ্যই আমাকে শাস্তি দেয়া হতো এবং সমগ্র মদীনায় আগুন জ্বলে উঠতো।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর সিদ্ধান্তের প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর সমর্থন ব্যক্ত

রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পর মদীনার আশেপাশে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, ধর্ম-বিশ্বাসের শিথিলতার মারাত্মক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে। বহু সংখ্যক মুসলমান মুরতাদ হয়ে যায়। অনারব এলাকার ইসলাম গ্রহণকারীরাও ইসলাম ত্যাগ করতে শুরু করে। বহু মানুষ যাকাত দিতে অস্বীকার করে। হযরত আবু বকর মুহাজির এবং আনসারদের সমবেত করে বললেন, আরবের লোকেরা যাকাতের উট এবং বকরি দিতে অস্বীকার করছে, অনেকে ধর্ম বিশ্বাসও ত্যাগ করেছে। অনারবগণ নাহাওন্দ বাসীদের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। তারা সকলেই তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। তারা দাবী করছে, যে লোকটির কারণে তোমাদেরকে সাহায্য করা হতো তিনি ইন্তেকাল করেছেন। এমন অবস্থায় হে আনসার এবং মুহাজিরগণ আমি কি করবো তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে রাসূলুল্লাহর খলীফা, আমি মনে করি ঐ আরবদের বিরুদ্ধে নামাযের বিধান কার্যকর করাই সমীচীন। তাদের নিকট থেকে

www.pathagar.com

যাকাত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন। আইয়ামে জাহেলিয়াতের পর তাদের ইসলাম গ্রহণ বেশী দিনের নয়। ইসলামের বিধি বিধানে তারা এখনো পুরোপুরি অভ্যস্ত হতে পারেনি। আল্লাহ ধীরে ধীরে তাদেরকে কল্যাণের পথে নিয়ে আসবেন। আল্লাহ ইসলামকে সম্মানিত করবেন এবং তাদের সঙ্গে জেহাদ করার মতো শক্তি আমাদেরকে দান করবেন। অবশিষ্ট মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে এমন শক্তি নাই যে তারা সমগ্র আরব অনারবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। হযরত ওসমান (রা.) হযরত আলী (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবাও হযরত ওমর (রা.)-এর মতোই মতামত দিলেন।

হযরত আবু বকর (রা.) তখন দৃঢ়তার সাথে বললেন, আল্লাহর শপথ, যারা রাসূল (সা.)-এর সময়ে যাকাত প্রদান করতো তারা যদি বর্তমানে যাকাতের হিসাব থেকে একটি দড়িও কম দেয় এবং সেই অবস্থায় তাদের গাছপালা, তরুলতা, পাথর সমগ্র মানুষ এবং জ্বীনও তাদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে তবুও আমি তাদের সঙ্গে জেহাদ করবো। আমার রূহ আল্লাহর নিকট যাওয়া পর্যন্ত আমি এই জেহাদ অব্যাহত রাখবো। আল্লাহতায়ালা নামায এবং যাকাতের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন নাই। উভয় এবাদতের কথা একত্রে বলেছেন।

এই বক্তৃতা শোনার পর হযরত ওমর (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহু আকবর। হযরত আবু বকর (রা.) ঐ লোকদের বিরুদ্ধে জেহাদের সংকল্প ব্যক্ত করার পরই আমি বুঝতে পারলাম যে, এটাই হক।

পরবর্তীকালে হযরত ওমর (রা.) স্মৃতি চারণ করে বলেছিলেন, হযরত আবু বকর (রা.) আমাদের মতামত দেয়ার কথা বলেছিলেন। আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, রাসূল (সা.) যার জন্য জেহাদ করেছিলেন সেটা ত্যাগ করার চেয়ে আসমান থেকে নীচে পড়ে যাওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। তারপর হযরত আবু বকর (রা.) ধর্মত্যাগকারীদের সঙ্গে এমনভাবে যুদ্ধ করেছিলেন যে তারা পরিপূর্ণ ইসলামে ফিরে এসেছিল। আল্লাহ পাকের শপথ, হযরত আবু বকরের এই একটি দিন ওমরের সমগ্র খান্দানের চেয়ে উত্তম।

হযরত আবু বকরের চেয়ে তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলায় হযরত ওমর (রা.) কেঁদে ফেললেন

খাবতা ইবনে মোহছেন বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবকে আমি বললাম, আপনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর চেয়ে উত্তম। একথা শুনে হযরত ওমর (রা.) কেঁদে ফেললেন। তারপর বললেন, আবু বকরের (রা.) একটি রাত্রি এবং একটি দিন ওমরের সমগ্র জীবনের চেয়ে উত্তম। তোমাদের সেই রাত্রি এবং সেই দিনের কথা বলবো? আমি বললাম, জ্বী হাঁ বলুন।

www.pathagar.com

হযরত ওমর (রা.) বললেন, মক্কায় লোকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রাসূল যখন মদীনায় হিজরত করেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে অনুসরণ করেন। সেই রাত এবং সেই দিন যে দিন রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পর আরবের লোকরা মুরতাদ হওয়ার পর হযরত আবু বকর (রা.) তাদের বিরুদ্ধে জেহাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মক্কার লোকেরা বলেছিল, আমরা নামায আদায় করবো কিন্তু যাকাত দিব না। আমি তখন হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট হাজির হলাম। কোন কল্যাণ এবং বিবেচনা সম্মত বিষয় আমি তাঁর নিকট গোপন করতাম না। আমি বললাম হে খলীফাতুর রাসূলুল্লাহ লোকদের সঙ্গে ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করাই হচ্ছে যুক্তিযুক্ত। হযরত আবু বকর (রা.) বলেছিলেন, আল্লাহর শপথ যারা নামায এবং যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করেছে আমি তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করবো। কারণ যাকাত হচ্ছে অর্থ সম্পদের হক। আল্লাহর শপথ, যদি কেউ আমাকে যাকাতের হিসাবের একটি দড়িও দিতে অস্বীকার করে যা রাসূল (সা.)-এর সময়ে দেয়া হতো তবে আমি তার বিরুদ্ধে অবশ্যই জেহাদ করবো।

হযরত ওমর (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.)-এর মুখে একথা শোনার পর আমি বুঝতে পারলাম, আল্লাহ তায়ালা জেহাদের জন্য হযরত আবু বকরের (রা.) বুক খুলে দিয়েছেন আর এটাই হচ্ছে হক।

রোমকদের সঙ্গে যুদ্ধে সৈন্য প্রেরণে হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর সমর্থন

হযরত আবু বকর (রা.) একদিন সাহাবাদের সমাবেশে বললেন, সূরা তওবায় আল্লাহ বলেছেন, অভিযানে বেরিয়ে পড়ো হাল্কা অবস্থায় অথবা ভারী অবস্থায় এবং সংগ্রাম করো আল্লাহর পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা। এটাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট যদি তোমরা জানতে।

আমার অভিমত হচ্ছে যে, মুসলমানরা শাম দেশে রোমকদের সঙ্গে জেহাদের জন্য গমন করবে। আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই মুসলমানদের সাহায্য করবেন। তিনি তাঁর কালেমাকে উঁচু করবেন। এই জেহাদে মুসলমানগণ বিরাট সওয়াব লাভ করবেন। যারা নিহত হয়েছেন তারা শহীদ বলে গণ্য হবেন। আল্লাহর নিকট ভালো লোকদের জন্য বিরাট কল্যাণ রয়েছে। যারা জীবিত থাকবে তারা দ্বীনের রক্ষক হিসেবে জীবিত থাকবে। আল্লাহ তাদেরকে মুজাহিদের সওয়াব দান করবেন। আমি আমার এই অভিমত প্রকাশ করলাম, এবার আপনারা আপনাদের মতামত প্রকাশ করুন।

www.pathagar.com

একথা শুনে হযরত ওমর (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকে তাঁর রহমতের সঙ্গে সংযুক্ত করেন। আমরা যখন কোন ভালো কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি আপনি আমাদের আগে ছিলেন। এটা আল্লাহর রহমত। তিনি নিজের রহমত যাকে ইচ্ছা দান করেন, তিনি বড়ই করুণাময়। এই মতামত প্রকাশ করার জন্য আমি আপনার নিকট দেখা করতে চেয়েছিলাম। আপনি নিজেই সেকথা উত্থাপন করেছেন। আপনি ঠিকই বলেছেন। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সঠিক পথই দেখিয়েছেন। রোমের দিকে সব সৈন্য একত্রে না পাঠিয়ে পর্যায়ক্রমে পাঠানো ভালো হবে বলে আমি মনে করি। নিশ্চয় আল্লাহ তার দ্বীনের সাহায্যকারীদেরকে সম্মানিত করবেন।

এরপর হযরত ওমর সাহাবাদের বললেন, তোমাদের কি হয়েছে হে রাসূলের সাহাবাগণ! তোমরা হযরত আবু বকরের কথার জবাব দাওনা কেন? অথচ তিনি তোমাদেরকে এমন বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দিতেছেন যার মধ্যে তোমাদের জীবন রয়েছে। যদি নিকটস্থ কোনো এলাকা হতো তবে তোমরা ঝটপট জবাব দিতে। একথা শুনে আমর ইবনে সাঈদ বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র আপনি কি আমাদের জন্য মোনাফেকদের উদাহরণ পেশ করছেন? হযরত ওমর (রা.) বললেন, হযরত আবু বকর জানেন যে, আমাকে ডাকার সাথে সাথে আমি উপস্থিত হই। আমাকে জেহাদের জন্য বলা হলে আমি সাথে সাথে প্রস্তুত হই।

আমর ইবনে সাঈদ বললেন, আমরা জেহাদ করলে আপনার জন্য করবনা। আমরা আল্লাহর জন্য জেহাদ করবো। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে একাজ করার তওফীক দিন। তুমি বড় সুন্দর কথা বলেছ। হযরত আবু বকর (রা.) আমর ইবনে সাঈদকে বললেন, তুমি বসো, আল্লাহ তোমাকে রহমত করুন। হযরত ওমর (রা.) যা বলেছেন, কোন মুসলমানকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে বলেননি। তিনি অলস লোকদের জেহাদে আগ্রহী করতে চেয়েছেন।

হযরত ওমর (রা.) বলেন সবচেয়ে ভালো কাজ আল্লাহর পথে জেহাদ

হযরত ওমর (রা.) বলেন, যদি এই তিনটি বিষয় না থাকতো যে, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা, আল্লাহর জন্য সেজদায় মাথা নত করা এবং দরসে হাদীসের মহফিলে যোগদান তবে মৃত্যুবরণ করাই আমি অধিক পছন্দ করতাম। তোমরা হজ্ব করো এটা ভালো কাজ তবে এর চেয়ে ভালো কাজ হচ্ছে আল্লাহর পথে জেহাদ করা।

একজন লোক হযরত ওমর (রা.)-এর সামনে হাজির হয়ে বলল, হে আমীরুল মোমেনীন, আমি জেহাদে যাবো। আমাকে সওয়ারী দিন। হযরত ওমর (রা.)

www.pathagar.com

লোকটিকে বায়তুল মাল অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে পঠিয়ে দিলেন। সেখানে সোনারূপা ছিল। লোকটি বলল, আমি এসব দিয়ে কি করবো, আমার সওয়ারী দরকার। লোকটিকে পুনরায় হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট উপস্থিত করা হলে তিনি লোকটির সওয়ারীর ব্যবস্থা করতে বললেন। সওয়ারীর ব্যবস্থা করার পর লোকটিকে প্রয়োজনীয় যুদ্ধ সরঞ্জাম দেয়া হলো। হযরত ওমর (রা.) লোকটির ঘোড়ার পিঠে জীন বাঁধলেন তারপর তার জন্য দোয়া করলেন। দোয়া শেষে লোকটিকে কিছুদূর এগিয়ে দিলেন এবং মনে মনে বলতে লাগলেন, এই লোকটি যেন তার জন্য দোয়া করে।

হযরত ওমর (রা.) ফিরে আসার পর লোকটি বলল, হে আল্লাহ হযরত ওমর (রা.)-কে উত্তম বিনিময় দান করুন।

হযরত ওমর (রা.) জানতে চাইলেন কোন কাজের সওয়াব বেশি

হযরত ওমর (রা.) এক দিন তাঁর সামনে উপবিষ্ট লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, কোন লোকের নেক কাজের সওয়ার বেশী? তাঁকে নামায রোযা এবং অন্যান্য এবাদতের কথা বলা হলো। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এই সব এবাদত করা ব্যক্তির চেয়ে এমনকি আমীরুল মোমেনীনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কথা বলবনা? সবাই বলল হাঁ বলুন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, শাম দেশে মুসলিম বাহিনীর হেফাজতে নিয়োজিত ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকা একজন অতি সাধারণ লোকের কথা বলি। সেই লোক পরোয়া করেনা যে তাকে কোনো বাঘ আক্রমণ করবে কোন সাপ বিচ্ছু দংশন করবে অথবা শত্রুরা গোপনভাবে হামলা করে তাকে মেরে ফেলবে।

হযরত ওমর (রা.) এরপর বললেন এই লোকটির ঐসব এবাদতের পাবন্দি এমনকি আমীরুল মোমেনীনের আমলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

হযরত ওমর (রা.) আবু ওবায়েদ ইবনে মাসউদকে সেনাপতির দায়িত্ব দিলেন

হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফত আমলে শামদেশে এক অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। সাহাবাদের সমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে মুসান্না ইবনে হারেছা বলেন, শাম দেশ অভিযানে যাওয়া তোমাদের জন্য কষ্টকর হওয়া উচিত নয়। আমরা পারস্যে ক্ষেত খামার বাগান ইত্যাদি অধিকার করেছি। ইরাকের দু'টি উৎকৃষ্ট অংশও অধিকার করেছি। গনিমতের মাল লাভ করেছি। জনগণের উপর আমাদের প্রভাব বসে গেছে। আশেপাশের এলাকাও আমাদের নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে।

একথা শোনার পর হযরত ওমর (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, হেজাজের মাটি তোমাদের অবস্থানের জন্য নয়। এটাতো তোমাদের রসদগাহ স্বরূপ। এই রসদ

www.pathagar.com

ব্যতীত তোমরা শক্তি অর্জন করতে পারবেনা। মুহাজিরগণ আল্লাহর ওয়াদা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। শোনো, আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তার দ্বীনকে অন্য সকল দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করবেন। অবশ্যই করবেন। আল্লাহ তার সাহায্যকারীদের সম্মান করবেন। তাঁকে যারা মানে তাদেরকে সকল উম্মতের ওয়ারিশ করবেন। আল্লাহর বান্দাগণ কোথায়?

একথা শুনে প্রথমে আবু ওবায়েদ ইবনে মাসউদ হাজির হলেন। তারপর সা'দ ইবনে ওবায়েদ এবং সালিত ইবনে কয়েস এগিয়ে এলেন। একে একে বিরাট বাহিনী সমবেত হলো। হযরত ওমর (রা.)-কে বললেন প্রথমে মুহাজির এবং আনসারদের মধ্য থেকে একজনকে সেনাপতি নিযুক্ত করুন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি তা করবনা। আল্লাহ তোমাদেরকে মর্যাদা দিয়েছেন। যে ব্যক্তি প্রথমে অগ্রসর হবে এবং অধিক আগ্রহের সাথে লাব্বায়েক বলবে তাকেই সেনাপতি নিযুক্ত করা হবে। তারপর প্রথমে অগ্রসর হওয়া আবু ওবায়েদকে সেনাপতি নিযুক্ত করা হলো। তারপর খলীফা আবু ওবায়েদকে বললেন, সাহাবাদের কথা অবশ্যই শুনবে এবং তাদের সঙ্গে তাড়াহুড়ো করে কোন সিদ্ধান্ত নিবেনা। যুদ্ধ এমন লোকদের কাজ যারা ধীর স্থির এবং সতর্ক।

ওমর ইবনে আবদুল আজিজ বলেন, আবু ওবায়েদ ইবনে মাসউদের শাহাদাতের এবং পারস্যবাসীদের কিসরার পরিবারের একজনের ঘরে সমবেত হওয়ার খবর পাওয়ার খবর শুনে হযরত ওমর (রা.) বললেন, মুহাজির এবং আনসারদেরকে একত্রিত করো। হযরত ওমর (রা.) নিজেও দেরার পর্যন্ত গমন করলেন। হযরত তালহাকে আওয়াস নামক জায়গায় পাঠালেন। সেনাবাহিনীর ডানদিকে আবদুর রহমান ইবনে আওফকে এবং বামদিকে যোবায়ের ইবনে আসোয়াদকে সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। হযরত আলী (রা.)-কে মদীনায় খলীফার স্থালাভিষিক্ত করা হলো।

বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবাদের প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর সম্মান প্রদর্শন

হযরত সোহায়েল (রা.) এবং হযরত আবু সুফিয়ান একদিন হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে দেখা করতে গেলেন। কিন্তু তাদেকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হলোনা। আবু সুফিয়ান এবং সোহায়েলকে হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট যাওয়ার অনুমতি না দেয়ার কিছুক্ষণ পরই হযরত সোহায়েব (রা.) হযরত বেলাল (রা.) হযরত আম্মার (রা.) এলেন। প্রহরী এই তিনজনকে সসম্মানে হযরত ওমর (রা.)-এর দরবারে প্রবেশের অনুমতি দিল। কারণ হযরত ওমর (রা.) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদেরকে অসম্ভব সম্মান করতেন। আবু

www.pathagar.com

সুফিয়ান রাগত ভাবে বললেন, এরকম অবস্থাতো কখনো কোথাও দেখিনি। ক্রীতদাসদের খলীফার দরবারে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হচ্ছে অথচ আমরা বাইরে বসে আছি। আমাদের প্রতি কারো খেয়াল নাই ভ্রুক্ষেপ নাই।

হযরত আবু সুফিয়ানের সঙ্গে আসা অপর সাহাবী হযরত সোহায়েল (রা.) বললেন আমীরুল মোমেনীন ঠিকই করেছেন। এই রাগ আপনার নিজের উপরই দেখানো উচিত। সমগ্র কওমকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। আপনারা আমরা এলামনা। যারা এগিয়ে এসেছিলেন, প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তারা অধিক মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন। আপনারা যদি মর্যাদা লাভ করতে চান তবে জেহাদে অংশ নিন। হয়তো আল্লাহ তায়ালা শাহাদাত নসীব করবেন।

হযরত সোহায়েল (রা.)-এরপর উঠলেন এবং শাম দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। কোরায়েশ মুহাজির নেতাদের সাথে ত্যাচ্ছিল্য পূর্ণ আচরণের কারণ হযরত ওমর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি রোমের সেনাছাউনির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, ঐ দিক ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যারা আগে জেহাদ করেছে এবং এখনো রোমের জেহাদে অংশগ্রহণ করছে তারাই অধিক সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত।

হযরত ওমর (রা.) হযরত বেলালকে (রা.) অব্যাহতি দিয়ে অন্য দুইজনকে আযান দেয়ার দায়িত্ব দিলেন

হযরত বেলাল (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে বললেন, হে রাসূলের খলীফা, রাসূল (সা.)-কে আমি বলতে শুনেছি, মোমেনের আমলের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে আল্লাহর পথে জেহাদ করা। কাজেই আমি জীবনভর জেহাদ করার ইচ্ছা পোষণ করছি। আপনি আমাকে অব্যাহতি দিন। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আমার বয়স বেশী হয়েছে শক্তি কমে গেছে, আমার মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এসেছে, তুমি জেহাদে যেয়োনা। হযরত বেলাল (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকটে থেকে গেলেন।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত ওমর (রা.) খলীফা নির্বাচিত হলেন। হযরত বেলাল (রা.) হযরত ওমর (রা.)-কে বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন আমাকে অব্যাহতি দিন, আমি জেহাদে যেতে চাই। হযরত ওমর (রা.) হযরত বেলালকে ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু হযরত বেলাল (রা.) কথা শুনতে চাইলেননা। তিনি পুনরায় হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট অব্যাহতি চেয়ে আবেদন জানালেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আযান দিবে কে? বেলাল বললেন, হযরত সা'দকে এই দায়িত্ব দিতে পারেন। তিনি রাসূল (সা.) এর সময়ে মসজিদে কোবায় আযান দিয়েছেন। হযরত ওমর (রা.) হযরত সা'দ

www.pathagar.com

(রা.) এবং হযরত ওকবা (রা.)-কে যৌথভাবে আযান দেয়ার দায়িত্ব দিলেন। হযরত বেলাল (রা.)-কে অব্যাহতি দেয়া হলো।

হযরত ওমর (রা.) হযরত মাআজকে বললেন তুমি এখনো কেন জেহাদে যাওনি

হযরত ওমর (রা.) একটি সেনাদল জেহাদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। সেই সেনাদলে হযরত মাআজ ইবনে জাবালও ছিলেন। সেনাদল চলে যাওয়ার পর হযরত মাআজ (রা.)-কে দেখে হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি কারণে পিছনে রয়েছ? হযরত ওমর (রা.) বললেন, তুমি কি রাসূল (সা.)-কে বলতে শোননি যে, একটি সকাল আল্লাহর রাস্তায় চলা দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে সব কিছুর চেয়ে উত্তম।

হযরত ওমর (রা.) বললেন তুমি চিল্লা পুরো করে এলেনা কেন?

যায়েদ ইবনে আবু হাবিব বলেন, একজন লোক হযরত ওমর (রা.)-এর দরবারে এলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তুমি এতোদিন কোথায় ছিলে? লোকটি বলল, আমি সীমান্তে ছিলাম। হযরত ওমর (রা.) বললেন কতোদিন ছিলে? আগন্তুককে বললেন ত্রিশ দিন ছিলাম। হযরত ওমর (রা.) বললেন তুমি চিল্লা পূর্ণ করলেনা কেন?

হযরত ওমর (রা.) মোনাফেক আবদুল্লাহকে হত্যা করতে চাইলেন

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, এক যুদ্ধে রাসূল (সা.) সাহাবাদের সঙ্গে নিয়ে মারিসীঈ নামক জায়গায় গেলেন। সেই যুদ্ধের প্রাক্কালে রাসূল (সা.) খালেদ ইবনে ওলীদের নেতৃত্বে মানতে মূর্তি ভাঙ্গার ব্যবস্থা করেন। এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দুইজন সাহাবীর মধ্যে গোলমাল বেধে গেল। একজন মুহাজির একজন আনসারের পিঠে ঘুষি দিলেন। আনসার তখন তার অন্য সঙ্গীদের ডাকলেন। রাসূল (সা.) একথা শোনার পর বললেন আইয়ামে জাহেলিয়াতের মতো ঘটনা এখনো কেন ঘটছে? সাহাবাগণ বললেন, একজন মুহাজির একজন আনসারকে ঘুষি দিয়েছেন। রাসূল (সা.) বললেন, এই সব দুর্গন্ধময় নোংরা কথা রাখো। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মোনাফেক একথা শোনার পর বলল, তোমরা সোচ্চার হও। শোন আল্লাহর কসম, মদীনা যাওয়ার পর ইজ্জতওয়ালা মদীনা বাসীদের নিকট থেকে নিকৃষ্ট লোকদের বের করে দেব। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল মদীনার মোনাফেকদের নেতা। তার উচ্চারিত কথা রাসূল (সা.) এবং সাহাবাদের কানে গেল।

হযরত উসায়েদ ইবনে হুজায়ের (রা.) রাসূল (সা.)-এর নিকট গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল অনুমতি দিন এই মোনাফেকের শিরশ্ছেদ করি। রাসূল (সা.)

www.pathagar.com

অনুমতি দিলেননা। হযরত ওমর (রা.) রাসূল (সা.)-এর নিকট গিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে হত্যার অনুমতি চাইলেন। রাসূল (সা.) হযরত ওমর (রা.)-কেও অনুমতি দিলেন না। তিনি বললেন, থামো, যদি আমি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে হত্যার অনুমতি দিই তবে লোকেরা এরকম সমালোচনা করবে যে, মোহাম্মদ এখন নিজের সঙ্গীদের হত্যা করতে শুরু করেছে।

দূরাদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) উসায়েদ ইবনে হুজায়ের (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.) কাউকেই আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের শিরশ্ছেদের অনুমতি দিলেননা।

সেনাবাহিনীর জওয়ানদের চার মাস পর পর ছুটি দেয়ার আদেশ দিলেন হযরত ওমর (রা.)

হযরত ওমর (রা.) একরাতে মদীনার সাধারণ মানুষদের অবস্থা সচক্ষে দেখার জন্য বের হয়েছিলেন। একটি ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শুনতে পেলেন একজন মহিলা গানের সুরে সুরে বলছে, এই রাত অনেক দীর্ঘ, চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমার চোখে ঘুম নাই। একজন প্রিয় মানুষ নাই যার সঙ্গে আমি খেলা করতে পারি। যদি সর্ব শক্তিমান আল্লাহকে ভয় না করতাম তবে এখন আমর চকির চারটি খুঁটি আন্দোলিত হতো।

হযরত ওমর (রা.) মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার অবস্থা কি? কার বিরহের গান গাইছ? মহিলা অসংকোচে জানালো, আমার স্বামী কয়েক মাস যাবত বিদেশে রয়েছে। তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আমার মনে খায়েশ জেগেছে। হযরত ওমর (রা.) বললেন তুমি কি পাপে লিপ্ত হতে চাও? মহিলা বলল, নাউজুবিল্লাহ।

হযরত ওমর (রা.) মহিলার স্বামীর নাম ঠিকানা জেনে তাকে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠানোর আশ্বাস মহিলাকে দিলেন। বাড়ীতে এসে হযরত ওমর (রা.) তার কন্যা হাফসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মা একটা বিষয়ে তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি। এ বিষয়টি আমাকে পেরেশানির মধ্যে রেখেছে।

হাফসা জানতে চাইলেন কি বিষয় আব্বাজান?

হযরত ওমর (রা.) বললেন একজন বিবাহিতা নারী কতোদিন পর্যন্ত স্বামী ছাড়া থাকতে পারে? হযরত হাফসা (রা.) লজ্জায় মাথা নীচু করে থাকলেন।

হযরত ওমর (রা.) বললেন মা, আল্লাহ তায়ালা সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংকোচ করেন নি। হযরত হাফসা (রা.) ডান হাতের আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, তিনমাস বড় জোর চার মাস।

www.pathagar.com

একথা জানার পর হযরত ওমর (রা.) সাম্রাজ্যের সর্বত্র এই আদেশ জারি করে দিলেন যে, সেনাবাহিনীর জওয়ানদের চার মাস পর পর যেন ছুটি দেয়া হয়।

হযরত ওমর (রা.) বললেন তিনিতো দুনিয়া দিয়ে আখেরাত ক্রয় করেছেন

একবার গবর্নর নোমান ইবনে মাকরান (রা.)-এর একজন দূত হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট এলেন। হযরত ওমর (রা.) দূতের নিকট লোকদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। দূত বললেন অমুক অমুক শহীদ হয়েছেন। আরো কিছু লোক শহীদ হয়েছেন কিন্তু আমি তাদের পরিচয় জানিনা। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহতো তাদের পরিচয় জানেন।

উপস্থিত একজন বললেন, একজন সৈনিক তো নিজেকে আল্লাহর পথে বিক্রয় করে দিয়েছেন। তার নাম আওফ ইবনে আবু হায়া আহমাসি। মাদরাক ইবনে আওফ বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন, আল্লাহর শপথ, তিনি ছিলেন আমার মামা। লোকেরা এরকম বলাবলি করছে যে, তিনি নিজেই নিজেকে ধ্বংস করেছেন।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, লোকেরা মিথ্যা কথা বলছে। তিনিতো দুনিয়া দিয়ে আখেরাত ক্রয় করেছেন।

এই ঘটনা যিনি বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, জখমের কারণে তিনি ভীষণ কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তখনো রোযা অবস্থায় ছিলেন। তাঁকে কাঁধে করে আনা হলো। তখনো তারা প্রাণ স্পন্দন কিছুটা বাকি ছিল। পানি পান করতে দেয়া হলে তিনি পানি পান করতে রাজি হলেন না। ইতিমধ্যে তিনি ইন্তেকাল করেন।

হযরত ওমর (রা.)-এর বর্ণনায় বদর যুদ্ধের পূর্বক্ষণের ঘটনা

হযরত ওমর (রা.) বলেন, বদরের যুদ্ধের পূর্বক্ষণে রাসূল (সা.) সাহাবাদের প্রতি লক্ষ্য করে দেখলেন, তাদের সংখ্যা তিনশয়ের কিছু বেশী। কাফেরদের প্রতি লক্ষ্য করে দেখলেন তাদের সংখ্যা এক হাজারের বেশী। তারপর তিনি কেবলার দিকে ফিরলেন। রাসূল (সা.)-এর পরিধানে ছিল তহবন্দ, তিনি চাদর গায়ে দিয়েছিলেন। তিনি মোনাজাত করলেন, হে আমার আল্লাহ তুমি আমার নিকট যে ওয়াদা করেছো সেই ওয়াদা পূরণ করো। ইসলামের অনুসারীদের এই ছোট দল যদি ধ্বংস হয়ে যায় তবে পৃথিবীতে তোমার এবাদত বন্দেগী করার মতো কেউ অবশিষ্ট থাকবেনা। রাসূল (সা.) কান্নাকাতর অবস্থায় ক্রমাগত এই দোয়া করতে থাকেন। এক সময় তাঁর দেহ থেকে চাদর পড়ে যায়। হযরত আবু

www.pathagar.com

বকর (রা.) রাসূলের দেহে চাদর উঠিয়ে দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, হে রাসূল আপনি শান্ত হোন। আল্লাহর নিকট যথেষ্ট অনুনয় বিনয় করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করবেন। আল্লাহ তায়ালা তখন এই আয়াত নাযিল করেন, যখন তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট সাহায্য চাইলে তখন তোমার দোয়া আল্লাহ কবুল করেছেন। নিশ্চয়ই আমি এক হাজার ফেরেশতা দিয়ে তোমাকে সাহায্য করবো। তারা সামনে ও পিছনে ঘোড়ার উপর আরোহণ করা অবস্থায় থাকবে।

হযরত ওমর (রা.) বললেন জেহাদ করে মানুষ নিজের নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে

কুফায় কিছু লোক আবু মোখতার এবং তার সৈন্যদের হত্যাকাণ্ডের জায়গায় দাঁড়িয়েছিল। পরে তারা মদীনায় এসে নিহতদের সম্পর্কে আলোচনা করছিল। হযরত ওমর (রা.) তাদের আলোচনা শুনে বললেন, তোমরা নিহতদের ব্যাপারে কি কথা আলোচনা করছিলে? তারা বলল আমরা এস্তেগফার করেছি এবং তাদের জন্য দোয়া করছি। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমরা কি বলছিলে সত্য করে বলো, তা না হলে আমি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। তারা বলল, আমরা বলেছিলাম ওরা শহীদ হয়েছে।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, সেই সত্তার শপথ যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। এবং যিনি হযরত মোহাম্মদকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। মৃত্যুর পর মানুষের জন্য আল্লাহর নিকট কি রয়েছে একমাত্র রাসূল (সা.) ব্যতীত কোন জীবিত মানুষের পক্ষে সেটা জানা সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা নবী মোহাম্মদের সকল পূর্বাপর পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেয়ামত হবেনা। কোন মানুষ জেহাদ করে লোক দেখানোর জন্য কেউ জেহাদ করে নিজ গোত্রের সুনাম রক্ষার জন্য কেউ জেহাদ করে দুনিয়ার অর্থ সম্পদ পাওয়ার আশায়। যারা জেহাদ করে তাদের অন্তরে যা পাওয়ার চিন্তা থাকবে তারা তাই পাবে।

হযরত ওমর (রা.) নিজেকে সম্বোধন করে বলেন, হে ওমর তোমার জন্য শাহাদাত কোথায়?

একদিন হযরত ওমর (রা.) লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়ার সময় বললেন, জান্নাতে আদন-এ একটি প্রাসাদ রয়েছে, সেই প্রাসাদে রয়েছে পাঁচশত দরোজা। প্রত্যেক দরোজায় রয়েছে পাঁচ হাজার হুর। সেই দরোজায় নবী ব্যতীত কেউ প্রবেশ করবেনা। তারপর রাসূল (সা.)-এর রওজার প্রতি তাকিয়ে বললেন, হে কবরবাসী আপনার জন্য মোবারক হোক। তারপর বললেন, সেই প্রাসাদে সিদ্দিক

www.pathagar.com

ব্যতীত কেউ প্রবেশ করবেনা। তারপর হযরত আবু বকর (রা.)-এর কবরের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, হে আবু বকর আপনার জন্য মোবারক হোক।

তারপর হযরত ওমর (রা.) তাঁর ভাষণে বললেন, সেই প্রাসাদে শহীদানরা প্রবেশ করবে। তারপর নিজেকে সম্বোধন করে বললেন, হে ওমর তোমার জন্য শাহাদাত কোথায়? তারপর বললেন, যে মহান সত্তা আমাকে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের তওফীক দিয়েছেন তিনি আমাকে শাহাদাতের সৌভাগ্য দেয়ার শক্তি রাখেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ তায়ালা এই শাহাদাত হযরত ওমর (রা.)-কে তাঁর এক নিকৃষ্ট মাখলুক আবু লু লুর মাধ্যমে দিয়েছেন।

হযরত ওমর (রা.)-এর কন্যা হাফসা বললেন এই শাহাদাত কোথা থেকে আসবে?

রাসূল (সা.)-এর সহধর্মিনী হযরত ওমর (রা.)-এর কন্যা হযরত হাফসা (রা.) বলেন, আমি হযরত ওমর (রা.)-কে বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ তোমার রাস্তায় শহীদ হওয়ার আকাঙ্খা আমার রয়েছে এবং তোমার নবীর শহরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আকাঙ্খা রয়েছে। হযরত হাফসা (রা.) বললেন, একথা শুনে আমি বললাম, এই শাহাদাত কোথা থেকে আসবে? হযরত ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহ ইচ্ছা করলে ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

হযরত ওমর (রা.) হযরত আলীকে বললেন তুমি আমরের বর্ম খুলে নিলেনা কেন?

ওহুদের যুদ্ধের প্রাক্কালে প্রথমে সম্মুখ সমরের এক পর্যায়ে হযরত আলী (রা.) তাঁর প্রতিপক্ষ আমর এর মোকাবিলা করেন এবং এক পর্যায়ে তাকে হত্যা করেন। তারপর হযরত আলী (রা.) দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করেন। কবিতা আবৃত্তির পর রাসূল (সা.)-এর প্রতি তাকালেন। রাসূল (সা.)-এর চেহারা খুশীতে ঝলমল করছিল। হযরত ওমর (রা.) হযরত আলীকে বললেন, তুমি আমরের বর্ম খুলে নিলেনা কেন? আরবে এতো ভালো বর্ম অন্য কারো নাই। হযরত আলী (রা.) বললেন আমার লজ্জা হচ্ছিল কারণ আমি তাকে নগ্ন অবস্থায় দেখতে চাইনা। সেতো আমার চাচাতো ভাই।

www.pathagar.com

চতুদশ পরিচ্ছেদ

হযরত মাআজ (রা.)-এর নিকট হযরত ওমর (রা.) জানতে চান এই উম্মতের মুক্তি কিসে?

হযরত মাআজ ইবনে জাবাল (রা.)-এর পাশে দিয়ে যাওয়ার সময় হযরত ওমর (রা.) তাকে জিজ্ঞাসা করেন হে মাআজ এই উম্মতের মুক্তি কিসে? হযরত মাআজ (রা.) বললেন, তিনটি জিনিসের মধ্যে এই উম্মতের মুক্তি নিহিত রয়েছে। (১) এখলাছ। এই এখলাছ আল্লাহ তায়ালার এমন ফেতরাত যে ফেতরাতের উপর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (২) নামায। এটাই হলো মযহাব বা ধর্ম। (৩) আনুগত্য এটি মানুষকে রক্ষা করে। আনুগত্যকে বলা হয় মানুষের রক্ষা কবচ। হযরত ওমর (রা.) শুনে বললেন তুমি সত্য কথাই বলেছ।

হযরত ওমর (রা.) চলে যাওয়ার পর হযরত মাআজ (রা.) তাঁর সামনে উপবিষ্ট লোকদের বললেন, হে ওমর শুনুন, আপনার খেলাফতের বছরগুলোই উত্তম। এরপর শুরু হবে বিবাদ বিসম্বাদ। খেলাফত এরপর অল্পকালই থাকবে।

হযরত ওমর (রা.) বললেন শহীদী মৃত্যু ব্যতীত মৃত্যু কি কোন মৃত্যু হলো?

হযরত ওমর (রা.) ওহুদের যুদ্ধের সময় তাঁর ভাইকে বললেন, ভাই তুমি আমার বর্ম নাও। তাঁর ভাই জবাব দিলেন আমিও তোমার মতো শহীদ হওয়ার আকাঙ্খা পোষণ করি। তারপর উভয়ে বর্ম ফেলে দিলেন।

ওসমান ইবনে মাজউন (রা.)-এর স্বাভাবিক মৃত্যুবরণের খবর পাওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) মন্তব্য করলেন শহীদী মৃত্যু ব্যতীত মৃত্য কি কোন মৃত্যু হলো? আবদুল্লাহ ইবনে ওতবা বলেন, একথা শোনার পর আমি মনে মনে বললাম, এবং কিছু লোককেও বললাম, দেখো ওসমান ইবনে মাজউন কেমন দুনিয়া বিবাগী মানুষ ছিলেন অথচ তার শাহাদাত নসীব হয়নি বরং স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।

নোমান ইবনে মাকরানকে হযরত ওমর (রা.) সেনাপতির দায়িত্ব দিলেন

হযরত ওমর (রা.) হরমুজানের সঙ্গে পরামর্শ করলেন যে, কোথা থেকে জেহাদ শুরু করা যায়? পারস্য, আজারবাইজান নাকি ইস্পাহান থেকে? হরমুজান বললেন, পারস্য এবং আজারবাইজান হচ্ছে দু'টি বাহু ইস্পাহান হচ্ছে মাথা। আপনি যদি দু'টি বাহুর একটি কেটে দেন তবে অন্য বাহু খাড়া হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি মাথা কেটে দেন তবে দুই বাহু আপনা আপনি খসে পড়বে। অর্থাৎ তিনি বলতে চাইলেন, ইস্পাহান থেকেই যুদ্ধ শুরু করুন।

www.pathagar.com

হযরত ওমর (রা.)-এর পর মসজিদে প্রবেশ করলেন। নোমান ইবনে মাকরান নামায আদায় করছিলেন, তার কাছাকাছি বসলেন। নোমান নামায শেষ করার পর বললেন, আমি তোমাকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিতে চাই। নোমান বললেন যাকাত আদায়, ট্যাক্স আদায় করার মতো দায়িত্ব আমি চাই না। যদি দিতে হয় তবে জেহাদের দায়িত্ব দিন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি সেটাই করতে চাই। তারপর নোমানকে ইস্পাহানে পাঠানো হলো।

হযরত মুগিরা নো'মানকে বললেন, আল্লাহ তোমাকে দয়া করুন। তাড়াতাড়ি হামলা করো। নো'মান বললেন, আমি রাসূল (সঃ)-এর সঙ্গে জেহাদ করেছি। তিনি দিনের শুরুতে যুদ্ধ শুরু করলে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। সেই সময় বাতাস চলাচল করতো এবং সাহায্য অবতরণ করতো। রাসূল (সঃ) তখন যুদ্ধ করতেন। আমি তিনবার পতাকা আন্দোলিত করবো। প্রথমবার আন্দোলিত করার পর সবাই ওজু করবে। দ্বিতীয়বার আন্দোলিত করার পর সবাই জুতো এবং অস্ত্রশস্ত্র পরীক্ষা করবে। তৃতীয় বার আন্দোলিত করার পর তোমরা সবাই একযোগ হামলা করবে। যদি আমিও নিহত হই তবু আমার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না। এবার আমি দোয়া করছি তোমরা সবাই আমিন আমিন বলবে। হে আল্লাহ নোমানকে মুসলমানদের সাহায্যার্থে শাহাদাত দান করুন।

এই যুদ্ধে নোমান গুরুতর আহত হয়েছিলেন। তুমুল যুদ্ধশেষে আল্লাহ মুসলমানদের জয়যুক্ত করেন। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে নোমান যুদ্ধের খবর জানতে চান। তাকে বলা হলো যে, আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জয়যুক্ত করেছেন। নোমান ইবনে মাকরান বলেন, আলহামদুলিল্লাহ এ খবর হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট লিখে জানাও। একথা বলার পর হযরত নোমান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ভীত সন্ত্রস্ত কয়েকজনকে হযরত ওমর (রা.) অভয় দিলেন

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট আমি শুনেছি যে, তিনি বলেন, তাঁর নিকট আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ এসে একটি খবর দিলেন। ওমর (রা.) জানতে চাইলেন কি খবর নিয়ে এসেছ? আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন খবরতো আপনি আগেই পেয়েছেন। এ কথা বলে সব খবর শোনালেন। তারপর জেহাদ থেকে পলায়নকারী মুসলমানরা এলেন। তাদের ভীত সন্ত্রস্ত দেখে হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে মুসলমানেরা, তোমরা ভয় পেয়ো না। আমি তোমাদের কেন্দ্রস্থল। আমি তোমাদেরকে আমার সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছি।

www.pathagar.com

জেহাদের জন্য সাহায্যপ্রার্থী যুবককে হযরত ওমর (রা.) অর্থোপার্জনের জন্য পাঠালেন

একজন সুস্থ সবল যুবক একটি লম্বা তীর নিয়ে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে বলল, আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার জন্য কেউ কি আমাকে সাহায্য করবেন? হযরত ওমর (রা.) যুবকটিকে কাছে ডেকে অন্যদের বললেন, এই যুবকটিকে কেউ কি কৃষি কাজ করাতে নিতে আগ্রহী? একজন আনসারী বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন আমি নিতে চাই কিন্তু তাকে কি পরিমাণ পারিশ্রামিক দিতে হবে? হযরত ওমর (রা.) নির্দিষ্ট একটা পরিমাণ পারিশ্রমিকের কথা বললেন এবং যুবকটিকে আনসারীর বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন।

কয়েক মাস কেটে যাওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) যুবকটিকে তার পাওয়া পারিশ্রমিকসহ হাজির করতে বললেন। যুবককে পারিশ্রমিকসহ হাজির করা হলো। হযরত ওমর (রা.) যুবককে বললেন, এবার তোমার পারিশ্রমিক দিয়ে ইচ্ছে করলে জেহাদে যেতে পারো অথবা বাড়িতে গিয়ে বসে থাকতে পারো। যা তোমার ইচ্ছা হয় করো।

আবু ওবায়দাকে হযরত ওমর (রা.) তিরস্কার করলেন

হযরত ওমর (রা.) সিরিয়ায় যাচ্ছিলেন। পথে এক জায়গায় পানিতে নামার প্রয়োজন দেখা দেয়। খলীফা মোজা খুলে কাঁধের উপর রাখলেন। নিজের হাতে উটের লাগাম ধরে পানিতে নামলেন। আবু ওবায়দা (রা.) বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন আপনি নিজের হাতে নিজের পায়ের মোজা খুললেন, নিজের হাতে নিজের কাঁধে রাখলেন। উটের লাগাম ধরে পানিতে নামলেন। এই শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আপনাকে এ অবস্থায় দেখছেন। এটা আমার নিকট পছন্দনীয় মনে হচ্ছে না।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে আবু ওবায়দা এ রকম কথা তুমি না বলে অন্য কেউ বললে আমি তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতাম। শোনো মানুষের মধ্যে আমরা ছিলাম অধঃপতিত, নিকৃষ্ট। সর্বশক্তিমান আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে আমাদেরকে সম্মান দিয়েছেন। যে উপায়ে আল্লাহ আমাদেরকে সম্মান দিয়েছেন তা বাদ দিয়ে যদি আমরা ভিন্ন উপায়ে সম্মান তালাশ করতে থাকি তবে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে অসম্মানিত করবেন।

হযরত ওমর (রা.) আকাশের দিকে ইশারা করলেন

হযরত ওমর (রা.) সিরিয়ায় গিয়ে উটের পিঠেই ছিলেন। বহু লোক তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে এলো। সঙ্গের লোকেরা বলল, হে আমীরুল মোমেনীন,

www.pathagar.com

আপনি যদি তুর্কী ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করতেন তবে বহু গণ্যমান্য লোক আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসতেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন না আমি তা করব না। আমি তোমাদেরকে এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছি অথচ কাজের আদেশ আসে ঐ জায়গা থেকে। একথা বলে তিনি আকাশের দিকে ইশারা করলেন।

হযরত ওমর (রা.) খালিহাতে আগুন ঠেলে সরিয়ে দিলেন

মাবিয়া ইবনে হারমাল বলেন, আমি একদিন মদীনায় এলাম। তামিম দারী আমাকে খাওয়ানোর জন্য তার বাসায় নিয়ে গেলেন। আমি তিনদিন যাবত অভুক্ত অবস্থায় মসজিদে ছিলাম। প্রচুর খেলাম। এ সময় হযরত ওমর (রা.) তামিম দারীর বাসায় এলেন। হায়রা নামক জায়গায় আগুন দেখা গেছে। হযরত ওমর (রা.) তামিম দারীকে বললেন, সেই আগুনের প্রতি অগ্রসর হও। তামিম সাহস করলেন না। বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন, আমি কিভাবে এ কাজের জন্য উপযুক্ত হবো? কিন্তু হযরত ওমর (রা.) তামিম দারীর কথা কানে তুললেন না। তিনি একই কথা তামিমকে বারবার বললেন। এ পর্যায়ে তামিম দারীকে নিজের সঙ্গে নিয়ে গেলেন। মাবিয়া বলেন, আমি উভয়কে অনুসরণ করলাম। তারা দু'জন আগুনের নিকট গেলেন। তারপর হযরত ওমর (রা.) দুইহাত দিয়ে প্রজ্জলিত আগুন ঠেলতে লাগলেন। ঠেলতে ঠেলতে আগুনকে ঘাটির ভিতর নিয়ে গেলেন। তামিম দারী আগুনকে আরো ভিতরে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঘাঁটির ভিতর প্রবেশ করলেন।

রাসূল (সঃ)-এর স্বপ্নাদেশের কথা জেনে হযরত ওমর (রা.) কাঁদলেন

হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনামলে একবার মদীনায় মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। একজন সাহাবী রাসূল (সঃ)-এর রওজায় এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, উম্মত কষ্ট পাচ্ছে। আপনি বৃষ্টির জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করুন। সেই রাতে সাহাবী স্বপ্নে দেখেন রাসূল (সঃ) তাঁকে বলছেন, তুমি ওমরের নিকট যাও। তাকে আমার সালাম জানাবে এবং তাকে জানাও যে মানুষ বৃষ্টি চায়। তাকে বলবে সে যেন কাজ কর্মে বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়। পরদিন সেই সাহাবী তার স্বপ্নের কথা হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট প্রকাশ করলেন। হযরত ওমর (রা.) কেঁদে ফেললেন। তারপর বিনয়ের সাথে বললেন, হে আল্লাহ কোন কাজে অক্ষম না হওয়া পর্যন্ত আমিতো কখনো কোন প্রকার অলসতার পরিচয় দিই না।

www.pathagar.com

আকস্মিকভাবে পাওয়া সম্পদ বিতরণ করতে হযরত ওমর (রা.)-এর নির্দেশ

ছাবের ইবনে আকরা বলেন, হযরত ওমর (রা.) মাদায়েনে আমাকে গবর্নর মনোনীত করে প্রেরণ করেছিলেন। মাদায়েনে একদিন আমি কিসরার রাজপ্রাসাদে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ একটি ছবির প্রতি আমার নজর পড়লো। লক্ষ্য করলাম ছবির লোকটি একদিকে ইঙ্গিত করছে। আমি ইঙ্গিতের জায়গা খনন করলাম এবং বহু ধন সম্পদ পেয়ে গেলাম।

হযরত ওমর (রা.)-কে এ খবর লিখে জানানো হলো। এ কথাও লিখলাম যে, যুদ্ধ ব্যতীত ফাঈ হিসেবে আল্লাহ তায়ালা এ সম্পদ আমাকে দিয়েছেন। হযরত ওমর (রা.) লিখলেন, তুমি মুসলমানদের অন্যতম নেতা। কাজেই প্রাপ্ত ধন সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দাও। হযরত ওমর (রা.) তাঁর লাল রং এর উটের পিঠে আরোহণ করে জাবিয়া নামক জায়গায় গেলেন। তাঁর মাথার চুল না থাকা অংশে রোদ লেগে চিক চিক করছিল। মাথায় টুপি পাগড়ি কিছুই ছিল না। উটের পিঠে তিনি বসেছিলেন। দুই পা দু'দিকে ঝোলানো। উটের পিঠে বিছানো কম্বলের উপর তিনি উপবিষ্ট। গায়ে খদ্দরের, একটি জামা। জামার দুইদিকে ছেঁড়া ফাটা। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমার কাছে এই কওমের বিশিষ্ট লোককে নিয়ে আসো। একথা বলার পর জালুমাস নামের একজন পুরোহিতকে নিয়ে আসা হলো। হযরত ওমর (রা.) একজনকে বললেন, আমার জামাটি সেলাই করে ধুয়ে দাও। জামা না শুকানো পর্যন্ত অন্য একটি জামা আমাকে ধার এনে দাও। কাতানের একটি জামা আনা হলো। তিনি জানতে চাইলেন, কাতান কি জিনিস? ব্যাখ্যা করে বোঝানোর পর সেই জামা পরিধান করলেন। পুরোহিত জালুমাস বললেন, আপনি হচ্ছেন আরবদের বাদশাহ, এই শহরে বাহন হিসেবে উটের প্রচলন কম এবং গুরুত্বহীন। আপনি যদি তুর্কী ঘোড়ায় আরোহণ করতেন সেটা মান সম্মত হতো। রোমের লোকেরা আপনাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতো। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমরা এমন এক জাতি যাদেরকে আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহর দেয়া সম্মানের বিকল্প কিছু আমরা তালাশ করতে পারি না।

মসজিদে দ্বীনের আলোচনায় মগ্ন লোকদের প্রশংসা করলেন হযরত ওমর (রা.)

ইবনে মাবিয়া কিন্দি বলেন, হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট আমি সিরিয়ায় এলাম। তিনি লোকদের অবস্থা কি আমার কাছে জানতে চাইলেন। বললেন, তারা সম্ভবত ভয় পাওয়া উটদের মতো মসজিদে প্রবশ করে অথচ তারা পরিচিত

www.pathagar.com

মজলিসে পরিচিত লোকদের নিকট গভীর আগ্রহ নিয়ে বসে। আমি বললাম, না তা নয় বরং তারা বিভিন্ন মজলিসে কিছু শিক্ষা করার জন্য বসে এবং ভালো কথা আলোচনা করে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, যতোদিন তারা এ রকম অবস্থার মধ্যে থাকবে ততদিন তারা কল্যাণ লাভ করবে।

হযরত ওমর (রা.) কাতার ফাঁক করে সামনের কাতারে দাঁড়ালেন

কয়েস ইবনে ওবাদা বলেন, আমি মদীনায় গেলাম। নামাযের জন্য একামত দেয়ার পর আমি প্রথম কাতারে জায়গা করে নিলাম। এরপর হযরত ওমর (রা.) কাতার ফাঁক করে সামনের কাতারে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গে হালকা দাঁড়ির একজন লোক ছিলেন। তিনি প্রথম কাতারের লোকদের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর আমার দিকে তাকালেন এবং আমাকে সরিয়ে দিলেন এবং প্রথম কাতারে আমার জায়গায় দাঁড়ালেন। কাজটি আমার পছন্দ হলো না। নামায শেষে তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন, তুমি মনে কষ্ট নিয়ো না। রাসূল (সঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, প্রথম কাতারে যেন আনসার এবং মুহাজিরগণ দাঁড়ায়। লোকটির পরিচয় জানতে চাইলে অন্যরা আমাকে বললেন, তিনি হচ্ছেন উবাই ইবনে কা'ব (রা.)।

হযরত ওমর (রা.) নামায পড়ানোর পর হযরত আবু বকর (রা.) পুনরায় নামায পড়ালেন

রাসূল (সঃ)-এর অসুস্থতা মারাত্মক রূপ নিয়েছিল। এ সময় হযরত বেলাল (রা.) নামাযের কথা স্মরণ করালেন। তিনি বললেন, কোন লোককে নামায পড়াতে বলো। আবদুল্লাহ ইবনে জামআ, বলেন আমি বের হলাম। হযরত ওমর (রা.)-এর সঙ্গে দেখা হলো। আবু বকর (রা.)-কে পেলাম না। আমি তখন হযরত ওমর (রা.)-কে নামায পড়াতে বললাম। হযরত ওমর (রা.) নামায পড়াতে শুরু করলে রাসূল (সঃ) জানতে চাইলেন আবু বকর কোথায়? ইতিমধ্যে আবু বকর (রা.) পুনরায় নামায পড়ালেন। আবদুল্লাহ ইবনে জামআকে হযরত ওমর (রা.) বললেন, আবদুল্লাহ তোমার জন্য আফসোস। তুমি এটা কি করেছ? তুমি আমাকে নামায পড়াতে বলার পর আমি ভেবেছিলাম যে রাসূল (সঃ) আমাকে নামায পড়াতে বলেছেন। যদি এরকম না বুঝতাম তবে আমি নামায পড়াতাম না। আবদুল্লাহ বলেন রাসূল (সঃ) আপনার জন্য আদেশ দেননি কিন্তু আবু বকরকে না পেয়ে উপস্থিত লোকদের মধ্যে আমি আপনাকেই অধিক উপযুক্ত মনে করেছি।

www.pathagar.com

জোহরের আগের নামায সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এর মন্তব্য

হযরত ওমর (রা.) ফজরের দুই রাকাত সুন্নত নামায সম্পর্কে বলেছেন, এই দুই রাকাত নামায আমার নিকট লাল উটের চেয়ে বেশি প্রিয়। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট এসে আমি দেখলাম যে তিনি জোহরের আগে নামায আদায় করছেন। আমি তাঁকে সেই নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এই নামায রাতের নামাযের অন্তর্ভুক্ত।

জ্ঞানার্জনের প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর আগ্রহ

একদিন এশার নামাযের পর আবু মুসা আশয়ারী (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট এলেন। হযরত ওমর (রা.) জানতে চাইলেন কি কারণে এসেছ। আবু মুসা (রা.) বললেন কথা বলতে এসেছি। হযরত ওমর (রা.) বললেন এই সময় কি কথা? আবু মুসা (রা.) জানালেন ফেকাহ সম্পর্কে আলোচনা করতে এসেছি। তারপর উভয়ে দীর্ঘ সময় আলোচনা করলেন। এক পর্যায়ে আবু মুসা (রা.) বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন নামাযের সময় হয়েছে। অর্থাৎ নফল নামায। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি নামাযের মধ্যেই রয়েছি। হযরত ওমর (রা.) বোঝাতে চেয়েছেন যে, নফল নামাযের চেয়ে জ্ঞানার্জন অধিক উত্তম।

হযরত ওমর (রা.) রাসূল (সা.)-এর হাদীস বর্ণনা করতে চাইতেন না

আসলাম (রা.) বলেন, হযরত ওমর (রা.)-কে আমরা রাসূল (সঃ)-এর হাদীস বর্ণনা করতে বলতাম। তিনি আগ্রহ দেখতেন না। তিনি বলতেন, আমি আশঙ্কা করছি যে, কিছু কথা কম বা কিছু কথা বেশি না বলে ফেলি। রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার নামে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলবে সে দোযখের অধিবাসী হবে।

হযরত ওমর (রা.) সৈন্যদলকে বহু দূর থেকে বললেন পাহাড়ের দিকে যাও

হযরত ওমর (রা.) একদিন শুক্রবার জুমার আগে খোতবা দিচ্ছিলেন। হঠাৎ বললেন ইয়া ছারিয়াতাল জাবাল। অর্থাৎ হে ছারিয়া পাহাড়ের দিকে। আরো বললেন যে ব্যক্তি বাঘ চরাইয়াছে সে অত্যাচার করেছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি শত্রুকে পানাহার করিয়েছে সে অত্যাচার করেছে। অপ্রাসঙ্গিক এ সব কথায় সাহাবাগণ অবাক হলেন। হযরত আলী (রা.) বললেন, খলীফা নিশ্চয়ই এ সব কথার ব্যাখ্যা দিবেন। নামায শেষে হযরত ওমর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, আমি দেখতে পেলাম মুসলমান সৈন্যদেরকে খোলা ময়দানের দিকে

www.pathagar.com

ঠেলে দিয়ে কাফেরগণ পাহাড়ের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কাফেরগণ এরকম করতে সফল হলে নিশ্চিতভাবে মুসলমানরা পরাজিত হবে। এই অবস্থা লক্ষ্য করে আমার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলো হে সৈন্যদল তোমরা পাহাড়ের দিকে যাও।

এক মাস পর খবর এলো যে মুসলিম সৈন্যগণ পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন হযরত ওমর (রা.) এর নির্দেশ পাওয়ার পর। ফলে আল্লাহ তাদেরকে বিজয়ী করেন।

হযরত আলী (রা.)-কে হযরত ওমর (রা.)-এর উচ্চারিত কথা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন, অকারণে উদ্দেশ্যহীন ভাবে হযরত ওমর (রা.) কোন কথা বলবেন এটা চিন্তা করা যায় না। তিনি কোন কথা বললে নিশ্চয়ই সে কথার উদ্দেশ্য থাকে।

হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অভিমত

একবার হযরত মাবিয়া (রা.) তাঁর দরবারে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) কে বললেন হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, আল্লাহ তায়ালা হাফস-এর পিতার প্রতি রহমত করুন। আল্লাহ কসম, তিনি ইসলামের মদদগার অনাথদের আশ্রয়স্থল, ঈমানের মহল, দুর্বলদের ঠিকানা, মুসলমানদের কেন্দ্রস্থল, আল্লাহর সৃষ্টি সকলের দুর্গ, সকল মানুষের সাহায্যকারী, অতিশয় ধৈর্যশীল। তিনি সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে আল্লাহর সত্যকে লইয়া দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে বিজয় দান করেন। দিকে দিকে ইসলামের প্রসার ঘটতে থাকে। পাহাড়ে, ময়দানে, অরণ্যে আল্লাহর জেকের চলতে থাকে। অশালীন বিষয়ের মোকাবেলা তিনি অত্যন্ত সম্মানজনকভাবে করতেন। স্বচ্ছলতা ও দারিদ্র উভয় অবস্থায়ই তিনি শোকর গুজারি করতেন। সকল অবস্থায় তিনি আল্লাহ তায়ালার জেকের করতেন। যে ব্যক্তি হযরত ওমর (রা.)-এর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে আল্লাহ তায়ালা তার তার উপর কেয়ামত পর্যন্ত লানত করুন।

মৃত্যুর আগে পুত্র আবদুল্লাহকে হযরত ওমর (রা.)-এর অসিয়ত

হযরত ওমর (রা.)-এর মৃত্যুকাল নিকটবর্তী হলে তিনি তার পুত্রকে বলেন, হে আমার পুত্র আমার মৃত্যুকালে আমাকে মাটিতে শুইয়ে দিবে। ডান হাত কপালে বাম হাত চিবুকে রাখবে। মৃত্যুর পর আমার চোখ বন্ধ করে দেবে এবং আমাকে মাঝারি ধরনের কাফন পরিধান করাবে। কারণ আল্লাহর নিকট যদি

www.pathagar.com

আমার কল্যাণ থাকে তবে আমার দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত জায়গা আমাকে দেয়া হবে। যদি বিপরীত অবস্থার উপর আমার জীবন শেষ হয় তবে সেই জায়গা এতো সংকুচিত করে দেয়া হবে যে পাঁজরের হাড় ওলট পালট হয়ে যাবে। আমার জানাযার সঙ্গে যেন কোন মহিলা না যায়। আমার প্রশংসা করার সময় এমন গুণের কথা বলবে না যে গুণ আমার মধ্যে নাই। আল্লাহ তায়ালা আমাকে বেশি জানেন। দাফন করতে যাওয়ার সময় তাড়াতাড়ি করবে। যদি আমার কোন ভালো থাকে তবে সেই ভালোর কাছে আমাকে তাড়াতাড়ি পৌঁছাবে। যদি ভালো না থাকে তোমরা তাড়াতাড়ি বোঝা নামিয়ে হালকা হবে।

হযরত ওমর (রা.) আরো বলেন, দুনিয়ার সব কিছু যদি আমার নিয়ন্ত্রণে থাকতো তবে আমি মৃত্যুর ভয়াবহতা দেখা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার আশায় সেসব কিছুই দিয়ে দিতাম।

হযরত ওমর (রা.)-এর জ্ঞান সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মন্তব্য

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, হযরত ওমর (রা.)-এর মৃত্যুর দিন সমুদয় জ্ঞানের নয়ভাগ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাঁর জ্ঞান যদি দাঁড়ি পাল্লার এক পাল্লায় রাখা হয় আর অন্য পাল্লায় বিশ্ববাসীর যাবতীয় জ্ঞান রাখা হয় তবে হযরত ওমর (রা.)-এর জ্ঞানের পাল্লা ভারি হবে। আবদুল্লাহ আরো বলেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত ওমর (রা.)-কে আমাদের চেয়ে বেশি জানতেন। হযরত ওমর (রা.) আমাদের সকলের চেয়ে বেশি কোরআন পাঠ করতেন। আল্লাহর দ্বীন তিনি আমাদের সকলের চেয়ে বেশি বুঝতেন।

হযরত হোজায়ফা (রা.) বলেন, মানুষের জ্ঞান যেন হযরত ওমর (রা.)-এর দাফনের সাথে সাথে কবরে দাফন করা হয়েছে। মদীনার এক ব্যক্তি বলেন, হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট আমি গেলাম, সে সময় তাঁর ফেকাহর জ্ঞান লক্ষ্য করলাম। আমার নিকট মনে হচ্ছিল অন্য সকল ফেকাহবিদ যেন শিশু। ফেকাহ এবং অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানের ক্ষেত্রে হরত ওমর (রা.) ছিলেন সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

হযরত ওমর (রা.)-এর মৃত্যুতে জ্বীনদের কান্না

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত ওমর (রা.)-এর মৃত্যুতে জ্বীনগণ তিন দিন যাবত কেঁদেছিল।

সে সময় জ্বীনগণ বলছিল হে আমীরুল মোমেনীন, আপনি বিভিন্ন বিষয়ে সুস্পষ্ট ফয়সালা, দিয়েছেন, তারপরও এমন কিছু ধ্বংসাত্মক জিনিস রেখে গেছেন যা পৃথক করা সম্ভব হবে না। হে আমীরুল মোমেনীন আপনার উপর আল্লাহ তায়ালার সালাম বর্ষিত হোক। আল্লাহ যেন আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করেন।

www.pathagar.com

হযরত আবদুল্লাহ (রা.) হযরত ওমর (রা.)-কে স্বপ্নে দেখেন

হযরত ওমর (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, আমার পিতার সাথে কেমন ব্যবহার করা হয়েছে এটা জানার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত ছিলাম। স্বপ্নে একদিন একটি সুরম্য প্রাসাদ দেখে সেই প্রাসাদের কে মালিক জানতে চাইলাম। একজন লোক বললেন, এই প্রাসাদের মালিক হযরত ওমর (রা.)। এমন সময় হযরত ওমর (রা.) একখানি চাদর গায়ে দিয়ে সেই প্রাসাদ থেকে বের হলেন। মনে হচ্ছিল তিনি এই মাত্র গোসল করে এসেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কেমন ব্যবহার পেয়েছেন? তিনি বললেন, ভালো ব্যবহার পেয়েছি। যদি আল্লাহ আমাকে দয়া না করতেন তবে আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম। এরপর হযরত ওমর (রা.) জানতে চাইলেন যে কতো দিন আগে আমি তোমাদের নিকট থেকে বিদায় নিয়েছি? আমি বললাম বারো বছর। হযরত ওমর (রা.) বললেন, এই মাত্র হিসাব নিকাশ থেকে আমি মুক্তি পেয়েছি।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) ঘুম থেকে জেগে হযরত ওমর (রা.)-কে দেখলেন

বিশিষ্ট সাহাবী, হযরত ওমর (রা.)-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বলেন, হজ্ব পালন শেষে মদীনায় ফেরার পথে আমি ছাকিয়া সওজা নামক জায়গায় অবস্থান করি। সেখানে এক রাতে ঘুমালাম। ঘুম থেকে জেগে মনে হলো হযরত ওমর (রা.)-কে দেখতে পাচ্ছি। তিনি সামনের দিক থেকে এস চলে যাচ্ছিলেন। আমার মুখোমুখি অবস্থানে শায়িত উম্মে কুলসুম বিনতে আকাবাকে হযরত ওমর (রা.) পা দিয়ে খোঁচা মেরে জাগালেন। তারপর যেতে লাগলেন। বহু লোক হযরত ওমর (রা.)-কে অনুসরণ করছিল। আমি জামা গায়ে দিয়ে লোকদের সাথে চলতে শুরু করলাম। এক সময় হযরত ওমর (রা.)-কে পেয়ে গেলাম। আমি বললাম হে আমীরুল মোমেনীন, আপনি মানুষদের কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। ক্লান্ত শ্রান্ত না হয়ে কেউ আপনার কাছে পৌঁছুতে পারে না। আমি যথেষ্ট ক্লান্ত হওয়ার পর আপনাকে পেয়েছি। হযরত ওমর (রা.) বললেন, যতোটুকু মনে পড়ে আমি তো তাড়াতাড়ি পথ চলি নাই।

আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বলেন, এটা ছিল হযরত ওমর (রা.)-এর নেক আমল। সেই আমলের কারণেই তিনি সকলের আগে চলতে পেরেছেন।

www.pathagar.com

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

হযরত ওমর (রা.) বর্ণিত আটটি হাদীস

নিয়তের উপর আমল নির্ভর করে

(১) আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস লাইসি (রা.) হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে হযরত ওমর (রা.) বলেন, রাসূল (স.)-কে আমি বলতে শুনেছি নিয়তের উপরেই আমল নির্ভর করে। প্রত্যেক মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী আমলের সওয়াব পাবে। যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির আশায় হিজরত করে তাদের হিযরত আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য বিবেচিত হবে। কিন্তু কেউ যদি পার্থিব কোন উদ্দেশ্যে যেমন অর্থ সম্পদ উপার্জন অথবা কোন নারীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যে হিজরত করে তাদের হিজরত দুনিয়াবী উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিবেচিত হবে। বোখারী ও মুসলিমে সংকলিত এই হাদীস হযরত ওমর (রা.) ব্যতীত অন্য কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

রাসূল (স.) বললেন, ওহে খাত্তাবের পুত্র কাজ করতে থাকো

(২) মালেক ইবনে ওমর (রা.) হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমি রাসূল (স.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার মতে আমাদের কর্মপদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত? আমরা কি সেসকল বিষয়ের প্রতি অগ্রসর হবো যেসব বিষয় পূর্ণতা লাভ করেছে নাকি সেসব বিষয়ের প্রতি অগ্রসর হবো যার সূচনা হয়েছে নাকি সেসব বিষয়ের প্রতি অগ্রসর হবো যেসব বিষয় নতুন করে আবিষ্কৃত হয়েছে? রাসূল (স.) বললেন, সেসব বিষয়ের প্রতি অগ্রসর হও যেসব বিষয় পূর্ণতা লাভ করেছে।

হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন হে রাসূল (স.) আমরা কি তাওয়াক্কুল গ্রহণ করবো? রাসূল (স.) বললেন, ওহে খাত্তাবের পুত্র কাজ করতে থাকো। সব জিনিসই অর্জন করা যায়। যারা পূণ্য প্রত্যাশী তারা পুণ্যের প্রত্যাশায় কাজ করে যারা মন্দ পরিণতি পেতে চায় তারা মন্দ পথে কাজ করে।

জান্নাত ঈমানদারদের জন্য নির্ধারিত

(৩) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত ওমর (রা.) বলেন, খায়বার অভিযান শেষ হওয়ার পর রাসূল (স.)-এর কয়েকজন সাহাবা ফিরে এসে বললেন, অমুক শহীদ হয়েছে অমুক

www.pathagar.com

শহীদ হয়েছে। এভাবে কয়েকজনের নাম বলার পর একজনের নাম বলা হলে রাসূল (স.) বললেন, কিছুতেই নয়। আমি সেই ব্যক্তিকে দোযখের দিকে টেনে নিয়ে যেতে দেখেছি। ওমর তুমি যাও, লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দাও জান্নাত শুধুমাত্র ঈমানদারদের জন্য নির্ধারিত।

হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমি বাইরে বের হয়ে লোকদের জানিয়ে দিলাম রাসূল (স.) বলেছেন, শুধুমাত্র ঈমানদারগণই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল প্রসঙ্গে হযরত ওমরের প্রতি রাসূল (স.)-এর উপদেশ

(৪) আবু তামিম বর্ণনা করেন, হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, রাসূল (স.)-কে একবার আমি বলতে শুনেছি, তোমরা যদি আল্লাহর উপর যথাযথ তাওয়াক্কুল করো তবে তিনি তোমাদের জন্য ঠিক সেরকম জীবিকার ব্যবস্থা করবেন যেমন নাকি পাখিদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করেন। পাখিরা সকালে খালি পেটে বের হয় সন্ধ্যায় যখন বাসায় ফেরে তখন তাদের পেট ভরা থাকে।

পার্থিব ধনসম্পদের প্রাধান্য প্রসঙ্গে হযরত ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীস

(৫) আবু ছানান দওলী বলেন, একবার আমি হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট গেলাম। দেখতে পেলাম তাঁর সমীপে প্রথম যুগের মুহাজিরিনদের কয়েকজন রয়েছেন। হযরত ওমর (রা.) ইরাক অভিযানে পাওয়া কিছু জিনিস আনালেন। সেসব জিনিসের মধ্যে একটি আংটিও ছিল। মুহাজিরিনদের সঙ্গে আসা এক বালক সেই আংটি হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিল এবং মুখে পুরে ফেলল। হযরত ওমর (রা.) বালকের মুখ থেকে আংটি বের করে নিলেন তারপর কাঁদতে লাগলেন। উপস্থিত লোকদের একজন তাঁর কান্নার কারণ জানতে চাইলেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, রাসূল (স.)-কে আমি বলতে শুনেছি কোন জাতির লোকদের মধ্যে যখন পার্থিব ধনসম্পদ প্রাধান্য বিস্তার করে তখন তাদের মধ্যে শত্রুতা এবং বিবাদ বিসম্বাদ তৈরি হয় এবং সেসব কেয়ামত পর্যন্ত বজায় থাকে। আমি সেই শত্রুতা এবং বিবাদ বিসম্বাদের আশঙ্কা করছি।

রাসূল (স.)-এর উপর ওহী নাযিল হওয়া সম্পর্কে হযরত ওমর (রা.)-এর বিবরণ

(৬) আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কাদেরি হযরত ওমর (রা.)-কে বলতে শুনেছেন, একবার রাসূল (স.)-এর উপর যখন ওহী নাযিল হচ্ছিল তখন আমি মধুকরের গুঞ্জরনের মতো শব্দ শুনতে পেলাম। আমরা কয়েকজন অপেক্ষায় ছিলাম। কিছুক্ষণ পর রাসূল (স.) কেবলামুখী হয়ে দুই হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ বৃদ্ধি

www.pathagar.com

করে দাও কমিও না। সম্মানিতদের অপমানিত করোনা। দান করো বঞ্চিত করো না। সামনে নাও পেছনে নিয়ো না। তুমি সন্তুষ্ট থাকো তুমি সন্তুষ্ট থাকো।

তারপর রাসূল (স.) বললেন, আমার উপর দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে, যারা এসব আয়াতের উপর আমল করবে তারা জান্নাতি হবে। একথা বলার পর রাসূল (স.) কাদ আফলাহাল মোমেনুন থেকে তেলাওয়াত শুরু করেন।

নতুন পোশাক পরিধান করার পর আল্লাহর শোকর আদায়

(৭) আবু উমামা একবার নতুন পোশাক পরিধানের পর আল্লাহর শোকর আদায় করেন। তারপর বলেন, হযরত ওমর (রা.) রাসূল (স.)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন যে কেউ যখন নতুন পোশাক পরিধান করবে তখন যেন আল্লাহর শোকর আদায় করে। কারণ আল্লাহ আমাকে এই পোশাক পরিধানের সামর্থ দিয়েছেন এবং এই পোশাক আমার লজ্জা নিবারণ করেছে। নতুন পরিধান পরিধানের পর সেই পোশাক খুলে রেখে যদি পুরাতন পোশাক পরিধান করে এবং নতুন পোশাক কোন গরীবকে দান করে দেয় তবে সেই ব্যক্তি আল্লাহর নেগাহবানিতে থাকে এবং জীবদ্দশায়ও মৃত্যুর পর সে আল্লাহর হেফাজতে থাকে।

গাজীকে যুদ্ধে যাওয়ার ব্যবস্থা করা এবং মসজিদ নির্মাণের ফজিলত

(৮) ওসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ছোয়রকা আদুবি বলেন, হযরত ওমর (রা.)-কে আমি বলতে শুনেছি, রাসূল (স.) বলেছেন, কেউ যদি কোন গাজীকে সাহায্য করে আল্লাহ তাকে কেয়ামতের দিন সাহায্য করবেন। কেউ যদি কোন গাজীকে জেহাদে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয় তবে সে ব্যক্তি গাজীর জেহাদের পাওয়া সওয়াবের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে। কেউ যদি কোন মসজিদ তৈরি করে এবং সেই মসজিদে আল্লাহর জেকের হয় তবে মসজিদ নির্মাণকারীর জন্য আল্লাহ জান্নাতে সুরমা প্রাসাদ নির্মাণ করে দেবেন।

উম্মতে মোহাম্মদীর ভাষ্যকার ছিলেন হযরত ওমর (রা.)

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূল (স.) বলেছেন, অতীতের উম্মতদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন দ্বীনের ব্যাখ্যাকার। আমার উম্মতের মধ্যে এই মর্যাদার অধিকারী হচ্ছে হযরত ওমর (রা.)। বোখারী ও মুসলিমে এই বর্ণনা সংকলিত হয়েছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূল (স.) বলেন, পূর্ববর্তীকালের উম্মতদের মধ্যে ইলহাম প্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান ছিল আমার উম্মতের মধ্যে এ রকম ইলহাম প্রাপ্ত ব্যক্তি হচ্ছে হযরত ওমর (রা.)।

www.pathagar.com

বোখারী শরীফে সংকলিত একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূল (স.) বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী কালের বনি ইসরাইলদের মধ্যে কিছু লোক যদিও নবী ছিল না তবু কালামে ইলাহীতে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছিল। উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে এই মর্যাদা হযরত ওমর (রা.) পেয়েছে।

হযরত ওমর (রা.)-কে দেখামাত্র কোলাহলমুখর মহিলারা নীরব হয়ে গেলেন

হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণিত একটি ঘটনায় রয়েছে, একবার রাসূল (স.)-এর সান্নিধ্যে কোরায়েশ বংশের বেশ কয়েকজন অভিজাত মহিলা উপস্থিত হন। মহিলারা আনন্দ উচ্ছল এবং কোলাহল মুখর ছিলেন। তারা উচ্চকণ্ঠে কথা বলছিলেন। এমন সময় ঘরের দরোজায় এসে হযরত ওমর (রা.) ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন। অনুমতি পাওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) ঘরে প্রবেশ করলেন। তাকে দেখামাত্র মহিলাদের কোলাহল থেমে গেল। তারা একদম চুপচাপ হয়ে গেলেন। এ দৃশ্য লক্ষ্য করে রাসূল (স.) মিটিমিটি হাসছিলেন। হযরত ওমর (রা.) রাসূল (স.)-এর হাসির কারণ জানতে চাইলেন। রাসূল (স.) বললেন, আমি অবাক হলাম যে এই মহিলারা এতোক্ষণ কিরকম কোলাহলমুখর ছিল অথচ তোমার কণ্ঠস্বর শোনা মাত্র নীরব হয়ে গেছে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, হুজুর, আসলে তো ওদের উচিত আপনার ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত থাকা। তারপর মহিলাদের উদ্দেশ্য হযরত ওমর (রা.) বললেন, ওহে বিবেকের দুশমনেরা, তোমরা আমাকে ভয় পাও অথচ আল্লাহর রাসূলকে ভয় পাওনা। মহিলারা বললেন, হে ওমর আপনি অত্যন্ত কড়া মেজাজের মানুষ অথচ রাসূল (স.) নম্র কোমল মেজাজের মানুষ।

রাসূল (স.) বললেন, ওমর তোমাকে দেখে শয়তানও পথ থেকে সরে দাঁড়ায়। বোখারী এবং মুসলিমে এই বর্ণনা সংকলিত হয়েছে।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন, রাসূল (স.) এবং আমি একদিন ঘরে বসেছিলাম। হঠাৎ বাইরে কোলাহল শুনে রাসুল (স.) ঘরের দরোজা খুলে তাকালেন। দেখা গেল একজন হাবশী মহিলা থরক থরক করে নৃত্য করছে। রাসূল (স.) বললেন, আয়েশা দেখে যাও।

আমি রাসূল (স.) এর কাঁধে চিবুক ঠেকিয়ে তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম এবং হাবশী মহিলার নাচ দেখতে লাগলাম। কিছুক্ষণ নাচ দেখার পর রাসূল (স.) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আরো দেখবে নাকি? আমার যদিও আরো দেখার ইচ্ছা ছিল কিন্তু মুখে বললাম না, না, না। আসলে না না না বলে আমি দেখতে চাইছিলাম রাসূল (স.) আমার সুপ্ত ইচ্ছার প্রতি কতোটুকু গুরুত্ব দেন। মনে মনে

www.pathagar.com

চাইছিলাম আরো কিছুক্ষণ দেখলে ভালো হয়। এমন সময় রাসূল (স.) বললেন, দেখো দেখো, আয়েশা, ওমর আসছে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি দেখলাম, হযরত ওমরকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে হাবশী মহিলাকে ঘিরে থাকা কিছু কিশোররা দৌড়ে পালিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। রাসূল (স.) বললেন, আমি দেখতে পেলাম শয়তান ওমরকে দেখে পালাচ্ছে।

রাসূল (স.) বললেন ওমর (রা.)-এর জান্নাতে যাওয়া নিশ্চিত

সাঈদ ইবনে আমর (রা.) বর্ণনা করেছেন রাসূল (স.) বলেন, আবু বকর জান্নাতী, ওমর জান্নাতী ওসমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী সাঈদ ইবনে মালেক জান্নাতী, আবদুর রহমান ইবনে আওফ জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যোবায়ের জান্নাতী। নবম জান্নাতী ব্যক্তির নাম উল্লেখ করার জন্য আবেদন জানানোর পর রাসূল (স.) বলরেন সাঈদ ইবনে যায়েদ।

সালমা ইবনে জাযান আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে রর্ণনা করেন, একদিন রাসূল (স.) তাঁর সাহাবাদের জিজ্ঞাসা করেন। তোমাদের মধ্যে কেউ কি আজ কোন জানাযার অনুসরণ করেছ? হযরত ওমর (রা.) বললেন আমি করেছি। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি আজ কোন রোগীর খোঁজখবর নিয়েছ? হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি নিয়েছি। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন তোমাদের মধ্যে কেউ কি আজ দান খয়রাত করেছ? হযরত ওমর (রা.) বলরেন, আমি করেছি। তারপর জিজ্ঞেস করলেন তোমাদের মধ্যে কেউ কি আজ রোযা রেখেছ? হযরত ওমর (রা.) বলরেন, আমি রেখেছি। রাসুল (স.) সব শোনার পর বললেন, আজরাত, অজাবাত, অজাবাত। ওমরের জান্নাতে যাওয়া নিশ্চিত।

রাসূল (স.) হযরত ওমরকে বললেন, হে আমার ভাই আমাকে তোমার দোয়ায় শরিক করবে

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেন হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, রাসূল (স.)-এর নিকট একবার আমি ওমরাহ করার জন্য অনুমতি চাইলাম। রাসূল (স.) অনুমতি দিলেন। তারপর বললেন, হে আমার ভাই তুমি দোয়া করার সময় আমার কথা ভুলে যেয়ো না। অথবা রাসূল (স.) বলেছেন, হে আমার ভাই তোমার দোয়ায় তুমি আমাকে শরিক করবে।

হযরত ওমর (রা.) বলেন, রাসূল (স.) আমাকে যে ভাই হিসেবে সম্বোধন করেছেন তাঁর এই সম্বোধনের মূল্য আমার নিকট দুনিয়ায় যা কিছু রয়েছে সব কিছুর চেয়ে অধিক মূল্যবান। রাসূল (স.)-এর ভালোবাসাপূর্ণ এই সম্বোধনকে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ মনে করি।

www.pathagar.com

রাসূল (স.) বলেছেন ওমর জান্নাতবাসীদের চেরাগ

সাঈদ ইবনে সাঈদ আল মাকবেরি তাঁর পিতার বরাতে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যে, রাসূল (স.) বলেন, ওমর জান্নাতবাসীদের চেরাগ। হযরত আবু হোরায়রাও এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম মালেক বর্ণিত একটি হাদীস ওয়াকেদী বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (স.) বলেন, ওমরের জিহবা সত্যের মুখপাত্র। হযরত আবু যর গেফারী (রা.) বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূল (স.) বলেন, আল্লাহ ওমরের জবানে সত্যকে স্থাপন করেছেন। ওমর যখনই কথা বলে যা সত্য তাই বলে। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) রাসূল (স.) বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। উক্ত হাদীসে রাসূল (স.) বলেন, ইন্নাল্লাহা জাআলাল হাক্কা আলা লিসানে ওমর অকালবিহি। আল্লাহ ওমরের জবানে এবং অন্তরে সত্য স্থাপন করেছেন। হযরত নাফে একই রকম বর্ণনা তাবহুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে উল্লেখ করেছেন। আবু যর গেফারী (রা.) বলেন, আমি শুনেছি রাসূল (স.) বলেছেন, ওমরের জবান সত্যের আবাসস্থল। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ফজল ইবনে আব্বাসের একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যে, রাসূল (স.) বলেন, আমি শুনেছি রাসূল (স.) বলেন, আমি এবং ওমর একে অন্যের সঙ্গে রয়েছি। ওমর যেখানেই থাকুক আমার পরে সত্য তার সঙ্গে থাকবে।

রাসূল (স.) বললেন, তোমার শহীদী মৃত্যু নসীব হোক হে ওমর

হযরত ওমর (রা.) একদিন সাদা পোশাক পরিধান করে রাসূল (স.)-এর সামনে উপস্থিত হলেন। ধবধবে সাদা পোশাকে তাকে খুব সুন্দর লাগছিল। রাসূল (স.) বললেন, ওমর তোমার এই পোশাক নতুন তৈরি করেছ নাকি ধোলাই করেছ? হযরত ওমর (রা.) বললেন, নতুন পোশাক নয় হে আল্লাহর রাসূল, এই পোশাক ধোলাই করেছি।

একথা শুনে রাসূল (স.) বললেন, হে ওমর তোমার নতুন পোশাক নসীব হোক উত্তম জীবন নসীব হোক এবং শহীদী মৃত্যু নসীব হোক।

জিবরাইল বললেন, ওমরের জন্য হযরত নুহের আয়ুর সমান আয়ু দরকার

হযরত হোজায়ফা (রা.) বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, আমি তোমাদের মধ্যে কতোদিন থাকবো জানি না। আমার পরে তোমরা ওই দুই জনের কথা মেনে চলবে, তাদেরকে নিজেদের নেতা মনে করবে। একথা বলে রাসূল (স.) হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমরের প্রতি ইঙ্গিত করলেন।

www.pathagar.com

আম্মার ইবনে ইয়াসের (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (স.) একদিন জিবরাইলকে বলেন, ওমর সম্পর্কে কিছু বলুন। জিবরাইল বললেন, হে রাসূল, ওমরের জন্য হযরত নুহের আয়ুর সমান আয়ু দরকার।

হযরত আবু সাঈদ খুদরি (রা.) বর্ণনা করেন রাসূল (স.) বলেছেন, আসমানে আমার দুইজন উপদেষ্টা এবং জমিনে দুইজন উপদেষ্টা রয়েছে। আসমানের দুইজন উপদেষ্টা হচ্ছে জিবরাইল এবং মিকাইল জমিনের দুইজন উপদেষ্টা হচ্ছে আবু বকর এবং ওমর।

আবু আসেম বলেন, আবু বকর এবং ওমরকে সেই মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে যে মাটি দ্বারা রাসূল (স.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। আবু বকর এবং ওমরের মর্যাদা এতেই বোঝা যায়।

সাঈদ ইবনে যোবায়ের (রা.) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স.) হযরত আবু বকর এবং হযরত ওমরকে বলেন, আমি তোমাদের জানাতে চাই যে, তোমরা দুইজন ফেরেশতাদের মধ্যে জিবরাইল এবং মিকাঈলের মতো এবং নবীদের মধ্যে নূহ এবং ইব্রাহীমের মতো।

আবু সুফিয়ান হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (স.) বলেছেন, মোনাফেকরা আবু বকর এবং ওমরকে ভালোবাসতে পারেনা এবং মোমেনরা এই দুইজনকে ঘৃণা করতে পারেনা তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করতে পারে না।

পোশাক বিতরণে স্ত্রীর উপর অন্য নারীকে প্রাধান্য দিলেন হযরত ওমর (রা.)

ইবনে শাহাব ছা'লাবা ইবনে আবু মালিকের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, একবার মদীনায় নারীদের মধ্যে হযরত ওমর (রা.) বেশকিছু পোশাক বিতরণ করেন। একটি সুন্দর পোশাক অবশিষ্ট থেকে যায়। আশে পাশের লোকেরা বলল, হে আমীরুল মোমেনীন, এই পোশাক রাসূল (স.)-এর নাতনি হযরত আলীর কন্যা উম্মে কুলসুমের জন্য পাঠিয়ে দিন। সে সময় উম্মে কুলসুম ছিলেন হযরত ওমর (রা.)-এর স্ত্রী। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) কারো পরামর্শ রাখলেন না। তিনি বললেন, উম্মে কুলসুমের চেয়ে এই পোশাক পাওয়ার অধিকার উম্মে সালিতের অধিক। কারণ ওহুদ যুদ্ধের সময় রাসূল (স.)-এর জীবন রক্ষায় উম্মে সালিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। একথা বলে সেই পোশাক তিনি উম্মে সালিতের জন্য পাঠিয়ে দেন। এই হাদীস বোখারী শরীফে মজুদ রয়েছে।

www.pathagar.com

একজন দুঃস্থ মহিলাকে হযরত ওমর (রা.) সাহায্য দিলেন

যায়েদ ইবনে আসলাম তাঁর পিতার রেফারেন্সে বর্ণনা করেন। একবার আমিরুল মোমেনীনের সঙ্গে আমি বাজার পর্যন্ত গেলাম। হঠাৎ একজন যুবতী নারী হযরত ওমরকে বলল, আমীরুল মোমেনীন, আমার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি ছোট ছোট কয়েকটি শিশু সন্তান রেখে গেছেন। আমি ওদের মুখে খাবার দিতে পারছি না। আশঙ্কা করছি খাদ্যের অভাবে ক্ষুধার জালায় ওরা মারা যাবে। আমি খাফাফ ইবনে ইমা গেফারীর মেয়ে। আমার পিতা হোদায়বিয়ায় রাসূল (স.)-এর সঙ্গে ছিলেন।

আমীরুল মোমেনীন মহিলার কথা শুনে বললেন, ছোবহানাল্লাহ কি পরিচয় বের হয়ে এসেছে। তারপর তিনি একটি উটের পিঠে রাখা দুই থলে খাবার কিছু পোশাক এবং নগদ অর্থ মহিলাকে দিলেন। মহিলাকে বললেন, এগুলো ব্যবহার করতে থাকো। আল্লাহ তোমার জন্য আরো ব্যবস্থা করে দেবেন।

একজন লোক বলল, হে আমীরুল মোমেনীন, আপনিতো এই মহিলাকে অনেক কিছু দিয়েছেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমরা তো জানোনা, আমি এখনো চোখের সামনে সেই দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি, এই নারীর পিতা এবং ভাই দীর্ঘদিন যাবত একটি দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিল। তারপর তারা দুইজন সেই দুর্গ জয় করে। সকালে চারিদিকে সেই পিতা পুত্রের তীর নিক্ষেপের দৃশ্য আমরা দেখতে পেয়েছিলাম। এই হাদীসও বোখারী শরীফে সংকলিত হয়েছে।

দুর্ভিক্ষের সময়ে খাদ্যগ্রহণে হযরত ওমর (রা.)-এর সংযম

আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম তাঁর পিতামহের রেফারেন্সে বর্ণনা করেছেন, বছরের অধিকাংশ সময় হযরত ওমর (রা.) রোযা পালন করতেন। মদীনায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়ার পর তিনি সব সময় জয়তুনের তেল দিয়ে রুটি খেতেন। কিছুদিন পর ভেড়া বকরি ব্যাপক হারে জবাই করা হয়। হযরত ওমরের জন্য কলিজা রান্না করে আনা হয় কিন্তু তিনি সেসব উত্তম খাদ্য খেতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষ ক্ষুধার জালায় কষ্ট পেয়ে দিন কাটাচ্ছে এমন সময় আমি এতো দামী খাবার খেতে পারি না। একদিন নিজ হাতে রুটি ছিঁড়ে জয়তুনের তেলে মাখানোর পর বললেন, পরিবারের লোকদের খবর তিনদিন যাবত জানি না। ওরা সামাগ এলাকায় না খেয়ে আছে ওদের কাছে এগুলো পৌঁছে দাও। একথা বলে পরিবারের জন্য খাবার পাঠিয়ে দিলেন কিন্তু নিজে অভুক্ত থাকলেন।

সাত মাস যাবত দুর্ভিক্ষ স্থায়ী হয়েছিল। সে সময়ের একটি ঘটনা ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমীরুল মোমেনীন একদিন তাঁর এক

www.pathagar.com

বালক পুত্রের হাতে কাঁকর দেখে তাকে তিরস্কার করে বলেন, দেশের মানুষ খেতে পাচ্ছেনা আর তুমি মজা করে কাঁকর খাচ্ছো। বালক কাঁদতে লাগলো। সে আশংকা করলো তার পিতা তার নিকট থেকে ফল কেড়ে নেবেন।

ইবনে সা'দ এবং আয়াজ ইবনে খলিফা বলেন, দুর্ভিক্ষের সময়ে ক্রমাগত রুটি এবং জয়তুনের তেল খাওয়ায় হযরত ওমরের চেহারা কালো হয়ে গিয়েছিল। এমনিতে তিনি ছিলেন ফর্সা মানুষ। সে সময় দুধ এবং ঘি ছিল দুষ্প্রাপ্য। উপরন্তু খলিফা প্রায়ই অনাহারে কাটাতেন। আমরা নিজেদের মধ্যে সে সময় বলাবলি করতাম, এই দুর্ভিক্ষ দীর্ঘস্থায়ী হলে উম্মতের চিন্তায় হযরত ওমর মরেই যাবেন।

দুর্ভিক্ষের সময় হযরত ওমর (রা.) একদিন বললেন, আমি আরো কিছুদিন দেখি যদি দুর্ভিক্ষাবস্থা আরো স্থায়ী হয় তাহলে প্রত্যেক পরিবারের সদস্যদের তাদের সমান সংখ্যক ক্ষুধার্ত মানুষকে খাবার খাওয়ানোর আদেশ জারি করবো। এতে একজনের খাবার দু'জন ভাগ করে খাবে। বেশি সংখ্যক মানুষ ক্ষুধার কষ্ট থেকে রক্ষা পাবে।

স্ত্রীর কেনা ঘি খেতে হযরত ওমর (রা.) রাজি হলেন না

মালেক ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ বলেন, দুর্ভিক্ষের কষ্টকর দিনগুলোতে একবার হযরত ওমর (রা.)-এর স্ত্রী ষাট দিরহামের ঘি ক্রয় করেন। স্বামীকে তিনি জানান, বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে পাওয়া ভাতার টাকায় তিনি এ ঘি ক্রয় করেননি। এ টাকা তার ব্যক্তিগত সংগ্রহের। কিন্তু আমীরুল মোমেনীন বললেন, ক্ষুধার জালায় দেশের মানুষ ছটফট করছে এরকম সময়ে ঘি খাওয়া আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়।

ইবনে আবু মালিকা আবু মাহজুরা থেকে বর্ণনা করেন। একবার আমি হযরত ওমর (রা.)-এর নিকটে ছিলাম। এ সময় সফওয়ান ইবনে উমাইয়া একটি বড় পাত্রে তৈরি করা খাবার নিয়ে এলেন। খাবার পাত্রটি কয়েকজন লোক ধরাধরি করে নিয়ে এসেছিল। আমীরুল মোমেনীন সেই খাবার দেখার সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের গরীব মিসকিনদের খবর দিয়ে আনালেন তারপর সবাই ভাগ করে সেই খাবার খেলেন। খাওয়ার পর বললেন, আল্লাহ তাদের বিচার করুন যারা ক্ষুধার্ত গরীব মিসকিনদের নিজের পাশে বসে খাবার খায়না বরং নিজেরা মজা করে খেতে থাকে। একথা শুনে সফওয়ান ইবনে উমাইয়া বলেন, হে আমীরুল মোমেনীন আমরা গরীবদের ব্যাপারে উদাসীন নই ওদের জন্য ত্যাগ স্বীকার করি। প্রথমে ওদের ভালো ভালো জিনিস খেতে দিই তারপর নিজেরা খাই।

www.pathagar.com

গাছের যত্নের ব্যাপারে হযরত ওমর (রা.)-এর সজাগ দৃষ্টি

মোহাম্মদ ইবনে যিয়াদ বলেন, আমার দাদা ছিলেন হযরত ওসমান ইবনে মাজউন (রা.)-এর কর্মচারী। আমার দাদা হযরত ওসমানের ক্ষেত খামার দেখাশোনা করতেন কৃষি কাজ করতেন। তিনি বলেন, মাঝে মধ্যে দুপুরে হযরত ওমর (রা.) আমার কাছে এসে বসতেন। তাঁর মাথা থাকতো কাপড়ে ঢাকা। আমীরুল মোমেনীন আমার পাশে বসতেন আমার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলতেন। আমি তাঁকে কখনো কাঁকর কখনো অন্য ফল খাওয়াতাম।

একদিন তিনি আমাকে বললেন তুমি এখানে বসে থাকবে। আমি বললাম জ্বী আচ্ছা। তারপর বললেন, আমি তোমাকে এই এলাকার মোহাফেজ নিযুক্ত করলাম। তুমি যদি কাউকে গাছ কাটতে দেখো তাহলে তার নিকট থেকে কুঠার এবং রশি কেড়ে নিবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম তার চাদরও কি কেড়ে নেব? তিনি বললেন না চাদর কেড়ে নেয়ার দরকার নেই।

যাকাতের উটের গয়ে হযরত ওমর (রা.) তেল মালিশ করলেন

ফজল ইবনে ওমাইয়া বলেন, ইরাকের শাসনকর্তা আহনাফ ইবনে কয়েস একবার একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট এলেন। সে সময় ছিল প্রচণ্ড গরম। হযরত ওমরের গায়ে ছিল চাদর। তিনি নিজ হাতে যাকাতের উটের দেহে তেল মালিশ করছিলেন। আহনাফ ইবনে কয়েসকে দেখে বললেন, আহনাফ এদিকে আসো আমার সঙ্গে কাজ করো। এই সব উট হচ্ছে যাকাত হিসেবে পাওয়া। এসব উটের উপর এতিম মিসকিন এবং বিধবাদের হক রয়েছে।

এ দৃশ্য দেখে একজন লোক বলল হে আমীরুল মোমেনীন মৃত্যুর পর আল্লাহ আপনাকে মাগফেরাত করুন। আপনি যাকাতের উটের গায়ে তেল মালিশ করার জন্য অন্য কাউকে সাহায্যকারী হিসেবে নিচ্ছেন না কেন? হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমার চেয়ে এবং ইরাকের গবর্নর আহনাফের চেয়ে এ কাজ কে বেশি ভালোভাবে করতে পারবে? মুসলমানদের উপর যারা নেতৃত্ব দেবে তাদের কর্তব্য হচ্ছে যে তারা মুসলমানদের সেবা করবে। এই সেবা এমন হতে হবে যেমন একজন ভৃত্য তার মনিবের সেবা করে।

আবু ওবায়দার অবর্তমানে তার অধীনস্থ লোকদের জন্য উদ্বিগ্ন হযরত ওমর (রা.)

যায়েদ ইবনে আসলাম বলেন, আমার পিতা বলেছেন, আমি এবং হযরত ওমরের ভৃত্য ইয়ারফা এক জায়গায় ঘুমাতাম। সেই জায়গা ছিল হযরত ওমরের গৃহ সংলগ্ন। প্রতিরাতে নির্দিষ্ট সময়ে হযরত ওমর (রা.) ঘুম থেকে জেগে এই

www.pathagar.com

আয়াত জোরে জোরে পাঠ করতেন ঃ অ আমরু আহলুকা বিছ ছালাত অছতাবের আলাইহা। তুমি তোমার পরিবার পরিজনকে পাবন্দির সঙ্গে নামায আদায়ের আদেশ দিতে থাকো। একরাতে হযরত ওমর (রা.) এই আয়াত পাঠ করতে করতে ঘরের বাইরে এলেন। কিছুক্ষণ পর আমাদের বললেন, আমার মন বড় অস্থির। তোমরা একাই নামায আদায় করো। আমার নামায আদায় করতেও মন চায় না ঘুমও আসে না। কোন সূরা পাঠ শুরু করেই ভুলে যাই কোথায় এ সূরা শেষ হয়েছে আর আমি কতোটুকু পাঠ করেছি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমীরুল মোমেনীন, আপনার এরকম অস্থিরতার কারণ কি? হযরত ওমর (রা.) বললেন, আবু ওবায়দার মৃত্যুর পর তার অধীনস্থ লোকদের দেখা শোনা কে করবে একথা ভেবে আমি ভীষণ অস্থিরতা বোধ করছি।

ইব্রাহীম নাখঈ বলেন, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) হযরত আলীকে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এ দু'টি মন্ত্রণালয় হচ্ছে বিচার বিভাগীয় মন্ত্রণালয় এবং যুদ্ধপ্রস্তুতি এবং যুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

হাতেম তাঈএর পুত্র আদীর সঙ্গে হযরত ওমর (রা.)-এর রসিকতা

বিখ্যাত দানবীর হাতেম তাঈএর পুত্র আদী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। একবার তিনি তার গোত্রের কিছু সংখ্যক লোককে সঙ্গে নিয়ে তার গোত্রের লোকদের নামে ভাতা বরাদ্দের আশায় হযরত ওমর (রা.)-এর সঙ্গে দেখা করতে যান। আমীরুল মোমেনীনের সামনে যাওয়ার পর তিনি আদীর দিকে না তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেন। আদী তখন অন্য পাশে গিয়ে খলিফার মুখোমুখি হন এবং বলেন, আমীরুল মোমেনীন, আপনি কি আমাকে চিনতে পারেননি? আমি আদী ইবনে হাতেম।

একথা শোনামাত্র হযরত ওমর (রা.) খিলখিল করে হাসলেন। হাসতে হাসতে বললেন, ও হাঁ তোমাকে চিনবোনা কেন চিনতে পেরেছি। তুমি এমন সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছ যখন অধিকাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহন করেনি। তুমি এমন সময় আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছ যখন অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। তোমার উদ্যোগে সংগৃহীত তাঈ গোত্রের যাকাত এবং চাঁদার কথা চিন্তা করবো তারা ক্ষুধায় কাতর হয়ে আছে। তারপর বিভিন্ন গোত্রের নেতাদের হাতে সাহায্য সামগ্রী তুলে দেব, যেন সেই সাহায্য সাধারণ মানুষদের হাতে পৌঁছানো হয়।

www.pathagar.com

দুর্ভিক্ষের সময় বেদুইনদের প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর সাহায্য

কালবি বর্ণনা করেন, হযরত ওমর (রা.) একদিন মসজিদে নববীতে মাথার নিচে চাঁদর ভাঁজ করে দিয়ে শুয়েছিলেন। তিনি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। হঠাৎ মসজিদের বাইরে থেকে এক লোক চিৎকার করে বলল, ইয়া ওমরাহ ইয়া ওমরাহ। হে ওমর হে ওমর। সেই চিৎকার শুনে হযরত ওমর (রা.) মসজিদের বাইরে এলেন। এসে দেখেন একজন বেদুইন উটের রশি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ কিছু লোক তাঁকে ঘিরে রেখেছে। হযরত ওমরকে দেখে সমবেত লোকরা বলল, ওই যে, আমীরুল মোমেনীন এসে গেছেন।

হযরত ওমর (রা.) বেদুইনকে বললেন তোমাকে কে কষ্ট দিয়েছে? প্রশ্নের জবাব সরাসরি না দিয়ে বেদুঈন কয়েক লাইন কবিতা আবৃত্তি করলো। হযরত ওমর (রা.) কবিতার সারমর্ম উপলব্ধি করে লোকদের বললেন, তোমরা বুঝতে পেরেছ সে কি বলছে? সে বলছে আমার ক্ষুধার জ্বালায় না খেয়ে মারা যাচ্ছি অথচ ওমর পেটভরে খাবার খাচ্ছেন।

তারপর হযরত ওমর (রা.) সেই বেদুইনের জন্য খেজুর, অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য এবং পানির ব্যবস্থা করলেন। বেদুইনদের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু খাদ্য সাহায্য নিয়ে দুইজন আনসার সাহাবীকে বেদুইনদের এলাকায় পাঠালেন। দুইজন ইয়েমেনে গেলেন এবং অভাবগ্রস্ত লোকদের মধ্যে সেই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করলেন।

ফরে আসার সময় একটি উটের পিঠে কিছু খাবার জিনিস অবশিষ্ট থাকলো। তারা একজন লোককে নফল নামায আদায় করতে দেখতে পেলেন। ক্ষুধায় সেই লোকটি এতোটা কাহিল হয়ে পড়েছিল যে, ভালোভাবে দাঁড়াতে পারছিল না। দুইজন আনসার সাহাবীকে দেখে লোকটি তাড়াতাড়ি নামায শেষ করলো। তারপর দুইজন সাহাবীকে জিজ্ঞাস করলো, তোমাদের নিকট কোন খাবার জিনিস আছে কি? দুইজন সাহাবী লোকটির সামনে খাদ্য সামগ্রী রেখে বললেন, আমীরুল মোমেনীন আপনাদের জন্য এই খাবার পাঠিয়েছেন। লোকটি বলল, আল্লাহর কসম আল্লাহ যদি আমাদের প্রতি নিজে খেয়াল না রেখে আমাদেরকে ওমরের হাতে ছেড়ে দেন তবে আমরা ধবংস হয়ে যাবো। একথা বলে লোকটি খাদ্য সামগ্রীর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে বৃষ্টির জন্য দোয়া করলো। সঙ্গে সঙ্গে কালোমেঘে আকাশ ছেয়ে গেল এবং ঝমঝম করে বৃষ্টি নামলো।

www.pathagar.com

রণাঙ্গনে প্রেরিত সৈনিকদের প্রতি হযরত ওমর (র.)-এর নির্দেশনামা

হায়াত ইবনে শোয়াইহ বলেন, যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈন্য প্রেরণের সময় হযরত ওমর (রা.) সৈনিকদের নির্দেশ দিতেন যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে। তারপর তাদের হাতে একটি লিখিত নির্দেশনামা তুলে দেয়া হতো। সেই নির্দেশনামায় লেখা থাকতো, পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। আমরা আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার আশা পোষণ করছি। তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে সামনের দিকে অগ্রসর হও। সত্যবাদিতা এবং ধৈর্যকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে। জেহাদের সময়ে অলসতার পরিচয় দেবে না। আল্লাহকে যারা অবিশ্বাস করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে কিন্তু কারো উপর জুলুম করবে না। যারা জুলুম অত্যাচার করে আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না। মোকাবিলার সময়ে কাপুরুষতার পরিচয় দেবে না। বিজয় লাভের পর নিহত শত্রুদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে লাশ বিকৃত করবে না। শত্রুদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর সীমা লংঘন করবে না। নারী শিশু এবং বৃদ্ধদের হত্যা করবে না। গনিমত পাওয়ার ক্ষেত্রে সীমা লংঘন করবে না। পার্থিব উদ্দেশ্য সিদ্ধির লক্ষ্যে জেহাদের মৌলিক উদ্দেশ্য ও আদর্শ উপেক্ষা করবে না।

হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, আমীরুল মোমেনীন যদি প্রতিদিন এরকম ভোজের আয়োজন করতেন

যায়েদ ইবনে আসলাম তাঁর পিতার রেফারেন্সে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটা হচ্ছে, হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনকালে একবার একটি অন্ধ উটনী সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া যাচ্ছিল না যে সেটি কি করা হবে। একেকজন এক এক ধরনের পরামর্শ দিচ্ছিলেন। উটনীর পানাহারের সমস্যার কথা তোলা হলো। হযরত ওমর (রা.) বললেন, প্রত্যেক প্রাণীর পানাহারের দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত।

আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রা.) এর দফতরে নয়টি রেজিস্ট্রার রাখা থাকতো। এমন রেজিস্ট্রারের একটিতে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসা উপঢৌকনের নাম এবং পরিমাণ লিখে রাখা হতো। তারপর সেসব দ্রব্য সামগ্রী রাসূল (স.)-এর স্ত্রীদের এবং মুহাজির এবং আনসারদের মধ্যে বিতরণ করা হতো।

সাঈদ ইবনে মোসাইয়েব বলেন, একবার গনিমত হিসেবে কয়েকটি উট পাওয়া গেল। একটি উট জবাই করা হলো। সেই উটের গোশত উম্মাহাতুল মোমেনীনদের ঘরে ঘরে পাঠানো হলো। অবশিষ্ট গোশত রান্না করে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো হলো। এসব বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে রাসূল (স.)-এর চাচা হযরত আব্বাসও ছিলেন। আহারের পর হযরত আব্বাস (রা.) হাসতে হাসতে বললেন, আমীরুল মোমেনীন যদি প্রতিদিন এরকম

www.pathagar.com

ভোজের আয়োজন করে আমাদের দাওয়াত দিতেন তবে আমরা দাওয়াত খাওয়ার সুযোগ পেতাম এবং বিভিন্ন বিষয়ে তার সঙ্গে কথা বলতাম।

হযরত ওমর (রা.) বললেন জ্বীনা তা সম্ভব নয়। আমার দুইজন সাথী ছিলেন। তারা নির্দিষ্ট নিয়মে কাজ করেছেন। আমি যদি তাদের অনুসরণ না করি তবে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবো। আমি ওরকম পথভ্রষ্ট হতে চাই না।

নিকটাত্মীয়দের কোন পদ মর্যাদার দায়িত্ব দেয়া খেয়ানত মনে করতেন হযরত ওমর (রা.)

আবদুল মালেক ইবনে ওমায়ের বলেন, হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, ব্যক্তিগত পছন্দে কাউকে কোন পদে নিযুক্ত করা এবং আত্মীয় স্বজনকে অন্যায় অবৈধ সুবিধা দেয়া আল্লাহ, তার রাসূল (স.) এবং মোমেনদের আমানতের খেয়ানত করার শামিল।

ইমরান ইবনে সালিম বলেন, হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, কোন অযোগ্য দুর্নীতিবাজকে জেনে শুনে যদি কেউ কোন কাজের দায়িত্ব দেয় সেই ব্যক্তি নিজেই দুর্নীতিবাজ এবং গুনাহগার বিবেচিত হবেন।

আনসার মহিলাকে পোশাক দিলেন হযরত ওমর (রা.)

আনাস ইবনে মালেক বলেন, একজন আনসার মহিলা হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট এসে বলল, আমার পরিধানের জন্য পোশাক দরকার। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তুমি পোশাক চাওয়ার আর সময় পেলে না? সেই মহিলা বলল, আমার লজ্জা নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় পোশাক নেই। হযরত ওমর নিজে উঠে গিয়ে বায়তুল মাল থেকে একখানি পোশাক এনে মহিলাকে দিলেন। তারপর বললেন, এই পোশাক আমি চাই তুমি বেশিদিন ব্যবহার করবে। ছিঁড়ে গেলে সেলাই করে নেবে। মনে রেখো প্রত্যেক নতুন জিনিসই একদিন পুরাতন হয়ে যায়।

হারাম শরীফে গাছ কাটায় হযরত ওমর (রা.)-এর অসন্তোষ

আতা ইবনে ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের বর্ণনা করেছেন, একজন লোক হারাম শরীফের সীমানায় গাছ কাটলো। হযরত ওমর (রা.) এ খবর পাওয়ার পর লোকটিকে ডেকে আনালেন। তারপর তাকে বললেন তুমি কি জানোনা মক্কায় হারাম শরীফের সীমানায় গাছ কাটা এবং শিকার করা বিশেষ পরিস্থিতিতেই শুধু বৈধ। এ ব্যাপারে সাধারণ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। লোকটি বলল, হে আমীরুল মোমেনীন বিশেষ বিপদে পড়ে আমি এ কাজ করেছি। আমার বাহন পশুটি ভীষণ দুর্বল হয়ে গেছে, গাছ কেটে আমি পশুটিকে পাতা খেতে দিয়েছি। যদি খেতে না দিতাম তবে হয়তো আমার পশুটি মারা যেতো। হযরত ওমর আটার বস্তা বোঝাই করা যাকাতের একটি উট লোকটাকে সাহায্য হিসেবে দেয়ার আদেশ দিলেন তারপর বললেন, ভবিষ্যতে কখনো হারাম শরীফে গাছ কাটবে না।

www.pathagar.com

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ওহুদ যুদ্ধে-অংশগ্রহণকারী এক ব্যক্তির পুত্রকে হযরত ওমর (রা.)-এর দান

বিখ্যাত দরবেশ ফোজায়েল ইবনে আয়াজ একদিন নিজেকে শাসন করতে গিয়ে বলেন, তোমাকে দিয়ে সংযম পালন হবে না। সংযম পালনের উদাহরণ রেখেছেন হযরত ওমর (রা.)। তিনি নিজে সাধারণ খাবার খেতেন কিন্তু অন্যদের ভালো খাবার খাওয়াতেন। নিজে মোটা পোশাক পরিধান করতেন কিন্তু অন্যদের মিহি নরম পোশাক দিতেন। একজন লোককে একবার তিনি প্রথমে চার হাজার দিরহাম ভাতা বরাদ্দ করলেন পরে আরো এক হাজার দিরহাম বাড়িয়ে দিলেন। একজন লোক তাঁকে বলল, হে আমীরুল মোমেনীন আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের ভাতার পরিমাণ কিছু বাড়িয়ে দিন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি যাকে বর্ধিত ভাতা দিয়েছি তার পিতা ওহুদ যুদ্ধের সময় ইবনে ওমরের পিতার চেয়ে অধিক বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল।

এক যুবকের হত্যাকারিনীকে অদ্ভুত কৌশলে সনাক্ত করলেন হযরত ওমর (রা.)

ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের এবং নাইম বর্ণনা করেছেন যে, একদিন প্রকাশ্য এক জায়গায় এক যুবকের মৃতদেহ পাওয়ার কথা হযরত ওমরকে জানানো হলো। যুবককে হত্যা করা হয়েছিল। বেশ কিছুদিন অনুসন্ধান এবং তদন্ত করেও হত্যাকারীকে চিহ্নিত করা সম্ভব হলো না। হযরত ওমর (রা.) ভীষণ মনোকষ্টে ভুগছিলেন। তিনি আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন, হে আল্লাহ আমাকে শক্তি দাও আমি যেন এই খুনের খুনীকে সনাক্ত করতে পারি।

প্রায় এক বছর পর নিহত যুবকের লাশ যেখানে ফেলে রাখা হয়েছিল সেখানে এক নবজাতক পাওয়া গেল। হযরত ওমরকে এখবর জানানোর পর তিনি বললেন, ইনশাল্লাহ এবার হত্যাকারীকে সনাক্ত করা সম্ভব হবে।

পরিত্যক্ত শিশুর লালন পালনের দায়িত্ব হযরত ওমর (রা.) একজন মহিলার উপর ন্যস্ত করলেন। সেই মহিলাকে বলা হলো তুমি নির্দিষ্ট পরিমাণে মাসিক ভাতা পাবে। শিশুটির লালন পালনের পাশাপাশি তুমি লক্ষ্য রাখবে কারা শিশুটিকে আদর করতে আসে এবং কারা কোলে নেয় এবং বেশি পরিমাণ আদর করে। এরপর আদর করা কোন মহিলা পেলে তার নামঠিকানা জেনে নিয়ে আমাকে জানাবে।

www.pathagar.com

কয়েক মাস পর সরকারি ধাত্রীর নিকট একটি মেয়ে এসে বলল, আমার মনিবানী বলেছেন, শিশুটিকে যেন তাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। ধাত্রী মাতা মেয়েটির সঙ্গে শিশুটিকে নিয়ে গেল। দেখা গেল মেয়েটি যাকে তার মনিব বলেছিল সেও এক যুবতী নারী। সেই যুবতী শিশুকে কোলে নিয়ে চুম্বন করলো এবং বুকে চেপে ধরলো।

এই যুবতী ছিল একজন বিশিষ্ট আনসার সাহাবীর কন্যা। হযরত ওমরকে সব তথ্য জানানোর পর তিনি তলোয়ার হাতে নিয়ে সেই মেয়ের বাড়িতে গেলেন। তারপর মেয়ের পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কি জানেন আপনার মেয়ে কি ঘটনা ঘটিয়েছে? আনসার সাহাবী বললেন, আমি যতটুকু জানি, আমার মেয়ে ইসলামী আমল মেনে চলে। সে নিয়মিত নামায আদায় করে রোযা পালন করে। আল্লাহর হক পুরোপুরি আদায় করে। আমার খেদমত করে।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, মেয়েটির সঙ্গে আমাকে কথা বলতে হবে। কথাবলার সময়ে অন্য কেউ থাকতে পারবে না। আমি তাকে কিছু সদুপদেশ দিতে চাই।

সাহাবী তার মেয়ের সঙ্গে হযরত ওমরের কথা বলার ব্যবস্থা করে দিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেলেন।

হযরত ওমর (রা.) মেয়েটির সামনে খোলা তলোয়ার রেখে বললেন, কি ঘটেছিল আমাকে সব খুলে বলো। কোন কিছু গোপন করবে না।

আনসার সাহাবীর যুবতী কন্যা বলল হে আমীরুল মোমেনীন আমি কসম করে বলছি সব কথা আপনার নিকট সত্য সত্য তুলে ধরবো। একজন বয়স্কা মহিলা আমাদের বাড়িতে আসা যাওয়া করতো। এটা একবছরেরও কিছু বেশী আগের ঘটনা। আমার মা নেই। সেই মহিলাকে আমি মা ডাকতাম। মহিলাও আমার সঙ্গে মায়ের মতোই ব্যবহার করতো। আমি তার প্রতি এতোটা অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলাম যেন সে আমার সত্যিকারের মা। কিছুকাল পর সেই মহিলা একদিন আমাকে বলল, দেখো মা, আমাকে এক জায়গায় সফরে যেতে হবে। আমার একটি মেয়ে আছে। বয়স তোমার বয়সের মতো। আমার অবর্তমানে তার থাকা খাওয়ার কষ্ট হবে। তাকে তোমার কাছে রেখে যেতে চাই। সফর থেকে ফিরে এসে তাকে নিয়ে যাবো। সে তোমার কাছে থাকবে। ঘরের কাজ কর্ম করে দেবে তোমাকে সঙ্গ দেবে। একথা বলে বৃদ্ধা মহিলা তার দাড়ি গোঁফবিহীন যুবক পুত্রকে মেয়েদের পোশাক পরিয়ে আমার কাছে রেখে গেল। যুবকটিও মেয়েলী ঢংএ কথা বলতো। মেয়েলি আচরণ করতো। আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহও জাগেনি।

www.pathagar.com

একরাতে আমি গভীর ঘুমে অচেতন ছিলাম। এসময় সেই যুবক আমার উপর পাশবিক হিংস্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমি যখন ঘুম থেকে জেগে গেলাম ততক্ষণে সে আমার যৌনাঙ্গে তার পুরুষাঙ্গ ঢুকিয়ে আমাকে ধর্ষণ করছিল। আমি দিশাহারা হয়ে গেলাম। ঘটনাক্রমে এদিক ওদিক হাত বাড়িয়ে একটি খঞ্জর পেয়ে গেলাম। রাগে ঘৃণায় সর্বশক্তিতে সেই খঞ্জর দিয়ে ধর্ষককে আঘাত করলাম। সেই আঘাতে তার মৃত্যু হলো। তারপর তার লাশ টেনে হেঁচড়ে রাস্তায় ফেলে দিয়ে এলাম। দুঃখের বিষয়, সেই যুবকের ধর্ষণে আমি গর্ভবতী হয়ে গেলাম। নয় মাস পর একটি জারজ সন্তান জন্ম দিলাম। পিতৃপরিচয়হীন শিশুকে সেই-জায়গায় রেখে এলাম যেখানে নিহত যুবকের লাশ ফেলে রেখেছিলাম। নিহত যুবক এবং তার ঔরসজাত শিশু পুত্রের এই হচ্ছে কাহিনী।

হযরত ওমর (রা.) বললেন তুমি সত্য কথা বলেছ। তারপর মেয়েটিকে কিছু উপদেশ দিলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। ঘরের বাইরে এসে আনসার সাহাবীকে হযরত ওমর (রা.) বললেন, আপনার মেয়েটি খুব ভালো। আমি তাকে কিছু উপদেশ দিয়েছি এবং তার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছি।

আনসার সাহবী বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন আল্লাহ আপনাকে জনগণের সেবার বিনিময়ে পুরস্কৃত করুন।

হযরত ওমর (রা.) বললেন সামর্থ থাকা সত্বেও যারা হজ্ব করে না তারা মুসলমান নয়

কাতাদা বলেন, হযরত ওমর (রা.) একদিন বলেছেন, আমার ইচ্ছা হয় সারা দেশে লোক পাঠিয়ে একটি জরিপ কাজ সম্পন্ন করি। প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে যারা সামর্থ থাকা সত্বেও হজ্ব পালন করে না তাদের তালিকা তৈরি করি। তারপর তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা দিয়ে তাদের উপর জিযিয়া আরোপের কথা জানিয়ে দিই। যারা সামর্থ থাকা সত্বেও হজ্ব পালন করে না তারা মুসলমান নয় তারা মুসলমান নয়।

না'তে রাসূল (স.) শুনে হযরত ওমর (রা.) কাঁদলেন

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, একরাতে মদীনায় লোকদের খবর জানার উদ্দেশ্যে আমরা কয়েকজন পায়চারি করছিলাম। হযরত ওমর (রা.)-এর সঙ্গে আমরা গিয়েছিলাম। একটি তাঁবুর বাইরে থেকে দেখলাম তাঁবুর ভেতর মিটিমিটি আলো জ্বলছে। আমীরুল মোমেনীন আমাদেরকে অপেক্ষা করতে বলে তাঁবুর কাছাকাছি গেলেন। তিনি শুনতে পেলেন তাবুর ভেতর এক বৃদ্ধা আবেগরুদ্ধভাবে না'তে রাসূল (স.) আবৃত্তি করছেন। মহিলা বলছিলেন,

www.pathagar.com

মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি পুণ্যশীলদের দরুদ ও সালাম। বিভিন্ন সময়ে নির্বাচিত লোকেরাই মোহাম্মদের প্রশাংসা করেছে। হে মোহাম্মদ আপনি রাত্রিকালে এবাদত করতেন ভোর বেলায় আল্লাহর দরবারে কান্না কাতর কণ্ঠে মোনাজাত করতেন। কবে আসবে সেই সময় যখন আমি আমার প্রিয়তমের সান্নিধ্য লাভ করবো।

এই না'তে রাসূল (স.) শুনে হযরত ওমর (রা.) কেঁদে ফেললেন। তারপর তিনি তাঁবুর সামনে গিয়ে তিনবার উচ্চারণ করলেন আসসালামু আলায়কুম। তৃতীয়বার সালাম জানানোর পর তাঁকে তাঁবুর ভেতরে ডাকা হলো। তিনি তাঁবুতে প্রবেশ করার পর বৃদ্ধাকে বললেন আপনি যে না'তে রাসূল (স.) আবৃত্তি করছিলেন আমাকে সেসব আবার একটু শোনান। মহিলা শোনালেন। হযরত ওমর (রা.) কাঁদতে লাগলেন। তিনি মহিলাকে বললেন ওমরকে ভুলে যাবেন না। মহিলা বললেন, হে আল্লাহ ওমরকে ক্ষমা করে দিন। আপনি বড়ই ক্ষমাশীল এবং দয়াময়।

হযরত ওমর (রা.)-এর একটি অসাধারণ উক্তি

হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, আমার মন যখন আল্লাহর কথা স্মরণ করে নরম হয়ে যায় তখন তা থাকে সমুদ্রের পানির ফেনার চেয়ে নরম। আবার যখন আল্লাহর জন্য আমার মন শক্ত হয় তখন তা হয় পাথরের চেয়ে শক্ত।

দুই দল মানুষ যখন পরস্পরের বিরুদ্ধে কোন মামলা নিয়ে হযরত ওমরের নিকট সুবিচারের আশায় আসতো তখন তিনি ভীষণ চিন্তিত হয়ে বলতেন, হে আল্লাহ ওরা দুইদলই আমার নিকট সুবিচারের আশায় এসেছে। তুমি আমাকে শক্তি দাও আমি যেন সুবিচার করতে পারি।

গবর্নরদের এক সম্মেলনে হযরত ওমর (রা.)-এর ভাষণ

গবর্নরদের এক সম্মেলনে একবার হযরত ওমর (রা.) বলেন, রাসূল (স.) যতোদিন আমাদের মধ্যে জীবিত ছিলেন ততোদিন তিনি আমাদের প্রত্যেকের সঠিক অবস্থা জানতেন। এর কারণও ছিল। তাঁর উপর ওহী নাযিল হতো। ফলে সকলের গোপনীয়তাও তাঁর নিকট প্রকাশ পেতো। কিন্তু এখন সেই অবস্থা নেই। ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেছে। মানুষের কথা শুনে সেই কথার ভিত্তিতে মতামত দিতে হয়। মানুষের গোপনীয়তা একমাত্র আল্লাহ জানেন। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, কোরআন পাঠের উদ্দেশ্য হচ্ছে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। মানুষের প্রশংসা পাওয়া নয়। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি কিছু মানুষ মানুষের প্রশাংসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে কোরআন পাঠ করে। আমি সবার উদ্দেশ্য বলতে চাই একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার আশায় আপনারা কোরআন পাঠ করবেন।

www.pathagar.com

গবর্নরগণ আপনারা মনে রাখবেন আপনাদেরকে মদীনা থেকে দূর দূরান্তে এই উদ্দেশ্যে পাঠানো হচ্ছে না যে আপনারা মানুষের চেহারার সজীবতা এবং মুখের হাসি কেড়ে নেবেন। মানুষদের তাদের প্রাপ্ত অধিকার প্রাপ্য ধনসম্পদ থেকে বঞ্চিত করবেন। আপনারা মানুষকে আল্লাহর দ্বীন এবং রাসূল (স.)-এর সুন্নাহ শিক্ষা দেবেন। মানুষের চিন্তায় এবং কর্মে পরিশুদ্ধি আনবেন। এসব উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে যদি কোন গবর্নর কাজ করেন তাহলে জনগণ সেই গবর্নরের বিরদ্ধে অথবা অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আমার নিকট অভিযোগ করতে পারবে। তারপর অভিযোগের ভিত্তিতে আমি অভিযুক্তের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করবো।

হযরত ওমর (রা.)-এর বক্তৃতার এই পর্যায়ে গবর্ণর আমর ইবনুল আস উঠে দাঁড়ালেন। তিনি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন সাধারণ মানুষকে আদব কায়দা শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজনে যদি শাস্তি দেয়া হয় পরে তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে আপনি যদি আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন সেটা কি বাড়াবাড়ি হবে না?

হযরত ওমর (রা.) বললেন, না বাড়াবাড়ি হবে না। কারণ আমি দেখেছি রাসূল (সা) ন্যায় নীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিজেকেও কিসাসের উদ্দেশ্যে অন্যের কাছে সোপর্দ করেছেন। আপনাদের এই অধিকার দেয়া হয়নি যে, আপনারা মানুষকে প্রহার করবেন তাদের অপমানিত করবেন। মানুষকে তাদের ন্যায্য অধিকার দিতে হবে কাউকে তার ন্যায্য মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এরকম না করা হলে মুসলমানরা কুফুরীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবে। আপনারা মানুষকে এমন দুরবস্থার দিকে ঠেলে দেবেন না যাতে তারা ধ্বংস হয়ে যায়।

হযরত ওমর (রা.)-এর সুবিচারের একটি বিস্ময়কর ঘটনা

জরির ইবনে বাজালি বর্ণনা করেছেন আবু মুসা আশয়ারী ছিলেন মিসরের গবর্নর। তার শাসনামলে মিসরের একটি এলাকায় সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। অভিযানের নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তি ছিল ভীষণ সাহসী এবং বজ্রকণ্ঠের অধিকারী। এই লোকটি তার নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে বেশ কিছু গনিমতের মাল লাভ করেছিল। অভিযান শেষ হওয়ার পর প্রাপ্ত গনিমতের মালের কিছু অংশ আবু মুসা আশয়ারী তাকে দেন। কিন্তু সে প্রদত্ত সামান্য গনিমতের মাল গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। সে গনিমতের মাল পুরোটা দাবী করে। সে বলে যে, আপনি সব আমাকে দিন, আমি আমার সঙ্গীদের মধ্যে বণ্টন করে দেব। গবর্নর তার এ আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন এবং তার নির্দেশ অমান্য করার শাস্তিস্বরূপ লোকটির মাথা কামিয়ে দেবার আদেশ দিলেন। লোকটি গবর্নরের

www.pathagar.com

মাথা কামিয়ে দেবার আদেশের বিরুদ্ধে কোন কথা বলল না বরং নীরবে মেনে নিল। আরব দেশে মাথা ন্যাড়া করার শাস্তি অত্যন্ত অবমাননাকর মনে করা হয়।

মাথার চুল কামানোর পর লোকটি তার মাথার সব চুল একত্রে বেঁধে মদীনায় হযরত ওমর (রা.)-এর সামনে উপস্থিত হলো। হযরত ওমরের বুক লক্ষ্য করে সেই চুল ছুঁড়ে দিয়ে বলল, খোদার কসম যদি–

হযরত ওমর (রা.) রাগ করলেন না। বললেন, লোকটিকে ভয়ানক উত্তেজিত মনে হচ্ছে। লোকটিকে বললেন, বলো কে তোমার উপর জুলুম করেছে। লোকটি খলিফার নিকট সব কথা আদ্যোপান্ত খুলে বলল। হযরত ওমর (রা.) লোকটির সাহসিকতা, দৃঢ়তা এবং রাশভারী কণ্ঠের প্রশংসা করলেন। বললেন, সব মানুষের মধ্যে যদি ওর মতো সাহস এবং দৃঢ়তা থাকতো আমি খুশী হতাম।

তারপর হযরত ওমর (রা.) কাতেবকে ডেকে আবু মুসা আশয়ারীর নামে একখানি চিঠি লেখালেন। চিঠিতে লেখা হলো ঃ সালামুন আলায়কুম। আশা করি কুশলে আছো। তোমার নামে অমুক ব্যক্তি একটি অভিযোগ পেশ করেছে। অভিযোগ সত্য হয়ে থাকলে আমার আদেশ হচ্ছে, যদি জনসমক্ষে তুমি তার মাথা কামানোর ব্যবস্থা করে থাকো তবে সেও জনসমক্ষে তোমার মাথার চুল কামিয়ে দেবে। যদি নিভৃতে তার মাথার চুল কামানো হয়ে থাকে তবে সেও নিভৃতে তোমার মাথার চুল কামিয়ে দেবে। মোটকথা, মাথার চুল কামানোর জন্য তুমি নিজেকে তার সামনে উপস্থাপন করবে। তোমার নিকট থেকে কিসাস আদায় করতেই হবে।

কিসাসের সময় উপস্থিত হলে লোকেরা অভিযোগকারী মিসরীয়কে বলল, ভাই তুমি গবর্নরকে ক্ষমা করে দাও। লোকটি কসম করে বলল, খোদার কসম আমি তাকে ক্ষমা করব না।

তারপর মিসরের দোর্দণ্ড প্রতাপ গবর্নর রাসূল (স.)-এর বিশিষ্ট সাহাবা আবু মুসা আশয়ারী (রা.) নিজেকে লোকটির সামনে উপস্থাপন করলেন। মাথা কামানোর জন্য লোকটির সামনে বসলেন। এ দৃশ্য দেখে লোকটি আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে বলল, হে আল্লাহ। আমি গভর্নরকে ক্ষমা করে দিলাম।

হযরত ওমর (রা.)-এর সুবিচারের আরো একটি বিস্ময়কর ঘটনা

ওমর ইবনে সাবিহ আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রা.)-এর সুবিচারের অন্য একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গবর্নর আমর ইবনুল আস (রা.) তাজিব গোত্রের একজন লোককে মোনাফেক বলেছিলেন। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলল, আমার মধ্যে মোনাফেক হওয়ার মতো

www.pathagar.com

কোন বৈশিষ্ট্য নেই। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমি ঈমান বজায় রেখেছি। শুনুন, আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট এই অপবাদের বিচার না চাওয়া পর্যন্ত আমি গোসল করব না এবং মাথায় তেল ব্যবহার করব না।

মদীনায় হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে লোকটি বলল, হে আমীরুল মোমেনীন, আপনার মনোনীত গবর্নর আমাকে মোনাফেক বলেছেন। আল্লাহ সাক্ষী, ইসলাম গ্রহণ করার পর আমি কখনো মোনাফেক হওয়ার মতো কোন কাজ করিনি।

হযরত ওমর (রা.) আমর ইবনুল আসএর উপর অসন্তুষ্ট হলে তাকে আছি ইবনে আছি বলে সম্বোধন করতেন। অর্থাৎ হে পাপীর পুত্র পাপী। এ ক্ষেত্রেও তাই করলেন। তিনি আমরকে লিখলেন, হে আছি ইবনে আছি, তাজিব গোত্রের একজন লোক তোমার বিরুদ্ধে আমার নিকট অভিযোগ করেছে। তুমি তাকে মোনাফেক বলেছ। যদি সাক্ষ্য প্রমাণে এই অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয় তবে আমি আদেশ দিচ্ছি সে তোমাকে চল্লিশ অথবা সত্তরবার চাবুকের আঘাত করবে।

যাদের সামনে তাজিবিকে মোনাফেক বলা হয়েছিল তারা সবাই আমর ইবনুল আস এর বিরদ্ধে সাক্ষী দিল। গবর্নরের পক্ষের লোকেরা লোকদেরকে বলল, হে তাজিবি তুমি গবর্নরকে মারবে? লোকটি বলল হাঁ। লোকটিকে নগদ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেয়ার প্রস্তাব করা হলো। কিন্তু সে রাজি হলো না। সে বলল, আমাকে ঘরভর্তি টাকা পয়সা দেয়া হলেও আমি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করব না। কারণ গবর্নরকে প্রহার করা হলে হযরত ওমর (রা.)-এর আদেশ পালন করা হবে। আমর ইবনুল আস (রা.) বললেন, ওকে তোমরা অনুরোধ করবে না। তাকে ছেড়ে দাও, সে প্রতিশোধ গ্রহণ করুক। লোকটির হাতে একটি চাবুক দিয়ে গবর্নর আমর ইবনুল আস তার সামনে বসলেন। লোকটি এসময় আমরকে জিজ্ঞাসা করলো বলুন, আপনার ক্ষমতা কি আপনাকে আমার শাস্তি দান থেকে রক্ষা করতে পারবে? আমর ইবনুল আস বললেন, না পারবে না। তুমি আমীরুল মোমেনীনের যে আদেশ পেয়েছ সেই আদেশ পালন করতে পারো। গবর্নরের কথা শুনে লোকটির মন মোমের মতো গলে গেল। সে বলল, যান, আপনাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম।

উটের প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর মমত্ববোধ

মালেক ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, হযরত উমর (রা.) তার উটের পেটে হাত বুলাতে বুলাতে বলতেন, আমি নিশ্চিত আমাকে তোমার সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করা হবে।

www.pathagar.com

মোসাইয়েব ইবনে দারেম বলেন, একবার আমি দেখলাম, ওমর ইবনে খাত্তাব একটি উটের মালিককে প্রহার করছিলেন আর বলছিলেন, তুমি এই উটের পিঠে এতো ভারি বোঝা কেন চাপিয়েছ? দেখতে পাচ্ছো না উটটির কতোটা কষ্ট হচ্ছে?

দেরিতে ইসলাম গ্রহণকারী দুইজন সাহাবীকে হযরত ওমর (রা.)- দূরে সরিয়ে দিলেন

হারেছ ইবনে হিশাম এবং সোহায়েল ইবনে আমর দুজনেই ছিলেন সাহাবী। একদিন তারা হযরত ওমর (রা.)-এর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তারা খলিফার দুই পাশে দুইজন বসলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রথম যুগের মুহাজির এবং আনসারগণ পর্যায়ক্রমে আসতে লাগলেন। তাঁদের খলিফার কাছাকাছি বসার ব্যবস্থা করার জন্য খলিফার আদেশে হারেছ এবং সোহায়েলকে দূরে সরে যেতে হলো। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তারা দুইজন মজলিসের শেষ প্রান্তে জায়গা পেয়েছেন। বাইরে বের হওয়ার সময় হারেছ ইবনে হিশাম সোহায়েলকে বললেন, খলিফার ব্যবহার দেখেছ? সোহায়েল বললেন, আক্ষেপ করে লাভ নেই। আক্ষেপ যদি করতে হয় নিজের উপর করো। ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করতে আমরা দেরি করেছিলাম।

উক্ত দুই সাহাবী মনে শান্তি পাচ্ছিলেন না। সেদিনই তারা হযরত ওমর (রা.)-এর সঙ্গে দেখা করে জানতে চাইলেন তাঁর আরো বেশি নৈকট্য পাওয়ার উপায় কি? হযরত ওমর (রা.) মুখে কোন কথা বললেন না, রোমের সীমান্তের প্রতি ইশারা করলেন। খলিফার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে হারেছ এবং সোহায়েল উভয়ে সিরিয়ায় গেলেন এবং জেহাদে অংশগ্রহণ করলেন। সেই জেহাদে তারা দুজনেই শাহাদাত বরণ করেছিলেন।

পিপাসায় কাতর একজন লোককে পানি না দেয়ায় হযরত ওমর (রা.)-এর শাস্তি বিধান

হযরত হাসান (রা.) বলেন, প্রচণ্ড পিপাসায় কাতর একজন লোক কয়েকজন লোকের নিকট পানি চাইল। তাদের নিকট পানি ছিল কিন্তু তারা পিপাসিত লোকটিকে পানি পান করতে দেয়নি। ফলে পিপাসিত লোকটির মৃত্যু ঘটে। হযরত ওমর (রা.) এ ঘটনা শোনার পর যারা পানি দেয়নি তাদেরকে মৃত ব্যক্তির হত্যাকারী ঘোষণা করলেন এবং শাস্তি স্বরূপ তাদের নিকট থেকে মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ আদায় করে মৃত ব্যক্তি পরিবারকে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন।

www.pathagar.com

আবু সুফিয়ানকে পানির গতিপথ পরিবর্তনে বাধ্য করলেন হযরত ওমর (রা.)

কোরায়েশ নেতা আবু সুফিয়ান মক্কায় একটি ঘর তৈরি করেছিলেন। সেই ঘর তৈরির পর পাহাড় থেকে নেমে আসা পানি পাথর ঢাকা দিয়ে এমনভাবে বিপরীত মুখী করে দিলেন যে পাহাড়ী পানির তোড়ে বেশ কিছু লোকের বাড়িঘর ভেসে যাওয়ার উপক্রম হলো। হযরত ওমর (রা.) এ খবর জানার পর আবু সুফিয়ানকে পাথর সরিয়ে পানির গতিপথ পরিবর্তনের জন্য বাধ্য করলেন। তারপর কেবলামুখী হয়ে হযরত ওমর (রা.) আল্লাহর শোকর আদায় করলেন যে, হে আল্লাহ ইসলামের কারণে আপনি আমাকে আবু সুফিয়ানের উপর বিজয়ী করেছেন।

একটি বেফাঁস কথার কারণে দামেশকের কাজীকে বরখাস্ত করলেন হযরত ওমর (রা.)

দামেশকের কাজীকে একবার ডেকে হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কিভাবে বিচার ফয়সালা করো? কাজী বললেন, আমি আল্লাহর কিতাবকে মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করি। হযরত ওমর (রা.) জানতে চাইলেন যদি কোরআনে নির্দেশ পাওয়া না যায় তখন কি করো? কাজী বললেন, তখন রাসূল (স.)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করি। হযরত ওমর (রা.) জানতে চাইলেন, যদি সুন্নাহর মধ্যেও সমাধান না পাও তখন কি করো? কাজী বললেন, তখন আমি ইজতিহাদ করি এবং ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করি।

হযরত ওমর (রা.) কাজীর কথায় খুশী হলেন এবং সকল কাজীকে এই নির্দেশনামা পাঠালেন যে, বিচারকালে আসনে বসার সময়ে তোমরা আল্লাহর নিকট দোয়া করবে তিনি যেন সুবিচারের তওফিক দান করেন।

এই কথোপকথনের পর কাজী বিদায় নিয়ে গেলেন। কিন্তু একটু পর ফিরে এসে বলেন, হে আমীরুল মোমেনীন, আমি দেখলাম সূর্য এবং চাঁদের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে এবং উভয়ের সঙ্গে নক্ষত্ররাজিও রয়েছে। হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কোন পক্ষ অবলম্বন করেছ? কাজী বললেন, আমি চাঁদের পক্ষ অবলম্বন করেছি। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহ বলেছেন, আমি রাত এবং দিনকে আমার দু'টি নিদর্শন করেছি। তারপর রাতের নিদর্শন মুছে দিয়ে দিনের নিদর্শন প্রকাশ করেছি। তুমি যাও তোমাকে আমি দামেশকের কাজীর পদ থেকে বরখাস্ত করলাম।

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে গবর্নর নিয়োগের প্রস্তাব হযরত ওমর (রা.) প্রত্যাখ্যান করলেন

হযরত ওমর (রা.) একদিন বললেন, কুফার লোকদের নিয়ে আমি আর পারিনা। কোমল হৃদয়ের কাউ কে গবর্নর নিযুক্ত করে পাঠালে তারা গবর্নরের সঙ্গে গোস্তাখি করে। কঠোর স্বভাবের কাউকে গবর্নর নিযুক্ত করে পাঠালে তারা সেই গবর্নরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে থাকে।

সেখানে উপস্থিত একজন বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন, একজন শক্তিশালী, বিশ্বাসী, আমানতদার ব্যক্তির নাম আমরা প্রস্তাব করছি। তাকে গবর্নর নিযুক্ত করা হলে আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারবেন। হযরত ওমর (রা.) জানতে চাইলেন সেই ব্যক্তিটি কে? প্রস্তাবক বললেন, তার নাম আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)।

হযরত ওমর (রা.) সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে বললেন, আস্তাগফেরুল্লাহ। আমার দ্বারা একাজ কখনো সম্ভব হবে না। আমিতো আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে চাই।

হযরত ওমর (রা.) একদিন বললেন, জনগণের স্বার্থরক্ষায় যদি একজন গবর্নরকে সরিয়ে অন্য একজনকে গবর্নর নিযুক্ত করতে হয় তবে আমি মোটেই দ্বিধাবোধ করব না।

সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসকে একদিন হযরত ওমর (রা.) লিখে জানালেন যে, সামরিক কার্যক্রমের ব্যাপারে তালহা আছাদি এবং মাআদি কারবের সঙ্গে পরামর্শ করা যেতে পারে। ওরা সামরিক বিষয়ে অভিজ্ঞ। তবে তাদেরকে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কোন পদে নিযুক্ত করা যাবে না।

ওমরের জন্য জাহান্নাম, একথা শুনেও হযরত ওমর (রা.) রাগ করলেন না বরং অভিযুক্তকে শাস্তি দিলেন

হযরত ওমর (রা.) একদিন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে জরুরি আলোচনা করছিলেন। এমন সময় তাকে শুনিয়ে একজন লোক বলল, হে ওমর আপনার জন্য জাহান্নাম রয়েছে। উপস্থিত লোকদের একজন বললেন, আদেশ করুন হে আমীরুল মোমেনীন, আমরা ঐ বেআদবের শিরচ্ছেদ করি। হযরত ওমর (রা.) সেই লোকটিকে ডেকে আনালেন। তাকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বলো কি তোমার অভিযোগ, ওরকম কথা কেন বলেছ? লোকটি ক্ষোভের সঙ্গে বলল, আপনি গবর্নর নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন কিছু শর্তারোপ করেন কিন্তু সেসব শর্ত পালিত হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে খবর নেন না।

www.pathagar.com

হযরত ওমর (রা.) গবর্নরদের কর্মক্ষেত্রে পাঠানোর সময় তাদের নিকট থেকে এমর্মে অঙ্গিকার নেন যে, তারা তুর্কী ঘোড়ায় আরোহণ করবেনা, নরম নাজুক ঝলমলে পোশাক পরিধান করবে না।, সুস্বাদু খাবার খাবে না, সাধারণ মানুষের জন্য কখনো ঘরের দরোজা বন্ধ করবে না।

মিসর থেকে পাওয়া অভিযোগের কারণে হযরত ওমর (রা.) অভিযোগ তদন্তের জন্য দুইজন লোক পাঠালেন। তাদের বলে দিলেন যে, অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে গবর্নরকে আমার কাছে নিয়ে আসবে।

খলিফার দুই দূত মিসরে গেলেন। তারা গভর্নরকে বাইরে আসার জন্য খবর দিলেন। গভর্নর জানালেন যে তিনি বাইরে আসবেন না। দুই দূতের একজন আগুনের মশাল জ্বালিয়ে বললেন, যদি বাইরে না আসেন তবে আপনার ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে। এ খবর পেয়ে গভর্নর বাইরে বের হলেন। খলিফার দুই দূত বললেন, আপনি মদীনায় চলুন, আমীরুল মোমেনীনের নিকট আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ পৌঁছেছে। গভর্নর সফরের জন্য কিছু জিনিস সঙ্গে নিতে চাইলেন তাকে সেই সুযোগ দেয়া হলো না। গভর্নরকে মদীনায় নিয়ে যাওয়া হলো।

হযরত ওমর (রা.)-এর সামনে নেয়ার পর গভর্নর সালাম দিলেন। হযরত ওমর (রা.) জানতে চাইলেন তুমি কে হে? গভর্নর বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন আমি মিসরে নিযুক্ত গভর্নর। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি তোমাকে কিছু শর্ত দিয়ে গভর্নরের দায়িত্ব দিয়েছিলাম তুমি সেসব শর্ত লংঘন করেছ। তুমি আমার আদেশ অমান্য করেছ। আমি তোমাকে কঠিন শাস্তি দেব।

হযরত ওমর (রা.) মোটা এক প্রস্ত পোশাক আনালেন। একটি লাঠি এবং তিনশত বকরির পাল ব্যবস্থা করার আদেশ দিলেন। তারপর গভর্নরকে বললেন, তোমার বাবাকে আমি দেখেছি। তোমার জন্য যে পোশাক আনা হয়েছে তোমার বাবার পোশাক এর চেয়ে উন্নত মানের ছিল না। তোমাকে যে লাঠি দেয়া হচ্ছে এই লাঠিও তোমার বাবার ব্যবহার করা লাঠির চেয়ে উন্নত মানের। যাকাতের তিনশত বকরি চরানোর দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হচ্ছে। এসব বকরি নিয়ে তুমি অমুক চারণভূমিতে যাও। মনে রাখবে বকরির দুধ যেন নষ্ট না হয়। যাকাতের এসব বকরির দুধ বা গোশত ওমরের পরিবারের কেউ খায়নি। আমি যা যা বললাম তুমি বুঝতে পেরেছ? হযরত ওমর একথাটি তিনবার জিজ্ঞাসা করলেন। তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করার পর গভর্নর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে শুয়ে পড়লেন। তারপর বললেন, আপনি ইচ্ছে করলে আমার শিরচ্ছেদ করতে পারেন। যেসব কাজের কথা বললেন এসব কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

হযরত ওমর (রা.) বললেন, ঠিক আছে, যদি তোমাকে আগের কর্মস্থলে পাঠানো হয় তখন তোমার কর্মপদ্ধতি কি হবে? গভর্নর বললেন, আমি কথা দিচ্ছি, আপনার পছন্দ নয় এরকম কোন কাজ আমি করব না।

নবনিযুক্ত গভর্নরের নিয়োগপত্র কেড়ে নিলেন হযরত ওমর (রা.)

একবার হযরত ওমর (রা.) একজন লোককে গভর্নর মনোনীত করে নিয়োগপত্র তার হাতে দিলেন। এমন সময় হযরত ওমর (রা.) পরিবারের একটি শিশু তাঁর কাছে এলো তিনি তাকে কোলে তুলে নিলেন। নবনিযুক্ত গভর্নর বললেন, আমি আজ পর্যন্ত কোন শিশুকে কোলে নিইনি। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহ যদি তোমার মন থেকে দয়ামায়া স্নেহমমতা উঠিয়ে নিয়ে থাকেন এতে আমার তো কিছু করার নেই। মনে রেখো আল্লাহ ওদের উপরেই দয়া করেন যারা তার বান্দাদের উপর দয়া করে।

একথা বলে হযরত ওমর (রা.) নবনিযুক্ত গভর্নরের হাত থেকে নিয়োগপত্র কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন এবং তাকে বের করে দিলেন।

বনু আসাদ গোত্রের একজন লোক শিশুদের আদর করতে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছিল। একারণে হযরত ওমর (রা.) লোকটিকে একটি সরকারি কাজের দায়িত্ব দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করলেন।

হযরত ওমর (রা.) কাউকে গভর্নর নিযুক্ত করার সময়ে তার বাড়িঘর অর্থসম্পদের পরিমাণ বিস্তারিত লিখে রেখে ব্যক্তিগত ফাইলে সংরক্ষণ করতেন।

জাবিয়া নামক স্থানে হযরত ওমর (রা.)-এর সফর

আবুল আলিয়া শামী বর্ণনা করেছেন, হযরত ওমর একবার সরকারি কাজে জাবিয়া নামক স্থানে সফরে গিয়েছিলেন। উটের খরখরে পিঠের উপর দুইদিকে পা ছড়িয়ে তিনি বসেছিলেন। তার গায়ে ছিল একটি ছেঁড়া জামা মাথার উপরে ছিল পাগড়ির মতো রাখা একখানি চাদর। উট থেকে নেমে সেই চাদর বিছিয়ে তিনি বসলেন। তাঁর মাথার কেশ শূন্য জায়গা রোদে চকচক করছিল। জাবিয়া যাওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) গ্রামের সর্দারকে খবর দিলেন। সর্দার আসার পর বললেন, আমার এই জামাটি ধোয়ার ব্যবস্থা করুন। জামা শুকানো পর্যন্ত আমাকে একটি জামা ধার এনে নিন। ধোয়ার আগে জামার ছেঁড়া জায়গায় তালির ব্যবস্থা করতে হবে। জাবিয়ার রঈসের নাম ছিল জালুমাস। জালুমাস আমিরুল মোমেনীনের দীনহীন অবস্থা দেখে বলল, উটের পিঠে আরোহণ করা আপনার জন্য শোভনীয় মনে হয় না। আপনি বললে আমরা আপনার জন্য দামী পোশাকের ব্যবস্থা করতে পারি। কিন্তু হযরত ওমর (রা.) কিছুতেই তাঁর বাহন এবং পোশাক পরিবর্তন করতে রাজি হলেন না।

www.pathagar.com

সেনাপতি আবু ওবায়দার ঘরের সাজসরজাম দেখে হযরত ওমরের বিস্ময়

সিরিয়া সফরের সময় হযরত ওমর (রা.) সেনাপতি আবু ওবায়দার সঙ্গে তার বাসস্থানে গেলেন। হযরত ওমর (রা.) লক্ষ্য করলেন আবু ওবায়দার ঘরে তলোয়ার, বর্ম এবং সওয়ার হওয়ার উট ব্যতীত অন্য কোন জিনিস নেই। হযরত ওমর (রা.) এ দৃশ্য দেখে বিস্মিত হলেন। তিনি আবু ওবায়দাকে বললেন, আপনার ঘরে নিত্য ব্যবহার্য আরো কিছু জিনিস থাকা দরকার ছিল। হযরত আবু ওবায়দা (রা.) বললেন, যা আছে আমার জন্য এসবই যথেষ্ট।

সিরিয়া পৌঁছার পর হযরত ওমর (রা.)-কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অপেক্ষা করছিলেন। হযরত ওমর (রা.) অপেক্ষমান লোকদের মধ্যে সেনাপতি আবু ওবায়দাকে দেখতে পেলেন না। তিনি জানতে চাইলেন, আমার ভাই কোথায়? কে তাঁর ভাই একথা উপস্থিত লোকেরা তখনো বুঝতে পারেননি। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি আবু ওবায়দার কথা জানতে চাই। কিছুক্ষণ পর একটি উটের পিঠে আরোহণ করে আবু ওবায়দা (রা.) এসে উপস্থিত হলেন। হযরত ওমর (রা.) আবু ওবায়দা (রা.)-এর কুশল জানতে চাইলেন। তারপর উপস্থিত লোকদের বিদায় করে দিয়ে আবু ওবায়দার সঙ্গে তার ঘরে গেলেন।

পুত্রের উট বিক্রির মুনাফার টাকা বায়তুল মালে জমা দিলেন হযরত ওমর (রা.)

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, একবার আমি একটি উট কিনে অন্যান্য উটের সঙ্গে উটটিকে সরকারি চারণভূমিতে ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিছুদিন পর উটটি বিক্রি করার জন্য মদীনায় নিয়ে গেলাম। ঘটনাক্রমে আমার পিতা হযরত ওমরও সেদিন বাজারে এলেন। আমার উটটি বেশ মোটাতাজা হয়ে উঠেছিল। আমীরুল মোমেনীন আমার উটটি দেখে ব্যঙ্গ করে বললেন, চমৎকার চমৎকার। মোটাতাজা হবে না কেন? এই উটতো আমীরুল মোমেনীনের পুত্রের মালিকানাধীন।

আমি এগিয়ে যেয়ে বললাম, অন্যদের উটের সঙ্গে আমার উটও আমি সরকারি চারণভূমিতে ছেড়ে দিয়েছিলাম। হযরত ওমর (রা.) বললেন নিশ্চয়ই আমীরুল মোমেনীনের পুত্রের উট হওয়ার কারণে চারণভূমিতে এই উটের অধিক যত্ন নেয়া হয়েছে।

তারপর উট বিক্রি করা হলো। হযরত ওমর (রা.) উট যে টাকায় কেনা হয়েছিল সেই টাকা নিজে নিয়ে গেলেন এবং মুনাফার সমুদয় টাকা বায়তুল মালে জমা করে দিলেন।

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের গনিমতের মাল বিক্রির টাকা বায়তুল মালে জমা করলেন হযরত ওমর (রা.)

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, জালুলা নামক জায়গায় এক সামরিক অভিযানে অন্যদের সঙ্গে আমি অংশ গ্রহণ করেছিলাম। অভিযান শেষে আমার অংশে আমি গনিমতের যেসব জিনিস পেয়েছিলাম যেসব আমি বিক্রি করে দিয়েছিলাম। এতে আমি চল্লিশ হাজার দিরহাম পেয়েছিলাম। মদীনায় আসার পর সব টাকা আব্বার সামনে দিলাম। তিনি জানতে চাইলেন, কিসের টাকা? আমি বললাম, আমার ভাগে পাওয়া গনিমতের জিনিস আমি বিক্রি করে দিয়েছিলাম। সেই সব জিনিস বিক্রি করে এই টাকা পেয়েছি।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, আবদুল্লাহ এই টাকা যদি তোমাকে দোযখের আগুনের দিকে নিয়ে যায়–তাহলে তোমাকে এই টাকার ফিদিয়া দিতে হবে।

আবদুল্লাহ বললেন, আমার নিকট যা কিছু আছে সবকিছু আমি ফিদিয়া দিতে প্রস্তুত। অর্থাৎ আমি বোঝাতে চাইলাম যে, আমার এই টাকা সন্দেহযুক্ত নয়।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমার ধারনা, তোমার এতো টাকা পাওয়ার কারণ হচ্ছে লোকেরা মনে করেছে তুমি রাসূল (স.)-এর সঙ্গে উঠাবসা করা সাহাবী, তুমি আমীরুল মোমেনীনের পুত্র এবং তার বংশের সবচেয়ে সম্মানিত সদস্য। একারণে তোমাকে বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়েছে। আমি মনে করি তোমাকে যেটুকু বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়েছে তোমার নিকট থেকে তার চেয়ে বেশী আদায় করা দরকার। তারপর সব টাকা আমার নিকট থেকে নিয়ে হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি তোমাকে এই টাকার মুনাফায় চেয়ে অনেক বেশি মুনাফা পাওয়ার ব্যবস্থা করছি। একথা বলে পুরো চল্লিশ হাজার দিরহাম হযরত ওমর (রা.) বায়তুল মালে জমা করে দিলেন।

পুত্র আবদুল্লাহকে জেহাদে যাওয়ার অনুমতি দিলেন না হযরত ওমর (রা.)

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, একবার আমি আব্বার নিকট জেহাদে যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইলাম। তিনি বললেন, আবদুল্লাহ্ আমি আশঙ্কা করছি যে, তুমি শরীয়তের সীমা লংঘন করবে। আমি বললাম, আস্তাগফেরুল্লাহ এটা আপনি কি বলছেন? আমার সম্পর্কে এই বুঝি আপনার ধারণা?

হযরত ওমর (রা.) বললেন, হাঁ আমি যা ধারণা করছি তাই হবে। জেহাদে তুমি শত্রুদের মোকাবিলা করবে। এক সময় জেহাদ শেষ হবে। মুসলমানরা জয়লাভ করবে। যুদ্ধবন্দী আসবে। গনিমতের মাল জমা করা হবে। তারপর

www.pathagar.com

ধরো গনিমত হিসেবে পাওয়া কোন সুন্দরী মেয়ে বিক্রির জন্য হাজির করা হবে। তুমি তাকে কিনে নেবে। সবাই মনে করবে যে আবদুল্লাহ যেহেতু আমীরুল মোমেনীনের পুত্র তার এরকম করার অধিকার আছে। গণিমতের মাল বণ্টনের ক্ষেত্রে কোরআনের নির্দেশ 'অলিল্লাহে অ-লির রাসূল অলেজিল কোরবা অলইয়াতামা অল মাছাকিন অবনাছছাবিল' উপেক্ষিত হবে। বরং আমীরুল মোমেনীনের সন্তানকে মাপকাঠি নির্ধারণ করা হবে। এমতাবস্থায় সুন্দরী কোন নারী তোমার নিয়ন্ত্রণে থাকার মানে হচ্ছে শরীয়তের সীমালংঘন করা। কাজেই এ প্রসঙ্গের এখানেই ইতি টানো।

হযরত ওমর (রা.)-এর পরিহিত পোশাকে ছিল চৌদ্দটি তালি

হযরত হাসান (রা.) বলেন, খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর হযরত ওমর (রা.) একদিন ভাষণ দিচ্ছিলেন। এসময় তাঁর পরিহিত পোশাকে ছিল বারটি তালি। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি তাকিয়ে দেখেছি হযরত ওমরের জামার হাতার অংশেই চারটি তালি দেখা যাচ্ছিল। আবু ওসমান আল হিন্দি বলেন, আমি একবার দেখলাম, হযরত ওমর (রা.) তার জামায় চামড়া দিয়ে তালি দিয়েছেন। একবার তিনি যখন কাবাঘর তওয়াফ করছিলেন দেখা গেছে তাঁর পরিহিত জামায় বারটি তালি রয়েছে। এসব তালির মধ্যে কমপক্ষে একটি তালি লাল রং-এর চামড়া দিয়ে দেয়া হয়েছিল। যায়েদ ইবনে ওয়াহাব বলেন, আমি হযরত ওমর (রা.)-কে মদীনার বাজারে ঘুরতে দেখেছি। আমি গুনে দেখেছি যে, সময় তাঁর পরিধানের জামার মধ্যে চৌদ্দটি তালি দেয়া ছিল।

আবদুল আজিজ ইবনে আবু জামিলা বর্ণনা করেন, একবার জুমার নামাযে ইমামতি করতে আসতে হযরত ওমর (রা.)-এর দেরি হচ্ছিল। তিনি আসার পর কৈফিয়ত দিলেন, আমার দেরির কারণ ছিল এই যে, আমার জামাটির কনুইয়ের অংশে ছিড়ে গিয়েছিল। বোতাম দেয়ার সময় কনুই বেরিয়ে না যায় একারনে তালি দেয়া হচ্ছিল। কাতাদা একটু ভিন্ন ভাবে এঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমীরুল মোমেনীন দেরি হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, আমার একটি মাত্র জামা। জামাটি ধুয়ে দেয়ার পর শুকাতে দেরি হচ্ছিল।

হযরত ওমর (রা.) বলেন দুনিয়াদারী নিয়ে আমি যথেষ্ট চিন্তা করেছি

হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, আমি যদি চাইতাম তবে দামী খাবার খেতে পারতাম দামী পোশাক পরিধান করতে পারতাম। দিনরাত আরাম আয়েশে কাটিয়ে দেয়া ছিল আমার জন্য খুবই সহজ। নানা রকম সুস্বাদু খাবার সম্পর্কে আমার যথেষ্ট ধারণা রয়েছে। কিন্তু আমি চিন্তা করে দেখলাম, অতিরিক্ত আরাম

www.pathagar.com

আয়েশ এবং ভোগ বিলাসিতার কারণেই অতীতের বিভিন্ন জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। আল্লাহ বলেছেন, দুনিযার স্বাদের পেছনে ঘুরে মানুষ নিজেকে চিরস্থায়ী স্বাদ থেকে বঞ্চিত করেছে।

খালফ ইবনে হাওশাব বলেন, হযরত ওমর (রা.) একদিন বলেছেন, আমি দ্বীন এবং দুনিয়াদারী সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করেছি। চিন্তার পর আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, যদি দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে যাই তবে দ্বীন ধ্বংস হয়ে যাবে। যদি দ্বীনের প্রতি পুরোপুরি ঝুঁকে যাই তাহলে দুনিয়াদারী ধ্বংস হয়ে যাবে। অনেক ভেবে চিন্তে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আমি সেটাই গ্রহণ করবো যার মধ্যে স্থায়ীত্ব রয়েছে। সেই জিনিস ধ্বংস হয়ে গেলেও ক্ষতি নেই যা একদিন ধ্বংস হয়ে যাবেই।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি আমার পালিত উটের চেয়েও অধিক পথভ্রষ্ট হতে অভ্যস্ত

যোবায়ের ইবনে নাসির বলেন, হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে কিছু লোক বলল, যে আমীরুল মোমেনীন, আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি রাসূল (স.)-এর পরে আমরা আপনার মতো ন্যায়বিচারক, আপনার মতো সত্যনিষ্ঠ, নেফাক এবং অহংকার প্রকাশের বিরুদ্ধে এমন কঠোর এবং দৃঢ়চেতা কাউকে পাইনি। রাসূল (স.)-এর পরে আপনিই এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

সেখানে উপস্থিত আওফ ইবনে মালেক লোকদের কথায় প্রতিবাদ করলেন। তিনি বললেন, তোমাদের কথা ভুল। রাসূল (স.)-এর পরে যিনি সবচেয়ে ভালো মানুষ ছিলেন আমরা তার যুগ দেখেছি।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, আওফ তুমি কার কথা বলছো?

আওফ ইবনে মালেক বললেন, আমি হযরত আবু বকর (রা.)-এর কথা বলছি। রাসূল (স.)-এর পরে তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

হযরত ওমর (রা.) বলেন, আওফের কথাই ঠিক। তোমাদের কথা ভুল। আবু বকরের জীবন ছিল মেশক আম্বরের চেয়ে অধিক সুবাসযুক্ত। আর আমি হচ্ছি আমার পালিত উটের চেয়েও অধিক পথভ্রষ্ট হতে অভ্যস্ত।

হযরত ওমর (রা.) একথা দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) যেসময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন হযরত ওমর (রা.) তখনো ইসলামের বিরোধিতা করেছিলেন।

হযরত ওমর (রা.) নিজের পরিচয় না দিয়ে কাদেসিয়া যুদ্ধজয়ের খবর সংগ্রহ করলেন

কাদেসিয়া যুদ্ধে রুস্তমের পরাজয় এবং মুসলমানদের বিজয়ের খবর পাওয়ার পর বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য হযরত ওমর (রা.) ছিলেন উদগ্রীব

www.pathagar.com

মদীনার বাইরে গিয়ে তিনি কয়েকদিন যাবত সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কোন বার্তা বাহকের আগমনের জন্য অপেক্ষা করতেন। দুপুরের পর হতাশ হয়ে ফিরে আসতেন।

একদিন একজন লোককে উটনীতে সওয়ার হয়ে আসতে দেখে আমীরুল মোমেনীন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথা থেকে আসছো হে ভাই। লোকটি বলল, কাদেসিয়া থেকে আসছি। হযরত ওমর (রা.) বললেন, ওহে আল্লাহর বান্দা আমাকে একটু খুলে বলো, ওখানে কি ঘটেছিল?

দূত বলল, আল্লাহর শত্রুদের পরাজয় হয়েছে।

আমীরুল মোমেনীন বিস্তারিত বিবরণ শোনার জন্য উটনীতে আরোহণকারী সওয়ারের পাশে দৌড়াচ্ছিলেন। সেই লোক চিন্তাই করতে পারেনি তার উটনীর পাশে যিনি দৌড়াচ্ছেন তার কাছেই খবর পৌঁছানোর জন্য তাকে মদীনায় পাঠানো হয়েছে। মদীনায় পৌঁছার পর যারাই সামনে পড়ছিল তারাই বলছিল, আমীরুল মোমেনীন আসসালামু আলাইকুম। আমীরুল মোমেনীন আসসালামু আলাইকুম।

বার্তাবাহক এই সম্বোধন শুনে উটনীর পিঠ থেকে লাফিয়ে নিচে অবতরণ করলো। সে করজোড় হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট ক্ষমা চেয়ে বলল, হে আমীরুল মোমেনীন আমি বড় বেআদবী করেছি, আপনি নিজের পরিচয় দিলেননা কেন?

হযরত ওমর (রা.) বললেন, রাখোতো ভাই ওসব কথা। ওটা কোন বিষয়ই নয় যে, তোমাকে অবাক হতে হবে।

হযরত ওমর (রা.) স্ত্রী আতেকার ওড়নার আঁচল মাটিতে ঘষলেন

আত্তারা বলেন, বায়তুল মালে যেসব পারফিউম আসতো হযরত ওমর (রা.) সেসব স্ত্রী আতেকার কাছে জমা রাখতেন। স্ত্রীকে বলেছিলেন, এসব পারফিউম বিক্রি করে বিক্রিত টাকা বায়তুল মালে জমা করে দেবে।

আত্তারা বলেন, একদিন আমীরুল মোমেনীনের স্ত্রীর নিকট থেকে আমি কিছু পারফিউম ক্রয় করলাম। পারফিউম ঢেলে দেয়ার সময় আতেকার হাতের আঙ্গুলে কিছু পারফিউম লেগে গিয়েছিল। তিনি সেই পারফিউম লাগা হাতের আঙ্গুল ওড়নার আঁচলে এবং মাথার চুলে মুছলেন।

হযরত ওমর (রা.) কিছুক্ষণ পর ঘরে ফিরে স্ত্রীর চুলে এবং আঁচলে পারফিউমের ঘ্রাণ পেলেন। হযরত ওমর (রা.) স্ত্রীকে বাথরুমে টেনে নিয়ে তার মাথায় পানি ঢালতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ মাথায় পানি ঢালার পর মাথার ওড়নার আঁচল মাটিতে ঘষে পারফিউমের ঘ্রাণ মুছে ফেললেন।

www.pathagar.com

আত্তারা বলেন, অন্য একদিন আমি আরো কিছু পারফিউম কেনার জন্য হযরত ওমর (রা.)-এর স্ত্রী আতেকার কাছে গেলাম। পারফিউম ঢেলে দেয়ার সময় তার আঙ্গুলে কিছু লেগে যাওয়ায় তিনি নিজের আঙ্গুল মাটিতে ঘষে নিলেন। আমি এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, আমি ওড়নায় আঁচলে অথবা মাথার চুলে পারফিউম লেগে থাকা আঙ্গুল মুছতে পারব না। সেদিন আমার কি দুর্গতি হয়েছিল সেটা আমিই জানি।

ভুলক্রমে সরকারি উটনীর দুধ পান করার কথা জেনে হযরত ওমর (রা.)-এর অস্থিরতা

হযরত ওমর (রা.)-এর একটি নিজস্ব উটনী ছিল তিনি সেই উটনীর দুধ পান করতেন। তার ভৃত্য ইরারফা নিয়ম মাফিক একদিন তাঁর সামনে দুধ এনে রাখলো। হযরত ওমর (রা.) দুধ পান করলেন। কিন্তু দুধ পানের পরই তাঁর মনে সন্দেহ জাগ্রত হলো। ইয়ারফাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এই দুধ কোথা থেকে এনেছ? ইয়ারফা বলল, হে আমীরুল মোমেনীন আপনার উটনীর নবজাত শাবক মায়ের সব দুধ আজ খেয়ে ফেলেছে। এ কারণে আমি একটি সরকারি উটনীর দুধ দোহন করে আপনাকে পান করতে দিয়েছি।

হযরত ওমর (রা.) ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, হতভাগা তুই আমার পেটে আগুন ঢুকিয়ে দিয়েছিস। দুধের নামে আমাকে তুই আগুন খাইয়েছিস। তাড়াতাড়ি যা হযরত আলীকে ডেকে নিয়ে আয়।

হযরত আলী (রা.) আসার পর হযরত ওমর (রা.) তাঁর নিকট সব কথা খুলে বললেন তারপর তার মতামত চাইলেন। জিজ্ঞাসা করলেন বায়তুল মালের উটনীর দুধ আমার জন্য হালাল নাকি হারাম?

হযরত আলী (রা.) বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন, বায়তুল মালের উটনীর দুধও আপনার জন্য হালাল উটনীর গোশতও আপনার জন্য হালাল।

www.pathagar.com

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

হযরত ওমর (রা.)-এর খোদাভীতি এবং অতুলনীয় তাক্বওয়া

আবু বারদা এবং আবুহুন্নাহ ইবনে ওমরের মধ্যে কথা হচ্ছিল। ইবনে ওমর (রা.) আবু বারদাকে বললেন, একবার আমার আব্বা তোমার আব্বার সঙ্গে দেখা করে বললেন, তোমার কর্মজীবন ভালোভাবেই কেটে গেছে। তুমি কি এতে খুশী নয়? তোমার হিসাব বিলকুল পরিষ্কার। তোমার ভালো কাজের দ্বারা তোমার মন্দ কাজ ঢেকে গেছে। মন্দ কাজের দ্বারা ভালো কাজের যদিও কিছুটা ক্ষতি হয়েছে।

আমার আব্বার কথা শুনে তোমার আব্বা বললেন, হে মোমেনদের আমীর, আল্লাহর কসম, যেসময় আমি বসরায় গিয়েছিলাম সেখানে আমি জুলুম অত্যাচারের জয়জয়কার দেখেছি। তারপর আমি বসরায় লোকদের কোরআন সুন্নাহ শিক্ষা দিয়েছি এবং তাদের সঙ্গে আল্লাহর পথে জেহাদ করেছি। এসব খেদমতের কারণে আমি নিজেকে পুরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত মনে করি।

তোমার আব্বার কথা শোনার পর আমার আব্বা বললেন, আমি শুধু এতটুকু চাই যে আমার খেলাফতকাল শেষ হওয়ার পর আমার ভালোমন্দ যেন আমার জন্য সমান হয়ে যায়। আমি যেন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত না হই। আমার হিসাব যেন সমান সমান হয়ে যায়। আমি কিছু পেতে চাইনা আবার কিছু দিতেও চাই না। আমি চাই রাসূল (স.)-এর খেদমত এবং খেলাফতের চাকরি সূত্রে যেসব কাজ করেছি সব কাজে এখলাছের পরিচয় প্রকাশ পাক এবং কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এসব কাজ বিবেচিত না হোক।

আবু বারদা আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের কথা সুনে বললেন, তোমার আব্বার মর্যাদা আমার আব্বার মর্যাদার চেয়ে বহুগুণ বেশি।

উম্মে সালমার মুখে একটি হাদীস শুনে হযরত ওমর (রা.) অস্থির হয়ে পড়লেন

আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) একদিন উমুল মোমেনীন উম্মে সালমার সাঙ্গে দেখা করতে গেলেন। উম্মুল মোমেনীন তাকে জানালেন রাসূল (স.) একটি হাদীসে বলেছেন, আমার সাহাবাদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা আমার মৃত্যুর পর আমাকে কখনো দেখতে পাবে না।

আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) এই হাদীস শুনে ব্যথিত হৃদয়ে হযরত ওমর (রা.) এর নিকট ছুটে গেলেন। তাকে গিয়ে বললেন, আমীরুল মোমেনীন, শুনবেন উম্মুল মোমেনুন উম্মে সালমা কি বলেছেন? হযরত ওমর (রা.) জানতে

www.pathagar.com

চাইলেন কি বলেছেন। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) তার নিকট উম্মুল মোমেনীন বর্ণিত হাদীস শোনালেন।

হযরত ওমর (রা.) সেই হাদীস শোনার পর উম্মুল মোমেনীনের নিকট ছুটে গেলেন এবং তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে, বলুন, সেসব সাহাবীর মধ্যে আমি রয়েছি কিনা। উম্মুল মোমেনীন উম্মে সালমা (রা.) বললেন, না আপনি নেই তবে কারো পক্ষে সার্টিফিকেট দেয়াও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

হারিয়ে যাওয়া যাকাতের উট খুঁজতে বেরোলেন হযরত ওমর (রা.)

হযরত আলী (রা.) বলেন, একদিন আমি দেখলাম একটি উটের খালি পিঠে বসে হযরত ওমর (রা.) কোথাও যাচ্ছেন। আমি তার গন্তব্যের কথা জানতে চাইলাম। হযরত ওমর (রা.) বললেন, যাকাতের একটি উট খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি সেই উটের সন্ধানে বের হয়েছি। একথা শুনে হযরত আলী (রা.) বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন আপনার তাকওয়ার এরকম উদাহরণ স্থাপনের কারণে ভবিষ্যতের লোকদের সঙ্গে আপনার মর্যাদার অনেক পার্থক্য সূচিত হবে।

হযরত ওমর (রা.) একথা শুনে বললেন আবুল হাসান, আপনি আমাকে দোষারোপ করবেন না। সেই খোদার শপথ যিনি মোহাম্মদ (স.)-কে নবুয়ত দিয়ে পাঠিয়েছেন আমি বিশ্বাস করি যদি ফোরাত নদীর তীরে একটি ভেড়ার শাবকও হারিয়ে যায় কেয়ামতের দিন সেজন্যও আমাকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মন্তব্য

তারেক বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে একদিন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বলুনতো শুনি হযরত ওমর (রা.) কেমন মানুষ ছিলেন? রাসূল (স.)-এর চাচাতো ভাই বিশিষ্ট সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, হযরত ওমর (রা.) ছিলেন এমন পাখির মতো যে পাখি একথা চিন্তা করে উৎকর্ণ থাকে যে তার জন্য পদে পদে শিকারীরা জাল পেতে রেখেছে। এ রকম চিন্তা করার কারণে সে পাখি চারিদিকে নজর রাখে।

হারাম শরীফে প্রবেশের আগে নারী পুরুষের আলাদা ওজুর ব্যবস্থা করলেন হযরত ওমর (রা.)

আবু সালামা বলেন, হারাম শরীফে প্রবেশের আগে ওজু করার জন্য পুরুষ এবং নারীদের আলাদা হাউজের ব্যবস্থা করেছিলেন হযরত ওমর (রা.)। আমার

www.pathagar.com

প্রতি দৃষ্টি পড়ায় তিনি আমাকে নাম ধরে ডাকলেন। আমি বললাম, জ্বী বলুন। হযরত ওমর (রা.) বলরেন, জ্বী জ্বী বললে কাজ হবে না। আমি কি তোমাকে বলিনি যে, হারাম শরীফে পুরুষ এবং নারীদের জন্য আলাদা আলাদা জায়গায় ওজুর ব্যবস্থা করতে হবে?

তারপর হযরত ওমর (রা.) হযরত আলীর নিকট গিয়ে বললেন, আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। হযরত আলী (রা.) বললেন, কেন কি হয়েছে? হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি আল্লাহর ঘরে প্রবেশের আগে পুরুষ এবং নারীদেরকে আলাদা আলাদা জায়গায় ওজুর নির্দেশ দিয়েছি এবং এই নির্দেশ কড়াকড়িভাবে পালন করতে গিয়ে কাউকে কাউকে প্রহারও করেছি।

হযরত আলী (রা.) বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন আপনি হচ্ছেন জনগণের অভিভাবক। যদি জনগণের কল্যাণের জন্য এবং তাদের সংশোধনের জন্য আপনি তাদের শাস্তি দিয়ে থাকেন তবে আল্লাহর নিকট আপনি দোষী সাব্যস্ত হবেন না। তবে প্রহারের ক্ষেত্রে যদি কোন শত্রুতা উদ্ধারের ইচ্ছা কার্যকর থাকে তবে সেটা হবে আপনার বাড়াবাড়ি এবং জুলুম।

হযরত ওমর (রা.)-এর আত্মসমালোচনা

হাসান বসরী বর্ণনা করেন, হযরত ওমর (রা.) মদীনার গলিতে ঘুরে মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। হঠাৎ তাঁর কানে কোরআনের এই আয়াত ভেসে এলো, আল্লাজিনা ইউজুনাল মোমেনীনা আল মোমেনাত বেগাইরে মাকতাছাবু। যারা ঈমানদার পুরুষ এবং নারীদের বিনা দোষে কষ্ট দেয়।

এই আয়াত শোনায় হযরত ওমর (রা.) আত্মসমালোচনা শুরু করলেন। মনে শান্তি না পাওয়ায় হযরত আলীর নিকট গিয়ে বললেন, আমি বিশ্বাসী পুরুষ এবং নারীদেরকে নানাভাবে কষ্ট দিচ্ছি।

তারপর উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর ঘরে গেলেন। তাঁর নিকটও নিজের মনোভাব প্রকাশ করলেন। উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বললেন, আপনার ধারণা ঠিক নয়। আপনিতো উম্মতকে আদব শেখাচ্ছেন এবং তাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। এ উদ্দেশ্যে আপনাকে নানা রকম আদেশ নিষেধের ব্যবস্থা করতে হয়।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, সবকিছু আল্লাহ ভালো জানেন। তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই।

গরীবদের প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর ভালোবাসা

হযরত ওমর (রা.)-এর সিরিয়া সফরের সময় তাঁর সামনে এমন কিছু খাদ্যদ্রব্য উপস্থিত করা হলো যেসব খাদ্য স্থতিপূর্বে তিনি কখনো দেখেননি।

www.pathagar.com

সেসব খাদ্যদ্রব্য দেখে হযরত ওমর (রা.) বললেন, এসকল খাদ্য আমরাতো খাবো কিন্তু গরীবদের জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়েছে?

সেই মজলিসে খালেদ ইবনে ওলীদও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন,গরীবদের জন্য জান্নাত রয়েছে।

একথা শুনে হযরত ওমর (রা.)-এর দু'চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, আমাদের জন্য যদি এসব খাদ্য থাকে আর গরীবদের জন্য জান্নাত থাকে তবে আল্লাহর নেয়ামত পাওয়ার ক্ষেত্রে গরীবরা আমাদের ছাড়িয়ে অনেক দূর এগিয়ে আছে।

একবার কিছু লোক হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট তাদের দুঃখকষ্ট এবং তাদের সমস্যার কথা জানালো। হযরত ওমর (রা.) তাঁদের কথা শুনে অশ্রুসজল চোখে আল্লাহর নিকট মোনাজাত করলেন, হে আল্লাহ, আমার কারণে তুমি ওদের ধ্বংস করে দিয়ো না।

এই মোনাজাত করার পর তিনি আগত সকলের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করে দিলেন।

হযরত ওমর (রা.) তাঁর সম্পর্কে অন্যদের মতামত শুনতেন

হযরত ওমর (রা.) সংযম সাধনায় এতোটা তৎপর ছিলেন যে, প্রায়ই তাঁর সম্পর্কে অন্যদের মনোভাব এবং মন্তব্য শুনতে চাইতেন। বশর ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, একবার আমীরুল মোমেনীন হোজায়ফা ইবনে ইয়ামানকে জিজ্ঞাসা করলেন, হোজায়ফা, আমার সম্পর্কে তোমার মতামত কি?

হযরত হোজায়ফা (রা.) বললেন, আপনি যদি গনিমতের মাল আল্লাহর পথে ব্যয় করেন তবে আপনি আপনার কর্তব্য যথাযথ পালন করছেন বলতে হবে। অন্যথা কর্তব্য পালন করা হবে না।

একথা শুনে হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি বায়তুল মাল থেকে নিজের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণ করি। এর চেয়ে বেশি কিছু গ্রহণ করি না।

মালেক বলেন, একদিন সকালে আমি আমীরুল মোমেনীনের নিকট গেলাম, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মানুষের দিনকাল কেমন কাটছে?

আমি বললাম, ভালোই।

লোকদের মতামত জেনেছ কি?

আমি বললাম সবাই আপনার প্রশাংসাই করছে।

খেলাফতের দায়িত্ব পালনে হযরত ওমর (রা.)-এর সতর্কতা

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একবার আমি হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট গেলাম। দেখলাম তার সামনে গনিমতের প্রচুর অর্থ-সম্পদ অথচ

www.pathagar.com

তিনি বসে কাঁদছেন। আমাকে দেখে বললেন, আবদুল্লাহ আমি চাই যে, নিজের দায়িত্ব পালনের মেয়াদ এমনভাবে শেষ করবো যাতে পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত না হলেও যেন অভিযুক্ত হতে না হয়। এ কারণে আমি অত্যন্ত সতর্কভাবে দায়িত্ব পালন করি।

সাঈদ ইবনে আমেরকে একদিন হযরত ওমর (রা.) ডেকে বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি তোমাকে অমুসলিম জন গোষ্ঠির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করবো।

সাঈদ ইবনে আমের বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন আমাকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলবেন না।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমরা চাও যে দায়িত্বের বোঝা আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখবে।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, অর্থ-সম্পদ হচ্ছে একটা পরীক্ষা

আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বলেন, আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রা.) একবার আমাকে খবর পাঠালেন। যাওয়ার পর দেখি তিনি বিষণ্ন মলিন মুখে বসে আছেন। আমি বিষণ্নতার কারণ জানতে চাইলাম।

হযরত ওমর (রা.) আমার হাত ধরে ঘরের ভেতর টেনে নিয়ে গেলেন। দেখলাম, ঘরের ভেতর প্রচুর অর্থ-সম্পদ। হযরত ওমর (রা.) সে সব আমাকে দেখিয়ে বললেন ওমরের পরিবার পরিজন মনে করেছে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া খুব সহজ। এই সব অর্থ-সম্পদ এ কারণে আসেনি যে ওমরের খেলাফতকাল রাসূল (স.) এবং আবু বকরের আমলের চেয়ে উত্তম। আসলে এসব হচ্ছে একটা পরীক্ষা। রাসূল (স.) এবং তাঁর প্রতিনিধি হযরত আবু বকর (রা.) দ্বীনের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। আমার কাজ হচ্ছে তাদের অনুসরণ করা।

আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, তারপর আমীরুল মোমেনীন আমার সঙ্গে পরামর্শ করে প্রত্যেক মুজাহিদের জন্য চার হাজার দিরহাম ও রাসূল (স) এর সহধর্মিনীদের জন্য মাথাপিছু বার হাজার দিরহাম এবং সাধারণ মানুষদের জন্য দুই হাজার দিরহাম করে বরাদ্দ করলেন। এমনি করে সমুদয় অর্থ সম্পদ বিতরণ করা হলো।

হযরত ওমর (রা) ওসমান (রা) এবং ইবনে আব্বাস (রা) এর হাতে টাকা ভরা থলে দিলেন

হযরত ওমর (রা) নামায শেষ হওয়ার পর মসজিদে বসতেন। কারো কোন প্রয়োজন থাকলে যে প্রয়োজন পূরণ করতেন।

www.pathagar.com

কারো কোন প্রয়োজন না থাকলে ঘরে চলে যেতেন। একবার আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হযরত ওমর (রা) এর ঘরে গেলেন। যাওয়ার পর ভৃত্য ইয়ারফাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমীরুল মোমেনীনের নিকট কোন সাহায্য প্রার্থী কি এখন রয়েছে? ইয়ারফা বলল, না নেই। এমন সময় হযর ওসমানও সেখানে এলেন। ইয়ারফা ইবেন আব্বাস এবং ওসমানকে খলীফার নিকট নিয়ে গেলেন। সে সময় আমীরুল মোমেনীনের নিকট বহু টাকা বিভিন্ন থলের ভেতর রাখা ছিল। সেসব টাকা তিনি দুই বিশিষ্ট সাহাবীর হাতে দিয়ে বললেন, আপনারা দুইজন যেহেতু কোরায়েশদের বিশিষ্ট নেতা এ কারণে আপনাদের হাত দিয়েই এসব টাকা মদীনায় গরীব লোকদের মধ্যে বিতরণ করুন। যদি কিছু টাকা উদ্বৃত্ত থাকে সেসব বায়তুল মালে ফিরিয়ে দেবেন।

পানাহারের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করতে হযরত ওমর (রা) এর নিষেধ

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, একবার আমার হাতে গোশতের একটি বড় টুকরা দেখে হযরত ওমর (রা) কোথায় পেয়েছি জানতে চাইলেন। আমি বললাম কিনে এনেছি।

হযরত ওমর (রা) বললেন, জাবের তোমার যা মন চায় তাই কিনে আনো? কোরআনের এই আয়াত তোমার মনে ভয়ের উদ্রেক করেনা? আল্লাহ বলেন, এজহাবতুম তাইয়েবাতেকুম ফি হায়াতেকুমুদ্দুনিয়া। দুনিয়ার মোহে তোমরা এতোটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছ যে তোমরা নিজেদের পুণ্য বরবাদ করে দিয়েছ।

হযরত ওমর (রা) একবার পুত্র আবদুল্লাহর ঘরে এলেন। আবদুল্লাহর ঘরে গোশত রান্না করা হয়েছিল। হযরত ওমর (রা) জানতে চাইলেন এই গোশত কোথা থেকে পেয়েছ? আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বললেন, গোশত খেতে ইচ্ছে হয়েছিল এ কারণে কিনে এনেছি। হযরত ওমর (রা) বললেন, তোমার যা ইচ্ছা হয় তাই করো মন যা চায় তাই করো? প্রবৃত্তির উপর তোমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। শোন প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করো। মন যা চায় তাই যদি করো তবে এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কিছু হবে না। পানাহারের জিনিসের ক্ষেত্রে নিজের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করো।

সিরিয়া থেকে ফেরার পথে এক মহিলার তাঁবুতে হযরত ওমর (রা)

হযরত ওমর (রা) একবার সিরিয়া সফর থেকে ফিরছিলেন। পথে জনমানব শূন্য একটি জায়গায় একটি তাঁবু দেখতে পেলেন। সেখানে দেখলেন তাঁবুর বাইরে একজন বৃদ্ধা বসে আছে। বৃদ্ধা হযরত ওমর (রা) কে জিজ্ঞাসা করলেন

www.pathagar.com

বাবা, তুমি ওমরের কথা কিছু জানো? শুনেছি তিনি সিরিয়া সফর থেকে মদীনায় ফিরে যাচ্ছেন। এর চেয়ে বেশী কিছু আমি জানিনা। জানার প্রয়োজনও আছে মনে করি না। হযরত ওমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, ওমরের প্রতি তুমি বিরক্ত মনে হচ্ছে। এই বিরক্তির কি কারণ জানতে পারি? বৃদ্ধা বলল, তার ব্যাপারে কি হবে? তিনি আজ পর্যন্ত আমার খবর নেননি। কিভাবে আমি বেঁচে আছি তিনি জানার চেষ্টাও করেননি। আমি তার খবর নিয়ে কি করবো? হযরত ওমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি তোমার অবস্থার কথা খলিফাকে জানিয়েছ? বৃদ্ধা বলল, আমার খবর ওমরের কাছে পৌঁছানো আমার কাজ নয়। আমার খবর নেয়াই ওমরের দায়িত্ব। হযরত ওমর (রা) বললেন, মা তুমি এতো দূরে বসবাস করো, ওমর কিভাবে তোমার খবর নেবে?

হযরত ওমর (রা) এর কথা শুনে বৃদ্ধা বলল, ওমর যদি সকল জনগণের খবর সংগ্রহ করতেই না পারে তবে তার শাসনক্ষমতা নেয়ার কি অধিকার আছে?

হযরত ওমর (রা) এই ঘটনা যখনই স্মরণ করতেন তাঁর চোখ অশ্রু অজল হয়ে উঠতো। তিনি বলতেন, খেলাফতের দায়িত্ব ও কতর্ব্য আমি সিরিয়া থেকে ফেরার পথে এক মহিলার নিকট থেকে শিখেছি। আমি সেই মহিলার নিকট কৃতজ্ঞ।

একবার তিনি বলেছেন, আল্লাহ যদি আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন তবে জনগণের খবর নেয়ার জন্য আমি বছরের অধিকাংশ সময় সফর করে কাটাবো। কারণ দূর দূরান্তের এলাকার মানুষদের খবর আমার নিকট পৌঁছেনা। আমি আগামীতে সিরিয়া, মিসর, বাহরাইন, বসরার প্রত্যন্ত এলাকায় সফর করে মানুষের অবস্থা জানার ব্যবস্থা করবো।

হযরত ওমর (রা) কে খলিফা মনোনয়নে হযরত আবু বকর (রা) এর দূরদর্শিতা

হযরত একবা ইবনে আমের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার পরে যদি কেউ নবী হতো তবে ওমর হতো সেই নবী। কিন্তু আমার পরে নবুয়তের দরোজা বন্ধ হয়ে গেছে। ওমরের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেই বৈশিষ্ট্য নবীদের পরে সকল মানুষের মধ্যে ওমরের গুরুত্ব ও মর্যাদা বিশেষভাবে চিহ্নিত করে।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, হযরত ওমর (রা) এর ইসলাম গ্রহণের পর আমরা ক্রমাগত বিজয় অর্জন করেছি। দূরদর্শিতার ক্ষেত্রে তিনজন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

(১) আজিজ মেছের তার দূরদর্শিতার মাধ্যমে হযরত ইউসুফ (আ) যে নির্দেশ সে কথা বুঝতে পেরেছিলেন।

(২) হযরত শোয়ায়েব (আ) এর কন্যা নিজের দূরদর্শিতার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলেন যে, যুবক মুসা মেধাবী বিশ্বস্ত কর্তব্য পরায়ন এবং কর্মঠ। এ কারণে গৃহভৃত্য হিসেবে তাকে নিয়োগের জন্য পিতাকে অনুরোধ করেছিলেন।

(৩) হযরত আবু বকর (রা) তাঁর দূরদর্শিতার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর খেলাফত পরিচালনার যোগ্যতা হযরত ওমর (রা) এর রয়েছে।

হযরত ওমর (রা) এর মতামতের সমর্থনে চারবার কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল

হযর ওমর (রা) বলেন, আল্লাহ তায়ালা তিনটি ক্ষেত্রে আমার মতামতের সমর্থনে কোরআনের আয়াত নাযিল করেন।

(১) রাসূল (স) কে আমি বলেছিলাম, হে রাসূল মাকামে ইব্রাহীমকে যদি আমরা নামায আদায়ের জায়গা হিসেবে মনোনীত করি সেটা ভালো হবে। (কাবা ঘর তওয়াফের পর যে দুই রাকাত নামায আদায় করা হয় সেই নামাযের কথা বলা হয়েছে।) আল্লাহ কোরআনে আয়াত নাযিল করেন যে, মাকামে ইব্রাহীমকে নামাযের জায়গা হিসেবে মনোনীত করো।

(২) রাসূল (স) কে আমি বলেছিলাম, হে রাসূল (স) আপনার স্ত্রীদের সামনে ভালো এবং মন্দ উভয় শ্রেণীর লোক আসে, কাজেই আপনি যদি তাদের পর্দায় থাকার আদেশ দেন ভালো হয়। কারণ সবাই তাদের সামনে আসবে এটা আপনার মর্যাদার পরিপন্থী। আমি রাসূল (স) কে এই অনুরোধ জানানোর পর আল্লাহ পর্দার আয়াত নাযিল করেন।

(৩) রাসূল (স) এর স্ত্রীগণ একবার রাসূল (স) এর সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। সে সময় আমি রাসূল (স) এর স্ত্রীদের বলেছিলাম, শুনুন, রাসূল (স) যদি আপনাদের তালাক দিয়ে দেন তবে আল্লাহ আপনাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী তাঁর জন্য ব্যবস্থা করবেন। আমার এ বক্তব্যের সমর্থনে কোরআনের আয়াত নাযিল হয়েছিল।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে সংকলিত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে, বদরের যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য রাসূল (স) সাহাবাদের মতামত চেয়েছিলেন। হযরত ওমর (রা) যে মতামত দিয়েছিলেন সেই মতামতের সমর্থনে আল্লাহ কোরআনের আয়াত নাযিল করেন।

www.pathagar.com

হযরত ওমর (রা) বললেন, বিয়ের বয়স থাকলে মেয়েটিকে আমিই বিয়ে করতাম

হযরত ওমর (রা) একদিন তার পুত্রদের ডেকে একত্রিত করলেন তারপর বললেন, তোমাদের মধ্যে যার বিয়ে করার ইচ্ছে আছে সে আমাকে বলতে পারো। আমার হাতে একটি অসাধারণ ভালো মেয়ে আছে। যদি আমার বিয়ের বয়স থাকতো তবে মেয়েটিকে আমিই বিয়ে করতাম।

আবদুল্লাহ এবং আবদুর রহমান আগেই বিয়ে করেছিলেন এ কারণে তারা কোন কথা বললেননা। অবিবাহিত পুত্র আসেম বলল, আব্বা, মেয়েটিকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিন। হযরত ওমর (রা) মেয়েটিকে খবর দিয়ে আনলেন তার মাও সঙ্গে এলো। তারপর পুত্র আসেমের সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন। এই মেয়ের নানি ছিলেন দ্বিতীয় ওমর, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ।

আসেমের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ের আগের রাতে আমীরুল মোমেনীন জনগণের অবস্থা সরোজমিনে প্রত্যক্ষ করার জন্য বের হয়েছিলেন। একটি ঘরে আলো জ্বলছে এবং মা ও মেয়ের কথা শোনা যাচ্ছে লক্ষ্য করে খলিফা কান পাতলেন। তিনি শুনতে পেলেন, মা তার মেয়েকে বলছে, মা, শোন তাড়াতাড়ি দুধের সঙ্গে পানি মিশিয়ে রাখ সকালে বিক্রি করতে নিয়ে যেতে হবে। মেয়ে বলেছিল, মা তুমি শোননি আজ আমীরুল মোমেনীনের পক্ষে ঘোষণা প্রচার করা হয়েছে কেউ যেন দুধের সঙ্গে পানি না মেশায়। মেয়ের কথার জবাবে তার মা বলেছিল, রাখ তোর খলিফার ঘোষণা। ওমর অথবা তাঁর পক্ষে কেউ কি দেখতে আসছে আমরা দুধে পানি মেশাচ্ছি কিনা। মেয়ে বলল, আমার দ্বারা একাজ সম্ভব হবেনা। আমীরুল মোমেনীন দেখতে না পেলেও আল্লাহতো দেখতে পাচ্ছেন।

হযরত ওমর (রা) নিজ পরিবারের জন্য দৈনিক দুই দিরহাম ভাতা নিতেন

ইবনে সা'দ মোহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীমের রেফারেন্সে বর্ণনা করেছেন, হযরত ওমর (রা) নিজের এবং পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য বায়তুল মাল থেকে দৈনিক দুই দিরহাম ভাতা গ্রহণ করতেন। হজ্বের সময় হজ্বের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করার জন্য একশত আশি দিরহাম নিতেন।

হযরত ওমর (রা) বলতেন, অর্থ সম্পদ আল্লাহর মালিকানাধীন। বায়তুল মালে সংরক্ষিত অর্থ সম্পদ এবং আমার অবস্থা হচ্ছে এতিমের সম্পদ এবং সেই সম্পদের তত্ত্বাবধায়কের মতো। যদি প্রয়োজন দেখা দিয়ে এবং অন্য কোন উপায়ে প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব না হয় তবে আমি বায়তুল মালের

www.pathagar.com

কোষাধ্যক্ষের নিকট থেকে কিছু দিরহাম ধার হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। নির্দিষ্ট তারিখে সেই টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে কোষাধ্যক্ষের তা গাদার কারণে অন্য কোথাও থেকে ঋণ নিয়ে বায়তুল মালের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করি।

রাসূল (স) এর বিশিষ্ট সাহাবাদের এক সম্মেলনে হযরত ওমর (রা) বললেন, সরকারী কাজে সময় দেয়ার কারণে আমি ব্যবসার কাজে মনযোগী হতে পারিনা। বায়তুল মাল থেকে আমি কি পরিমাণ ভাতা গ্রহণ করতে পারি?

হযরত ওসমান (রা) এবং সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা) বললেন, আপনি আপনার যাবতীয় প্রয়োজন বায়তুল মালের অর্থে পূরণ করতে পারেন। হযরত আলী (রা) বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন আপনি শুধু সকাল সন্ধ্যার খাবার বায়তুল মাল থেকে গ্রহণ করতে পারেন। হযরত ওমর (রা) হযরত আলী (রা) এর এই প্রস্তাব মেনে নিলেন।

হযরত ওমর (রা) বললেন, নাও এই চাবুক দিয়ে তোমাকে প্রহার করার প্রতিশোধ গ্রহণ করো

আহনাফ ইবনে কয়েস (রা) বলেন, আমরা একটি যুদ্ধজয়ের খবর নিয়ে হযরত ওমর (রা) এর নিকট উপস্থিত হলাম। তাড়াহুড়োর কারণে আমাদের বাহন ঘোড়া এবং উট বেঁধে রেখেছিলাম। হযরত ওমর (রা) এটা লক্ষ্য করে বাইরে বেরিয়ে এলেন। বললেন, ও সব ভাষাহীন প্রাণীর দুঃখ কে বুঝবে? ওদের না বেঁধে ছেড়ে দেয়া হলে ওরা চারণভূমিতে ঘাস পাতা খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করতো।

আমীরুল মোমেনীন আমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে ফেরার পথে একজন লোক বলল, হুযুর, একজন লোক আমার উপর জুলুম করেছে। আপনি আমার সঙ্গে চলুন এবং ইনসাফ করুন। হযরত ওমর (রা) বিরক্ত হয়ে হাতের চাবুক দিয়ে লোকটির মাথায় খোঁচা দিলেন। তারপর বললেন আমি যখন রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকি তখন তোমরা ডাকতে আসো। যখন তোমাদের জন্য সময় দিই তখন তোমাদের পাওয়া যায় না। লোকটি বিড় বিড় করে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর হযরত ওমর (রা) লোকটিকে ডেকে আনলেন। তার হাতে চাবুক দিয়ে বললেন, নাও, এই চাবুক দিয়ে তোমাকে যে প্রহার করেছি এখন আমার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করো। লোকটি বলল, আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম।

হযরত ওমর (রা) ঘরে ফিরে দুই রাকাত শোকরানা নামায আদায় করলেন তারপর জায়নামাযে বসে বললেন,ওহে খাত্তাবের পুত্র তুমি বড় চেয়ারে বসেছ। অনেক মর্যাদা তোমার। আল্লাহ তোমাকে এই মর্যাদা দিয়েছেন। তুমি ছিলে পথভ্রষ্ট, আল্লাহ তোমাকে হেদায়েত দিয়েছেন। তুমি অসম্মানিত ছিলে, আল্লাহ

www.pathagar.com

তোমাকে সম্মানিত করেছেন। তোমাকে মুসলমানদের উপর খেলাফত পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছেন। অথচ আজ তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে এলে তুমি তাকে শাস্তি দাও।

সালমা নামে একাজন সাহাবী বলেন, একদিন আমি মদীনার বাজারে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটছিলাম। এমন সময় হযরত ওমর (রা) এলেন। তিনি হাতের চাবুক দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করে বললেন, রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটো কেন? পাশে দিয়ে টাঁটতে পারো না? আমি সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার পাশে চলে গেলাম।

এক বছর পর হযরত ওমর (রা) একদিন আমাকে তার বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। তারপর আমার হাতে ছয়শত দিরহাম দিয়ে বললেন, যাও এই টাকা দিয়ে হজ্ব করে আসো। গত বছর তোমাকে আমি চাবুকের যে আঘাত করেছিলোম এটা তার ক্ষতিপূরণ।

হযরত ওমর (রা) সম্পর্কে রোমের রাষ্ট্রদূতের মন্তব্য

হযরত ওমর (রা) পঁচিশ লাখ বর্গ মাইল এলাকায় বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। কিন্তু এতো বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়া সত্ত্বেও তিনি শুকনো রুটি এবং খেজুর খেয়ে আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া আদায় করতেন।

একবার রোমের রাষ্ট্রদূত মদীনায় এলেন। মদীনার লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের বাদশাহর প্রাসাদ কোথায়? লোকেরা বলল, আমাদের কোন বাদশাহ নেই বাদশাহী প্রসাদও নেই তবে হ্যাঁ খলিফাতুল মুসলেমিন একজন আছেন। তিনি ওখানে শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করছিলেন। এখন মাটিতে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন।

রোমের রাষ্ট্রদূত হযরত ওমর (রা) এর নিকট গিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন তারপর বললেন আপনিই সেই মহামানব যার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বহু রাজা বাদশাহর রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। হযরত ওমর (রা) কোন কথা বললেন না। রাষ্ট্রদূত বললেন, হে ওমর আপনি সুবিচার করছেন একারণে তপ্ত বালুকার উপরেও নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারেন। আমাদের শাহানশাহ জুলুম অত্যাচার করেছে একারণে দামী পালঙ্কে মখমলের বিছানায় শুয়েও রাতে তার ঘুম আসেনা।

ইসলাম গ্রহণের সময়ে হযরত ওমর (রা) এর বয়স ছিল সাতাশ

রাসূল (স) হযরত ওমর অথবা আবু জেহেল এই দুইজনের একজনকে ইসলাম গ্রহণের তওফিক দেয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ রাসূল (স) এর দোয়া হযরত ওমর (রা) এর পক্ষে কবুল করেন। ইসলাম গ্রহণের সময় হযরত ওমর (রা) এর বয়স ছিল সাতাশ বছর।

www.pathagar.com

হযরত আলী (রা) বলেন, মদীনায় হিজরত করার সময় সবাই গোপনীয়তার আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু হযরত ওমর (রা) কাফেরদের সামনে গিয়ে কাফেরদের চ্যালেঞ্জ করে প্রকাশ্যে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। কোরায়েশ কাফেরদের উপর হযরত ওমর (রা) এর ব্যক্তিত্বের প্রভাব এতোটা সুদৃঢ় ছিল যে কেউ তাঁর সামনে এসে তাঁকে বাঁধা দিতে সাহস করেনি।

গরীব লোকদের মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করার কথা জেনে হযরত ওমর (রা) ক্রুদ্ধ হলেন

কয়েস ইবনে হাজেম বলেন, একবার আমরা কয়েকজন হযতর ওমর (রা) এর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি জানতে চাইলেন, তোমাদের মধ্যে কি রকমের লোককে তোমরা মুযাজ্জিনের দায়িত্ব দিয়েছ? জবাবে আমরা বললাম, আমাদের মধ্যে গরীব লোক এবং মুসলমান দাসগণই মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব পালন করে।

হযরত ওমর (রা) একথা শুনে ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি বললেন, শোন, তোমরা গুরুতর অন্যায় কাজ করেছ। আযানের গুরুত্ব এতো বেশী যদি খেলাফতের দায়িত্ব পালন করে সময় পেতাম তবে আমি মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব পালন করতাম।

হযরত ওমর (রা) বললেন নির্বোধের পেছনে দ্বীনদারি থাকেনা

আবু ওসমান নাহদি বর্ণনা করেছেন হযরত ওমর (রা) বলেন, কোন নির্বোধের পেছনে যদি কেউ পথ চলে তখন তার দ্বীনদারি অবশিষ্ট থাকেনা। আবদুল্লাহ ইবনে বারদা তাঁর পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন হযরত ওমর (রা) বলেছেন, মাঝে মাঝে খালি পায়ে পথ চলবে। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাবে। আমার পিতা খাত্তাব এই নিয়ম পালন করতেন।

হযরত ওমর (রা) জানতে চাইলেন উৎকৃষ্ট মানুষ কারা?

হযরত ওমর (রা) একদিন এক মজলিসে লোকদের নিকট প্রশ্ন করেন, সবচেয়ে উৎকৃষ্ট লোক কারা? লোকরা বলল, যারা নিয়মিত নামায আদায় করে তারা। হযরত ওমর (রা) বললেন, ভালো এবং মন্দ দুই শ্রেণীর মানুষই নামায আদায় করে। লোকেরা বলল, রোযাদাররা কেমন আমীরুল মোমেনীন? হযরত ওমর (রা) বললেন, রোযাদারদের মধ্যেও ভালো এবং মন্দ দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে। তাহলে যারা জেহাদ করে তারা কেমন? লোকেরা জানতে চাইলো। হযরত ওমর (রা) বললেন, তাদের মধ্যেও ভালো এবং মন্দ দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে। তবে হ্যাঁ যদি দ্বীনের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে খোদাভীতি থাকে, তবে তারা আনুগত্য এবং এবাদতের পুরো হক আদায় করতে পারে।

www.pathagar.com

হযরত ওমর (রা) বললেন পাপের ইচ্ছা সত্বেও সংযম পালনকারীগণ উত্তম মানুষ

হযরত ওমর (রা) এর মতামতের জন্য একটি বিষয় তাঁর সামনে উপস্থাপন করা হলো। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে ব্যক্তির মনে পাপের ইচ্ছাও জাগেনা পাপও করেনা এরকম মানুষ উত্তম নাকি যার মনে পাপের ইচ্ছা জাগ্রত হওয়া সত্বেও পাপ করেনা সে রকম মানুষ উত্তম।

হযরত ওমর (রা) বললেন, যার মনে পাপের ইচ্ছা জাগ্রত হয় কিন্তু সংযম পালনের কারণে পাপ না করে সংযম পালন করে এরকম মানুষই উত্তম। কারণ এই শ্রেণীর মানুষকে তাকওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ পরীক্ষা করেন। এই শ্রেণীর মানুষের জন্যই রয়েছে ক্ষমা এবং অধিকতর পুরস্কার।

হযরত ওমর (রা) ইয়াজিদের ঘরে খাবার খেলেন

আবদুল্লাহ ইবেন ওমর (রা) বলেন, আব্বা খবর পেলেন যে, আবু সুফিয়ানের পুত্র ইয়াজিদ নানা রকম মুখরোচক খাবার খেতে অভ্যস্ত। একদিন আব্বা ইয়াজিদের ভৃত্যকে বললেন, তোমার মনিব যখন খেতে বসবে সে সময় আমাকে খবর দেবে। ভৃত্যের দেয়া খবর অনুযায়ী একদিন হযরত ওমর (রা) ইয়াজিদের ঘরে গেলেন এবং অনুমতি নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন। দস্তরখানে গোশত সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। হযরত ওমর (রা) সেই গোশত ইয়াজিদের সঙ্গে খেলেন। তারপর অন্যান্য খাবার আনা হলো কিন্তু হযরত ওমর (রা) হাত গুটিয়ে নিলেন। ইয়াজিদ গোশত খাদ্যের প্রতি হাত বাড়ালো। হযরত ওমর (রা) বললেন, ইয়াজিদ এটা কেমন কথা? এক খাবারের উপর আরেক খাবার? তুমি যদি সংযমের পথ ত্যাগ করো তবে আমার মাধ্যমেই মানুষ ইসলামের পথ থেকে দূরে সরে যাবে।

হযরত ওমর (রা) সম্পর্কে হযরত আলী (রা) এর মন্তব্য

আবু বকর আইয়াশ বলেন, পারস্যের শাহানশাহ কিসরার রাজমুকুট হযরত ওমর (রা) এর সামনে আনয়নের পর তিনি বললেন, যারা এই রাজমুকুট আমাদের নিকট নিয়ে এসেছে তারা অবশ্যই বড় রকমের আমানতদার।

হযরত ওমর (রা) এর কথা শুনে হযরত আলী (রা) বললেন, আসলে মুসলিম জাতি আপনার মতো পবিত্র পরিচ্ছন্ন একজন মানুষ পেয়েছে এ কারণে তাদের মনমানসিকতাও পবিত্র পরিচ্ছন্ন হয়ে গেছে। আপনি যদি সততা এবং সত্য নিষ্ঠার পথ থেকে বিচ্যুত হতেন তবে তারা অসততার পরিচয় দিতো।

www.pathagar.com

হযরত ওমর (রা) বললেন, সম্পদের সঙ্গে শত্রুতাও আসে

ইবনে রাবিয়া বলেন, নাহাওন্দ যুদ্ধের পর গনিমতের অর্থ সম্পদ এনে মদীনার মসজিদের বারান্দায় রাখা হলো। সূর্যের আলোয় সেসব সম্পদ ঝলমল করছিল। এ দৃশ্য দেশে হযরত ওমর (রা) এর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। একজন সাহাবী মন্তব্য করলেন, হে আমীরুল মোমেনীন এটা তো কান্নার ব্যাপার নয় বরং আনন্দের ব্যাপার। হযরত ওমর (রা) বললেন, সেটা আমি যে বুঝিনা তা নয়। আসলে আমি চিন্তা করছি যে, কোন জাতির নিকট যখন সম্পদ আসে সেই সম্পদের সঙ্গে শত্রুতাও হাত ধরাধরি করে আসে।

কিসরার ধন ভান্ডার হযরত ওমর (রা) এর সামনে নিয়ে আসার পর ইব্রাহীম ইবনে সা'দ বললেন, হে আমীরুল মোমনীন, আপনার অনুমতি পেলে এগুলো বায়তুল মালে জমা করে রাখতাম। হযরত ওমর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম কোন ছাদের নীচে এই সম্পদ রাখার চেয়ে আমি এগুলো বিতরণ করে দেব।

পারস্য রাজ্যের পোশাক একজন লোককে পরিধান করালেন হযরত ওমর (রা)

কাশেম ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আবু বকর বলেন,পারস্যের শাহানশাহ কিসরার তলোয়ার, পোশাক ইত্যাদি হযরত ওমর (রা) এর দরবারে আনা হলো। হযরত ওমর (রা) উপস্থিত লোকদের মধ্যে ছোরাকা ইবনে জাশআম মাদলাছিকে বললেন, এই পোশাক পরিধান করে। তারপর ছোরাকাকে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে সেই পোশাকের সৌন্দর্য দেখলেন। বললেন, বেশ মানিয়েছে তোমাকে। এবার পোশাকটা খুলে দাও। তোমাকে এ পোশাক দেয়া হলে তোমার ভবিষ্যত বংশধরগণ এই পোশাক নিয়ে গর্ব করবে। এটা আমি চাইনা।

ছোরাকা পোশাক খুলে রাখার পর হযরত ওমর (রা) বললেন, হে আল্লাহ এসব ধনসম্পদ তুমি রাসূল (স) এবং হযরত আবু বকরের জীবদ্দশায় উম্মতকে দাওনি। আমার খেলাফতের সময় দিয়েছ। যদিও রাসূল (স) এবং আবু বকর (রা) ছিলেন তোমার নিকট আমার চেয়ে প্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ মানুষ। আমি তোমার নিকট সম্পদ চাই হে আল্লাহ। আমি জানি তুমি এসব কিছু আমাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেই দিয়েছ।

হযরত ওমর (রা) আগুনের উপর নিজের হাত দিয়ে বলতেন এই তাপ সহ্য' করতে পারবে?

হযরত ওমর (রা) কখনো কখনো আগুনের উপর নিজের হাত রেখে নিজেকে সম্বোধন করে বলতেন ওমর এই তাপের যন্ত্রণা তুমি সহ্য করতে পারবে?

www.pathagar.com

জোহাক বলেন, হযরত ওমর (রা) একবার বলেছেন, হায় আমার জীবন মানুষের জীবন না হয়ে যদি একটি ভেড়ার জীবন হতো কতো ভালো হতো। মানুষ সেই ভেড়াকে খাবার খাইয়ে মোটা তাজা করতো তারপর জবাই করে খেয়ে ফেলতো। লোকেরা আমার কিছু গোশত ভূনা করতো কিছু গোশত রান্না করতো। কখনো মাটির একটি ঢেলা হাতে নিয়ে বলতেন, আমি যদি এই মাটির টুকরা হতাম। আমাকে যদি সৃষ্টিই না করা হতো। আমি যদি মায়ের পেট থেকে জন্মগ্রহণই না করতাম।

মৃত্যুর চারদিন আগে হযরত ওমর (রা) যা বলেছিলেন

আমর ইবনে মায়মুন বলেন, আমিরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রা) এর শহীদী মৃত্যুর মাত্র চারদিন আগে তাঁকে আমি মদীনায় দেখেছিলাম। সে সময় তিনি দুইজন গবর্নর হোজায়ফা ইবনে ইয়ামান এবং ওসমান ইবনে হানিফের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। হযরত ওমর (রা) জানলেন, তোমাদের কাজ কেমন চলছে? তারা বললেন, ভালো ভাবেই চলছে। হযরত ওমর (রা) জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা তোমাদের এলাকায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হচ্ছে নাতো? তারা দু'জনেই বললেন, জীনা। তারা জানাতে চাইলেন যে, তাদের কোন সমস্যা নেই।

হযরত ওমর (রা) তাদের কথা শুনে সন্তোষ প্রকাশ করলেন তার পর বললেন, আল্লাহ যদি আমাকে আরো কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখেন তবে ইরাকের বিধবা নারীদের সমস্যা সমাধান করে দেব। তাদের জন্য এমন একটা ব্যবস্থা করবো যেন নিজেদের দুঃখ কষ্টের কথা তাদের অন্য কারো কাছে ব্যক্ত করা প্রয়োজন না হয়।

প্রাদেশিক গবর্নরদের প্রতি হযরত ওমর (রা) এর নির্দেশ

হযরত ওমর (রা) কোন ব্যক্তিকে প্রাদেশিক গবর্নর হিসেবে নিযুক্ত করার পর তার নিকট থেকে এমর্মে অঙ্গিকার গ্রহণ করতেন যে তিনি তুর্কী ঘোড়ায় আরোহণ করবেন না, সুস্বাদু দামী খাবার খাবেন না, মিহিন পোশাক পরিধান করবেননা, মুসলমানদের জন্য নিজেদের ঘরের দরোজা খোলা রাখবেন।

এই নির্দেশ দেওয়ার পর হযরত ওমর (রা) বলতেন, আল্লাহুম্মাশহাদ। হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো।

সাধারণভাবে গবর্নরদের উদ্দেশ্যে হযরত ওমর সরকারী চিঠি লিখতেন যে, তোমাদের উপর জনগণের অধিকার রয়েছে। সকল কাজে জনগণের সামনে ধৈর্যের পরিচয় দেবে। মুসলিম শাসকদের মধ্যে যদি ধৈর্য এবং সহনশীলতা পাওয়া যায় তবে সেটা হবে প্রসংসনীয় এবং কল্যাণকর। গবর্নরদের পথভ্রষ্টতা

www.pathagar.com

এবং অসচেতনতা জনগণের জন্য ব্যাপক ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা দেবে। যে ব্যক্তি নিজের পরিবার পরিজনের কল্যাণ কামনা করে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন এবং তার জীবিকার পথ প্রশস্ত করে দেন।

হযরত ওমর (রা) বলেন, আমার মনোনীত কোন গবর্নর জনগণের উপর জুলুম অত্যাচার করেছে এটা জানার পরও যদি আমি সেই জুলুম প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করি তবে আমিই জুলুম করছি প্রতীয়মান হবে।

কবিতায় মদ সম্পর্কিত উপমা থাকায় নবনিযুক্ত গবর্নরের নিয়োগ বাতিল করলেন হযরত ওমর (রা)

মোহাম্মদ ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন, আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রা) নোমানকে মাইসানের গর্ভনর নিযুক্ত করেছিলেন। নেমান ছিলেন কবি। কর্মস্থলে পৌছে তিনি কবিতা রচনা করতে শুরু করেন। একটি কবিতায় তিনি লিখলেন,

আমি জানিনা সুন্দরীকে কেউ দিয়েছে খবর
নাকি দেয়নি, আমি মাইসান পৌছানোর পর
গেলাসে ঢেলেছি মদ, যখন ইচ্ছা হয় তখন
জনপদের লোকদের নিয়ে করবো গলাধকরণ
ছোট পেগে মন ভরে না বড় পেগে করি পান
মদই যখন ঢালবো গলায় কেন হবো সাবধান।

হযরত ওমর (রা) গর্ভনর নোমানের রচিত এই কবিতার খবর পেয়ে রাগে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। নোমানকে খবর পাঠালেন যে তোমাকে গর্ভনরের পদ থেকে বরখাস্ত করা হলো।

গর্ভনর নোমান মদীনায় ছুটে এলেন। করজোড়ে বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন, আল্লাহ সাক্ষী আমি কখনো মদ পান করিনি। একদিন ঝোঁকের মাথায় এই কবিতা লিখে ফেলেছিলাম।

হযরত ওমর (রা) কোন কথাই শুনলেন না। তিনি সাফ বলে দিলেন, তোমাকে আর কোনদিন সরকারী কাজের কোন দায়িত্ব দেয়া হবে না।

তওবাতুন নসুহ সম্পর্কে হযরত ওমর (রা) এর বক্তব্য

হযরত ওমর (রা) কে একদিন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তওবাতুন নসহ বলতে কি রকমের তওবাকে বোঝায়?

হযরত ওমর (রা) বললেন, তওবাতুন নসুহ হচ্ছে এমন তওবা যে তওবা করার পর মানুষ আর কখনো পাপের কাজ করবেনা। মন্দ কাজ থেকে একবার বিরত হলে সেই কাজের প্রতি কখনো অগ্রসর হবে না।

www.pathagar.com

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

হযরত ওমর (রা) এর একগুচ্ছ অমর বাণী

(১) হায় আমি যদি মাটির টুকরো হতাম। যদি আমাকে সৃষ্টিই করা না হতো। মায়ের পেট থেকে যদি আমি ভূমিষ্ট না হতাম। আমি যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম।

(২) এমন কোন জাতি নেই যাদের নিকট অর্থ সম্পদ আসার পর শত্রুতা, হিংসা, ঘৃণা তৈরী হয়নি।

(৩) আমি চাই আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব থেকে এমনভাবে নিষ্কৃতি পাবো যে, যদি পুরস্কারের উপযুক্ত বিবেচিত না হই অন্তত তিরস্কার যেন শুনতে না হয়।

(৪) যারা আল্লাহকে ভয় করে তারা কখনো পরাজিত হয়না। যারা পরহেজগার তারা প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত থাকে। কেয়ামতের বিভীষিকাময় অবস্থা যদি না থাকতো তবে পরিস্থিতি হতো সম্পূর্ণ অন্য রকম।

(৫) ওমরের পরিবার আল্লাহকে সহজ মনে করেছে। এসকল অর্থ-সম্পদ ওমরের খেলাফত আমলে এ কারণে আসেনি যে, ওমরের সময় কাল রাসূল (স) এবং আবু বকর সিদ্দিকের সময় কালের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বরং এটাতো একটা পরীক্ষা। আমার কাজ হচ্ছে আমার পূর্বসূরীদের আনুগত্য করা।

(৬) কেয়ামতের দিনের আগে নিজের হিসাব নিজে নাও। দাঁড়িপাল্লায় তোমার আমল ওজন করার আগেই নিজের সমালোচনা করো। এর ফলে কেয়ামতের দিন তোমার হিসাব দেয়া সহজ হবে। আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার আগেই নিজেকে যাচাই করো। কারণ আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার পর তোমার কোন কিছুই গোপন থাকবেনা।

(৭) হে আমার পুত্র, আল্লাহকে যদি ভয় করো তিনি তোমাকে হেফাজত করবেন। আল্লাহকে ঋণ দাও। আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করো, তিনি তোমাকে এই বিনিয়োগের পুরস্কার দেবেন। আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তিনি তোমাকে আরো দেবেন। মনে রেখো ভালো বন্ধুও বড় সম্পদ। পুরাতন ব্যতীত নতুনের কথা চিন্তা করা যায় না। কাজের প্রতিফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

www.pathagar.com

(৮) মানুষ যদি নিজেই নিজের উপর অপবাদের পথ খুলে দেয় তবে অপবাদ আরোপকারীদের দোষারোপ করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি নিজের গোপনীয়তা নিজেই প্রকাশ না করে সে নিরাপদ থাকে। তোমার ভাইয়ের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো, কখনো না কখনো তোমার পাল্লা ভারি হবে। মুসলমান ভাইয়ের কথার ভুল ব্যাখ্যা পারত পক্ষে করবে না। যদি তুমি কারো সন্দেহর বদলা নেকী দ্বারা দাও তবে সেটা হবে আল্লাহর আনুগত্য। তোমাকে নিষ্ঠাবান বন্ধু খুঁজে বের করতে হবে। এ রকম বন্ধুর সংখ্যা যতো বেশী হবে ততো ভালো হবে। এরকম বন্ধু তোমার সুসময়ে যেমন তোমার পাশে থাকবে দুঃসময়েও তোমাকে ছেড়ে যাবে না।

(৯) তিনটি জিনিস তোমার ভাইকে তোমার নিকট একনিষ্ঠ করবে। সাক্ষাতের সময় তাকে সালাম দেবে। মানুষের সমাবেশস্থলে তার সঙ্গে আন্তরিকতা পূর্ণ ব্যবহার করবে এবং তাকে সম্মান দেখাবে। তার পছন্দনীয় নাম ধরে তাকে সম্বোধন করবে।

পক্ষান্তরে তিনটি জিনিস তোমার ভাইয়ের নিকট থেকে তোমাকে দূরে সরিয়ে দেবে। মানুষের সঙ্গে রুক্ষ রূঢ় ব্যবহার করা, মানুষের গোপনীয়তা জানার চেষ্টা করা, মানুষকে অকারণে কষ্ট দেয়া।

(১০) কোন বুদ্ধিমান মানুষ যদি তোমার শত্রু হয়ে যায় তবে আল্লাহর নিকট দোয়া করো সে যেন তোমার ক্ষতি করতে না পারে।

(১১) যে কাজে তোমার কোন স্বার্থ নেই সেই কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করবে না। নিজের শত্রুর ব্যাপারে সব সময় সতর্ক থাকবে।

(১২) এমন লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে যারা বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য। কারণ দুনিয়ায় আমানতের কোন বিকল্প নেই। আমানতদারের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ হতে পারে না। পাপী লোকের সংস্পর্শ ক্ষতিকর কারণ এরকম লোক পাপের কাজে প্ররোচিত করে।

ব্যক্তিত্বহীন, লম্পট স্বভাবের লোকের নিকট নিজের গোপনীয়তা প্রকাশ করবেনা। কোন বিষয়ে পরামর্শ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে এমন লোকের সঙ্গে পরামর্শ করবে যারা আল্লাহকে ভয় করে।

(১৩) তুমি যে বিষয়ের সঙ্গে জড়িত নয় সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেনা। শত্রুদের নিকট থেকে যথা সম্ভব দূরে থাকবে। বন্ধুদের মধ্যে শুধু তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে যারা বিশ্বস্ত। আল্লাহর ভয় করে না এ রকম মানুষ বিশ্বস্ত হতেই

www.pathagar.com

পারে না। পাপীদের সঙ্গে উঠাবসা করবেনা। কারণ তারা তোমাকে পাপের পথে নিয়ে যাবে। পাপী লোকের নিকট নিজের গোপন কথা প্রকাশ করবে না। পরামর্শ করার প্রয়োজন দেখা দিলে তাকওয়া সম্পন্ন লোকের সঙ্গে পরামর্শ করবে।

(১৪) কোন মুসলমানের মুখের কথার ভুল ব্যাখ্যা করবেনা বরং ভালো ব্যাখা করার চেষ্টা করো।

(১৫) কোন ব্যক্তিকে খারাপ মানুষ বলার জন্য এটাই যথেষ্ট যে তার বন্ধুদের যেসব দোষ তার সামনে থাকে সেসব দোষ তার নিজের মধ্যেও রয়েছে। এখানে বোঝানো হয়েছে যে, বন্ধুদের দোষকে নিজের মধ্যে বহন করে বেড়ায়।

(১৬) মানুষকে পারিবারিক জীবনে শিশুর সরলতা নিয়ে জীবন যাপন করা উচিত। তবে প্রয়োজনের সময়ে তাকে বীরত্ব এবং সাহসিকতার পরিচয় দিতে হবে।

(১৭) যদি তোমার মধ্যে দ্বীনদারী থাকে যদি বিবেকবুদ্ধি থাকে যদি অর্থ-সম্পদ থাকে তবে তুমি গর্ব করতে পারো, এসব না থাকা অবস্থায় যদি গর্ব করো তবে তোমার মধ্যে এবং পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না।

(১৮) হে মুহাজির সম্প্রদায়, দুনিয়ার মানুষের সঙ্গে বেশী মাখামাখি করবে না বেশী মেলামেশা করবেন কারণ এর ফলে তোমাদের প্রতি আল্লাহর দানের অমর্যাদা করা হবে।

(১৯) পেটপূর্ণ করে অধিক আহার করা হলে মানুষ এবাদতের যোগ্য থাকে না। অতিরিক্ত ভোজন দেহে নানা প্রকার রোগা ব্যাধির জন্ম দেয়। আল্লাহ তায়ালা অহংকারী দ্বীনদারকে ঘৃণা করেন। জীবিকা আহরণের ব্যাপারে মানুষের মধ্যম পন্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। কারণ মধ্যম পন্থাই হচ্ছে প্রশংসনীয়। যারা স্বল্পাহারী যারা বাহুল্য ব্যয় না করে তারা সহজেই এবাদতে মনোযোগী হতে পারে। কোন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস হবে না। যতক্ষণ তারা দ্বীনদারী তার প্রবৃত্তির অনুযায়ী না হবে।

(২০) আখেরাতের বিষয় বাদ দিয়ে দুনিয়ার সকল বিষয়ে কৃচ্ছতা এবং প্রয়োজনে উদারতার পরিচয় দেয়া যাবে।

(২১) জেনে রেখো লোভ হচ্ছে এক ধরণের অসুখ। মানুষ যখন কোন জিনিসের ব্যাপারে হতাশ হয়ে যায় তখন সে সেই জিনিসের মুখাপেক্ষিতা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়।

www.pathagar.com

(২২) যারা পাপ থেকে তওবা করেছে তাদের সংস্পর্শ গ্রহণ করো। এই শ্রেণীর মানুষের মন থাকে কোমল।

(২৩) মানুষ যখন কোন বিষয়ে দোষী প্রমাণিত হয় তখন সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং বিষাদের সম্মুখীন হয়। এর ফলে তার পাপ পর্যায়ক্রমে মুছে যায়।

(২৪) যারা খোদা ভীরু এবং যাদের মধ্যে তাকওয়া রয়েছে তাদের জন্য সমীচীন নয় যে তারা কোন দুনিয়াদারের সামনে নতি স্বীকার করবে।

(২৫) আল্লাহর স্মরণ অন্তরকে পরিচ্ছন্ন এবং পরিশুদ্ধ করে। দুনিয়ার মানুষদের স্মরণ অন্তরকে দুঃখকষ্টে পূর্ণ করে দেয়।

(২৬) মনে করো কোন লোক খোলা একটি ময়দানে পৌছেছে। সেখানে সে নামায আদায় করেছে। নামায আদায়ের পর আল্লাহর প্রশংসা করেছে। তার পর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছে যে আল্লাহ তাকে ধ্বংস না করে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এ রকম মানুষ যদি আল্লাহর নিকট কেঁদে কেঁদে তওবা করে তবে তার ক্ষমা পাওয়া নিশ্চিত। তার পাপ যদি সমুদ্রের ফেনার মতো বেশীও হয় তবু আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন।

(২৭) নিঃসঙ্গতা থেকে দূরে থাকতে হবে। কোন কাজে তাড়াহুড়ো করা যাবে না।

(২৮) আল্লাহর হক এবং বান্দার হক উভয় বিষয়ে সব সময় সতর্ক থাকবে।

(২৯) আখেরাতের প্রতি যদি তোমার ভালোবাসা থাকে তাহলে দুনিয়ার নানারকম লোভনীয় এবং আকর্ষণীয় জিনিস থেকে বঞ্চিত হলেও তোমার দুঃখ পাওয়া উচিত নয়।

(৩০) জাহেলী যুগে মক্কায় আমরা নারীদের তুচ্ছ মনে করতাম। মদীনায় তাদের কিছু মর্যাদা ছিল। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পর নারীদের সম্পর্কে কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হলে তাদের মানমর্যাদা সম্পর্কে আমাদের সঠিক উপলব্ধি হয়।

(৩১) যারা আল্লাহকে ভয় করে তারা নিজেদের ক্রোধ সম্বরণ করতে পারে। তারা নিজেদের প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। কিছুতেই তারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে না। যদি কেয়ামত না থাকতো তবে ব্যাপারটা হতো অন্যরকম।

(৩২) নিজেদের ক্রোধ যারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তারা প্রশংসনীয় কাজ করে। এ কাজের চেয়ে প্রশংসনীয় কাজ আর কিছু হতে পারে না।

www.pathagar.com

(৩৩) আমি জানি সবচেয়ে দানশীল মানুষ কে এবং সবচেয়ে সহনশীল মানুষ কে। যে ব্যক্তি বঞ্চিত হওয়ার পরও দানের হাত প্রসারিত করে সে ব্যক্তিই সবচেযে বড় দানশীল। যে ব্যক্তি অত্যাচারিত হয়েও ক্ষমা করে সে সবচেয়ে সহনশীল মানুষ।

(৩৪) আল্লাহর নিকট প্রতিদিন জীবিকা চাও। নিজেকে মৃতদের অন্তর্ভুক্ত মনে করো। এর ফলে টাকা পয়সা কম থাকলেও তোমার মনে দুঃখবোধ জাগ্রত হবে না।

(৩৫) জমিনের অন্নদাতাগণ যেদিন আকাশের অন্নদাতার মুখোমুখি হবে সেদিন তাদের অবস্থা হবে অত্যন্ত করুণ।

(৩৬) যারা আল্লাহর হক নামায বরবাদ করতে পারে তারা মানুষের অধিকারও অনায়াসে নস্যাৎ করতে পারে।

(৩৭) দ্বীনের ক্ষেত্রে যদি মানুষের মনে খোদাভীতি প্রাধান্য পায় তবে এবাদত এবং আনুগত্যের হক পুরোপুরি আদায় হতে পারে।

(৩৮) পাপের প্রতি আসক্তি থাকা সত্বেও যারা সংযম অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের তাকওয়ার পরীক্ষা গ্রহণ করেন। আল্লাহ এদের ক্ষমা করবেন এবং পুরস্কার দেবেন।

(৩৯) শীঘ্রই তোমাদের জ্ঞান ছিনিয়ে নেয়া হবে। (কবরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বিলীন হয়ে যাবে)। কাজেই যার নিকট যতটুকু জ্ঞান রয়েছে সেই জ্ঞান অন্যদের নিকট পৌছে দাও।

(৪০) আমি তোমাদেরকে সেই আল্লাহকে ভয় করার জন্য নসিহত করছি যিনি ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে তার বন্ধুগণ উপকৃত হতে পারে। আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে তাঁর শত্রুগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যারা বরবাদ হয়ে যাবে তাদের ওজর গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ তাদের সামনে হেদায়েতের আলো উপস্থিত হয়েছিল। আল্লাহর প্রেরিত দলিল প্রমাণ তাদের সামনে এসেছিল। এমতাবস্থায় অজুহাত দেখানোর কোন অবকাশ নেই। মনে রাখবে একজন অভিভাবক তার অধীনস্থদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক উদ্বুদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত করতে পারে। আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য হচ্ছে, আমরা আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করবো এবং আমাদের অনুসারী এবং অধীনস্থদেরকে আল্লাহর নাফরমানী এবং অবাধ্যতা থেকে ফিরিয়ে রাখবো। আমাদের আরো কর্তব্য হচ্ছে, নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী জায়গায় লোকদেরকে

www.pathagar.com

আল্লাহর আদেশের অনুসারী করে গড়ে তুলবো। এক্ষেত্রে কাছের এবং দূরের মানুষদের মধ্যে কোন পার্থক্য করবোনা। এর ফলে অশিক্ষিত লোকেরা শিক্ষিত হবে এবং পথভ্রষ্টরা পথের দিশা পাবে। একই সঙ্গে আমরা সেইসব লোককে চিহ্নিত করতে পারবো যাদের কথা এবং কাজে বৈপরীত্য রয়েছে। কিছু লোক এমন রয়েছে যারা মনে মনে উচ্চাশা পোষণ করে। তারা চিন্তা করে যে, আমরা নামাযীদের সঙ্গে নামায আদায় করবো। মুজাহিদদের সঙ্গে জেহাদ করবো। হিজরত করবো। আল্লাহর শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো। কিন্তু তাদের এসব আশা পূরণ হয়না। যারা কর্তব্য নিষ্ঠ এবং যাদের নিয়ত সঠিক তারাই নাজাত পায়। জেহাদ হচ্ছে সবচেয়ে উচ্চস্তরের এবাদত। তবে প্রকৃত জেহাদ হচ্ছে মন্দ কাজ ত্যাগ করা এবং মন্দ লোকদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা।

কিছু লোক নিজেকে মুজাহিদ বলে দাবী করে। কিন্তু আল্লাহর পথে জেহাদই হচ্ছে প্রকৃত জেহাদ। জেহাদ হচ্ছে হারাম জিনিস থেকে দূরে থাকার চেষ্টা। ইসলামের শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করাও জেহাদ। বহু মানুষ আছে পারিশ্রমিক পাওয়ার আশায় যুদ্ধ করে। কেউ সুনামের জন্য যুদ্ধ করে। মানুষ প্রশস্ততা লাভ করুক আল্লাহ সেটা অপছন্দ করেননা। আল্লাহ মানুষকে সহজ পথে পরিচালিত করতে চান। তোমরা নিজেদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালন করো আল্লাহ তোমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করবেন। তোমরা রাসূল (স) এর সুন্নাহ পালন করো। এর ফলে তোমরা নতুন ফেতনা ফাসাদ থেকে মুক্ত থাকবে। শেখো, জানো এবং অর্জন করো। কারণ যারা জানেনা তারা অসহায়। দ্বীনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন বিদআত অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। রাসূল (স) এর সুন্নাহর উপর ভারসাম্যমূলক আমল করা সেই ইজতিহাদের চেয়ে উত্তম যে ইজতিহাদে গোমরাহী প্রমাণিত হয়। বিভিন্ন নসিহতের উপর আমল করো। আল্লাহর পথে যারা লড়াই করে তাদের লড়াই সার্থক প্রমাণিত হয়। অন্যের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা মানুষের জন্য সৌভাগ্যের কাজ। মন্দ মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ট সন্তানও মন্দ হয়। আনুগত্য পরায়ণতা আবশ্যক। এতে রয়েছে সম্মান। পাপাচার এবং মানুষের মধ্যে বিভেদ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা থেকে দূরে থাকো। কারণ এর পরিণামে অপমানিত হতে হয়। সাধারণত মানুষ ক্ষমতাশালীদের ঘৃণা করে। আল্লাহ না করুন হে ওমর তুমিও সেই ঘৃণিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত না হও।

(৪১) হে আল্লাহ আমি আশা পোষন করছি যে আমার জানমাল যতোটুকু সম্ভব তোমার কাজে আসুক।

www.pathagar.com

(৪২) মানুষ যখন কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে তখন তার উচিত সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। যদি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তখন তার উচিত আল্লাহর শোকর আদায় করা।

(৪৩) দুনিয়াদারদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করবেনা এতে তোমার জীবিকা কমে যাবে।

(৪৪) দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি দেহ মনের শান্তি নিশ্চিত করে।

(৪৫) নফল রোযা এবং রাত্রিজাগরণ মানব জীবনে গনিমতের মালের মতো মূল্যবান।

(৪৬) নামাযের ব্যাপারে মানুষের প্রতি নজর রাখো। লক্ষ্য রাখো কারা নামায আদায়ের জন্য আসে কারা নামায আদায় করতে আসেনা, যদি অসুস্থতার কারণে নামাযের জন্য আসতে না পারে তবে তার সেবা করো। যদি অলসতার কারণে মসজিদে না আসে তবে তাকে তিরস্কার করো।

(৪৭) একটা সময় ছিল যখন রাসূল (স) আমাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর উপর ওহী নাযিল হতো। তিনি তোমাদেরকে সবকিছু জানিয়ে দিতেন। কিন্তু এখন আর তিনি নেই। ওহীর অবতরণ বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে প্রকৃত সত্য জানার উপায় হচ্ছে কারো নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করা এবং তার আমল দেখা। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মন্দ কাজ করে তবে তার সম্পর্কে মন্দ ধারণা হবে আর কেউ যদি ভালো কাজ করে তার সম্পর্কে ভালো ধারণা হবে। তোমাদের গোপনীয়তা এখন তোমরা জানো আর তোমাদের প্রতিপালক জানেন। আমি এমন একটা সময় দেখেছি যখন দ্বীনী জিন্দেগীর উদ্দেশ্য হতো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। বর্তমানে দ্বীনী জিন্দেগীর উদ্দেশ্য হচ্ছে জনপ্রিয়তা লাভ করা এবং অর্থনৈতিক স্বচ্ছন্দ লাভ করা। কোন জাতির নেতা যদি ভুল করেন এতে আল্লাহ চরম অসন্তুষ্ট হন। যার উপর জাতির নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তার অমনোযোগিতা এবং উদাসীনতার চেয়ে নিন্দনীয় আর কিছু নেই। যে বক্তি ক্ষমা এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে কাজ করে তার উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। যে ন্যায়নীতি অনুসরণ করে এবং সুবিচারের পরিচয় দেয় পরিণামে সে সফলতা লাভ করে। আল্লাহর আনুগত্যের পথে অবমাননা অসম্মান দুনিয়া তলবির ক্ষেত্রে সম্মান পাওয়ার চেয়ে উত্তম।

(৪৮) জনগণের প্রতি আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আখেরাতের কাজে তাদেরকে আন্তরিকতার সঙ্গে অনুপ্রাণিত করা। জনগণের পরলৌকিক জীবন সুন্দর করতে

www.pathagar.com

সচেষ্ট হতে হবে। ভালো কাজে তাদেরকে সাহায্য করতে হবে। জনগণের যিনি নেতা হবেন তার অজ্ঞতা উদাসীনতা আল্লাহর নিকট ঘৃণ্য কাজ।

(৪৯) দূরদর্শিতা আল্লাহর দান। যাকে ইচ্ছা তিনি এই বৈশিষ্ট্য দান করেন। ছোটখাট বিষয়ে কলহ করা তোমাদের উচিত নয়।

(৫০) লোভ হচ্ছে ভিক্ষাবৃত্তির মতো। মানুষ যখন কোন জিনিস চেয়েও পায়না তখন সে বেপরোয়া হয়ে যায়।

(৫১) জ্ঞান অর্জন করো। জ্ঞানের পাশাপাশি ধৈর্যশীলতা এবং মানসিক শান্তি লাভের পথ অনুসরণ করো। তোমার শিক্ষকদের সঙ্গে বিনয় নম্র আচরণ করো। ছাত্রদের সঙ্গেও নরম ব্যবহার করবে। দ্বীনের আলোক হও কিন্তু অন্যদের জন্য যন্ত্রণার কারণ হয়োনা। তোমার গাম্ভীর্য যেন তোমার জ্ঞানের চেয়ে ভারি না হয়।

(৫২) হে জ্ঞান অন্বেষণকারী এবং কোরআন পাঠকারীগণ তোমাদের জ্ঞান এবং কোরান অল্প দামে বিক্রি করবেনা। যদি তা করো তবে জান্নাত তো পাবে না বরং দুই জাহানেই অবমাননার সম্মুখীন হবে।

(৫৩) কোন নির্বোধের অনুসরণ যখন করা হয় তখন আর দ্বীনদারী অবশিষ্ট্য থাকেনা।

(৫৪) হে আল্লাহ আমরা তোমার নিকট আমাদের পাপের মার্জনা চাই এবং তোমার নিকট আমাদের ক্ষেতেখামারে বৃষ্টির পানি চাই।

হযরত ওমর (রা) এর এই মোনাজাতের পর মেঘের ভেতর থেকে আওয়াজ ভেসে এলো হে আবু হাফস সাহায্য এসে গেছে হে আবু হাফস সাহায্য এসে গেছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমাদের আরো কয়েকটি বই

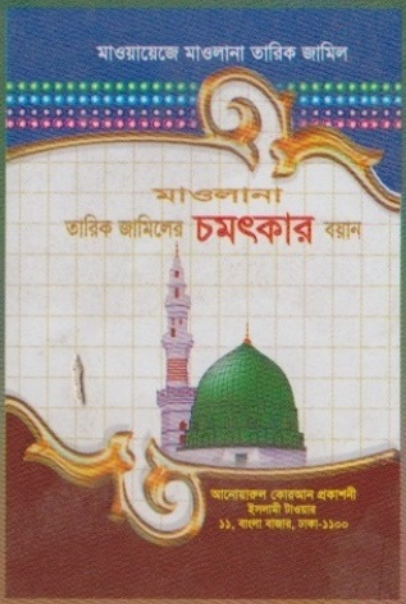

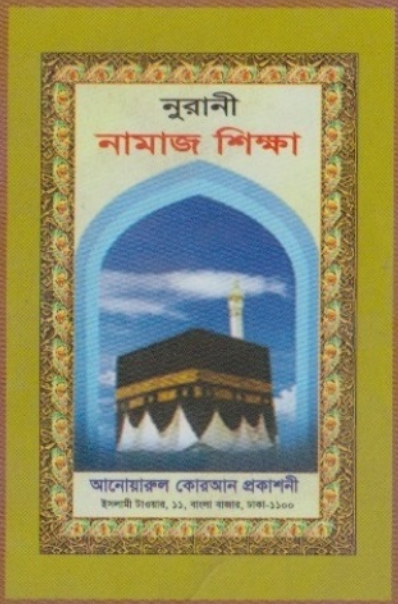

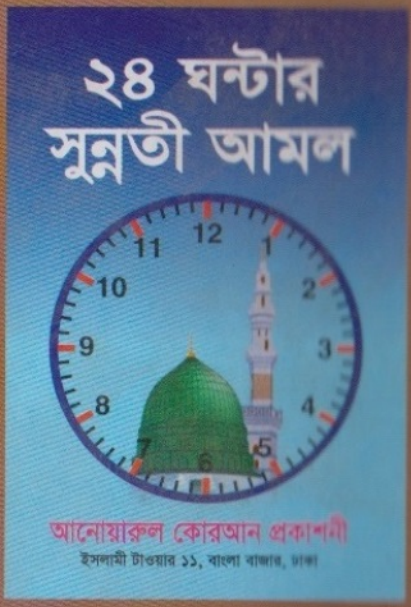

আনোয়ারুল কোরআন প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, ১১, বাংলা বাজার, ঢাকা।